ভোজন সকলেতে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্মরণে আমোদ হউক। ধর্ম্মে কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়া যেন কেহ সন্তুষ্ট না হন, ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইতে থাকুন, যেন এ পৃথিবীতে যত দূর উচ্চতম পবিত্রতম আনন্দ লাভ হইতে পারে তাহা তিনি লাভ করিতে পাবেন।

মেট্রোপলিটান টেবারনেকলে বক্তৃতা।

২৪ মে মঙ্গলবার নিইংটনস্থ মেস্তর স্পার্জ্জনের মেট্রোপলিটান টেবারনেকলে 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য' বিষয়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা হয়। লর্ডলরেন্স সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গে গৃহ পূর্ণ হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মেস্তর পোলার্ড অর্কুহর্ট এম্ পি, মেস্তর জে হাওয়ার্ড, মেস্তর এইচ ডবলিউ ফ্রীল্যাণ্ড, ভূতপূর্ব এম্ পি ডাক্তর অণ্ডারহিল এবং সৈয়দ আহম্মদের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। সভাপতি কার্য্যারম্ভে যাহা বলেন তাহার সার মর্ম্ম এই,—কেশবচন্দ্র তাঁহার বহুদিনের পরিচিত তাঁহার চরিত্রবত্তা, দক্ষতা, বাগ্মিতা, দেশহিতৈষিতা, দেশসংস্কারে যত্ন, স্বদেশের সামাজিক ও রাজ্যসম্পর্কীয় অবস্থার উন্নতি-সাধনে অভিলাষের পরিচয় দান করিয়া তিনি বলিলেন, ইংলণ্ড এবং ইংরেজ-গণের ভারতের প্রতি কি কর্ত্তব্য সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বশতঃ কেশবচন্দ্র যেরূপ উহা বলিতে পারেন এরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আর তিনি জানেন না। কেশবচন্দ্র স্বদেশের বিগত ইতিহাস জানেন, সুতরাং পুরাতন বিজেতৃগণের সময়ের সহিত ব্রিটিষ শাসনের তুলনা করিয়া উহা যে ভারতের কত দূর মঙ্গল সাধন করিয়াছে, তাহা বিশিষ্টরূপে তিনি অবগত। শিক্ষা ও সভ্যতা অর্পণ করিয়া ব্রিটিষগণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন উহা যেমন তিনি জানেন, তেমনি উহার কোন্ কোন্ বিষয়ে ন্যূনতা আছে তাহাও জানেন। সুতরাং ভারতের মঙ্গলকল্পে ব্রিটিষগণের কি করা উচিত তাহা কেশবচন্দ্রই ভাল বলিতে পারেন। এ কথা সকলের স্মরণে রাখা উচিত যে, এ দেশ এক জাতির অধিবাস স্থল হইয়াও সংস্কারের কার্য্য এখানে সাধিত করিতে গিয়া কত বাধা প্রতি-বন্ধক উপস্থিত হয়, এরূপ স্থলে ভিন্ন জাতিমধ্যে ভিন্ন জাতীয়গণের শাসনকার্য্য সম্পাদন করা কত দূর কঠিন ব্যাপার। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষ যে সকল শাসনাধীন হইয়াছে,তাহাদের সকলের অপেক্ষা বর্ত্তমান শাসন উৎকৃষ্ট।

তিনি এই সকল কথা বলিয়া কেশবচন্দ্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন।

কেশবচন্দ্র ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য-বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সমুদায় বক্তৃতার সারাকর্ষণ সংক্ষেপে এইরূপে করা যাইতে পারে ;—ভারত দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগ্রৎ হইয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা জলপ্লাবনের ন্যায় উপস্থিত হইয়া প্রবলবেগে ইহার কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা দূরে অপসারিত করিতেছে। এ দৃশ্য অতি আহ্লাদকর. ইহার জন্য ব্রিটিষজাতি সম্মান-যোগ্য। ভারতে যত শাসন হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ব্রিটিষ শাসনযে উৎকৃষ্ট ইহা তিনি স্বীকার করেন ; কিন্তু এই শাসনমধ্যে সংশোধনোপযোগী কতকগুলি দোষ আছে, যাহার সংশোধন করা প্রয়োজন। ব্রিটিষজাতির যখন কেবল বিবেক নয় হৃদয়ও আছে, তখন তিনি সাহসের সহিত সেই সকল দোষের উল্লেখ করিতেছেন। তিনি যাহা বলিবেন, কোন পক্ষের পক্ষপাতী হইয়া বলিবেন না, জমীদার ও কৃষক, শিক্ষিত ও বাণিজ্যব্যবসায়ী সকলের পক্ষ হইয়া তিনি বলিবেন। ব্রিটিষ জাতি যদি ভারতের মঙ্গল করিতে চান, তাহা হইলে সকল শ্রেণীর লোকের উপরে তাঁহার সমান দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজগণের মনে রাখা উচিত যে, ভারত তাঁহাদের হস্তে ঈশ্বর ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছেন, উহার ধনাদির যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। যিনি তাঁহাদের হস্তে ভারতকে ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছেন, তাঁহার নিকটে তাঁহাদিগকে হিসাব দিতে হইবে। উহার শাসনপ্রণালীমধ্যে যদি পাপ অপরাধ প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে শীঘ্র উহার উচ্ছেদ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। তাঁহারা ভারতকে স্বার্থসাধনের জন্য নিয়োগ করিতে পারেন না। ভারতকে অধিকারে রাখিবার যদি তাঁহাদের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ভারতের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য উহাকে অধিকারে রাখিতে পারেন। ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের প্রথম কর্ত্তব্য শিক্ষাকার্য্যের আরও উৎকর্ষ সাধন করা, আরও বিস্তৃত করা। ভারতবাসিগণকে রাজভক্ত করিতে অভিলাষ করিলে তাহাদিগকে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। প্রকাণ্ড দুর্গাপেক্ষা ব্রিটিষ জাতির ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি রক্ষার পক্ষে স্কুল কলেজ প্রকৃষ্ট উপায়। ১৮৫৪ সনে প্রকৃত ভাবে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সে বর্ষে কেবল চল্লিশ হাজার ছাত্র ছিল।

১৮৬৬ সনে পঞ্চাশ হাজার স্কুল, ছয় লক্ষ তেইশ হাজার ছাত্রসংখ্যা হয়। উপাধিগ্রহণসংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রেরও বিশেষ উৎকর্ষ উপস্থিত। শিক্ষাকার্য্যের ঈদৃশ উৎকর্ষসত্ত্বেও দশ লক্ষের দুই তৃতীয়াংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বঙ্গদেশেই প্রতি তিন শত আটাইশ জনের মধ্যে এক জন শিক্ষা লাভ করে। যাঁহাদের উপায় আছে, বর্ত্তমান শিক্ষাবিধানে তাঁহারাই শিক্ষার ফললাভ করিতে পারেন, যাহারা দীন দরিদ্র তাহাদের কোন শিক্ষার উপায় নাই। উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষা দিলে তাঁহাদিগের প্রভাবে দীন দুঃখিগণ উন্নত হইবেন, এ মত কতক দূর সত্য হইতে পারে; কিন্তু কোটি কোটি লোকের উপরে সেই প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কি কখন সম্ভব? ইংলণ্ডেই যখন এ প্রভাব সর্ব্বত্র কার্য্যকর হয় না, তখন ভারতের পক্ষে উহাতো আরও দূরতর। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তদ্বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখন উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়া নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থ সেই অর্থ নিয়োগ করা হইবে, তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই। ভূস্বামিগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের যে স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সে বন্দোবস্ত কখন ভঙ্গ করিতে পারেন না। ভূস্বামিগণের উপরে শিক্ষাকর স্থাপন করিতে উদ্যত হইলে অনেকে সেই বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়া উহার অন্যায্যতা প্রমাণিত করেন। তিনিও মনে করেন, কোন আকারে অধিক কর ভূস্বামিগণের নিকটে গ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্ট বিশ্বস্ততাভঙ্গের দোষে দোষী হন। যদি অন্য কোন প্রকারে উপায় করা না যাইতে পারে, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া কি সমুচিত? কখনই নহে। ইহাতে সহস্র সহস্র মধ্যবিত্ত লোকদিগকে শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত করা হইবে। স্থানে স্থানে ছোট ছোট বিদ্যালয় হইতেছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে উচ্চ শিক্ষালাভের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় বিনা আর বিদ্যালয় নাই। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে আরও অনেক দিন উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়সমূহ রক্ষা করিতে হইবে। এখন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়ার উপায় হইতে পারে, এ বিষয় বিচার্য্য রহিয়াছে। বর্ত্তমানে উচ্চ শিক্ষার আয় যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলেও ঘোর অনিষ্ট হয়; আর যদি সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার উপায় কিছু না করা হয়, তাহা হইলে তাহারাও বহু শত বর্ষ

অজ্ঞানান্ধ থাকিবে, কুসংস্কার পৌত্তলিকতার পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না। উহাদিগের ভিতর হইতে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা অপনীত না হইলে, অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক কি করিতে পারিবেন? অতএব তিনি আশা করেন, সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ হইবে। লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে শিক্ষার উপযোগী পদে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। যাঁহারা ভারতবর্ষে অধিক দিন ছিলেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে প্রমাণ দিবেন যে, সে দেশীয়গণের মধ্যে এমন লোক আছেন কি না, যাঁহারা উচ্চ উচ্চ পদের কার্য্য দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি একটি বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সম্প্রতি ষ্টেটস্কলারশিপ উঠিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে আসিয়া বিশেষ শিক্ষা পাইবার জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইত। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে উচ্চ পদ দিতে পারেন, সেস্থলে সে দেশীয়গণের ইংলণ্ডে আসিবার কোন প্রয়োজন নাই, এই নিয়ম হওয়াতেই, এই বৃত্তি উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু পদ দেওয়া এক কথা, আর শিক্ষার পূর্ণতা যাহাতে হয় তাহা করা অন্য কথা। বর্ত্তমানে অনেকগুলি যুবক ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট কেন তাঁহাদিগকে শিক্ষালাভের উপায় করিয়া দিবেন না? তিনি ভরসা করেন, এই বিষয়টি গভীররূপে আলোচিত হইয়া আবার পূর্ব্ব বৃত্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। সাধারণ শিক্ষা যাহাতে বাড়ে তৎসম্বন্ধে উপায় করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, কিন্তু এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কর্ত্তব্যও আছে। গবর্ণমেণ্ট ভারতের নারীগণকে শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষাকার্য্য অপূর্ণ থাকিবে। ভারতকে শিক্ষিতা মাতা না দিলে ভাবী বংশকে কুসংস্কারাদির হস্ত হইতে মুক্ত করা হইবে না। সন্তানগণ প্রথম বয়স হইতে ঈশ্বরানুরাগী সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিবে না, গৃহও জ্ঞান ও সুখের আধার হইবে না। স্বামী স্ত্রী উভয়ে শিক্ষিত না হইলে পরস্পর পরস্পরকে কি প্রকারে সহানুভূতি দিতে পারিবেন? স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির কেবল এক জাতিকে শিক্ষা দিলে দুঃখ ক্লেশ বাড়ান হইবে। যদি উভয়কে শিক্ষা দান করা হয়, তাহা হইলে পারিবারিক সংস্কারকার্য্যে উভয় উভয়কে বিশেষ সাহায্য দান করিবেন। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে কিছু

করেন নাই তাহা নহে। বর্ত্তমানে বালিকাগণের শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে দুই হাজার প্রকাশ্য বিদ্যালয় আছে, এবং পঞ্চাশ হাজার স্ত্রী নিয়মিত বিদ্যালাভ করিতেছেন। ভারতবর্ষের নারীগণের যথার্থ অবস্থা জানিবার জন্য অনেকেই সমুৎসুক হইতে পারেন। কেহ কেহ তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু ভাবেন না, কেহ কেহ তাঁহাদের অবস্থাকে অত্যন্ত দুঃখকর বলিয়া মনে করেন। অনেকে মনে করেন, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে সে দেশের নারীগণের কোন কর্তৃত্বই নাই; ইহা ভুল। তাঁহারা অন্তঃপুররূপ কারাতে আবদ্ধ, প্রমুক্ত বায়ুসেবনে অসমর্থ, এরূপ বিশ্বাসও সত্য নয়। ইংলণ্ডের স্বামিগণ যেমন অনেক সময়ে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তাঁহারা কোথায় কর্তৃত্ব করিবেন তাঁহাদের পত্নীগণই তাহাদিগের উপরে কর্তৃত্ব করেন, ভারতেও এই কথা সত্য। এরূপ কর্তৃত্বের ফল সকলেরই প্রত্যক্ষ। কে না জানিতেছেন, অনেক লোক ইংলণ্ডে আসিতেন, জাতিভেদ ভঙ্গ করিতেন, বিবিধ প্রকারের সংস্কারের কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন, পারিতেছেন না কেবল তাহাদিগের পত্নীগণের অযথাপ্রভাববশতঃ। ভারতনারীগণের ক্ষমতা থাকুক, তাঁহাদের মধ্যে জীবনের লক্ষণ থাকুক, তবু বলিতে হইবে, তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয়। এক জন কুলীনের পঞ্চাশ জন পত্নী। কোন পত্নীর জন্য পতি দায়িত্ব অনুভব করেন না, অথচ তাঁহার মৃত্যুতে এক সময়ে পঞ্চাশ জনের বৈধব্য, আর সেই বৈধব্য জন্য দুঃসহ ব্রতচর্য্যা, এ সকল অবস্থা ভাবিলে কাহার না বিষম ক্লেশানুভব হয়। নারীগণের মধ্যে অভেদ্য কুসংস্কার, তাহাদের প্রতি পুরোহিতগণের অত্যাচার, বঙ্গের মহারাজগণের কলুষিত ব্যবহার, এ সকলই স্ত্রীজাতির দুরবস্থা প্রদর্শন করে। ভারতের নারীগণের অজ্ঞানতা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃত সভ্যতা অর্পণ করিতে হইলে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডেও অনেকে মনে করেন, দেশের মেয়েরা 'ক্রিনোলাইন' না পরিলে, ফ্রেঞ্চ ভাষায় আলাপ না করিলে, পিয়োনা না বাজাইলে তাঁহাদের কিছু হইল না। ভারতের নারীগণের এই প্রকারে দেশীয় ভাব নষ্ট করার তিনি প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদিগকে উন্নত করিতে হইলে বাহিরের কিছু দিয়া নহে, কিন্তু সারতম শিক্ষা দিয়া উন্নত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের স্ত্রী-প্রকৃতি যাহাতে যথাযথ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ উপায় অবলম্বন শ্রেয়। সে

দেশীয় নারীগণের মধ্য হইতে যাহাতে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের যে দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহাতে তিনি আহ্লাদিত। তাঁহার নিবেদন এই যে, যে সকল মহিলা অদ্য এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা ভারতস্থ তাঁহাদিগের বয়স্যা নারীগণকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা অবসরসময়ে যেন দেশীয়া নারীগণের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। এরূপ করিলে তাঁহারা দেশীয়া নারীগণের জ্ঞানাদির উন্নতি বিলক্ষণ সাধন করিতে পারিবেন। মদ্যের অত্যাচার বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া এ সম্বন্ধের জন্য তিনি দুইটি প্রস্তাব করিলেন, (১) যে সকল অফিসার মদ্যের আয়বৃদ্ধি করিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিবেন না এবং যাঁহারা আয়বৃদ্ধি করিতে না পারেন তাহাদিগকে ধিক্কার দান করিবেন না। (২) যাঁহারা কেবল আয়বৃদ্ধির জন্য যত্নশীল তাঁহাদিগের হস্তে লাইসেন্স দেওয়ার ভার না দিয়া যাঁহারা দেশের নীতিবর্দ্ধনের জন্য যত্নশীল, তাঁহাদিগের হস্তে তৎসম্বন্ধে ভার অর্পণ। পরিশেষে তিনি বলিলেন, এদেশ হইতে যাহারা সে দেশে গমন করেন, তাহারা যেন এখান হইতে খ্রীষ্টানোচিত ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লইয়া যান। ইঁহারা সেখানে গিয়া কেবল সে দেশীয়গণের প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন তাহা নহে, অনেক সময়ে তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করেন যে তাহাতে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। এমন অনেক কদর্য্যচরিত্রের ইউরোপীয় আছেন, যাঁহারা সে দেশীয় লোকের জীবনকে উপহাসের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন। এই সকল নীচচরিত্র ব্যক্তির জন্য সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সে দেশীয় লোকদিগের উপরে কোন ভাল প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। তিনি উপস্থিত সকলের নিকটে বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা করেন যে, তাহাদিগের সে দেশস্থ বন্ধুগণকে এই বলিয়া তাঁহারা পত্র লিখেন যে, খ্রীষ্টানোচিত জীবনই কেবল সে দেশের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। তিনি আশা করেন যে, এ দেশ হইতে অনেক উদারচেতা লোক সে দেশে গিয়া আতুরশালা, শ্রমজীবিদরিদ্রশালা, ছিন্নবসনপরিধায়িগণের নিমিত্ত পাঠশালা সংস্থাপন করিবেন। তিনি আরও আশা করেন যে, এ দেশ হইতে সহৃদয়া মহিলাগণ সেখানে গিয়া তত্রত্য ভগিনীগণের শিক্ষা ও তাঁহাদের আত্মার উন্নতিকল্পে সাহায্য

করিবেন। এরূপ করিলে ইংলণ্ড ভারতের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, এবং ইংলণ্ড যে ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতের শাসনকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। ইংলণ্ড ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখুন যে, তিনি ভারতের ভাবী কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

সভাপতি লর্ড লরেন্স কেশবচন্দ্রকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষাসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, পোনের কোটী লোকের শিক্ষা দিতে গেলে যে ব্যয় হইবে তাহা যদি সেদেশের যে সকল লোক শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা না দেন তবে উহা কোথা হইতে আসিবে? যদি রাজকোষ হইতে দিতে হয়, তাহা হইলে রাজকোষে সে টাকা তো পূর্ব্বে আসা চাই। উচ্চশিক্ষা বন্ধ করা কিছুতেই উচিত নয়, কেন না তাহা হইলে পূর্ব্বতন অবনতির অবস্থায় প্রত্যানয়ন করা হইবে। তবে যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই সকল বিদ্যালয় যাহাতে রক্ষা পায় এবং বিদ্যাশিক্ষা আরও বিস্তৃত হয় তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তৎসহ তাঁহার একমত, তবে একটি বিষয় তাহাকে বলিতে হইতেছে, এ বিষয়ে সে দেশীয় লোকেরা যখন পশ্চাদ্গামী তখন তাঁহারা নিজে সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে গবর্ণমেণ্টের যত্নে লোকের মনে অযথা সংশয় উপস্থিত হইবে। কেশব চন্দ্র যে সকল কথা বলিলেন, তজ্জন্য সভা একমত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিন, ইহাই তিনি প্রস্তাব করিতেছেন। মেট্রোপলিটান টেবারনেকলের উপদেষ্টা রেভারেণ্ড সি এইচ স্পর্জ্জনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেবারেণ্ড জে এ স্পর্জ্জন সভাপতির প্রস্তাবের অনুমোদন কালে বলিলেন,তিনি সভার এবং তত্রত্য উপাসকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে একরাজ্যের প্রজা প্রসিদ্ধ অভ্যাগত ব্যক্তিকে [কেশবচন্দ্রকে] হৃদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছেন। কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে বলিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ও যে ইংলণ্ডবাসিগণের হৃদয়ের সহিত এক, ইহা মনে করা বোধ হয় ভ্রম হইতেছে না। ভারতীয় ইংরেজরাজ্যের ইতিহাসে লজ্জিত হইবার বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু ভূতকালে যাহা হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানকালের ইংরেজগণ (যদি তাঁহারা এ বিষয়ে ভ্রম না ঘটিয়া থাকে) ভারতের প্রতি কেবল ন্যায়বিচার করিবেন তাহা নহে, তৎপ্রতি উদারচেতা হইতেও প্রস্তুত। ইংলণ্ড

ভারতের নিকট যে ঋণে আবদ্ধ, ঈশ্বরের সাহায্যে তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করিবেন, ইহাই সকলে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড যে ভাবদ্বারা পরিচালিত হইয়া লর্ড লরেন্সকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ইংলণ্ড চিরদিন সেই ভাবেই পবিচালিত হইবেন। সে দেশীগণের প্রতি ইউরোপীয়েরা যে অত্যাচার করেন, তৎপ্রতি একান্ত নিন্দাবাদ করিয়া তিনি লর্ডলবেন্স ও কেশবচন্দ্র এ দুই নাম একত্র করিয়া ধন্যবাদের প্রস্তাব করত বলিলেন, তিনি আশা করেন, যে সমুদায় শ্রোতৃবর্গ একত্র দণ্ডায়মান হইয়া ধন্যবাদ অর্পণ করিবেন। (সকলে একত্র দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার ধ্বনিতে ধন্যবাদ দেন)। লর্ডলরেন্স এই বিশেষ সম্মানের জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, তিনি ইংলণ্ড ও ভারতের কল্যাণার্থে যাহা করিয়াছেন তাহার দশগুণ সম্মান, প্রশংসা ও শুভাকাঙ্ক্ষা আজ স্বদেশীয় নরনারীর নিকট প্রাপ্ত হইলেন।

২৮ মে শনিবার সেণ্ট জেম্‌স্ হলে "খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এতজ্জন্য আহূত সভার সভাপতি সার জেম্‌স্ ক্লার্ক লরেন্স বার্ট এম্ পি। সভাস্থল শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইঁহাদিগের নাম উল্লেখকরা যাইতে পারে;—রেবারেণ্ড ডবলিউএইচ্ ফ্রিমাণ্টল, রেবারেণ্ড হ্যারি জোন্স, ডবলিউ মিয়ল, ডাক্তর বেলি, ডাক্তব স্যাডলার, এইচ সলি, এইচ অইয়ার্‌সন, টি এল মার্ষাল, পার্টন হ্যাম, আব স্পিয়ার্স, এম্ ডি কন্‌ওয়ে, জে হে উড; মেস্তর এস্ ফোর্টল্ড, এইচ্ শার্প, ই লরেন্স, এস্ এস্ টেলর, এইচ্ এ পামাব, ই এন্‌ফিল্ড, ই নেটলফোল্ড, ডবলিউ শায়েন, সি টোয়ামলে আর্ ডন্ প্রভৃতি। সভাপতি কিছু বলার পব কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন তাহার মর্ম্ম এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে;—তিনি বলিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মত ও ভাব কি তাহা অভিব্যক্ত করিবার তিনি অভিপ্রায় করিয়াছেন। তিনি এক জন হিন্দু ব্রহ্মবাদী হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত। তিনি হিন্দুগৃহে পৌত্তলিকতার ভিতরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় অল্প দিনের মধ্যে সহজে তাহার পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস চলিয়া যায়। দুই তিন বৎসর তাঁহার মন সর্ব্বপ্রকার বিশ্বাসপরিশূন্য ছিল। পরিশেষে ঈশ্বরকৃপায় প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরপ্রেরণায় তিনি যে যে গ্রন্থ পাঠ করেন, তন্মধ্যে বাইবেলও একখানি। যদিও বাইবেলের সকল কথা তিনি

গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তথাপি ইহার ভিতরে তিনি অনেকগুলি সত্যলাভ করেন যাহা তাঁহার হৃদয়ের সহিত মিলিয়া যায়। ডেবিডের সাম, খ্রীষ্টের উপদেশ, পলের পত্র, এ সকলের সহিত তাঁহার হৃদয়ের মিল হয়, ভাবের একতা ঘটে। ভারতে খ্রীষ্টান মিশনারিগণ যে সকল মত প্রচার করেন, সে সকল হইতে দূরে অবস্থান করিয়াও ঈশার প্রতি অনুরাগ তাঁহার চিরদিন অক্ষুন্ন রহিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরোধী গ্রন্থ সমূহের পাঠে তাঁহার অভিলাষ নাই, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রমাণিত করিবার জন্য যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাও তিনি পাঠ করেন নাই। যে নীতিসম্ভূত-ভাবে—অধ্যাত্মভাবে তিনি ঈশার জীবন পাঠ করিয়াছেন, সেই ভাবেই তিনি বাইবেলও পাঠ করিয়াছেন। খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টের শুভ সংবাদের নিকটে তিনি সমধিক পরিমাণে ঋণী। খ্রীষ্টধর্ম্মের বহু দিক্। যে দেশে যে কালে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যেরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তিনি সেই অনুসারে সেই ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, পরিশেষে সেই সেই ব্যক্তির গৃহীত ভাব মতে পরিণত হইয়া একটি একটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে খ্রীষ্টধর্ম্মের যে বিষয়গুলি তাঁহার মনে লাগিয়াছে, তিনি সেইগুলি বলিতে অদ্য অগ্রসর। তিনি প্রথমতঃ অনুসন্ধান করিলেন, বাইবেল কি মত শিক্ষা দেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যে সকল মত আনিয়া উপস্থিত করেন, সে সমুদায় কি গ্রহণ করিতে হইবে? তিনি দেখিলেন খ্রীষ্টের কথা এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের কথার মিল নাই। খ্রীষ্ট কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য তাঁহার নিকটে গেলেন, এবং তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল। তিনি বলিলেন, 'সমগ্র হৃদয়ে, সমগ্র মনে, সমগ্র আত্মায়, এবং সমগ্র বলে তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে ভালবাস, এবং তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি কর', এবং ইহাকেই তিনি সমগ্র শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ঈশ্বরপ্রীতি, মানবে প্রীতি ইহাই ঈশার সর্ব্বোচ্চ মত। এই মতের অনুসরণ করিলে অনন্ত জীবন লাভ হয়, কেন না খ্রীষ্ট অন্যত্র বলিয়াছেন, "এইটি কর, তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করিবে।" কিন্তু এই মত জীবনে পরিণত করিবার উপায় কি? উপায় স্বয়ং তিনি। খ্রীষ্ট যেমন বলিলেন, 'ঈশ্বরকে প্রীতি কর, মানুষকে প্রীতি কর, অনন্ত জীবন লাভ করিবে' তেমনি বলিলেন "আমিই

পথ, আমিই পৃথিবীর আলোক।" তিনি কি বলেন নাই, তোমরা "যাহারা পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিব"? এই তাঁহার 'আমির' প্রাধান্য সর্ব্বত্র। ঈশ্বরপ্রীতি মানবে প্রীতি এবং এই আমিত্ব, এই দুইয়ের মধ্যে কি বিরোধ আছে? কোন বিরোধ নাই। এ দুই এক। খ্রীষ্ট কি? ঈশ্বরপ্রীতি মানবে প্রীতি। ঈশ্বরে প্রীতি মানবে প্রীতি তাঁহাতে মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। ঈশ্বরে প্রীতি করিলে মানবে প্রীতি করিলে আমরা খ্রীষ্টের মত হই। খ্রীষ্ট পূজা আরাধনা চান না, কেন না সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরের উহা প্রাপ্য। তিনি আপনাকে পথ বলিয়াছেন, লক্ষ্য বলেন নাই; তিনি আপনাকে পথপ্রদর্শক বলিয়াছেন, প্রাপ্য স্থান বলেন নাই। যদি খ্রীষ্ট পূজা না চান, তবে কি চান? বাধ্যতা চান। বাধ্য হইলে কি হইবে? শান্তি লাভ হইবে। এ শান্তি কি নিশ্চেষ্ট ভাব? না; খ্রীষ্ট পরক্ষণেই বলিলেন, "আমার যুগ (জোয়াল) গ্রহণ কর।" কোন খ্রীষ্টান নিদ্রাসুখ-সম্ভোগ করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে নিত্য সেবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এই সেবাতেই সুখ। যাঁহারা ঈশার নিকটে আসিলেন তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন, "যদি তোমরা শান্তি চাও, প্রভু পরমেশ্বরের বাধ্য হও, এবং তিনি যাহা তোমাদিগকে আদেশ করেন তাহা সম্পাদন কর।" অনেকে মনে করেন, বাহিরে যদি জলসংস্কার হয়, যদি সাধুশোণিতমাংসভোজনের অনুকরণ হয় তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হইবেন। ঈশা আমাদিগের নিকটে বাহিরের সংস্কার বা পান ভোজন চান না। তিনি চান, আমাদিগের অন্তরের সংস্কার, অন্তরের পরিবর্ত্তন। শীতল জলে অভিষিক্ত হইলে কিছু হইবে না, কিন্তু ধর্ম্মোৎসাহরূপ অগ্নিসংস্কারের প্রয়োজন। ঈশা যখন এ সংসার হইতে চলিয়া যাইবেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে কি প্রকারে আমাদের হৃদয় সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইবে তাহার উপায় বলিয়া গেলেন। তিনি যাইবার পূর্ব্বে রুটি ভাঙ্গিয়া সকলকে দিলেন এবং বলিলেন "আমার স্মরণার্থ এইটি করিও।" যে রুটি ভোজন করিতে ও যে পানীয় পান করিতে তিনি বলিলেন সে রুটি ও পানীয় কি? সে রুটি তাঁহার মাংস, সে পানীয় তাঁহার শোণিত। যদি ঈশাকে আমাদের আত্মার ভিতরে রাখি, তাঁহার ভাব আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, যে তিনি আমাদের বল, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও কৃতার্থতা সকলই হইলেন।

প্রাচীন মানুষ গিয়া নূতন মানুষের জন্ম হয় খ্রীষ্ট ইহাই চান। বাহিরের খ্রীষ্ট ভিতরের খ্রীষ্ট, শারীর খ্রীষ্ট আধ্যাত্মিক খ্রীষ্ট, ছবির খ্রীষ্ট অন্তরে উৎপন্ন খ্রীষ্ট, মৃত খ্রীষ্ট এবং জীবন্ত খ্রীষ্ট, এ দুইকে তিনি এই জন্য প্রভেদ করেন। খ্রীষ্ট কোন একটি বাহ্য মত নহেন, অথবা চর্ম্মচক্ষে দেখিয়া পূজা করিবার জন্য বাহ্য মূর্ত্তি নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার ভাব. যে ভাবের প্রতি অনুরক্ত হইতে হইবে, যে ভাব আত্মার সঙ্গে এক করিয়া লইতে হইবে। অনেক খ্রীষ্টান সরল ভাবে স্বীকার করেন তাঁহাদের হৃদয় স্বার্থে ও সংগ্রামে পূর্ণ, অথচ খ্রীষ্টে তাঁহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যত দিন রক্তমাংস আছে, তত দিন প্রলোভনের প্রভাব, উত্থান ও পতন অপরিহার্য্য। যদি তাঁহাদেরও এই অবস্থা হইল, তাহা হইলে খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টানে কি প্রভেদ? সমুদায় রিপুপরাজয়ের পক্ষে বল হইয়া খ্রীষ্টশক্তি তাঁহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট নন। ক্রুশে বিদ্ধ খ্রীষ্টকে একটি বাহিরের ব্যাপার বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করেন, না অন্তরের পাপরিপু সমুদায়কে ক্রুশে বিদ্ধ করাকেই ক্রুশে বিদ্ধ খ্রীষ্ট বলিয়া তাঁহারা মনে করেন? ঈশা কি পুনঃ পুনঃ বলেন নাই, রক্ত মাংসের প্রবৃত্তি নিচয়কে বলিদান করিতে হইবে? ঈশা বলিয়াছেন, সমুদায় ছাড়িয়া আমার অনুসরণ কর। খ্রীষ্টান হইতে গেলে তাঁহাকে প্রথমতঃ দেখাইতে হইবে তাঁহার উপরে সংসারের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; দ্বিতীয়তঃ সংসারিগণ যেমন সংসারের বস্তু ভালবাসে তেমনি তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন। এ সংসারে থাকিয়াও তাঁহাকে স্বর্গে বাস করিতে হইবে। খ্রীষ্টান হইতে গেলে নূতন মানুষ হইতে হইবে; খ্রীষ্টের মত হইতে হইবে। খ্রীষ্ট কি? খ্রীষ্ট তিনি, যিনি বলিয়াছেন 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই খ্রীষ্ট। যথার্থ খ্রীষ্টান কি না, ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে মত কি জানিবার প্রয়োজন নাই, কেবল দেখিতে হইবে তাঁহার প্রত্যেক রক্ত বিন্দু খ্রীষ্টের রক্তবিন্দু কি না, সপ্তভিগুণ সপ্তবার শত্রুকে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন কিনা, সংসারিত্ব পরিহার করিয়া কল্যকার জন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন কি না? সংসারে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়াও প্রকৃত খ্রীষ্টান ইহার একটিও অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। খ্রীষ্টানগণ পরোপকারার্থ যাহা করিতেছেন, পরের জন্য যে সকল ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন তদ্দর্শনে তিনি নিরতিশয়

আহ্লাদিত হইয়াছেন, এবং তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন কিন্তু তিনি তদপেক্ষা অধিক আশা করেন। যাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা করিতেছেন; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের যে অংশ তাঁহার মনে লাগিয়াছে সেই অংশ তাঁহাদিগের সম্মুখে তিনি উপস্থিত করিতেছেন। ঈশা ক্রুশ হইতে বলিলেন "পিতা, তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহারা জানে না কি করিতেছে"; এ কথা শুনিয়া, শত্রুর প্রতি তাঁহার ঈদৃশ প্রগাঢ় ঈদৃশ সুকোমল ভালবাসা দেখিয়া তাঁহাকে কি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারা যায়? যখন প্রত্যেক ব্যক্তি খ্রীষ্টের ভাবে ভাবুক হইবেন, তাঁহার মত প্রার্থনাশীল হইবেন, তাঁহার মত শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইবেন, তাঁহার মত আত্মত্যাগী হইবেন, সকল ব্যক্তি ভাবের একতাতে এক হইবেন, সংশুদ্ধ হইবেন, দ্বিজ হইবেন, বিশ্বাস ভক্তিতে ছেলে মানুষের মতন হইবেন, খ্রীষ্টের মতন হইবেন, তখন প্রতিজন প্রতিজনেব প্রতি আকৃষ্ট হইবেন, খ্রীষ্টের যে আদর্শমণ্ডলী ছিল, সেই আদর্শ মণ্ডলী হইবে। ইংলণ্ড আজ পর্য্যন্তও খ্রীষ্টজাতি হইতে পারেন নাই। তাঁহার খ্রীষ্টানোচিত অনেকগুলি গুণ আছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? দরিদ্রতা, অনীতি, অপবিত্রতা চারিদিকে এত প্রবল যে, ইহাতে খ্রীষ্টানগণকে লজ্জায় নতমস্তক হইতে হয়। খ্রীষ্টানগণ মধ্যে এক এক সম্প্রদায় খ্রীষ্টধর্ম্মের এক এক অংশ প্রকাশ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলীর লোক হইয়া তিনি সে সমুদায় অংশকে যুগপৎ হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলে সেই মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইবেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে, সকলে মিলিয়া এমন যত্ন করুন যে, সকল মণ্ডলী সকল সম্প্রদায় এক হইয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অভ্রাতৃত্ব সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের রাজ্য আনয়ন করুন। খ্রীষ্টের ভাব—খ্রীষ্টের ভাব বলিতে তিনি ঈশ্বর ও মানবে প্রীতি বুঝেন—সকল নর নারীর হৃদয় অধিকার করুক। এরূপে অধিকৃত হইলে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করিবেন এবং পৃথিবী বৈকুণ্ঠধামে পরিণত হইবে। যাঁহারা উপদেষ্টা, তাঁহারা পরস্পর উপদেশদানের বিনিময় করুন, এক সম্প্রদায়েরর লোক অন্য সম্প্রদায়ের মন্দিরে গমন করুন, এবং সকলে পরস্পর হৃদয়ের বিনিময় করুন, এবং দুই শত পঞ্চাশৎ সম্প্রদায় না থাকিয়া, ঈশা যেরূপ মনে করিয়াছিলেন সেইরূপ এক সার্ব্বভৌমিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত করুন, যে মন্দিরে দশসহস্রজাতির দশ

সহস্র স্বর মিলিত হইয়া একতানে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করিবে। বক্তৃতান্তে রেবারেণ্ড ডবলিউ এইচ ফ্রিম্যাণ্টল বক্তাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতে প্রস্তাব করিলেন, রেবারেণ্ড ডবলিউ মেল প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তৎপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

২৯ মে রবিবার সায়ংকালে শোরডিচের নূতন টাউনহলে 'ইষ্ট সেণ্ট্রাল টেম্পারেন্স আসোসিয়েশনে একটী সভা আহূত হয়। সার উইলফ্রিড লসন এম্ পি, সার সিডনি ওয়াটরলো, রেবারেণ্ড ডসন বরন্স, মেষ্টর টি বি স্মিথিস্ টি এ স্মিথ, জে ববমণ্ড, জে হার্ডউয়িক, জেফ্রেস্, জি গেষ্ট, লেফ্‌টেনেণ্ট মল্‌টহাউস, লাইল, সি টিফোর্ড, জি লিঙ্গ, ডবলিউ এইচ্ ফেল, জে ওয়েন, এফ্ কেন্, ডি গ্রিফিন্স, ডবলিউ ব্রেজিল, ই ওয়াকার, ই বাষ্টিন, ড্রেক্ এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। রেবারেণ্ড ডসন বরন্স প্রার্থনা করেন, মেষ্টর জে বি স্মিথস্ প্রথম সামিটি পাঠ করেন, এবং একটি মদ্যপান-প্রতিষেধক সঙ্গীত হয়। তদনন্তর সভার সভাপতি জে আর টেলার স্কোয়ার কেশবচন্দ্রকে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। এখানে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই;—এই সভ্যতার কালে ধনাদি সকলই স্বার্থোদ্দেশে অর্জ্জিত হয়, অপরের সুখের প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকে না। এই স্বার্থান্বেষণবিনাশে প্রবল প্রয়াসের প্রয়োজন। যেখানে জীবন মৃত্যুর কথা সেখানে উদাসীন হইয়া থাকা কি সম্ভব? এই দশ বৎসরের মধ্যে অতি কৃতবিদ্য দেশের আশার স্থল পঞ্চাশৎ জন যুবক প্রাণ হারাইয়াছেন। তাঁহাদের অকালে মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই অপরিমিত মদ্যপানকে কারণ নির্দ্দেশ করেন। যেখানে ব্রিটিষগণ গমন করেন সেখানেই তাহারা সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান পাপ লইয়া যান। ইংরাজী শিক্ষা দেওয়াতে দেশীয় লোকদিগের পূর্ব্ববিশ্বাস, আচার ব্যবহার, সকলের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে, এ সময় স্বেচ্ছাচার প্রাবল্যের সময়। কোথায় গবর্ণমেণ্ট সাবধান হইবেন, কোথায় লোকদিগের বিশ্বাস ও বিবেকবর্দ্ধনে সহায়তা করিবেন, না ইনিই লোকদিগের সম্মুখে প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন। খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্ট পাপাসক্তি নিবারণ না করিয়া বৎসর বৎসর নগরে পল্লীতে মদের দোকান বৃদ্ধি করিয়া লোকদিগকে প্রলোভনে ফেলিতেছেন। বৃদ্ধ পিতা আশা

করিয়া যে সন্তানকে শিক্ষা দিলেন তাহার অকাল মৃত্যুতে গবর্ণমেণ্টকেই তাঁহারা ধিক্কার দিতেছেন। যে হিমালয় একদিন ঋষিগণের আবাসভূমি ছিল, যেখানে ভগবদারাধনা নিত্যকৃত্য ছিল, আজ সেই স্থানে এখানে সেখানে ব্রাণ্ডি ও বিয়ারের বোতল পড়িয়া রহিয়াছে। যদি ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে কখন ভারত ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে এই বোতলগুলি তাঁহাদের সমাধিলিপি হইয়া তাঁহাদের অকীর্ত্তি খ্যাপন করিবে। এই সকল কারণে মদ্যপানবিরোধে আন্দোলন ক্রমান্বয়ে চলুক এই তাঁহার আবেদন। ঈশ্বর কৃপা করিয়া ব্রিটিষ জাতির চিত্তপরিবর্ত্তন করুন; ভারতের কল্যাণের দিকে তাঁহাদিগের চক্ষুরুন্মীলন করুন, এই তাঁহার প্রার্থনা। তিনি আশা করেন, ঈশ্বরসাহায্যে শিক্ষা ও চরিত্রপ্রভাবে এই পাপের গতি অবরুদ্ধ, এবং এই পাপকর বাণিজ্য নিবারণ জন্য প্রবল রাজবিধি অবলম্বিত হইবে। সার উইলফ্রিড লসন বার্ট এম্ পি বক্তাকে ধন্যবাদ দানের প্রস্তাব করেন এবং মেস্তর টি বি স্মিথিস্ অনুমোদন ও রেবারেণ্ড ডসন বরন্স পোষকতা করেন। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে নিবদ্ধ হইয়া সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া ও প্রার্থনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

২জুন বৃহস্পতি বার, ৩৬ সংখ্যক ব্লুমস্বরি ষ্ট্রীটে সোয়েডনবর্গের সোসাইটী গৃহে কেশবচন্দ্রের স্বাগতসম্ভাষণজন্য অধিবেশন হয়। রেবারেণ্ড টি এম গোরম্যান এম্ এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি সংক্ষেপে কেশবচন্দ্রের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তিনি তাঁহার যে সকল লেখা পাঠ করিয়াছেন, এবং লণ্ডনে তাঁহার যে সকল উক্তি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, তিনি অতি উদারভূমি আশ্রয় করিয়াছেন এবং যে ভূমির সহিত এ সভার বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে। সভাপতি সেক্রেটারী মেস্তর বটারকে সম্ভাষণ পত্র পাঠ করিতে বলিলেন, এবং উৎকৃষ্টরূপে বাঁধান, (১) স্বর্গ ও নরক; (২) ঈশ্বরের প্রেম, জ্ঞান ও বিধাতৃত্ব, (৩) যথার্থ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, এই তিন খণ্ড পুস্তক উপহার দিলেন। উপহার দেওয়ার সময় সভাপতি মুষার এই আশীর্ব্বচনটি উচ্চারণ করিলেন, "প্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং তোমাকে রক্ষা করুন; প্রভু তাঁহার মুখ তোমার উপরে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করুন, এবং তোমার প্রতি অনুকম্পান্বিত

হউন, প্রভু তোমার উপরে তাঁহার মুখশ্রীর আবরণ উন্মোচন করুন, এবং তোমায় শান্তি দিন।" অনন্তর কেশবচন্দ্র সম্ভাষণপত্র ও গ্রন্থ গুলি তাঁহার, তাঁহার মণ্ডলী এবং তাঁহার দেশের প্রতি অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই ;—তিনি বিস্মিত হইয়াছেন যে এই সভা মতভেদ সত্ত্বেও একটী সাধারণ ভূমি স্বীকার করেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত 'সোয়েডনবর্গ সোসাইটীর' কোন কোন বিষয়ে মতের পার্থক্য আছে, অথচ তাঁহারা তাঁহার প্রতি ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন এবং তাঁহার জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন যে, সকল জাতি সকল ব্যক্তি ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদসত্ত্বেও প্রকৃত ভাবে মিলিত হইয়া সকল জাতির সাধারণ পিতা ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত করেন। তিনি ইহাতে নিতান্ত আহ্লাদিত যে, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, আমরা প্রতিদিন স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, যে রাজ্যে নিত্য সুখ এবং যে রাজ্যে বিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা, অভ্রাতৃভাব নিবৃত্ত হইয়াছে, সকল জাতির সাধারণ পিতা ঈশ্বরের পূজায় নিরত। সে সময় আজও আইসে নাই। তাঁহার মতে পৃথিবীতে প্রতিসম্প্রদায়, প্রতিজাতি, প্রতিবংশ আংশিক ভাবে সত্য প্রকাশ করেন। এখনও পূর্ণ সত্য আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হয় নাই। ঈশ্বরের নেতৃত্বে আপনাদিগকে স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলে উহা প্রকাশিত হইবে। ইহাতেও তিনি আহ্লাদিত যে, তাঁহারা অনুমানের ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর পূর্ব্বে যেমন ঋষিগণের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আজও প্রার্থী আত্মার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। যেখানেই পাঁচ জন বা দশ জন সন্তান একত্র মিলিত হন, সেখানেই পিতা বিদ্যমান, সেখানেই তিনি তাঁহাদিগের নিকটে সত্য প্রকাশ করেন, এবং তাঁহাদিগের হৃদয়কে পবিত্র করেন। তাঁহারা ইংলণ্ডে বাস করিয়াও প্রশস্ত হৃদয়ে ভারতের আঠার কোটি লোকের প্রতি সহানুভূতি দান করিতেছেন, এবং সেদেশের শাস্ত্রে যে সকল সত্য আছে তৎপ্রতি তাঁহারা সমাদর করিতেছেন। সত্যই, সকল জাতির গ্রন্থেই সত্য আছে, এবং যেখানেই সত্য থাকুক তৎপ্রতি সমাদর করা সমুচিত। হিন্দুজাতিকে ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ইংরাজী অন্তর্ব্যবস্থান দিয়া

সংস্কৃত করিতে ইচ্ছা করিলে হিন্দুজাতির বিশুদ্ধি, সহজ ভাব, কোমলতা, এমন কি ঈশার ন্যায় বিনম্র ভাবের প্রতি সদ্বিচার করিতে হইবে। কোন জাতিকে সংস্কৃত করিতে হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, সে জাতির অন্তর্ব্যবস্থানগুলিকে বিনাশ না করিয়া উহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল আছে তাহা রক্ষা করিতে হইবে এবং প্রাচীন উপাদানগুলিকে নূতন আকার দান করিতে হইবে। ভারতসম্বন্ধে এরূপ করিলে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সহানুভূতি উপস্থিত হইবে। ইংলণ্ডে আসার পর বিবিধ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও পরিচয় হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে তাঁহাদের মতানুযায়ী করিতে যত্ন করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে আসেন নাই। তিনি যদি কোন এক সম্প্রদায় ভুক্ত হন, তবে তাঁহাকে অপর সম্প্রদায়সকলের বিরোধী হইতে হইবে, ভ্রাতা ও ভগিনী-গণের শত্রু হইতে হইবে। হৃদয়ের গভীরতম স্থানে তিনি সাম্প্রদায়িতার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। সকল প্রকারের অন্তরায় অন্তরিত করিয়া সকল জাতিকে এক করা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। "পৃথিবীতে শান্তি, মানবগণ মধ্যে শুভাকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে" এই জন্য ঈশার জীবন ও মৃত্যু। ঈশা কখন মানুষ হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোন একটি নূতন সম্প্রদায়-স্থাপন করেন নাই। সকল বিরোধ বিবাদ নির্ব্বাণ করিয়া সকলে নবজীবন লাভ করত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। ঈশার ভাবে ভাবুক হইতে হইলে, পিতা ঈশ্বরের অনুরক্ত সন্তান হইতে হইলে, সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষ হইতে হইবে। আমাদের কর্ত্তব্য, বিভক্ত খ্রীষ্ট-সমাজকে এক করা, বেদ কোরাণকে এক করা, পৃথিবীস্থ সকল জাতি সকল মতকে এক করা। এইরূপ করিয়া ঈশ্বরের এক মণ্ডলীতে সকলকে আবদ্ধ করা আমাদিগের দায়িত্ব। তিনি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে এক বংশ, এক দেশ ও এক পরিবারের লোক বলিয়া এই সকল কথা বলিলেন। তাঁহার বলার পর অনেকগুলি বক্তা কিছু কিছু বলেন। সভাপতি এই সকল বক্তার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কিছু বলিয়া কেশবচন্দ্রকে ভ্রাতা ও একমাত্র ঈশ্বরের সন্তানজ্ঞানে তৎপ্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

৭ জুন মঙ্গলবার ইস্‌লিংটন 'ইউনিয়ন চ্যাপেলে' হিন্দুব্রহ্মবাদ বিষয়ে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দেন। এই চ্যাপেলের উপদেষ্টা রেবারেণ্ড হেনূরি আলন এই বলিয়া তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন যে, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান নহেন, তিনি হিন্দু ব্রহ্মবাদী। তিনি একেশ্বরের পূজা স্বদেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দেন, এবং ঈশাকে এক জন শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁহাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান পূর্ণ পরিমাণে ছিল বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহাদের অভিলাষ যে, তিনি ঈশ্বরের পথ আরও পূর্ণ পরিমাণে শিক্ষা করিবেন। কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—এখন ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলে দেখিতে পাইবেন কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, ভ্রম ভ্রান্তিতে উহা পূর্ণ। প্রাচীনকালে এরূপ ছিল না। সে কালে লোকে এক ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিত। এক দিকে প্রকৃতিপূজা, অপর দিকে অদ্বৈতবাদ, এ দুইয়ের মাঝামাঝি অতি স্পষ্ট একেশ্বরে বিশ্বাস ছিল, অথচ সময়ে সময়ে মনে হয় একটি বা অপরটির সঙ্গে উহা মিশিয়া যাইতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রে নিত্য অনন্ত, পবিত্র, করুণাময়, জ্ঞানময়, নিরবয়ব ঈশ্বর সাধকগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা পৌত্তলিকতাকে নিরন্তর হেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধ্যানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া তাঁহারা অনেকে ভূমা ঈশ্বরেতে আপনাদিগের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এমতে জীব জলবিন্দুর ন্যায়,মৃত্যুর অন্তে জলে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় উহা ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া যায়। এক দিকে যেরূপ ঈদৃশ অদ্বৈতবাদ দেখা যায়, অপর দিকে তেমনি প্রকৃতির এক এক পদার্থে এক এক দেবতার অধিষ্ঠানে বিশ্বাস করিয়া প্রকৃতিপূজা নয়নগোচর হয়। এরূপ মত সত্ত্বেও ঈশ্বর এক সকলেই মনে করেন। প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে কথিত আছে, "মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনের সকল মননই জানেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যাহার উপাসনা করে, উহা ব্রহ্ম নহে।" জাতিভেদসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, "এ ব্যক্তি আমার বন্ধু এ ব্যক্তি আমার পর, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিরাই এরূপ মনে করে, উদারচরিত্র ব্যক্তিরা সমুদায় পৃথিবীকে কুটুম্ব বলিয়া মনে করেন।" কর্ম্মানুসারে এক সময়ে যে সামাজিক ভেদ হইয়াছিল, এখন উহাই ধর্ম্মতঃ দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে। এইরূপে পৌত্তলিকতা ও

জাতিভেদ পর সময়ে উৎপন্ন। যাঁহারা অদ্বৈতবাদী তাঁহারাই পৌত্তলিক হইয়াছেন, কেন না ঈশ্বর যখন সর্ব্বত্র তখন তিনি পুতুলেতেও আছেন। পণ্ডিতগণ ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ের কেহই শাস্ত্রাধ্যায়ন করেন না। ইঁহারা প্রচলিত প্রবাদ ও কাহিনীর অনুসরণ করিয়া চলেন। ঈশ্বর যখন জাগ্রৎ জীবন্ত বিধাতা, তখন ভারতের সংস্কারার্থ পৌত্তলিকতা অপনয়নার্থ যে সময়ে সময়ে বিধানের অভ্যুদয় হইবে. ইহা আর অসম্ভব কি? এক সময়ে শিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক গুরু নানক মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্মকে এক করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। এখন সে ধর্ম্মে যদিও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি ক্রমাগত বিবিধ প্রকার সংস্কারের যত্ন দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতের জীবনীশক্তি এখনও নিঃশেষ হয় নাই, এখনও উহারই জন্য ধর্ম্মসংস্কারার্থ সংগ্রাম চলিতেছে। এ মানুষ ও মানুষ, বা এ গ্রন্থ ও গ্রন্থের অধীন হইয়া ভারত পরিত্রাণ লাভ করিবে তাহা নহে, ঈশ্বরে সাক্ষাৎ নিশ্বসিত অনুসরণ করিয়া উহা পরিত্রাণ লাভ করিবে। তিনি ইচ্ছা করেন যে, হিন্দুগণের জীবনে যে ভক্তি, অনুরাগ, সহজ ভাব, মিতচার আছে, সেইগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া উৎকৃষ্ট হিন্দুজীবন গঠন জন্য ব্রাহ্মপ্রচারকগণকে খ্রীষ্টীয়প্রচারকগণ সাহায্য করিবেন। খ্রীষ্টানগণ যদি সহস্র সহস্র হিন্দুকে খ্রীষ্টীয় মতে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হন, তাহাহইলে তাঁহারা কৃতার্থ হইলেন এরূপ মনে করিবেন না। উহাতে হিন্দুজাতি খ্রীষ্টান জাতি হইল না। খ্রীষ্ট কতকগুলি নীতিশিক্ষা দিয়াছেন, তিনি এক জন নীতির উপদেষ্টা, একপে তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন না। তিনি গভীর অধ্যাত্ম জীবন, আত্মার সম্যক্ পরিবর্ত্তন, নূতন অধ্যাত্মশক্তিসঞ্চার চাহিতেন। যদি খ্রীষ্টধর্ম্মের উপদেষ্টৃগণ ঈশার মত বিনম্রস্বভাব হন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র আহূত ও সম্মানিত হইবেন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদকে সহজ জ্ঞানের ভূমির উপরে স্থাপন করিলেন, কিন্তু অনুষ্ঠানবিমুখ রহিলেন। সুতরাং উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ পূর্ব্ব সমাজ ত্যাগ করিলেন। এখন ইঁহাদিগের আট নয় জন প্রচারক ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার করেন। তিনি আশা করেন যে,

সময়ে সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইঁহারা খ্রীষ্টান মিশনরিগণকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদের উচিত যে ইঁহাদের সঙ্গে তাঁহারা ভ্রাতৃভাবে মিলিত হন। ভারতে দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান, তিনি আশা করেন যে, যাঁহারা এ সম্বন্ধে পরিশ্রম করিতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিবেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে আপনি যে প্রধানতম কার্য্য করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই রেবারেণ্ড এইচ আলন ইহা উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন যে, খ্রীষ্টানধর্ম্ম হিন্দুগণের সম্মুখে যে ভাবে উপস্থিত করা সমুচিত সে ভাবে উহা উপস্থিত করা হয় নাই। তবে তিনি বিশ্বাস করেন, বক্তা এ দেশে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের যাহা দর্শন করিলেন, তাহাতে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্মাপেক্ষা যে আর কিছু ভাল নাই, এ সংস্কার লইয়া দেশে ফিরিবেন। মেস্তর আলন শ্রোতৃবর্গের ধন্যবাদ কেশবচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন।

৮ জুন বুধবার কেণ্টিষ টাউনে ফ্রি খ্রীষ্টান চার্চ্চে 'ব্রিটিষ এবং ফরেণ ইউনিটেরিয়ান্ আসোসিয়শনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি সামুয়েল শার্প স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বার্ষিক বিবরণ পাঠ ও গৃহীত হইবার পর রেবারেণ্ড এইচ্ ডবলিউ ক্রস্বে প্রদত্ত বার্ষিক উপদেশের জন্য ধন্যবাদ অর্পণ পূর্ব্বক সার জন বাওয়ারিং এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,— "ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কর্ত্তা বাবু কেশবচন্দ্রের উপস্থিতিতে সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মহৎকার্য্যে গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে, যে ঈশ্বর সমুদায় জাতিকে একই শোণিতে সৃজন করিয়াছেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) উচ্চ লক্ষ্য এবং দেশীয় লোকদিগকে উন্নত করিবার জন্য যত্নের উপরে স্থিতি করুক।" সার জন বাওয়ারিং বলিলেন, কেশবচন্দ্রের অগ্রগামীকে (রাজা রামমোহন রায়কে) তিনি বিলক্ষণ জানেন। সে সময়ে যাহা ছিল আর এখন যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা দেখিয়া তিনি নিতান্ত আহ্লাদিত। আজ কেশবচন্দ্র অল্পকয়েক জন ব্যক্তির পরিচিত নহেন, বড় বড় ধর্ম্মযাজকেরা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেছেন। তাঁহার এ দেশে আসা এ সময়ের একটি বিশেষ ঘটনা, ভারতের ব্রহ্মবাদের প্রতিনিধি (কেশবচন্দ্র)

আজ কাল 'সিংহত্ব' লাভ করিয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন, যেন আটলাণ্টিক সমুদ্র হইতে ভারত সমুদ্র পর্য্যন্ত একটি প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু তোরণাকারে প্রকাশ পাইতেছে, তন্মধ্যে নানা চিন্তারূপ বিবিধ সুন্দর বর্ণ মিশিয়াছে এবং তদুপরি ও তাহার চারিদিকে শান্তি, প্রেম ও সত্যরূপ দেবদূত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। চারিদিক হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ বৃহৎ বৃহৎ নদী, অপিচ জলপ্রপাত সেই সমুদ্রে বেগে আসিয়া পড়িতেছে, যে সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া মানুষ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ বালুকা ও উপলখণ্ড কুড়াইতেছে। মানুষের মনে যে সকল গভীর সত্য প্রবেশ করিয়াছে তন্মধ্যে একটি মিল্টনের এই কবিতাটীতে বর্ত্তমান ;—

"সামঞ্জস্যে এই বিশ্বাকৃতি আরম্ভিল,
সামঞ্জস্যে প্রধাবিল সবা আদি অন্তে,
মানবেতে পূর্ণ হ'ল সেই স্বরলয়।"

কোথায় কোন্ প্রভেদ আছে তাহা অন্বেষণ না করিয়া, যাঁহাদের সহিত মতে মিলিল না তাহাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ না করিয়া, লোকে যখন কনফিউশস্, জোরেস্তার এবং বড় বড় গ্রীক লেখকগণের লেখা পাঠ করেন, তখন দেখিতে পান যে, প্রতিহৃদয়ে সত্য স্থাপিত রহিয়াছে এবং মানবজাতি এমন কোন ব্যক্তিকে সমধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করে নাই যিনি মানবীয় জ্ঞানালোক বর্দ্ধনের পক্ষে কিছু করেন নাই।

রেবারেণ্ড জেমস্ ড্রমণ্ড বলিলেন, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদের অনেকটা মেলে বলিয়া তাঁহাকে তাহারা সহানুভূতি দিতেছেন না, কিন্তু সমুদায় মানবের ধর্ম্মে একতা আছে, সেই ভূমি আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে সহানুভূতি অর্পণ করিতেছেন। কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে আগমনে অনেকের মনে এই বিষয়টি বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, আমাদের প্রাচীন ভিন্নতা বোধ চলিয়া যাইতেছে, এবং যে সকল ভিন্নতায় মানুষে মানুষে ভেদ উপস্থিত হয় সেই গুলি চক্ষুর সন্নিধানে আনয়ন করিয়া তৎপ্রতি মনোনিবেশে যত্ন সত্ত্বেও, সেই ধর্ম্মের সাধারণ ভূমি আমাদিগের নিকটে বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে, যাহা পৃথিবীর সমুদায় মানবগণকে একত্র বান্ধিয়া ফেলে। অনেকে মনে করেন যে, ইহাতে বিশ্বাসের শৈথিল্য উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু তিনি

বিশ্বাস করেন যে, যথার্থ বিশ্বাস কি তাহা লোকে ক্রমে অবগত হইতেছে বলিয়াই লোকে ধ্রুব সত্য অবলম্বন করিয়া মিলিত হইতেছে, বিভেদক বিষয়গুলি আর দেখিতেছে না। বিশ্বাস ও প্রেমসমুদ্রের উপবিভাগে জ্ঞান-বায়ুবিতাড়িত হইয়া যে তরঙ্গ উত্থিত হয় তৎপ্রতি চিন্তা নিয়োগ না করিয়া, উহার শান্ত অন্তরঙ্গায়িত গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হইয়া, ঈশ্বরেতে বিশ্বাস এবং তাঁহার পূজায় কি হয় আত্মা তাহা উপলব্ধি করিতেছে, এবং কার্য্যে ও ভাবে স্বীকারপূর্ব্বক মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসা কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি, সুতরাং সকল ধর্ম্মের লোকের সঙ্গে সহানুভূতি শিথিল ভাব নহে, কিন্তু উহা সকলের পিতা ঈশ্বরের নিদেশের আনুগত্য। এ জন্যই আমরা হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি যে, আমাদের ভারতবর্ষীয় বন্ধু স্বদেশসম্বন্ধে পৌত্তলিকতা, অজ্ঞানতা, এবং জাতিভেদের দুর্গ ভগ্ন করুন, এবং এদেশে সেই ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিন, যে ধর্ম্ম এদেশীয়গণের পরিচিত প্রণালীতে গঠিত নয় কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে হৃদয়স্থ ঈশ্বরের নিশ্বসিতসম্ভূত।

উপস্থিত নির্দ্ধারণটিতে সকলের সম্মতি হইলে ঈদৃশ সম্মানের জন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক কেশবচন্দ্র যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই;—স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আসিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঈদৃশ সম্মাননা লাভের সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মনে আশঙ্কা ছিল, কি জানি বা ঈদৃশ সম্মান গ্রহণে তাঁহার বিশ্বাসকে খর্ব্ব করা হয়। তিনি এ সভাকে জানিতেন না এবং কাহারও সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, সুতরাং ঈদৃশ আশঙ্কা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ দেশে আসিয়া ইউনিটেরিয়ান বন্ধুগণের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার সে আশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছে। কেন না ইঁহাদিগের সকলেরই নিকটে তিনি দয়া ও প্রীতি পাইয়াছেন। এক জন ভারতবর্ষীয় আর এক জন ভারতবর্ষীয়ের প্রতি, এক জন ইংরাজ আর এক জন ইংরেজের প্রতি,অথবা একজন খ্রীষ্টান আর একজন খ্রীষ্টানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু ইংরেজ ইউনিটেরিয়ানগণ এক জন ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদীকে সহানুভূতি, স্নেহ, দয়া প্রদর্শন করিতেছেন, ধর্ম্মপক্ষে ইহার অর্থ এত গভীর। কেন তাঁহারা তৎপ্রতি নিষ্কপট দয়া প্রকাশ করিতেছন, কেন সহযোগিভাবে কর প্রসারণ করিতেছেন,

কেন কেবল বন্ধু নয় কিন্তু ভ্রাতৃভাবে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেছেন? এ সকলের অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, স্বর্গের পিতা ইচ্ছা করেন যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম একত্র মিলিত হইবে, ভারত ও ইংলণ্ড সহযোগিভাবে পরস্পরের হস্ত গ্রহণ করিবে। তিনি বিদেশে আসিয়া বিদেশ ভুলিয়া গিয়াছেন; চক্ষু যদিও বলিয়া দেয় তাঁহারা স্বদেশীয় নন, কিন্তু হৃদয় বলিয়া দিতেছে, এক ভ্রাতৃবন্ধনে তিনি ও তাঁহারা বদ্ধ এবং এক অধ্যাত্ম পরিবারের তিনি এক জন। তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু মতভেদসত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। যে ভগবান্ এখানে প্রতিসপ্তাহে অর্চ্চিত হন, তাঁহার কৃপায় সমুদায় প্রভেদ এক দিন তিরোহিত হইবে, এবং এক মণ্ডলী ও আর এক মণ্ডলী, এক সম্প্রদায় ও আর এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা ঘুচিয়া যাইবে। তিনি ইউনিটেরিয়ান্ এই নামটি ভাল বাসেন না। ঈশার প্রতি অনুরক্ত হইতে হইলেই "হে ইজরায়েলগণ, শুন, তোমাদের প্রভু ঈশ্বর একই ঈশ্বর" ইহাতো মানিতেই হইবে। কেবল খ্রীষ্টান নামগ্রহণ যথেষ্ট, কেন না খ্রীষ্টান বলিলেই ইউনিটেরিয়ান্ (একত্ববাদী) বুঝায়। ট্রিনিটেরিয়ান্‌দিগের তুলনায় তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি একসমাজে বদ্ধ, কিন্তু এই সমাজও কালে আরও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে পারে। এরূপে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেলে অধিকসংখ্যক লোকের সহিত সহানুভূতি কাটিয়া যায়। ইহার ফল এই হয় যে, অধিকসংখ্যক ব্যক্তি উন্নতির অনুবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। যে অল্পসংখ্যক সত্যে বিশ্বাস করিলেন, তাঁহাদের এরূপ যত্নের প্রয়োজন যে, তাঁহাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্গামী লোকদিগকে অগ্রসর করিয়া আনিতে পারেন। খ্রীষ্টেতে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদের খ্রীষ্টান এই নাম গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর, কেন না যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, যাঁহা হইতে তাঁহারা আলোক লাভ করিয়াছেন তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সকল প্রকার বিভেদক নাম দূরে পরিহার করা সমুচিত। তিনি আশা করেন যে, সময়ে সকল খ্রীষ্টান খ্রীষ্টের যাহা মত—ঈশ্বরে ও মানবে প্রীতি—তাহা গ্রহণ করিবেন, এবং সকল প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত করিয়া দিবেন। আর একটি বিষয়ে তাঁহাকে এখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করিতে হইতেছে। তাঁহারা যে তাহাদিগের উপাসনামন্দিরে তাঁহাকে উপাসনা করিতে দিয়াছেন তজ্জন্য তিনি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি প্রতিদিন স্বয়ং উপাসনা করিলেও তাঁহারা যদি তাঁহাকে তাঁহাদিগের উপাসনামন্দিরে উপাসনা করিতে না দিতেন, তাহা হইলে তিনি কখন উপাসকবৃন্দ লইয়া এদেশে উপাসনা করিতে সমর্থ হইতেন না। ভারতবর্ষীয় এবং ইংরেজ, খ্রীষ্টান ও ব্রহ্মবাদী এক উপাসনামন্দিরে উপাসনায় যৎকালে এখানে মিলিত হইলেন, তখনই ঈশ্বরের গৃহ যে কি, অনেকটা অনুভবগোচর হইল। তাঁহারা তাঁহাকে যে সম্ভাষণ অর্পণ করিলেন, তাঁহার কৃতকৃত্যতা ও সৌভাগ্য অভিলাষ করিলেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ আহ্লাদিত। এ স্থলে তাঁহাকে এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইতেছে যে, তাঁহাদিগের এই সকল ব্যবহারে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। কেন না যখনই তিনি স্বদেশে ঘোরতর পরীক্ষায় আক্রান্ত হইয়াছেন, একা দণ্ডায়মান থাকা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনই এদেশ হইতে যে সকল পত্র গিয়াছে, সে সকলকে তিনি ভগবৎপ্রেরিত মনে করিয়া লইয়াছেন। সেই সকল পত্রে তিনি প্রোৎসাহিত হইয়াছেন। এখানে আসিয়া তিনি পূর্ব্বে যাঁহারা পত্র লিখিয়াছিলেন তাঁহাদিগের ছাড়াও সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে পাইলেন যাঁহারা তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। সুতরাং তিনি যখন তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষা লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তখন দেশের এক দিক্ হইতে অপর দিকে বলিয়া বেড়াইবেন, এ দেশে সহস্র সহস্র নরনারী আমায় কীদৃশ সহানুভূতি অর্পণ করিয়াছেন। নিশ্চয় এই সহানুভূতি তাঁহার স্বদেশীয়গণের সংস্কারকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে।

৯ জুন বৃহস্পতিবার 'ব্রিটিষ এবং ফরেণ ইউনিটেরিয়ান্ আসোসিয়েশনের' সাংবৎসরিক ভোজের নিমিত্ত ক্রিষ্টাল প্যালেসে সভা হয়। ডবলিউ সি বেনিং স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহারাজ্ঞীর স্বাস্থ্যবর্দ্ধন পানের পর সভাপতি "সমুদায় পৃথিবীতে রাজকীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমতা" এই 'টোষ্ট' উপস্থিত করেন। এই 'টোষ্টের' অনুমোদন করিতে গিয়া সার জন বাওয়ারিং বলেন, যদিও তিনি সকল বিষয়ে আলোকের দিক্টী অবলোকন করেন, তথাপি তাঁহার ইহা কখন মনে হয় না, পৃথিবীতে এমন সময়

আসিবে, যে সময়ে এ 'টোষ্টটির' কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আমরা সকলেই বিরোধ বিসংবাদের কালে বাস করিতেছি, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তরঙ্গসংস্পর্শে প্রস্তর ও শিলোচ্চয় যেমন মসৃণ ও সুগোল হয়, তেমনি যে 'টোষ্ট' বিচারার্থ তাঁহাদিগের সম্মুখে আনীত হইল, উহা সেই সুভ্রাতৃত্বের ভাবে বিচারিত হইবে, যে ভাবের প্রতিনিধি ভারত হইতে সমাগত তাঁহাদিগের বন্ধু। বঙ্গদেশের অনেকগুলি উপাসনালয় মধ্যে একটি উপাসনালয়ে ঈশ্বরের একত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে পারেন যে, বাবু কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগিগণের যত্ন বিফল হয় নাই, এবং হিন্দুস্থানে ও অন্যান্য দূরবর্ত্তী প্রাচ্যপ্রদেশে বহুসংখ্যক লোককে বাহ্যানুষ্ঠান হইতে ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক ভাবের প্রাধান্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তিনি সভাস্থলে প্রবেশের কিছু পূর্ব্বে গৌরবপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই কয়েক পংক্তি লিখিয়াছেন,—

"বল, কোন্ কালে সব মানবে মিলিবে,
সুপ্রশস্ত একমাত্র মন্দিরাবকাশে,
পূজিবে পিতারে যিনি হন সবাকার,
দেখাইয়া পথ ভাল বাসিয়া সবারে?
জগৎ পরিধি, তার বিভু মধ্যবিন্দু,
যথায় না প্রবেশিবে ঘৃণা বা সংগ্রাম;
তাহে মন নাহি দিয়া যাহে হয় ভেদ,
মিশাইয়া যাহে সব এক হয়ে যায়,
দিব্য উৎস হ'তে সব হইয়া উদ্ভূত,
দিব্য ফল পানে সব হৈয়া উন্মুখ,
অকল্যাণস্থান অধিকারিয়া কল্যাণে,
আমোদে বিদূরি বিষাদের প্রতিচ্ছায়া।"

তাহাদের সকলেরই নিয়তি আছে এই বিশ্বাসে তাঁহারা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যাঁহারা বার্দ্ধক্যাধিত্যকায় অবতরণ করিতেছেন, সমাধির সমীপে দণ্ডায়মান আছেন, এ চিন্তা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত আনন্দকর যে, এখন যে উন্নতির অধীশ্বর শাস্তা হইয়া আছেন, তিনিই চিরকাল উহার শাস্তা

হইয়া থাকিবেন। ভারতীয় অভ্যাগত সুবক্তা ঈশ্বরানুরাগী কেশবচন্দ্র উন্নতির কার্য্য সহকারে সংযুক্ত আছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য, সুখ, দীর্ঘ ও কর্ম্মণ্য জীবন-বর্দ্ধন প্রস্তাব করিতে তিনি অভিলাষী।

কেশবচন্দ্র কৃতজ্ঞতা সহকারে এই স্বাস্থ্যবর্দ্ধন প্রস্তাব স্বীকার পূর্ব্বক যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই;—তাঁহারা সকলে তৎপ্রতি যে সমাদর প্রদর্শন করিতেছেন, সে সমাদরে তাঁহার দেশ এবং তাঁহার মণ্ডলী সম্মানিত হইতেছেন। সার জন বাওয়ারিং পাশ্চাত্য দেশে যে স্বাধীনতাবিস্তারের কথা উল্লেখ করিলেন, সে স্বাধীনতাবিস্তার সকল মানবজাতির সম্বন্ধেই এখন খাটে। তাঁহার স্বদেশেও অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরিত হইতেছে, স্বাধীনতার আলোক প্রকাশ পাইতেছে। পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ এই দুইটি দ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম লোকদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ দুই বন্ধন ছিন্ন হইতেছে, এবং লোকে স্বাধীন ও বিমুক্ত হইতেছে। যাঁহারাই শিক্ষিত, তাঁহারাই ভিতরে ভিতরে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের প্রতিবাদ করিতেছেন। উপস্থিত মহিলাগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন, ভারতীয়া নারীগণ একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা জন্য ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। এ সকলই আনন্দ-বর্দ্ধক চিহ্ন। যাঁহারাই ভারতের অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, জাতিভেদের উচ্ছেদ না হইলে সে দেশের কল্যাণের কোন সম্ভাবনা নাই, কেন না ভ্রাতৃত্বনিবন্ধনের উহাই বিষম প্রতিবন্ধক। ভারতে একেশ্বরোপাসনার জন্য, একেশ্বরোপাসনাপ্রচারজন্য অনেকগুলি মন্দির ও সমাজ স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজও গৃহ পরিবারের মধ্যে জাতি-ভেদের প্রভাব উন্নতির বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। সে দেশের প্রত্যেক সংস্কারককে একেশ্বরের উপাসনাপ্রবর্ত্তনে এবং পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদনিবারণে একান্ত যত্ন করিতে হইবে। ইংলণ্ড ভারতবর্ষে যে সকল গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন সে জন্য ভারত ইংলণ্ডের নিকটে ঋণী। ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের মহামতিগণ ভারতের উপরে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সে দেশে এ দেশের অনেক গ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ চ্যানিংএর গ্রন্থ অনেকে অতি আদরের সহিত পাঠ করেন। চ্যানিং স্বাধীনতার যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে লক্ষণ ভারতের শত শত শিক্ষিত

ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কখন আমাদিগকে কোন মতে আবদ্ধ রাখিতে পারি না; কেন না উহা মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে সম্মিলন ঘটিবার পক্ষে অন্তরায় হয়। সে দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির হৃদয় খ্রীষ্ট অধিকার করিয়াছেন, অথচ তাঁহারা খ্রীষ্টান নাম গ্রহণে অপ্রস্তুত। এরূপ অপ্রস্তুত হওয়া কিছু অন্যায় নহে। আজ যদি খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে পুনরায় আসেন, যাঁহারা খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ না করাতে খ্রীষ্টানগণের অপ্রিয়, তাঁহারা ঈশ্বর ও সত্যের অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। কি ইউরোপীয় কি ভারতবর্ষীয় তাঁহাদের নিকটে খ্রীষ্ট কি চান? ঈশ্বর ও মানবে প্রীতি। "প্রত্যেক জাতি মধ্যে যে কেহ ঈশ্বরকে ভয় করে এবং ধর্ম্মকার্য্য করে তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন," খ্রীষ্টের এই সুসমাচার। তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ করেন নাই, এবং কোন কালে গ্রহণ করিবেন না, অথচ তিনি খ্রীষ্টকে ভাল বাসেন, এবং তাঁহার ভাব আত্মস্থ করিতে যত্ন করেন। খ্রীষ্টের ভাব কি? খ্রীষ্ট যেরূপ ঈশ্বরের সহিত মধুর যোগ অনুভব করিতেন, সেইরূপ যোগানুভব খ্রীষ্টের ভাব। সেরূপ যোগ হইলেই সে ব্যক্তি খ্রীষ্টান হইল। খ্রীষ্টান নামের উপরে যেন কেহ অধিক ভর না দেন। প্রতি-হৃদয়ে খ্রীষ্ট জীবনের ভাব, খ্রীষ্টোপদিষ্ট বিশ্বাস ও পবিত্রতা থাকা প্রয়োজন। তিনি সে ব্যক্তিকে কখন খ্রীষ্টান বলিলেন না, যাঁহাতে খ্রীষ্টের ভাব নাই। খ্রীষ্টানসমাজে নীতি, ধার্ম্মিকতা, দেশহিতৈষিতা, জনহিতৈষিতার আন্দোলনের নিম্নে অনেক স্থলে অবিশ্বাস অধর্ম্ম লুক্কায়িত থাকে, ইহার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। খ্রীষ্টের নীতি অন্তঃশুদ্ধি, এবং যাঁহারই অন্তঃশুদ্ধি আছে তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন। খ্রীষ্টানগণ যাঁহাদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া থাকেন, খ্রীষ্ট যদি আসেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে তিনি যথার্থ খ্রীষ্টান বলিবেন। এজন্যই তিনি আপনাকে খ্রীষ্টান বলেন, কি না বলেন তৎপ্রতি তিনি উদাসীন। ব্রাহ্ম বা একেশ্বরে বিশ্বাসী এই নামই তিনি বহু মনে করেন। তিনি যদি ঈশ্বরের পদতলে বসিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইল। যদি খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে সহানুভূতি না দেন, না দিতে পারেন; তাঁহাকে ভাল না বাসেন, না বাসিতে পারেন, কিন্তু তিনি জানেন তাঁহারা সেরূপ করিবেন না, কেন না তাঁহারা মতের দাস নহেন। ভারতে এমন

লোক আছেন যাঁহারা খ্রীষ্টের নাম সহিতে পারেন না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি করিতে হইবে? তাঁহাদিগকে কি দূর করিয়া দিতে হইবে? কখনই নহে। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিতে হইবে, "খ্রীষ্টের নাম গ্রহণ করিয়া কোন প্রয়োজন নাই। যদি পড়িতে ভাল না লাগে, এখন 'গস্পেল' পড়িও না। নিরন্তর প্রার্থনা কর, কল্যকার চিন্তা পরিহার কর, সাংসারিকতা, এবং বিষয় বুদ্ধি ছাড়।" তাঁহারা এই সকল স্বাভাবিক উপায়ে সত্যের অনুসরণ করিলে অল্প দিনের মধ্যে খ্রীষ্টকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। 'আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক', এই ভাব লইয়া সে দেশে গেলে উহার পরিত্রাণের পক্ষে অনেক সহায়তা হইবে। সে দেশে যেন জীবনশূন্য মত লইয়া যাওয়া না হয়। জীবনশূন্য মতে কোন দিন কোন দেশের উদ্ধার হয় নাই। ক্যাথলিসিজম, প্রোটেষ্টাণ্টিজম, এবং অন্যান্য 'ইজমের' উপযুক্ত ভারতে অবকাশস্থান নাই। এই সকল মত বুঝিবার জন্য রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে, বিবিধ ভাষা অভ্যাস করিতে হইবে। খ্রীষ্ট তো এরূপ ক্লান্তিকর পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করেন নাই? বরং তিনি বলিয়াছেন "ভাষার বিনাশ করে' এবং "ভাবে জীবন দান করে।" তিনি সহজভাবে ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইতে চান। তিনি চান শান্তি,—অবশ্য পার্থিব শান্তি নহে। এ শান্তির ভিতরে ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া আছে, এমন কি প্রয়োজন হইলে ঈশ্বরের গৌরবার্থ জীবনবলি পর্য্যন্ত আছে। অনেকে মনে করেন যে, ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ করিতে এই জন্য ভীত যে, খ্রীষ্টান নাম লইলে তাহাদিগকে অনেক অত্যাচার বহন করিতে হইবে। এরূপ ভাবের তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকেই কি পূর্ব্ব সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হন নাই? কেহ কেহ মনে করেন, খ্রীষ্টের শোণিতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন না বলিয়া খ্রীষ্টান হন না। ইহাতে বিশ্বাস করা আর একটা কঠিন বিষয় কি? তবে বিশ্বাস করিয়াও পরক্ষণে হৃদয়ে রাশীকৃত পাপ দৃষ্ট হয়, ইহাই বিশ্বাসের পক্ষে অন্তরায়। হৃদয় ও আত্মাকে নির্ম্মল করিবার জন্য যত্নই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খ্রীষ্টানগণ এ মতে বিশ্বাস করিয়াও পাপবিষয়ে বিধর্ম্মীদিগের সমান। কোন খ্রীষ্টান যদি নরহত্যা করে, খ্রীষ্টকে পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করাতে তিনি

তাহার পাপ আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিবেন, না তাহাকে বলিবেন "যাও অনুতাপ কর, অন্যথা ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে না।" খ্রীষ্টান বন্ধুগণ যেন তাঁহাদিগের মতের জন্য গর্ব্বিত না হন, কিন্তু তাঁহাদিগের জীবন দ্বারা ধর্ম্মান্তরের লোকদিগের উপকার সাধন করেন। উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন বলিয়া অন্যধর্ম্মাক্রান্ত লোক হইতে খ্রীষ্টানগণ নীতিতে ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ, এরূপ যেন কখন তাঁহাদিগের মনে না হয়। যাঁহারা পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে আবদ্ধ, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন সাধু জীবন আছে, যাহা খ্রীষ্টান নরনারীগণের অনুকরণীয়। যাঁহারা খ্রীষ্টান, তাঁহারা অনন্ত জীবনের জন্য, আর যাঁহারা অন্যধর্ম্মাক্রান্ত তাঁহারা অনন্ত নরকের জন্য মনোনীত, এ কথা না কহিয়া এই বলা সমুচিত যে, মত যে প্রকার হউক না কেন ভাল মন্দ সকলেরই মধ্যে আছে। সকল প্রকার পাপ রিপুর অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নয়নসন্নিধানে মুক্ত পুরুষ হইয়া সকলে দণ্ডায়মান হউন। যিনি মুক্ত তিনিই যথার্থ খ্রীষ্টের অনুগামী। সাম্প্রদায়িক মত, জীবনশূন্য প্রাচীন কাহিনী দূরে পরিহার করিয়া পাপ ও ভ্রান্তি হইতে বিমুক্তিজনিত স্বাধীনতায় সকলে আনন্দিত হউন। তখন ইউরোপ ও আসিয়া, হিন্দু ও খ্রীষ্টান, এ সকল ভেদ ভুলিয়া গিয়া সকলে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত ঈশ্বরের এক সুখী পরিবার হইবে। আপনাদের শুভ কামনার জন্য ধন্যবাদ। যদি ঈশ্বর তাহাকে জীবিত রাখেন, তবে তাঁহার সমগ্র জীবন তাঁহারই সেবায় ব্যয়িত হইবে।

ব্রিষ্টলে গমন।

১১ জুন শনিবার কেশবচন্দ্র ব্রিষ্টলে যান। এখানে তিনি মিস্ কার্পেণ্টারের রেডলজ হাউসে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। সে দেশীয়গণের গৃহে তাঁহার এই প্রথম অবস্থান। এখানকার গৃহের ব্যবস্থা বঙ্গদেশের মত নহে। দাসদাসীগণ পারিবারিক উপাসনায় যোগদান করিয়া থাকে, ইহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। গৃহে সমবেত সকলকে লইয়া তিনি দুই বার উপাসনা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু রেবারেণ্ড ডাক্তর লাণ্ট কার্পেণ্টার যে লেইন্স মীড চ্যাপেলে উপদেষ্টার কার্য্য করিতেন, সেই চ্যাপেলে তাঁহার উপদেশমঞ্চ হইতে তিনি রবিবারের প্রাতঃকালে অনেক-

গুলি উপাসককে উপদেশ দেন। এই স্থানে রাজা শেষ সময়ে যে উপদেশ শ্রবণ করেন, তাহা কেশবগ্রে সফল হইল। কেন না উপদেশের বিষয় ছিল 'দৈববক্তার মেঘ,' যে মেঘ হস্ত পরিমাণাপেক্ষা অধিক নয়, অথচ সমুদায় দেশের উপরে উর্ব্বরতাবর্দ্ধন জল বর্ষণ করে। কেশবচন্দ্র 'নব জন্মবিষয়ে' উপদেশ দেন। উপদেশের মধ্যে পিতামহ রামমোহনের বিষয় উল্লিখিত ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে তিনি এই প্রার্থনা করেন;—"যিনি আমার দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন, যাঁহার দেহ এখানে অবস্থিতি করিতেছে, সেই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির আত্মার জন্য আমি বিশেষভাবে প্রার্থনা করি। হে প্রভো, শক্তিতে, পবিত্রতাতে ও সাধুতাতে তাঁহার হৃদয় ও আত্মাকে পরিপুষ্ট কর যে, তিনি অনন্তকাল তোমার সহবাসসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। যে সকল ভাই ও ভগিনী এই উপাসনাগৃহে প্রাতে একত্রিত হইয়াছেন, হে পিতঃ, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি করুণা কর; তাঁহাদিগের হৃদয়কে পবিত্র কর, তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা ও উচ্ছ্বাস বিশুদ্ধ কর। প্রিয়তম ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে তোমার পবিত্র পরিবারে সম্মিলিত কর যে, নিত্যকাল আমরা তোমায় আমাদিগের পিতা জানিয়া তোমাকে সত্যেতে ও ভাবেতে পূজা করিতে পারি। তোমাদের সকলের প্রতি পুণ্যময় প্রভুর আশীর্ব্বাদ। ওম্।"

অপরাহ্নে কেশবচন্দ্র রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিস্থলে গমন করেন। যে উদ্যানবাটিকায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন, সেই উদ্যানবাটিকায় তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রথমতঃ তাঁহার দেহ সমাহিত হয়, পরিশেষে তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে আরণোস্ বেলের সুন্দর সমাধিস্থলে তাঁহার সমাহিত দেহ নীত হয় এবং তদুপরি একটি উপযুক্ত স্মরণচিহ্ন স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র গভীরভাবে স্তম্ভিত হইয়া সে স্থানে অনেকক্ষণ অবস্থান করেন, এবং পরিশেষে একটী প্রার্থনা করিয়া বিদায় লন। কোন হিন্দু সেখানে গমন করিলে তাঁহার নাম একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার নিয়ম আছে, কেশবচন্দ্র আপনার নাম ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলেন। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে সমধিক পরিমাণে কার্য্য করত পরিশ্রান্ত হইয়া ব্রিষ্টলে আসিয়াছিলেন, সুতরাং ব্রিষ্টলে সমুদায় অন্তর্দ্দ্যবস্থানগুলি দেখিবার জন্য

ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহার পক্ষে সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি তিনি তত্রত্য বালক বালিকাগণের বিদ্যালয় দেখিলেন। এই বিদ্যালয়টিতে ভাবী শিক্ষকগণ শিক্ষাকার্য্যে শিক্ষিত হন। এতদ্ব্যতীত ছিন্নবস্ত্রপরিধায়িগণের বিদ্যালয়, শ্রমজীবিগণের সম্মিলনগৃহ, গৃহহীন দরিদ্র বালকগণকে শ্রমসাধ্য কার্য্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়, বালিকাগণের জন্য উদ্ধরণবিদ্যালয় তিনি পর্য্যবেক্ষণ করেন। বিক্টোরিয়া রূমে তিনি বক্তৃতা দেন। বেড়লফের প্রার্থনাগৃহাবকাশে সাংসমিতি হয়। সেখানে অনেকগুলি ধর্ম্মোপদেষ্টা, বিচারক এবং অন্যান্য লোক তাঁহার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। এখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিবিধপ্রশ্নের তিনি উত্তর দেন। ব্রিষ্টলে কেশবচন্দ্রের কার্য্যের সাহায্য জন্য একটী সভাস্থাপনের প্রস্তাব হয়। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ব্রিষ্টলে আগমন করিতে সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করেন।

বাথে সম্ভাষণ।

১৫ জুন বুধবার বাথ গিল্ডহলে কেশবচন্দ্র 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য' বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন। মেয়র টি ডবলিউ গিবস্ স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমুদায় প্রশস্ত গৃহ শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়া যায়। প্রধান প্রধান ব্যক্তির সভাস্থলে তাঁহার উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা উল্লেখ করিয়া সভাপতি কেশবচন্দ্রের সামাজিক শক্তি, বাগ্মিতা, বিদেশীয় ভাষার উপরে আশ্চর্য্য অধিকার, ধর্ম্মসংস্কারে অত্যুৎসাহ, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের উচ্ছেদে সঙ্কল্প, এই সকলের প্রশংসাবাদ করিলেন। ক্লাইব ও হেষ্টিং হইতে নেপিয়ার, হেবলক, লরেন্স পর্য্যন্ত যাঁহারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বাথে আসিয়াছেন, সুতরাং বাথনিবাসী ব্যক্তিগণ কেশবচন্দ্রের কথা অতি সমাদরে শ্রবণ করিবেন, ইহা তিনি বিশেষরূপে আশা করিতে পারেন, ইহাও উল্লেখ করিলেন। অপিচ কেশবচন্দ্র যে অদ্যকার বক্তব্য বিষয়টি সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্টরূপে বর্ণন করিবেন, ইহা তিনি সকলের মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। পরিশেষে সভাপতি বলিলেন, ভারতের অবস্থাদি বিষয়ে যদি কেহ প্রশ্ন করিতে চান, কেশবচন্দ্র তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে সদুত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন।

কেশবচন্দ্র সাদরে শ্রোতৃবর্গ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া প্রথমতঃ পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে ভারতে কি কি বিষয়ে মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিলেন। অনন্তর বলিলেন, ভারতের সমগ্র সমাজের ভিতরে নূতন জীবন প্রবিষ্ট হইয়াছে, অনেক দিনের অধীনতার পর লোকে সংশয়ে, জড়বাদে, স্বেচ্ছাচারে নিপতিত হইয়াছে, এ দেশ হইতে সংশয়বাদের গ্রন্থ গিয়া তত্রত্য সংশয়বাদ আরও দৃঢ়মূল করিয়াছে, অল্পসংখ্যক লোক পবিত্রাত্মার পরিচালনায় সত্য লাভ করিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তন হইলেও যে শিক্ষা-প্রভাবে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে, সে শিক্ষা যাহাতে সমুদায় ভারতে বিস্তৃত হয় তজ্জন্য যত্ন ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য। পুরুষদিগকে যেমন তেমনি নারী-গণকেও শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিতে গিয়া যাহাতে জাতীয় আচার ব্যবহারে আঘাত না পড়ে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কেন না এক বার সে দেশের লোক যদি ভয় পায় তাহা হইলে অনেক দিন যাবৎ তাহারা স্ত্রীশিক্ষার দিকে আর অগ্রসর হইবে না। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। তিনি ইংরাজী শিক্ষার প্রতি ভর দিতেছেন এই জন্য যে, এক শিক্ষাপ্রভাবে ভারতের সকল অকল্যাণ বিদূরিত হইবে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবের তিনি নিজেই সাক্ষী। অনন্তর মদ্যের বাণিজ্যের বিষময় ফল, ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত, সত্য ও শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য, ভারতের পূর্ব্ব সৌভাগ্য, ভারতবর্ষের বিষয়ে পার্লিয়েমেণ্টের অমনোযোগ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন, "আমি আশা করি, এক জন বাঙ্গালী কেমন ইংরাজী বলে তাই শুনিবার জন্য আপনার আগমন করেন নাই, আপনারা কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করিতে সমবেত হন নাই; কিন্তু আপনারা উচ্চ ও মহান্ অভিপ্রায় সাধনের জন্য আসিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদিগের গৌরবান্বিত দেশের প্রতি আপনাদের এত দূর যত্ন উদ্দীপিত হইবে যে, ভারতের শাসনপ্রণালীর মধ্যে যে সকল দোষ আছে তাহা সম্পূর্ণ অপসারিত না করিয়া আপনারা কিছুতেই তুষ্ট হইবেন না। মানুষের সম্মুখে আপনার ভেরীনিনাদ করিতে পারেন, কিন্তু যে শাস্তার নিকটে আপনারা দায়ী, যাঁহার হস্ত হইতে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতপ্রবাহের মত প্রবাহিত নিত্য পুরস্কার নিদেশ পালন করিলে

আপনারা প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার অন্তবদর্শী নয়ন আপনার স্মরণ করুন।" অনন্তর তিনি ভদ্র, ভদ্র মহিলাগণ এবং মেস্তর মেয়রকে তিনি যাহা বলিলেন তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করাতে ধন্যবাদ দিলেন। বক্তাকে ও মেয়রকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

লিসেষ্টারে সম্ভাষণ।

১৭ জুন শুক্রবার লিসেষ্টার টেম্পারেন্স হলে কেশবচন্দ্র "ভারতসংস্কার" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এখানে বিবিধ সম্প্রদায় ও বিবিধ পক্ষের লোক বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইঁহাদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে ;—রেবারেণ্ড জে এন্ বেন্নি, টি ষ্টেবেন্‌সন, জে জে গোডবাই, সিসি কো, আর হাবলে, জে সি পাইক, এইচ্ উইল্‌কিন্‌সন্, এম্ ষ্টোন এস্‌কোয়ার, আল্ডারম্যান্ টি ডবলিউ হজেস্, জর্জ্জ বেন্স, জে ষ্টাফোর্ড, কাউন্সেলার টি এফ জন্‌সন্, ডবলিউ এইচ্ ওয়াকার, জে টম্‌সন্, ডবলিউ কেম্পসন্, জে এইচ্ এলিস্; এইচ্ টি চেম্বার্স, মেসর্স ই ক্লেফান্, টি এম্ এবান্স, জে হারাপ, এফ্ ষ্টোন। মেয়র জি ষ্টেবেন্সন স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বক্তাকে পরিচিত করিয়া দেন। কেশবচন্দ্র যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই,—ঈশ্বর স্বয়ং যখন ভারতকে ইংলণ্ডের হস্তে স্থাপন করিয়াছেন, তখন এদেশীয়গণের ভারতের অবস্থা ভাল করিয়া আলোচনা করা উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এ দেশীয় ব্যক্তিগণ যদি ভারতের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে তৎপ্রতি তাঁহারা সদ্বিচার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভারতের অবস্থা বিদেশীয়গণের পক্ষে বোঝা শক্ত, অথচ এ দেশের অতি অল্প লোকই ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ভারতের যে সকল মহোপকার সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে এ কথা বলিতে দিন যে, ভারতবর্ষ শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে। এ দেশের অনেকে মনে করেন, ভারত একটি অতি সামান্য দেশ। সেখানে কতকগুলি অসভ্য লোক বাস করে, এবং সে দেশবাসীর ভাল মন্দের প্রতি উপেক্ষা করিলে কিছু ক্ষতি নাই, যাঁহারা শাসনকর্ত্তা তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তাঁহারা তাঁহাকে এ কথা

বলিতে দিন যে, ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ, প্রাচীনকালে উহার মহত্ত্ব ছিল, ভবিষ্যৎ উহার গৌরবপূর্ণ। প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় গৌরবানুভব করে, যখন উহা দেখে যে, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য চারিদিকের দেশ যখন অজ্ঞানতায় ও বর্ব্বরাবস্থায় নিমগ্ন ছিল, তখন ভারত বিপুল গৌরবান্বিত সভ্যতায় ভূষিত ছিল। এ বিষয় যত ভাবা যায় তত জাতীয় ভাব জাগ্রৎ হইয়া উঠে। ভারতের আঠার কোটি লোক ইংলণ্ডের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; ইংলণ্ড কি নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য ভারতকে শাসন করিতে পারেন? যে সময়ে ইংরেজগণ মনে করিতেন,ভারতের প্রতি তাঁহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন ,এখন সে সময় চলিয়া গিয়াছে। তিনি আশা করেন, তাঁহারা এখন বিশ্বাস করেন, ভারতের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে তাহা ভয়ঙ্কর বেগে তাঁহাদিগের উপরে আসিয়া পড়িবে। যদি তাঁহারা সে দেশের উপরে অন্যায়াচরণ করেন, যে ঈশ্বর তাঁহাদিগের হস্তে উহাকে ন্যস্ত করিয়াছেন, তিনিই উহা হইতে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া যাইবেন। এজন্যই সে দেশের অভাবপূরণ, এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। কি কি অভাব দূর করা কর্ত্তব্য তাহা এবং ব্রাহ্মসমাজের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন, "ব্রহ্মবাদিগণ কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনামাত্র করেন না, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারের সামাজিক সংস্কার প্রবর্ত্তিত করেন। ধনাদিতে তাঁহারা দরিদ্র, সংখ্যায় অল্প, সবল বা পরাক্রান্ত নহেন; অনেকগুলি সবল পরাক্রান্ত লোক আহূত হন নাই, কিন্তু দুর্ব্বল সহায়হীন লোক আহূত হইয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশীয় পৌত্তলিক হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অত্যাচরিত ও উদ্বেজিত হইয়াছেন, অথচ তাঁহারা শান্ত বিনম্রভাবে নিয়ত তাঁহাদের হস্তে যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। নিঃশব্দে জাতীয় সংস্কারের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে; মধ্যে মধ্যে উহা প্রকাণ্ডাকার ধারণ করে এবং বহু দিনের সঞ্চিত ভ্রম, বহুকালের বদ্ধমূল পৌত্তলিকতা ও দমনীয় সামাজিক ব্যবহাররূপ কূল ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবার প্রবল বল ও শক্তি নিয়োগ করে; আবার সময়ে শান্তবেগ হয়, এবং নিস্তব্ধ শান্তভাবে পূর্ব্ববৎ প্রবাহিত হইতে থাকে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে যাহা কিছু ভাল আছে তাহা এই প্রবাহ বহন করিতেছে এবং যে দিক্ দিয়া যাইতেছে,

মনুষ্যের হৃদয় ও আত্মাকে উর্ব্বরা করিয়া যাইতেছে, এবং শান্তি, সৌভাগ্য, পুণ্য ও পবিত্রাতারূপ প্রচুর শস্য উৎপন্ন করিতেছে। এ প্রবাহ মূল প্রস্রবণ ঈশ্বর হইতে সমাগত এবং প্রতিব্যক্তির আত্মা তদীয় জীবনের মধ্য দিয়া দেবনিশ্বসিতযোগে প্রবাহিত; এক দিন উহা ভারতসম্বন্ধীয় তরণীকে শান্তি পুণ্যের উপকূলে লইয়া উপস্থিত করিবে।"

রেবারেণ্ড বেন্নি বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া তাঁহার প্রচুর প্রশংসাবাদ করত এই ভাবে কিছু বলিলেন; বক্তা যাহা বলিলেন তাহা যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি উৎসাহপূর্ণ। পৃথিবীর অন্যতর প্রদেশ হইতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব এই চিরস্থায়ী মত ঘোষিত হইল, এ ঘোষণায় ইংরেজগণের উপকার না হইয়া থাকিতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, শীঘ্র শীঘ্র সে দিন চলিয়া যাইতেছে, যে দিন খ্রীষ্টধর্ম্মকে দার্শনিক মত বা যাজকোচিত ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি ভারতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিতেছেন, উপস্থিত বন্ধু তাঁহাদিগকে দীন ও দুর্ব্বল বলিলেন। যাঁহারা ঈদৃশ সম্পৎ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দীন দরিদ্র কিরূপে? তাঁহাদের ওষ্ঠাধর দুর্ব্বল হইতে পারে না, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক তাঁহাদের এই ঘোষণা সমুদায় পৃথিবীকে জয় করিবে, এবং উহাকে ঈশ্বরের নিকটে আনয়ন করিবে। এই দুইটি প্রকাণ্ড সত্য খ্রীষ্টানধর্ম্মের স্তম্ভ ও রক্ষণী এবং যখনই তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, এক বৃহৎ দেশ পৌত্তলিকতা, অজ্ঞানতা, অপরিমিততা, জাতিভেদ ও বহুবিবাহ দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, তখনই তাঁহারা এই বলিয়া আহ্লাদিত হইলেন যে, সেখানে মানবপুত্রের (ঈশার) কার্য্য চলিতেছে, যে আলোকে সকল আলোকিত হয়, সেই আলোকের রেখাপাত সে দেশে হইয়াছে। যেমন খ্রীষ্টানগণের মধ্যে তেমনই হিন্দুগণের মধ্যেও ভাল আছে, অন্যথা খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন অর্থ থাকে না। এজন্যই তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দান করিতেছেন যে, সামান্য সামান্য তুচ্ছ মতভেদ লইয়া ব্যস্ত থাকাতে যে সত্য তাঁহাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়াছে, সেই সত্যের বিষয় স্মরণ করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি জীবন্ত লিপি (কেশবচন্দ্রকে) প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আর একটী কথা শুনিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বক্তা বলিলেন,

তিনি জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিবেন না। ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে যখন তিনি বিশ্বাস করেন, তখন তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে যে, ঈশ্বর কখন জাতীয় ভাব ত্যাগ করিতে কাহাকেও বলেন না। ঈশ্বর যাহা কিছু ভাল তাঁহাদিগকে দিয়াছেন,যে কোন সহজ বিশুদ্ধ অন্তর্ব্যবস্থান তাঁহাদিগের আছে, তাহা দৃঢ়রূপে তাঁহারা ধারণ করিয়া থাকুন। সর্ব্বত্র সকল মানুষকে ইংরেজ করিতে হইবে, এ ক্ষুদ্র নীচ অভিলাষ সর্ব্বথা তাঁহারা দূরে পরিহার করুন। যদি তাঁহারা আপনাদিগকে খাটি মানুষ মনে করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। যদি খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ঠিক তাঁহাদের মত হিন্দুগণকে করিতে না চাহিয়া জীবন্ত ঈশ্বরের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কেশবচন্দ্রের বাক্য মধ্যে যদিও কৃতজ্ঞতা, ভৎর্সনা, ও শিক্ষার কথা আছে, তথাপি তন্মধ্যে প্রচুর আশার কথাও আছে। সেই প্রকাণ্ড দেশে অধ্যাত্ম অন্ধকার বিদূরিত হইয়া দিবামুখ প্রকাশের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, এ দেশেও তাহাই হইতেছে। কেন না এখানেও অজ্ঞানতা ও অপরিমিতাচারদানবের বিনাশের নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করা হইতেছে। ভারতে যে সংগ্রাম চলিতেছে, এখানেও সেই সংগ্রাম চলিতেছে। তিনি খ্রীষ্টান হইয়া যাহা বলিতেছেন, তিনি আশা করেন সকল খ্রীষ্টানই তাঁহার সহিত একমত। সে সময় আর অধিক দূরে নাই, যে সময়ে মানবজাতি তাহার প্রকৃত শিরোভূষণকে স্বীকার করিবে, এবং অকল্যাণের উপরে সম্যক্ জয়লাভ করিবে। এখন যে সংগ্রামে তাঁহারা প্রবৃত্ত, সেই সংগ্রামেতেই তাঁহারা সেই মহৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, সেই কার্য্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সর্ব্বশেষে বক্তা যে প্রকৃত খ্রীষ্টানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইতেছে। তিনি দেখিলেন স্বদেশীয়গণকে অকল্যাণশক্র পেষণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি উত্থান করিলেন, এবং পৃথিবীর দূরতম প্রদেশে এই জন্য আসিলেন যে, সেই অকল্যাণশত্রুকে বিনাশ করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে প্রমুক্ত করিতে পারেন। যদি তাঁহারাও আপনাদের অধিকারের মধ্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, (কেশব) চন্দ্রসেনের সহিত তাঁহারা একই সেনাদলভুক্ত, একই বিজয়নিশানের নিম্নে সংগ্রাম করিতেছেন, এবং অবশেষে একই গৌরবকর

বিজয়ের সমাংশী হইবেন। রেবারেণ্ড আর হারলি প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং প্রস্তাব নিবদ্ধ হইল। কেশবচন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর দান করিলে মেয়রকেধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

ব্রিমিঙ্গামে স্বাগত সম্ভাষণ।

২০ জুন সোমবার মেসোনিক হলে কেশবচন্দ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার জন্য সভা হয়। মেয়র মেস্তর টি প্রাইম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই সকল ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইতে পারে;—রেবারেণ্ড সি বিন্সি, জি বি জনষ্টন, জে জে ব্রাউন, এইচ্ ডবলিউ ক্রস্কে, সি ক্লার্ক, জি জে ইমানিয়েল বি এ, ডবলিউ গিবসন, ডি মভিন্নিস্, জি ফলেস্, জে গর্ডন, ই মায়র্স, আল্ডারম্যান ওস্বোরণ, মেসার্স পিকারিং, জ্রক স্মিথ, টি কেন্রিক, এফ ওস্লাব, জে এ কেন্রিক, এইচ নিউ, ডাক্তর রসেল, মেসর্স টি এইচ রাইলাণ্ড, জে আর মট, এইচ্ পেটন্ এইচ্ এফ্ ওস্লার, আর চেম্বারলেন, টি গ্রিকিথ্স, জে বে গস্বি। অনেকগুলি মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রেবারেণ্ড আর ডবলিউ ডেল, রেবারেণ্ড জন হারগ্রীবস্ এবং রেবারেণ্ড সামুয়েল থরণ্টন সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক যে পত্র লিখিয়াছেন, রেবারেণ্ড এইচ্ ডবলিউ ক্রস্কে উহা পাঠ করিলেন। মেস্তর ডেল যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সার এই,—লণ্ডনে বিশেষকার্য্যানুরোধে তাঁহাকে যাইতে হইতেছে, তাই তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এক মাস বা দুই মাস পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের সহিত লণ্ডনে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহাতেই তাঁহার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছে যে, তাঁহার নিকটে যে আলোক সমাগত হইয়াছে, তৎপ্রতি তিনি একান্ত বিশ্বস্ত। যে কার্য্যে তিনি ঈশ্বর-কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছেন তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে। তাঁহার একেশ্বরে বিশ্বাস যে পবিত্রাত্মার ক্রিয়াতে নিষ্পন্ন তাহাতে তাঁহার কোন সংশয় নাই। যদি স্বয়ং সভায় উপস্থিত থাকিতেন, ঈশ্বরের নৈকট্য, মঙ্গল ভাব, এবং ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে সহজ জ্ঞান এবং খ্রীষ্টেতে প্রকাশিত ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপৌরুষেয় জ্ঞান, এই দুইয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা তিনি উপস্থিত থাকিলে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেন। মেয়র বলিলেন, ভারত হইতে সমাগত

বন্ধুর স্বাগত সম্ভাষণের জন্য যে সভা আহূত হইয়াছে, এ সভা যেমন তাঁহার মনোমত এমন আর কোন সভায় তিনি পূর্ব্বে উপস্থিত থাকেন নাই। যে সমাজের তিনি মেয়র সে সমাজের নামে তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, কেশবচন্দ্র যে কার্য্য করিয়াছেন সে কার্য্যে তাঁহাদিগের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

রেবারেণ্ড এইচ্ ডবলিউ ক্রস্কে এই নির্দ্ধারণটি উপস্থিত করিলেন,—"বিবিধ সম্প্রদায়ের সভ্যগণের গঠিত এই সভা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজের নেতা এবং প্রতিনিধি কেশবচন্দ্র সেনকে সাদর স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন, এবং তাঁহার সহযোগিগণ পৌত্তলিকতাবিনাশ, জাতিভেদ উচ্ছেদ, এবং সেই বৃহৎ রাজ্যের লোকদিগের মধ্যে নৈতিক ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় উচ্চতর স্বাধীন-জীবনবিস্তাররূপ যে মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন,তৎপ্রতি উহার গভীর সহানুভূতি আছে তাঁহাদিগকে তাহা নিশ্চয়াত্মক রূপে অবগত করিতেছেন।" এই নির্দ্ধারণটি উপস্থিত করিয়া মেস্তর ক্রস্কে বলেন, ব্রাহ্মসমাজের দুইটি মূলতত্ত্ব, প্রথমটি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ, দ্বিতীয়টি জাতিভেদের উচ্ছেদ। এখানেও জাতিভেদের অত্যাচারে জাতীয় জীবন বিপদ্‌গ্রস্ত; সুতরাং সেই প্রাচীন দেশে জাতিভেদের উচ্ছেদ জন্য যে যত্ন হইতেছে, তৎসহ তাঁহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি আছে। তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার পক্ষে আর একটি বিশেষ কারণ আছে; তাহার ধর্ম্মভাব অতি গভীর, প্রতি নৈতিক পরিবর্ত্তন ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে তিনি জীবন্ত ঈশ্বরের সহিত যোগানুভব করিতে যত্ন করেন। তিনি (মেস্তর ক্রস্কে) বিশ্বাস করেন যে, পবিত্রাত্মার অভিষেক হইতে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মসংস্কার উপস্থিত হয়। সভ্যতার সর্ব্ববিধ আয়োজনে কোন দেশকে ভূষিত করিলেও উহার মধ্যে গভীর উচ্ছ্বসিত ভাব না থাকিলে তদ্দ্বারা কোন ফলই উৎপন্ন হয় না। অতএব তিনি ভারতের সংস্কারকার্য্যের সহিত সকলের গভীর সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন। রেবারেণ্ড সি বিন্স নির্দ্ধারণটির অনুমোদন কালে বলিলেন, তিনি মেস্তর ডেল এবং অন্যান্য 'নন্‌কন্ ফরমিষ্ট' উপদেষ্টৃগণের সহিত যোগ দিয়া প্রসিদ্ধ অভ্যাগত কেশবচন্দ্রের কার্য্যে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। ভারতে কি কি কার্য্য হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া মেস্তর বিন্স

কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগিগণের পবিশ্রমের সফলতার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

নির্দ্ধারণটি সর্ব্বসম্মতিতে নিবদ্ধ হইলে কেশবচন্দ্র যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই ;—তাঁহাকে তাঁহারা যে সাদর সম্ভাষণ দিলেন তাহাতে তিনি বিশেষ সম্মানিত হইলেন। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাঁহার আগমনের পর হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদসত্ত্বেও তিনি সর্ব্বত্র স্বাগতসম্ভাষণ, সহানুভূতি, এবং সহযোগিত্ব অনুভব করিতেছেন। এ সকলের জন্য হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে তিনি ব্রিটিষ জাতিকে ধন্যবাদ দিতেছেন। তাহাকে বলিতে হইতেছে, তাহার বন্ধুগণের দয়া অনেক দূর গিয়াছে। বলিতে হয়, তাঁহাকে তাহারা 'সিংহ' করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে অনেক বার বলিয়াছেন, "আপনারা আমার অভিমান বাড়াইবেন না। আমাকে লইয়া অধিক বাড়াবাড়ি করিবেন না, আমাকে প্রকাশ্য সভায় আর বাড়াইয়া দিবেন না।" যেন মনে হয়, তাঁহারা এ কথার এই উত্তর দেন, "সকল সময়ে তো আমরা বিদেশীয় লোককে পাই না, সুতরাং যত পারি আপনাকে আমরা ব্যবহার করিয়া লইব।" তাই তাঁহারা তাঁহাকে নগর হইতে নগরে, গৃহ হইতে গৃহে, সভা হইতে সভায়, চাপানসমিতি হইতে চাপানসমিতিতে লইয়া বেড়াইতেছেন এবং তিনি জানেন না কোথায় গিয়া তিনি থামিবেন। এগুলি মনে হয়, কেবল তাঁহাদিগের আতিথেয়তা ও হিতৈষণার আধিক্য হইতে ঘটিতেছে। তিনি কি লক্ষ্য লইয়া এ দেশে আসিয়াছেন, তাহা হয়তো তাঁহারা সকলে অবগত আছেন। ইংরাজী সভ্যতা কি, ইংরাজী সভ্যতায় ইংলণ্ডের কি হইয়াছে তদবধারণ, খ্রীষ্টজীবনের বিবিধ দিক্ দর্শন, খ্রীষ্টানচরিত্রনির্ব্বাচন, খ্রীষ্টানগণের পারিবারিক জীবনের মিষ্টতা যত দূর সম্ভব উপলব্ধি করিবার জন্য, এবং ভারতের উপকারের নিমিত্ত খ্রীষ্টান জাতির সভ্যতা ও জীবনের শিক্ষণীয় বিষয় সমুদায় স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, পবিত্রাত্মার প্রেরণায় তিনি খ্রীষ্টান অনুষ্ঠানগুলির মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবেন, এবং সে সকল স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইবেন। ইংরেজগণ সে দেশের কি উপকার সাধন করিয়াছেন, কি তাঁহাদিগের করিবার আছে, এবং সে সকল করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন

করিতে হইবে, ইহা তিনি বলিতে আসিয়াছেন। ভারতকে ব্রিটিষ রাজমুকুটের অমূল্য রত্ন বলা হইয়া থাকে, তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি ব্রিটিষ জাতিকে ভারতের প্রতি কর্ত্তব্য উপলব্ধি করাইয়া দিতে পারিবেন। তিনি কোন দলের লোক হইয়া এ দেশে আসেন নাই, এবং এখানেও কোন এক দলের সহিত তিনি একীভূত হইবেন না। তিনি সমুদায় ব্রিটিষ জাতির সম্মুখে ভারতের পক্ষ সমর্থণ করিবেন। তাঁহার এ কথা বলা সমুচিত যে, তিনি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত একীভূত হইবেন না। তিনি হ্যানোবার স্কোয়ার রুমে যাহা বলিয়াছেন, অনেকে অনেক প্রকার তাহার অর্থ করিয়াছেন, এবং যদিও সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি মনে হয় অনেকে মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে আসিবার অর্দ্ধ পথে তিনি আসিয়াছেন, এবং তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতেছেন যে, তিনি সম্পূর্ণ তাঁহাদিগের মত আলিঙ্গন করিবেন। এ বিষয়টি সম্বন্ধে তাহার কিছু বলা প্রয়োজন। তিনি যে দিন হইতে ইংলণ্ডে আসিয়াছেন, সেই দিন হইতে বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক আপনাকে পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইতেছেন। এই সম্প্রদায়গুলির যেন একটি বাজার বসিয়াছে। এক এক সম্প্রদায় উহার এক একটি বিপণি। এক এক বিপণির কাছ দিয়া যাইবার বেলা প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনাদের বিশ্বাস ও বাইবেলের ব্যাখ্যান আনিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত করেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিরোধবিসংবাদে তাহার উদ্বেগ ও আমোদ উভয়ই উপস্থিত হয়। তাঁহার নিকটে ইহাই প্রতীত হইয়াছে যে, পৃথিবীস্থ কোন খ্রীষ্টান জাতি খ্রীষ্টের স্বর্গরাজ্যের ভাব সম্যক্ প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, কোন খ্রীষ্ট-সম্প্রদায় খ্রীষ্ট যেমন ছিলেন ও আছেন সেরূপ পূর্ণ পরিমাণে তাঁহাকে উপস্থিত করেন না, এবং কোন কোন স্থলে খণ্ডিত এবং রূপান্তরিত খ্রীষ্টকে; লজ্জার বিষয় কোন কোন স্থলে জাল খ্রীষ্টকে উপস্থিত করেন। তিনি বলিতে ইচ্ছা করেন যে, তিনি খ্রীষ্ট পান নাই এরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডে আসেন নাই। যখন রোমাণকাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট, ইউনিটেরিয়ান্, ট্রিনিটোরিয়ান্, ব্রডচার্চ্চ, লোচার্চ্চ ও হাই চার্চ্চ আসিয়া তাঁহাদিগের এক এক সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টকে উপস্থিত করেন, তিনি তাঁহাদিগের সকলকে এই কথা বলিতে ইচ্ছা করেন, "আপনারা কি মনে করেন যে, আমার ভিতরে খ্রীষ্ট

নাই? যদিও আমি ভারতবর্ষের লোক, তথাপি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে আমি বলিতে পারি, আমার খ্রীষ্ট আমার আছেন।” তিনি ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহাদের খ্রীষ্ট বলিয়া খ্রীষ্টকে তাঁহারা উপস্থিত করেন। ঈশ্বরের আলোক কি কোন এক জাতি বা সম্প্রদায়ের একচাটিয়া কথা? ঈশ্বরের খ্রীষ্ট সকল জাতির সম্পৎ; যেমন তাহাদের তেমনই তাঁহার। খ্রীষ্টের জীবনের কোন কোন অংশ এবং কোন কোন শিক্ষা বাদ দিয়া যদি তাহারা তাহাদের খ্রীষ্টকে উপস্থিত করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে ঈশ্বর যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন তদনুসারে তাঁহাকে উপস্থিত করিতে কেন তিনি পারিবেন না? তিনি ইচ্ছা করেন না যে, কোন খ্রীষ্টান-সম্প্রদায় তাঁহার স্বাধীন বিচারশক্তির উপরে হস্তক্ষেপ করেন। ইংলণ্ডের সাম্প্রদায়িক মত ইংলণ্ডেরই থাকুক; তাঁহারা সে সমুদায়ের ব্যবহার আপনারা করুন, কিন্তু তাঁহাকে বলিতে দিন যে, কোন খ্রীষ্টানদেশে খ্রীষ্ট পূর্ণ অবস্থায় উপলব্ধির বিষয় হন নাই। ভারতকে তাঁহারা উন্নত করুন, কিন্তু মত, অনুষ্ঠান, এ দেশের খ্রীষ্ট ও দেশের খ্রীষ্ট, শরীরধারী খ্রীষ্ট বা স্থানীয় খ্রীষ্ট, এ সকল বিষয় তুলিয়া প্রয়োজন নাই। খ্রীষ্টের যে সহজভাব ও মতবিশ্বাসে জীবনের পুণ্যপবিত্রতা উৎপন্ন হয় তিনি তাহাই চান। তিনি তাঁহাদের নিকটে পবিত্রতা চাহিতে আসিয়াছেন, মত নহে। তিনি কোন সম্প্রদায়ের মতের দোষ ধরিতে অভিলাষ করেন না, কেন না তিনি বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট শিক্ষা করিবার উপযুক্ত সত্য আছে। তাঁহারা যে কোন ভাল প্রভাব উপস্থিত করিবেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। অনন্তর তাঁহার কার্য্যে সকলের সহানুভূতি প্রদর্শন, ভারতের পূর্ব্ব অবস্থা, বর্ত্তমান দুরবস্থা, ব্রাহ্মসমাজ, পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্র সত্যের একত্ব, অল্পবয়স্ক যুবকগণকে পিতা মাতার রক্ষণাধীন হইতে বিযুক্ত করিয়া খ্রীষ্টান মিশনরীগণের রক্ষণাধীনে লওয়ার দূষণীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন;—তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার মণ্ডলী স্বয়ং ঈশ্বরের, তিনি পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত, কোন মানুষ তাঁহাকে এ পথে বা ও পথে চালাইবে, ইহা তিনি হইতে দিবেন না। এ সকল বিষয়ে মানুষের পরিচালনায় তাঁহার কোন বিশ্বাস নাই। তিনি যদি বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে তাঁহার চরণতলে নিক্ষেপ করেন, তিনি অবশ্য তাঁহাকে

উঠাইবেন, এবং তাঁহাকে পবিত্র স্বর্গরাজ্যে স্থান দান করিবেন। অপিচ তিনি বিশ্বাস করেন যে, যদি তাঁহার দেশের অষ্টাদশ কোটি লোক তাঁহার মণ্ডলী-ভুক্ত হন, তাহার পিতা তাহাদিগকে করুণা করিবেন, তাঁহার দেশের ভবিষ্যৎ নিয়তি তাঁহারই হস্তে রাখিয়া দিতে তিনি প্রস্তুত, যাঁহার সম্বন্ধে তিনি বলেন, "যদিও তিনি আমায় বিনাশ করেন, তথাপি তাঁহার উপরে আমি নির্ভর করিব।" এই বক্তৃতা এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ব্যাপিয়া হয়। রেবারেণ্ড জি বি জনসনের প্রস্তাবে রেবারেণ্ড জি জে ইম্যানিয়েলের অনুমোদনে কেশবচন্দ্র যাহা বলিলেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়। পরিশেষে মেয়রকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

নটিংহামে সম্ভাষণ।

২১ জুন মঙ্গলবার নটিংহামে মেকানিক্স হলে সভা হয়। নটিংহামের মেয়র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন অনেক গুলি লোক সমবেত হন। সভার কার্য্যারম্ভ হইলে প্রেসিডেণ্ট মেয়রের রেবারেণ্ড সামুয়েল কক্স বলেন, কেশবচন্দ্র এক জন প্রাণপরায়ণ ব্রহ্মবাদী। তিনি নাজারথের যিশুকে এক জন প্রধান উপদেষ্টা এবং শ্রেষ্ঠ মনুষ্য মনে করেন। তিনি সকল দেশের সাধু মহাজন হইতে বিশেষতঃ তাঁহার স্বদেশীয় ঋষি মহর্ষিগণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি আশা করেন যে, তিনি আরও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা যেখানে আছেন সেখানে আসিবেন, কিন্তু তাঁহার মনের সংশয় এই যে, কেশবচন্দ্র আপনাকে যত টুকু জানেন তদপেক্ষা তিনি অধিক খ্রীষ্টান। মিস কলেট তাঁহার যে সকল বক্তৃতা সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা পাঠকালে তিনি এমন একটি মনের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাহা অতুল ভক্তিসম্পন্ন, সুকোমল, অধ্যাত্মভাব পূর্ণ, এমন খ্রীষ্টানোচিত ভাবে পূর্ণ যে, তাঁহাদের ন্যায় জড়ভাবাপন্ন অনেক খ্রীষ্টানকে একান্ত লজ্জিত হইতে হয়। তিনি ইচ্ছা করেন না যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি উপেক্ষা করেন। ভবিষ্যতের হিন্দুমণ্ডলী কোন খ্রীষ্টানমণ্ডলীর অনুরূপ হয় এ জন্য তিনিও ব্যস্ত নহেন। ভারতের ভবিষ্যৎ মণ্ডলী এ দেশীয় খ্রীষ্টানমণ্ডলী সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন হইলেও খ্রীষ্টের মনের মত মণ্ডলী হইতে পারে। এরূপ মণ্ডলীর মত ও উপাসনাদির প্রণালী ভিন্ন হইলেও ঈদৃশ মণ্ডলীদর্শনে তাঁহারা আহ্লাদিত হইবেন, এবং তাহা হইতে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করিবেন। সে মণ্ডলী যে

আকার ধারণ করুক,উহা উদার হইবে, যাঁহারা সাধু তাঁহাদিগের মত যে প্রকার কেন হউক না তাঁহাদিগের জন্য উহা প্রমুক্ত থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজ এ দেশের যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে সকলের অপেক্ষা উদার হইবে। কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি এরূপ মত পোষণ করেন বলিয়াই তিনি এ নগরের মণ্ডলী সমূহের নামে তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন এবং এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন যে, পবিত্রাত্মা তাঁহার পথ প্রদর্শন এবং তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করুন। মেস্তর কক্স এই নির্দ্ধারণটি উপস্থিত করিলেন;—"এই সভা ইচ্ছা করেন যে, বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে হৃদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয়, এবং যে উৎসাহ ও আত্মত্যাগ দ্বারা তাঁহার জীবন উদ্দীপ্ত তৎপ্রতি সবিস্ময় সমাদর প্রকাশ করা হয়।' কঙ্গ্রিগেশনালিষ্ট রেবারেণ্ড জেম্‌স্ ম্যাথেসন এম এ বলিলেন, ভারতসম্বন্ধে যখন এ দেশের একান্ত অনভিজ্ঞতা, তখন কেশবচন্দ্র যদি এক জন স্বমতনিরত ব্রাহ্মণ হইতেন, তবু তাঁহারা সাদরে সম্ভাষণ করিতেন, কেন না সে দেশীয়গণের নিকটে তদ্দেশসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার মূল্য অনেক। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহানুভূতি লাভ করিবার বিশেষ কারণ আছে, কেন না তিনি 'প্রেরিতগণের মতের' প্রথমাংশে বিশ্বাস করেন— "আমি পিতা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করি।" যদি ভবিষ্যতে তিনি সমুদায় মত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইবেন। যে নির্দ্ধারণ তিনি অনুমোদন করিতেছেন তাহাতে সকলেরই সম্মতি হইবে সংশয় কি?

নির্দ্ধারণ সর্ব্বসম্মতিতে নিবদ্ধ হইলে এবং কিছু বলিবার জন্য কেশবচন্দ্র গাত্রোত্থান করিলে সকলে দীর্ঘকালব্যাপী আনন্দধ্বনিতে তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই;—তিনি ভারত হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মসমাজসম্পর্কীয় জীবন দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। ভারত এখন পরিবর্ত্তনের অবস্থায় অবস্থিত, সুতরাং তদ্দেশবাসিগণের দেখা উচিত যে, মহৎ মহৎ সত্যগুলি ইংলণ্ড স্বীয় জীবনে কি প্রকার পরিণত করিয়াছেন। অনেক সত্য আছে যাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সে সমুদায় পুস্তকে পড়া এক, আর জীবনে তাহার কার্য্য দেখা আর এক। জীবনে সে সমুদায় অধ্যয়ন করা এবং জীবনোপরি উহারা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা দর্শন করা তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য। এ দেশে অনেকগুলি

সামাজিক পারিবারিক অন্তর্ব্যবস্থান এবং অনেকগুলি ধর্ম্মসম্পর্কীণ আচার ব্যবহার আছে, যাহা সংস্কারদোষবর্জ্জিত হইয়া অধ্যয়ন ও বিচার করিয়া দেখিলে এবং সেই গুলি ভারতে প্রবর্ত্তন করিলে সে দেশের বিশেষ উপকার দর্শিবে। তিনি যখন ভারতে ফিরিয়া যাইবেন, তখন এই সকল সত্য, জীবনোপযোগী করিয়া তাঁহার স্বদেশীয়গণের নিকটে উপস্থিত করিবেন। যে সময়ে চারিদিক অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, সে সময়ে ভারত উচ্চ সভ্যতার ভূমি ছিল। এখন তাহার সে সমুদায় অন্তর্ব্যবস্থান অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু আবার তাহার বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে, এবং এই জন্যই বিধাতার গূঢ় কৌশলে ইংলণ্ডকে তাহার উপায় করা হইয়াছে। ইংলণ্ড ভারতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিমুক্ত করিয়া উহা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চারি দিকে বিস্তৃত করিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তা একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তৃতির প্রয়োজন, কেন না ব্রাহ্মসমাজ সেই শিক্ষার প্রভাবের বশীভূত অবস্থা। হিন্দুচরিত্রের ভক্তিপ্রবণতা ও সাহজিক ভাবের সহিত ইংরেজ চরিত্রের উদ্যম ও দেশহিতৈষণা মিশিয়া উহা সবল হইয়াছে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আলোকের সম্মিলনে ও গুণসকলের সংমিশ্রণে ভারতের সংস্কারকার্য্য বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইবে। ইংরেজেরা তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া প্রার্থনা করুন, কার্য্য করুন কিন্তু তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক মতামত এবং বিবাদ বিসংবাদ যেন তাঁহাদিগের উপরে বলপূর্ব্বক চাপাইয়া না দেন। ইংলণ্ডের যাহা কিছু ভাল আছে মহৎ আছে, তাঁহারা তাঁহাকে তাহা দিন, তিনি অঙ্গীকার করিতেছেন, সে সমুদায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া ভারতের অন্তর্ব্যবস্থানের সঙ্গে মিলাইয়া দিবেন। এইরূপে ইংরাজজাতির বিশুদ্ধ অন্তর্ব্যবস্থান ও জীবন জাতীয় ভাবে ভারতে বিস্তৃত হইবে এবং কোন প্রকার উদ্বেগের কারণ হইবে না। আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই প্রকারে কার্য্য চলিয়া আসিয়াছে, এবং কেহ কেহ বলিতে পারেন, "এই পর্য্যন্ত আর নয়", কিন্তু এ উন্নতিসমুদ্রের তরঙ্গ তাঁহাদের কথায় নিবৃত্ত হইবে না, উহা সমুদায় ভারতকে উর্ব্বর করিবে।

ইউনিটেরিয়ান্ সম্প্রদায়ভুক্ত রেবারেণ্ড রিচার্ড আরমষ্ট্রং কেশবচন্দ্রের প্রতি ধন্যবাদার্পণের প্রস্তাব করিয়া বলিলেন, তিনি অন্যান্য বক্তার ন্যায়

এ কথা বলেন না যে, কেশবচন্দ্র অর্দ্ধ পথে আসিয়াছেন, বরং তিনি এই ইচ্ছা করেন যে, কেশবচন্দ্র যে প্রকার খ্রীষ্টান সেরূপ এই সভা অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান হন। ইংলণ্ডে যে জাতিভেদ আছে তাহার উচ্ছেদ এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের বিশেষ যোগাযোগ হইবে, এবং কেশবচন্দ্র এ দেশের পক্ষে একজন প্রেরিত হইবেন, তিনি আশা করেন। ইংলিস প্রেসবিটেরিয়ান্ রেবারেণ্ড জে বি ডাউহার্টি বলিলেন, যদিও (মতসম্বন্ধে) তিনি যত দূর যান কেশবচন্দ্র তত দূর যান না, তথাপি তাঁহার প্রভু (ঈশা) তাহাকে তাহাদিগকেও অস্বীকার করিতে বলেন নাই, যাহারা তাঁহার অনুবর্ত্তন না করিয়াও ভূত ছাড়াইয়াছিল। কেশবচন্দ্র যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি আহ্লাদিত হইয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন। নিউইয়র্কের ডাক্তর রেডিংটন আমেরিকার মহিলাগণ ভারতবর্ষের নারীগণের শিক্ষার জন্য যত্ন করিতেছেন তাহার উল্লেখ করিয়া আমেরিকায় গিয়া ইংলণ্ডের সভ্যতা হইতে উৎপন্ন সভ্যতা অধ্যয়ন করিতে কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর ধন্যবাদের যে প্রস্তাব হয় উহা সর্ব্বসম্মতিতে নির্দ্ধারিত হইলে রেবারেণ্ড সি ক্লেমান্স কেশবচন্দ্রের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহার এবং উপস্থিত সকলের জন্য পবিত্রাত্মার পরিচালনা ভিক্ষা করত মেয়রকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। মেয়র মেস্তর ওল্ডনো উহার উত্তরে বলিলেন, যদি আজকার সভায় তিনি না আসিতেন তাহা হইলে তাহার সে দুঃখ চিরদিন থাকিয়া যাইত।

সম্ভাষণ পত্র।

২০ জুন নটিঙ্গামের ধর্ম্মযাজক ও উপদেষ্টৃগণ কেশবচন্দ্রকে এই সম্ভাষণ-পত্রখানি অর্পণ করেন।

নটিঙ্গাম ২০ জুন ১৮৭০।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন সমীপে

মহাশয়—আমরা নটিঙ্গাম এবং তৎসন্নিহিত স্থানস্থ প্রভু ঈশার মণ্ডলীর বিবিধ শাখার উপদেষ্টৃগণ এই নগরীতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহূত হইয়াছি। আমরা আপনার ইতিহাস এবং ভারতে পরিশ্রমের কথা উৎসুক চিত্তে শ্রবণ করিয়াছি, ইহা আপনাকে অবগত করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি যে, খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারে ঈশ্বরাশী-

র্ব্বাদে ভাবতে আমাদের সমপ্রজাবর্গ বৈদিক ধর্ম্ম ও হিন্দুপূজা অর্চনাব কুসংস্কারাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, এবং আপনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে পারেন যে, মিশনরিগণের ও ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলের প্রভাব আপনার মনের উপরে কি প্রকার কার্য্য করিয়াছে।

আমরা যে সকল সত্য অতীব উচ্চ মনে করি, আপনি আমাদের সঙ্গে এক মত হইয়া সেই গুলিতে বিশ্বাস করিয়াছেন, যেমন পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকটে অনুতপ্ত হইয়া নিতান্ত দীন ও অকিঞ্চন হওয়া ঈশ্বরের করুণায় স্বর্গীয় জীবনলাভ, এবং এই জীবনলাভজন্য সভা ও প্রকাশ্য উপাসনার প্রয়োজন ;—ইহা আমরা অতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে শুনিয়াছি এবং শুনিয়া আপনাকে বিদিত করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আপনি সেই স্বর্গীয় জীবনকে ঈশ্বরের সহিত যোগ এবং প্রার্থিভাবে তাঁহার উপরে নির্ভর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এ কথা শুনিয়া আপনার প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতি উপস্থিত। খ্রীষ্টের উদার মণ্ডলীর কতকগুলি মূল সত্য আপনাকে অবগত করিতে দিন, যে সত্যগুলির সম্বন্ধে এই মণ্ডলী চির দিন সাক্ষ্য দান করিয়াছে। আপনি আমাদিগের সাধারণ বিশ্বাস কি ইহা জানিবার অভিলাষী, এই বিশ্বাসে অতি সম্ভ্রমের সহিত সেই সত্য গুলি আপনার নিকটে প্রশ্নরূপে উপস্থিত করিতে আমরা প্রার্থী। আমরা আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, বাহিরে বিবিধ প্রকারের ভিন্নতা সত্ত্বেও এই সকল সত্য মণ্ডলীকে সারতর একতা অর্পণ করিয়া থাকে।

আমাদের নিজের অনুমান ও ভয়জনিত সংশয় ও অন্ধকার মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, আমাদের কর্ত্তব্য, আমাদের চিরন্তন নিয়তি, এ সকল বিষয় নিশ্চয়রূপে জানিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহার পবিত্র ইচ্ছা অভিব্যক্ত করিয়াছেন আমরা বিশ্বাস করি, এই পবিত্র ইচ্ছার অভিব্যক্তিই বাইবেল গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আমরা সেই বিধি দেখিতে পাই, যে বিধিতে পাপসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, এবং সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য পরিত্রাতাকে আমরা তদ্দ্বারা অবগত হই। আমরা বিশ্বাস করি পাপ অপরাধ, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই, যিশুখ্রীষ্টে আমাদের পরিত্রাণ এবং তাঁহার শোণিতে আমাদের পাপের ক্ষমা। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রভু যিশুখ্রীষ্ট দেহে অবতীর্ণ ঈশ্বর, তিনিই মানুষের একমাত্র পরিত্রাতা এবং প্রভু, তিনি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র, এবং আমাদের

সকলের আত্মার পূর্ণ বাধ্যতা তিনি চান। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, পুত্রের মধ্য দিয়া পিতা যে পবিত্রাত্মা দান করেন, সেই পবিত্রাত্মা দ্বারা আমরা অধ্যাত্ম জীবন, আমাদের পতিতাবস্থা, এবং যিশুখ্রীষ্ট যে আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর, তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ করি।

এই সকল কল্যাণকর সত্য আমরা অতীব প্রয়োজনীয় মনে না করিয়া থাকিতে পারি না, এবং আমরা এটি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া অবগত করিতে প্রার্থী যে, আমরা ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে, আপনি এবং ভারতে আমাদের সমপ্রজাবৃন্দ ঈশাতে যে সমগ্র সত্য আছে পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক তাহাতে নীত হন।

ফ্রান্সিস মোর্স এম্, এ, সেণ্ট ম্যাবির বিকার।

হেন্‌রি রাইট এম্, এ, সেণ্ট নিকোলাসের রেক্টর।

টমাস্ এম্, ম্যাক্‌ডোনাল্ড, এম্, এ, হোলিট্রিনিটির বিকার।

টমাস্ পিপার এম্, এ, নিউবাডফোর্ডের বিকার।

ইডয়ার্ড ডেবিস্ হিল্‌ফোর্ডের রেক্টর ইত্যাদি ৪৪ জন।

ম্যাঞ্চেষ্টারে সম্ভাষণ।

২৪ জুন শুক্রবার ম্যাঞ্চেষ্টার ফ্রীট্রেড হলে একটী প্রকাশ্য সভা হয়। মেস্তর ই হাডক্যাসল্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি সঙ্গ যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে ইঁহাদের নাম উল্লিখিত হইতে পারে, রেবারেণ্ড টি সি লী, জে ইয়েটস্, টমাস্ হিকে, ডবলিউ এ ওক্‌নর, এইচ ই ডাউসন, ইলিয়ম্ হ্যারিসন্, টমাস্ জে বোলাণ্ড, ষ্টান্‌ফোর্ড হ্যারিস্, জে, সি পেটারসন্, টি সি ফিন্‌লেসন্, ডবলিউ এস্ ডেবিস্, জে স্লেটর, এ বি কার, জেম্‌স্ শিপ ম্যান, ডবলিউ এইচ্ কুস্থ, জি ডবলিউ কণ্ডার, জে ব্ল্যাক, ব্রুক্ হারফোর্ড, আর হেনরি। এই সকল যাজক ও উপদেষ্টৃগণ চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ডিসেণ্টারগণের প্রতিনিধি। বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি কার্য্যগতিকে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেক্রেটারী রেবারেণ্ড বি হারফোর্ড তাহার উল্লেখ করিলেন। তিনি প্রাচীন রেবারেণ্ড

ডাক্তর এম্‌কেরো এবং হিব্রু সম্প্রদায়ের উপদেষ্টা রেবারেণ্ড ডি এম্ আইজাক্সের নাম করিলেন। কিরূপ ভাবের পত্র আসিয়াছে, তাহা প্রদর্শন জন্য তিনি দুই খানি পত্র সভায় পাঠ করিলেন, রেবারেণ্ড জে এ ম্যাক্‌ফেডায়েন লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষের সংস্কারের জন্য ঈশ্বর মেস্তর সেনকে (কেশবচন্দ্রকে) মহত্তমশক্তিবিশিষ্ট উপায় করিয়াছেন, ইহা আমি স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না, সভায় উপস্থিত হইয়া আমার এই দৃঢ় সংস্কারের প্রমাণ দিবার ইচ্ছা ছিল।" ব্রিটিষ য়িহুদি উপাসকমণ্ডলীর রেবারেণ্ড ডাক্তর গটহিল লিখিয়াছিলেন;—"যে সকল ব্যক্তি উন্নতি ও জ্ঞানালোক যথার্থই ভালবাসেন, এবং আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম যে সকল বাহ্যাকারে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই বাহ্যাকারের সঙ্গে যাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম সম্পূর্ণ এক নহে, সুখ-শান্তি অর্পণে ও মানব-হৃদয়পোষণে ধর্ম্মের অসীম ক্ষমতা যাঁহারা স্বীকার করেন, আমার সন্দেহ নাই যে, তাহার (কেশবচন্দ্রের) যত্ন তাঁহাদিগের সহানুভূতি পাইবার যোগ্য।"

সভাপতি বলিলেন, তাঁহারা যে বিখ্যাত ব্যক্তিকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার জন্য মিলিত হইয়াছেন, তিনি আপনার জীবন স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি ভারতের নীতি, সমাজ ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় উন্নতির পক্ষসমর্থক এবং যদিও তিনি নামে খ্রীষ্টান নহেন, কাজে তিনি খ্রীষ্টান। কেশবচন্দ্র সেন যে তাঁহাদিগের হৃদয়ের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষণ পাইবার যোগ্য এ সম্বন্ধে উপস্থিত কোন ব্যক্তি সন্দেহ করিবেন না। রেবারেণ্ড জি ডবলিউ কণ্ডার এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বিবিধ ধর্ম্মসমাজের সভ্যগণে গঠিত এই সভা ম্যাঞ্চেষ্টারে কেশবচন্দ্র সেনকে হৃদয়ের সহিত সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছেন, এবং তাহার স্বদেশে জাতিভেদ উচ্ছেদ ও তাহার স্বদেশীয় ব্যক্তিগণকে পৌত্তলিকতা হইতে বিমুক্ত করিয়া উচ্চতর নীতি ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় জীবনে লইয়া যাইবার জন্য আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততা সহকারে তিনি যে যত্ন করিতেছেন, তাহা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার এবং তাঁহার সহযোগিগণের কার্য্যে এ সভার গভীর ঔৎসুক্য ও সহানুভূতি আছে তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিতেছেন।" মেস্তর আল্ডারম্যান বুথ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইল।

কেশবচন্দ্র কিছু বলিবার জন্য উত্থান করিলে সমগ্র শ্রোতৃবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অত্যুৎসাহে অভ্যর্থনা করত উপর্য্যুপরি করতালি প্রদানপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই ;—এ নগরেতে তাঁহাকে সকলে যে সাদরে গ্রহণ করিলেন তজ্জন্য তিনি আপনাকে অতীব সম্মানিত মনে করিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেছেন সেখানেই শত শত হস্ত তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রসারিত হইতেছে, শত শত হৃদয় তাঁহার সফলতা আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, ইহাতে তিনি অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। তাঁহার দেশীয় লোকগণ শুনিয়া নিতান্ত প্রোৎসাহিত হইবেন যে, তাঁহাদের প্রতিনিধি ইংলণ্ডের সমুদায় প্রদেশে সাদরে গৃহীত হইয়াছেন। কি রাজ্যসম্পর্কীয় কি ধর্ম্মসম্পর্কীয় সকল সম্প্রদায়ের লোক একমত হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের সহযোগিতা ও আতিথেয়তা অর্পণ করিতেছেন, ইহাতে তিনি বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন। ভারতে যে সংস্কারের কার্য্য চলিতেছে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা যে উৎসাহ দান করিতেছেন, তাহার নিকটে তাঁহার নিজের প্রতি যে সম্মাননা প্রদর্শন করা হইতেছে তাহা কিছুই নহে। ইংরেজগণ সে দেশের কি উপকার সাধন করিয়াছেন তিনি তাহাই বলিতে আসিয়াছেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে ভারত ও ইংলণ্ডসম্বন্ধে বলিতে হইতেছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত করুণাগুণে এ উভয় একত্র সংযুক্ত হইয়াছে। এই সম্মিলনের একটি প্রধান ফল ব্রাহ্মসমাজস্থাপন। এই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তিনি সম্বদ্ধ। ইটি ভারতের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, ইহার উৎপত্তি ভিতর হইতে হইয়াছে, বাহির হইতে ইহা আসে নাই। এটি দেশীয় একেশ্বরবাদ, ইহার ভিতরে সংস্কার ও মণ্ডলীতে পরিণত করিবার সামর্থ্য বিদ্যমান। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ছয় সহস্র শিক্ষিত যুবক ইহার অন্তর্ভূত হইয়াছে। ইঁহারা প্রস্তর, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠনির্ম্মিত পুতুলের নিকটে মস্তক অবনত করাকে ইঁহাদিগের জ্ঞান বুদ্ধির অবমাননা মনে করেন। ইঁহারা এক ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও পূজা করেন না এবং এই এক ঈশ্বরের বিশ্বাস হইতে ইঁহাদের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে। এই ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস জাতিভেদের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত। খ্রীষ্টধর্ম্ম অথবা উহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল আছে, এ ধর্ম্ম তাহার বিরোধী নহে।

খ্রীষ্টানপ্রচারকগণের আত্মত্যাগপ্রধান জীবন তাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষাপেক্ষা আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উহা সমাজের উপরিভাগে নহে, কিন্তু জাতির হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম অতি উদার, বিদেশীয় বলিয়া যাহা কিছু সত্য ও ভাল তাহা তিনি ছাড়িয়া দিতে পারেন না, অথচ তাহা বলিয়া সাম্প্রদায়িকতা বা জাতীয় ভাবের উচ্ছেদ অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় সে দেশের লোকদিগকে আত্মানুরূপ করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন, ইহা না করিয়া খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যু মধ্যে যে যথার্থ খ্রীষ্টধর্ম্মের ভাব আছে সকল সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া তাহাই ভারতের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। এই ভাব ভারতে কি আকার ধারণ করিবে, কেবল তিনিই জানেন, যিনি কোন্ জাতির পক্ষে কি ভাল অবগত আছেন। সুতরাং উহার ফল ঈশ্বরের হাতে রাখিয়া দেওয়াই নিরাপদ। একবার খ্রীষ্টের ভাবের সহিত সে দেশের হৃদয়ের সংস্পর্শ হইলে উহা বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের ভিতর দিয়া বাক্যে, কার্য্যে ও জীবনে প্রকাশ পাইবে এবং জাতীয় মণ্ডলী স্থাপন, ও সমুদায় দেশকে নবজীবন দান করিবে। বিদেশীয়গণ ভাল করিবেন মনে করিয়া যেন সে দেশের লোকদিগকে কোন এক সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে যত্ন না করেন; কিন্তু নবজীবনপ্রদ যে আলোক সে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, উহারই বিস্তার যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে সাহায্য করেন। যে সংস্কারের কার্য্য সেখানে চলিতেছে, উহা এত বিস্তৃত যে কোন এক জন ব্যক্তি বা কতকগুলি ব্যক্তি উহা করিতেছেন ইহা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু এ সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরের। অনন্তর মদ্যসম্পর্কীয় অমিতাচার নিবারণজন্য কি কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বলা শেষ করিলেন। মেস্তর আলেকজান্ডার হেউডের প্রস্তাবে মেস্তর আল্ডারম্যান বৃথের অনুমোদনে রেবারেণ্ড ডাক্তর উইলসনের (ইনি চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল বম্বেতে ছিলেন এবং এখন স্কটল্যাণ্ডের ফ্রীচর্চ্চের জেনেরেল আসেম্বেলীর মডারেটর) প্রতিপোষণে বক্তাকে ধন্যবাদ অর্পণ করা হয়। কেশবচন্দ্র সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর দিলে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

ইউনাইটেড কিঙ্গডম আলায়েন্স।

২৫ জুন শনিবার অপরাহ্ণে নিমন্ত্রিত হইয়া কেশবচন্দ্র ম্যাঞ্চেষ্টার টেুবি-

লিয়ান হোটেলে 'ইউনাইটেড কিঙ্গডম আলায়েন্সের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ ও কয়েক জন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মেস্তর আন্ডারম্যান হার্ব্ব জে পি, প্রোফেসর এফ ডবলিউ নিউম্যান্, সিজে ডার্ব্বিয়াশার জে পি, জে বি হোয়াইটহেড জে পি, কাউন্সিলার সি টম্পসন জে পি, কাউন্সিলার সিলিং, কাউন্সিলার হারউড, কাউন্সিলার জে বি এম্‌'কেবো, কাউন্সিলার টি ওয়ার্ব্বটন, কাউন্সিলার লিবেসে, রেবারেণ্ড ডবলিউ এইচ্ হাফোর্ড, রেবারেণ্ড জেম্‌স্ ক্লার্ক, রেবারেণ্ড মেস্তর লে, রেবারেণ্ড মি এন্ কীলিং, রেবারেণ্ড ব্রুক হাফোর্ড, রেবারেণ্ড জে টি টেলর, রেবারেণ্ড ডবলিউ এ ও'কনোর, রেবারেণ্ড ডবলিউ কেন, এম্ এ, ডাক্তর স্মিথ, ডাক্তর আর ডবলিউ লেডওয়ার্ড, ডাক্তর জন ওয়াল্‌শ, ডাক্তর শীকান, রবার্ট হুইটওয়ার্থ, জেম্স বয়ড্, টিমোথি কূপ, টমাস্ শাবল, জন হজসন্, উইলিয়ম্ হেউড, ইউলিয়ম্ ক্রন্‌স্কিল্, জে টমাস্, জোসিয়াহ মেরিক, ইউলিয়ার্ সাটার্থোয়েট্, টমাস্ ব্লাকি, এডয়ার্ড পীয়ার্সন, জন ষ্টুয়ার্ট, ডবলিউ এইচ্ বার্ণেস্লে, জন সগ্‌ডেন, জে এইচ্ রেপার, টি এইচ্ বার্কার, হেন্রি পিটম্যান্, এইচ্ এস্ সটন, মেস্তর কেনওয়ার্দ্দি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

মেস্তর টমাস্ এইচ বার্কার বলিলেন, বিগত বুধবার সায়ংকালে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় এই নির্দ্ধারণটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—"কেশবচন্দ্র সেন এদেশে আগমন করাতে তৎপ্রতি হৃদয়ের স্বাগতসম্ভাষণ অর্পণ করিবার অতীব সুযোগ উপস্থিত, ইহাতে ইউনাইটেড কিঙ্গডম অব আলায়েন্সের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। বিগত ১৯ মে লণ্ডন সেণ্ট জেম্‌স্ হলের সভাতে প্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম্মসংস্কারক যে নিপুণ বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা দেন—যে বক্তৃতাতে ভারত, গ্রেটব্রিটন বা অন্যান্য স্থানে রাজকীয় বিধির আশ্রয়ে যে অনিষ্ট ও পাপজনক অহিফেণবাণিজ্য পরিচালিত হয়, তদ্বিরুদ্ধে এই আলায়েন্সের মত ও লক্ষ্য তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপাদন করিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত ম্যাঞ্চেষ্টারে তাঁহার উপস্থিতির এই সুযোগ কার্য্যনির্ব্বাহকসভা আত্মসাৎ করিলেন।" অনন্তর ম্যাঞ্চেষ্টার এবং সলফোর্ডের মেয়র হফ বার্লি এম্ পি, মেস্তর রাই-ল্যাণ্ডস্ এম্ পি, মেস্তর হফ মেসন জে পি, রোকডেলের মেয়র, মেস্তর উইলিয়ম

আর্শ্মিটেজ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাতে উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন মেস্তর বার্কার তাহা পাঠ করিলেন। আলায়েন্সের পার্লিয়া-মেণ্টের এজেণ্ট মেস্তর জে এইচ রেপর কেশবচন্দ্র আলায়েন্সের কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন তাহা বলিলেন। মেস্তর আল্ডারম্যান হারবি বলিলেন, এ সময়ে যে তিনি উপস্থিত থাকিয়া কেশবচন্দ্রের নিকটে উপরিউল্লিত নির্দ্ধারণ উপস্থিত করিতে পারিলেন, ইহাতে তিনি নিতান্ত আনন্দিত। তিনি ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, এখানে এমন কোন ব্যক্তি উপস্থিত হন নাই যিনি ঐ নির্দ্ধারণে সায় না দেন। যে পাপে বৎসর বৎসর কত লোক অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছে, সেই পাপের উচ্ছেদের জন্য যে তাঁহার মত একজন পক্ষসমর্থক পাইলেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অতীব আহ্লাদের বিষয়। তাঁহার সহায়তার মূল্য অগণ্য।

কেশবচন্দ্র যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই ;—যে সকল ব্যক্তি অতি পবিত্র মহত্তম পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, যাঁহারা ভাবেতে এবং হৃদয়ে তাঁহার স্বদেশীয় লোকদিগের সঙ্গে এক, ইংলণ্ডে এবং ভারতে যে সকল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে যাঁহার তাঁহার দেশীয় লোকদিগকে সহানুভূতি অর্পণ করেন, তাঁহাদের কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া-ছেন। তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, তিনি এমন একটী প্রকাণ্ড ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত, যে মণ্ডলী এ উভয় দেশের দেশহিতৈষী ও ভাল লোকদিগের সহিত মিলিত এবং মিতাচার, জীবনের সহজভাব, চরিত্রের পবিত্রতা, এমন কি সকল প্রকারের সদ্গুণ যাহাতে জীবন মহৎ ও মধুর হয় সে সকলেতে উৎসাহ দান করেন মিতাচার তাঁহার নিকটে দার্শনিক বা রাজনৈতিক বিষয় নহে, তিনি ইহাকে নীতি ও ধর্ম্মসম্পর্কীণ বিচার্য্য বিষয় মনে করেন। ঈশ্বর সকলকে মিতাচারী হইতে আদেশ করিতেছেন। রাজ্য-শাসনকর্ত্তাই যখন অমিতাচারের উৎসাহ দান করিতে প্রস্তুত হন, তখন উহা ব্যক্তি, জাতি ও বংশকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষমতা অতি ভয়ঙ্কর সামগ্রী। যখন উহার অপব্যবহার হয়, তখন উহা ভীষণ দণ্ডস্বরূপ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কত জাতিকে নিষ্পেষণ করে। আবার যখন রাজ্যশাসন যথাবিধি সম্পন্ন হয় তখন সমগ্রজাতিকে বিশুদ্ধ ও উচ্চ করে। ব্রিটিষগবর্ণ-

মেণ্ট বিধাতার নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি লোকের উপরে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে সহস্র সহস্র লোককে পদদ্বারা দলিত করা, তাহাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিনষ্ট করা অতি সহজ। দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু পরিমাণে ঈদৃশ ক্ষমতার অপব্যবহার তাঁহাদের কর্ত্তৃক ঘটিয়াছে। টাকার জন্য প্রকাণ্ড অমঙ্গলের ব্যাপারে উৎসাহ দান করা যাইতে পারে, ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট লোকদিগকে এ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, তাঁহার দেশীয় লোকেরা খ্রীষ্টানগবর্ণমেণ্ট হইতে ঈদৃশ কার্য্য হওয়া অসম্ভব এইটি বিশ্বাস করে, কিন্তু এত দূর হইয়া পড়িয়াছে যে, আর তাঁহাদের চক্ষু হইতে এ দোষ ঢাকিয়া রাখিতে পারা যায় না। তাহারা স্পষ্ট দেখিতেছে যে, ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট নীচ অর্থ লোভে সামান্য কয়েক কোটি টাকার জন্য ভারতে অমিতাচার পাপে উৎসাহ দিতেছেন। তিনি এ কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত যে এ দেশে অনেকে বলেন, হিন্দুগণ মিতাচার নহেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অমিতাচার করেন নাই, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা অমিতাচারী ছিলেন। তিনি এ কথার চিরদিনই প্রতিবাদ করিবেন, কেন না তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা সহজাবস্থ, অপ্রমত্ত, এবং ত্যাগী। দু চারি জন লোক বা দু চারি সম্প্রদায়ে অমিতাচার থাকিলেও সমগ্র ভারতবর্ষ মিতাচারের জন্য প্রসিদ্ধ। ইউরোপীয়গণের পানদোষ এবং মদ্যের বিপণিবৃদ্ধিতে সে দেশের লোকের অভ্যাস ও রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষিতগণের মধ্যে পানদোষের প্রাবল্যে তিনি নিতান্ত দুঃখিত। শিক্ষিতগণের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দোষের প্রাবল্য উপস্থিত হইলে যত চিন্তার কারণ, তত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে উহার প্রাবল্য নহে, কেন না ইঁহারাই দেশের সমুদায় আশা ভরসার স্থল। ইঁহারা কুদৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। দুর্ভিক্ষ জ্বরবিকারে ভারত অনেকবার উৎসন্ন হইয়াছে, কিন্তু অমিতাচারের নিকটে উহারা কিছুই নহে। ভারতের এতদ্দ্বারা যে কি অনিষ্ট হইতেছে, ইংলণ্ডের লোকেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। যদি এই সময় মদ্যের বাণিজ্য নিবারিত না হয় তাহা হইলে সময়ে উহা অহিফেণবাণিজ্যের মত হইয়া উঠিবে। এমন উপায় এখনই করা সমুচিত যে, লোকের পাপ ও ক্লেশ

হইতে করসংগ্রহ পরিশেষে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া না পড়ে। রাজ্যের টাকা বাড়াইবার জন্য লোকদিগকে কেন পাপ ও মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা হইবে? গবর্ণমেণ্টের এরূপ করিবার কোন অধিকার নাই। সে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উপরে তাঁহার কোন আস্থা নাই, যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গবর্ণমেণ্টকে অমিতাচাররূপ পাপবর্দ্ধনে উৎসাহ দেয়। খ্রীষ্টান মিশনারিগণের অনেক মতের সহিত একমত হইতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এই পাপবাণিজ্যের বিরুদ্ধে কেন প্রতিবাদ করেন না, ইহা বুঝা কঠিন। তাঁহারা কি জানেন না, এই অমিতাচার হইতে পাপ অপবিত্রতা, ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য, রোগ ও মৃত্যু উপস্থিত হয়? তাঁহাদিগের নিজের নিজের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্যই যে এ পাপের প্রতিরোধ প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ হইতে প্রচারকগণ আসিতেছেন। তিনি এ সম্মানের উপযুক্ত নহেন, কিন্তু তাঁহার অভিলাষ হয় যে, ঈদৃশ পবিত্র কার্য্যে তিনি একজন প্রচারক হইতে পারেন, এবং সমস্ত জীবন এই কার্য্যে ব্যয় করিতে সমর্থ হন। এখানে সাম্প্রদায়িক মতামতের কোন ভেদ বিচার নাই, জাতি বর্ণ ও মত সকল ভুলিয়া আমরা সকলে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। মিতাচার অপ্রমত্ততা, আর্জ্জব ও চরিত্রের শুদ্ধতা বর্দ্ধন আমাদের সকলের লক্ষ্য হউক। উপবেশন করিবার পূর্ব্বে তিনি একটি বিষয় বলিতে চান। কলিকাতার "বেঙ্গল টেম্পারেন্স আসোসিয়েশন" বলিয়া একটী সভা এবং দেশের নানা স্থানে এই সভার ত্রিশটির অধিক শাখা আছে। ইংলণ্ডের মিতাচারের পক্ষপাতী বন্ধুগণের সঙ্গে কি এই সভার যোগ হইতে পারে না? মদ্যপান কত দূর বাড়িতেছে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং তৎসম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবার জন্য একটী সভা নিয়োগ করিবার নিমিত্ত উক্ত "আসোসিয়েশন" হইতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। তাদৃশ কোন সভা নিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট উহার উত্তর দিয়াছেন। বৎসর বৎসর এই পাপ বাড়িয়া যাইতেছে; অথচ না বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট, না ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশকে বিমুক্ত করিতে অগ্রসর হইতেছেন। যদি এই পাপে শত জন মরিয়া থাকে, সহস্র জন মরিবে, কয়েক বৎসরের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মরিবে। যে কোন সল্লোক ভারতে গমন

করিয়াছেন,তাঁহারই নিকটে তিনি একথা বলিতে পারেন। তিনি যাহা বলিতেছেন, কাহারও সাধ্য নাই যে তিনি উহার প্রতিবাদ করেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট কোন বিধি প্রচার না করিলে এ পাপের প্রতিরোধ অসম্ভব, সুতরাং এদেশীয়গণের সপক্ষতাচরণ নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যখন দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তখন সে দেশের লোকেরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে চান যে, এই পাপ নিবারণের জন্য ইংরেজজাতি কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। আপনারা ভারতের সংস্কারকগণকে এ বিষয়ে সাহায্য দান করিতে প্রস্তুত, এ কথা অবগত করিলে তাঁহাদের উৎসাহের ও আনন্দের বিশিষ্ট কারণ হইবে। আপনারা পার্লিয়ামেণ্টকে আপনাদের সপক্ষ করিতে যত্ন করুন, এবং আপনাদের গ্রন্থ পত্রিকাদি ভারতে প্রেরণ করিয়া আপনাদের কার্য্য কত দূর অগ্রসর হইতেছে অবগত রাখুন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার দেশীয় লোকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন যে, ইংরেজগণের পানাভ্যাস অভ্যাস করিবার আর প্রয়োজন নাই। অনেক দিনের পরীক্ষায় উহার কুফল বুঝিয়া উঁহারা এখন হিন্দুগণের অনুকরণে নিবত্ত। এখন কেহ কেহ মাংস পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজনে প্রবৃত্ত। যে নিদর্শন তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইল, উহা তাঁহার দেশীয় লোকগণের প্রতি যে তাঁহাদের সহানুভূতি আছে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিবে এবং তাঁহাদিগকে এই শিক্ষা দিবে যে,ইংরেজদের মত মদ্যপানাসক্ত না হইয়া মিতাচারবিষয়ে তাঁহারা হিন্দুই থাকুন।

কেশবচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইল, তিনি তাহার সদুত্তর দিলেন। অনন্তর মেস্তর চারল্‌স টমসন জে পি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ করিলেন। মেস্তর রেপর উহার অনুমোদন করিয়া বলিলেন, এই সভা ভারতের বন্ধুগণের সঙ্গে সাধ্যমত যোগ রক্ষা করিবেন। প্রস্তাব সকল করধ্বনিতে নির্দ্ধারিত হইল।

লিবারপুল পরিদর্শন।

২৬ জুন রবিবার প্রাতঃকালে ম্যাঞ্চেষ্টারে ষ্ট্রেঞ্জওয়েস্থ ইউনিটেরিয়ান্ ফ্রিচর্চ্চে উপদেশ দিয়া অপরাহ্নে লিবারপুলে উপস্থিত হন। সায়ঙ্কালে মার্টলষ্ট্রীটস্থ বাপ্তিষ্ট চ্যাপেলে উপদেশ দেন। উপাসনাগৃহ উপাসকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। উপদেশ প্রায় ২০ মিনিট ব্যাপিয়া হয়। সকলেই অতি-

গভীর মনোনিবেশ সহকারে উহা শ্রবণ করেন। তাঁহার উপদেশ আরম্ভের পূর্ব্বে তত্রত্য উপদেষ্টা রেবারেণ্ড হফ ষ্টাওয়েল ব্রাউন, এইরূপ বলেন ;—আমি মেস্তর সেনকে (কেশবচন্দ্রকে) আপনাদের নিকটে পরিচিত করিয়া দেওয়ার আনন্দানুভব করিতেছি। আপনারা সকলেই তাঁহার বিষয়ে শুনিয়াছেন ও পড়িয়াছেন। আমার নিজের পক্ষে আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতে মহৎ গৌরবকর কার্য্য সাধনের জন্য ভগবান্ তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়াছেন। আপনারা সকলেই জানেন, এদেশের বিবিধ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণ তাঁহাকে সাদরে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়াছেন, এবং আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আপনারাও এ সময়ে আপনাদের নামে আমায় তাঁহাকে খ্রীষ্টানোচিত সাদর স্বাগতসম্ভাষণ দিতে দিবেন। ইহা নিতান্ত সম্ভব—এমন কি অনেক পরিমাণে প্রমাণগম্য—যে, মেস্তর সেন (কেশবচন্দ্র) যেমন ধর্ম্মসম্পর্কে আমাদের অনেকগুলি ভাবে সায় দেন না, তেমনি তিনি যে সকল ভাব অভিব্যক্ত করা এ সময়ে উচিত মনে করিবেন তাহাতে আমরা সায় দিব না; কিন্তু আমাদের মতের সঙ্গে যে সকল মত মিলে না, সংস্কারদোষবর্জ্জিত হইয়া সে সকল সসম্ভ্রম শুনা আমাদের—অন্ততঃ অনেকের (যত শীঘ্র এরূপ অভ্যাস সকলের হয় ততই ভাল) অভ্যাস আছে। অপিচ আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, যে সকল সত্যে আমরা বিশ্বাস করি এবং অতিশয় প্রিয় বলিয়া মান্য করি, সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের কাহারও চিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক আঘাত দেওয়ার মানুষ কেশবচন্দ্র নহেন। আমার ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আমি যদি তাঁহার দেশে যাইতাম, এবং তিনি যেমন এদেশের লোককে আমাদের ভাষায় বলিবেন, তেমনি যদি তাঁহার দেশের লোকদিগকে তাঁহার দেশের ভাষায় বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহার দেশীয় লোকদিগকে বলিবার পক্ষে সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিলে আমি উহা দয়ার কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম। তুমি যেমন ইচ্ছা কর অপরে তোমার সম্বন্ধে করে, তেমনি সকল বিষয়ে অপরের সম্বন্ধে তুমি কর, এই উদার খ্রীষ্টীয় মূলতত্ত্বানুসারে আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি যে, মেস্তর সেনকে (কেশবচন্দ্রকে) আজ তাদৃশ সুবিধা করিয়া দেবার অবস্থায় আমি অবস্থাপিত। আমি আশা করি, আমাদের নগরদর্শন তাঁহার এবং আমাদের উভয়ের পক্ষে উপকারক হইবে। তিনি শিক্ষক বটেন, কিন্তু যে

শিক্ষক আপনার পদের মর্ম্মজ্ঞ, এবং পদোচিত কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহার মত তিনি শ্রোতাও বটেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা কিছু শিখিতে পারি, হইতে পারে যে, তিনিও আমাদের নিকট হইতে কিছু শিখিতে পারেন। যাহা কিছু হউক, আমি আশা করি যে, লিবারপুলে আমাদের সঙ্গ করিয়া আমরা যে ধর্ম্ম স্বীকার করি তৎসম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ সংস্কার ইঁহার উপস্থিত হইবে না, বরং আমার বিশ্বাস হয়, অন্যান্য স্থানে যেমন দেখিয়াছেন তেমনি এখানেও তিনি দেখিতে পাইবেন যে, খ্রীষ্টানগণের ভিতরে মত ও অনুষ্ঠানবিষয়ে অনেক প্রকার ভিন্নতা থাকিলেও আমরা যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করি তাহার ভাব ও গতি খ্রীষ্টকে জানা, খ্রীষ্টকে ভালবাসা, খ্রীষ্টেতে বাস করা, খ্রীষ্টের জন্য পরিশ্রম করা। আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের বন্ধু খ্রীষ্টকে এত দূর ভাল বাসেন যে, আমাদের সে ধর্ম্মকে সম্ভ্রমের ভাব ভিন্ন অন্য ভাবে দেখিতে পারেন না, যে ধর্ম্ম তিনটী কথায় সংগৃহীত হইতে পারে "খ্রীষ্টই হন সব"। প্রিয় মহোদয়, আমাদের নিশ্চিত সম্ভ্রম আমাদের নিশ্চিত ভ্রাতৃস্নেহ আপনি গ্রহণ করুন, কারণ খ্রীষ্টধর্ম্মের অতি প্রাচীন এক জন উপদেষ্টার কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি, 'ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেহ তাঁহাকে ভয় করে, এবং ধর্ম্মকর্ম্ম করে, তিনিই তাহাকে গ্রহণ করেন।' আমাদের ঈশ্বরের নিকটে অভিলাষ ও প্রার্থনা এই যে, আপনি এবং আমরা ক্রমান্বয়ে আরও সত্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি, এবং আমাদিগের নিকটে যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পূর্ণ দৃঢ়তা অথচ সমগ্র প্রীতি সহকারে ধারণ করিতে পারি।

অনন্তর "নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্ষুদ্র শিশু সন্তানের মত না হইলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না" এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে;—হৃদয়ের সম্যক্ পরিবর্ত্তন ও দ্বিজত্ব লাভ এই মূলতত্ত্বটি খ্রীষ্টের জীবনবৃত্তের অপূর্ব্ব লক্ষণ। শূন্যগর্ভ নীতির বিপক্ষে খ্রীষ্ট অনেক সময়ে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। কতকগুলি পাপ ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত থাকিলেই তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা সমুচিত নয়।

সকল প্রকারের অশ্রেয় পরিহার ও হৃদয়ের সম্যক্ নবজীবন বিনা খ্রীষ্ট কিছু-তেই সন্তুষ্ট হন না। পৃথিবী যাহাকে ধর্ম্ম বা সাধুতা বলে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা খ্রীষ্টের মূলমতের বিরোধী। সংসারী লোকেরা যে সকল শুষ্ক নীতির মূলতত্ত্ব বহু মনে করে, তৎসহ খ্রীষ্টের জীবনবৃত্তের মূলতত্ত্বের সম্যক্ পার্থক্য। যদি আমরা সৎ হই, সত্যবাদী হই, নম্র ও বিনীত হই, যদি মিথ্যা ব্যবহার পরিহার করিয়া ঋজুতাসহকারে সংসারের কার্য্য চালাই, আমরা পৃথিবীর নিকটে অতি ভাল মানুষ, এমন কি বড় লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি, কিন্তু স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইবার জন্য এ গুলি কিছুই কার্য্যকর হইবে না। ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য কেবল এ পাপ ও পাপ, চরিত্রের এ দোষ ও দোষ পরিত্যাগ করিতে হইবে না, কিন্তু আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণ-রূপে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমাদের ভিতরে নবজীবন লাভ হওয়া আবশ্যক। পুরাতন মনুষ্যকে একেবারে বিদায় দিতে হইবে, আমাদের উচ্ছ্বাস, ভাব, আত্মপ্রত্যয় ও চিন্তাকে সম্যক্ নবভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। আমাদের নীচ পাশবভাবরূপ পত্তনোপরি ধর্ম্ম স্থাপন করিতে যত্ন করিব না, কিন্তু আমরা সমুদায় প্রাচীন ভাব বিনাশ করিব, উহার ভিতরে যাহা কিছু মন্দ, স্বার্থপর, অসৎ আছে দূরে পরিহার করিয়া স্বর্গীয় জীবনের উচ্চতম রাজ্যে প্রবেশ করিব। ঈশ্বরের পবিত্র গৃহ হইতে সত্য আনয়নপূর্ব্বক তৎসাহায্যে পৃথিবীতে সাধুতা ও পবিত্রতা মধ্যে বাস করিতে যত্ন করিব না, কিন্তু স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করিব এবং আমাদের শরীর পৃথিবীতে থাকিলেও আমাদের আত্মা স্বর্গস্থ পিতার সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকিবে। নবজীবনের লক্ষণ ও অবস্থা কি? শিশু সন্তানের মত পবিত্রতা। পরিণত বয়স্কের অহঙ্কার, আত্মসর্ব্বস্বতা, সহজ ও ঋজুভাবের অভাব শিশুভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। অহঙ্কার ও অভিমান পরিহার করিয়া ক্ষুদ্র শিশুগণের মত আমা-দিগকে সহজ, কোমল, বিনম্র ও বিশুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে। শিশু মা বাপ ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, আধ আধ স্বরে মা বাপের নাম করে, এবং তাঁহাদিগকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। আমাদের হৃদয়েও স্বর্গস্থ পিতাকে সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া জানিব। শিশু পিতা মাতাকে জ্ঞানযোগে বা দর্শনের সাহায্যে চেনে না, কিন্তু সহজজ্ঞানে; আমাদের হৃদয়ও

তেমনি দ্বিজত্বের অবস্থায় সহজজ্ঞানে স্বর্গীয় পিতাকে চিনিবে। দর্শন আমাদের সাহায্য করে না, বিদ্যাবত্তার সাহায্যে আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের সহজ ভাব তাঁহাকে অনুভব করে যিনি আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন, আমাদের উত্থান ও উপবেশনে যিনি আছেন, যিনি আমাদিগকে আহার দিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন, যিনি সকল প্রকারের পাপ ও অপরাধ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সকল সময়ে সকল কালে তিনি আমাদিগের পিতা ও বন্ধু। শিশুসন্তানের আর এক লক্ষণ ছলশূন্যতা। পৃথিবীর কোন প্রকার প্রলোভন তাহাদিগের উপরে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহার ছলকপটতাশূন্য হৃদয় পৃথিবীর ধন সম্পৎ দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হয় না। যে ঘাস শুকাইয়া যায় বা পদদ্বারা দলিত হয়, তাহাও তাহার নিকটে যাহা, ধন সম্পদও তাহাই। দ্বিজাত্মা ব্যক্তিও এইরূপ প্রলোভনের অতীত। প্রলোভনে যখন তিনি মুগ্ধ হন না, তখন প্রলোভন জয় করা তাঁহার পক্ষে আর একটা সুকঠিন ব্যাপার কি? নীতি ও সাধুতায় সন্তুষ্ট ব্যক্তিগণের অবস্থা ঈদৃশ নহে। আমাদের প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়, প্রতিসময়ে বিবেকের সাহায্যে উহাকে পরাজয় করিতে হয়, কিন্তু দ্বিজাত্মার সংগ্রাম করিতে হয় না; নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহার নিকট সকলই সহজ। তিনি ঈশ্বরের পবিত্রতার দ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি পবিত্রতার বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঈশ্বরের আলোক পান করে। যদিও আমাদিগের বয়স হইয়াছে তথাপি আমাদিগের গর্ব্বাভিমানের প্রাসাদ ভঙ্গ করা, পাপ অপরাধের গুরুভারে আমাদের ধূলিতে অবনত হওয়া, সত্যের অন্বেষণে ঈশ্বরের অন্বেষণে আমাদের শিশুর ন্যায় অন্ধকারে অন্বেষণ করা ভাল। প্রলোভন পরাজয় করিবার উপযুক্ত উদ্যম নাই, জ্ঞান নাই, এ অবস্থায় শিশুর ন্যায় বিনম্র ভাবে স্বর্গস্থ পিতার পদতলে পড়িলে তিনি আমাদের উপরে করুণা বিতরণ করিবেন। আমরা যেন বলিতে পারি স্বর্গে বা পৃথিবীতে তিনি ভিন্ন আমাদিগের আর কেহ নাই। শিশুগণের মত আমাদিগের পিতার সঙ্গে নিয়ত বাস করিবার অভিলাষ হউক। আমাদের মতে যত কেন ভিন্নতা হউক না, আমরা এক পিতার সন্তান ইহা যেন সর্ব্বদা অনুভব করি। যখন আমাদিগের বিদ্বান্ ও জ্ঞানী বলিয়া অভিমান হয়, তখন মত লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়;

কিন্তু যখন আমরা আমাদিগকে ছোট শিশু বলিয়া মনে করি তখন আর বিরোধে কি প্রয়োজন? সকল মানুষ যখন ঈশ্বরের সিংহাসনের চারিদিকে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবেন, তখনই ঈশ্বর তাঁহাদিগের মধ্যে পবিত্ররাজ্য বিস্তার করিবেন, তিনি তাঁহাদিগকে আপনার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহাদিগকে একটি নিত্য পরিবার করিয়া দিবেন। যদি আমাদিগের অন্তরে বিবেক এবং ঈশ্বরের উপরে নির্ভর থাকে, এবং যদি আমাদিগেব বিশ্বাস থাকে, তিনি তাঁহার অনুতপ্ত সন্তানগণকে গ্রহণ করিবেনই করিবেন. তবে আমাদিগের নিরাশা কেন? বিনম্র কোমল হৃদয়ে পবিত্র ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রতিদিন অগ্রসর হই, তাহা হইলে আর শোক থাকিবে না, দুঃখ থাকিবে না, বিরোধ বিতর্ক থাকিবে না, সকলেই দ্বিজত্বের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হইবেন। আসুন আমরা সকলে করুণাময় পিতার নিকট হৃদয়ের সম্যক্ পরিশুদ্ধি ও দ্বিজত্ব ভিক্ষা করি।

উপাসনা শেষ করিবার পূর্ব্বে রেবারেণ্ড মেস্তর ব্রাউন বলিলেন, নিশ্চয় সমবেত উপাসকগণ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া দুঃখ করিবেন যে, ঈদৃশ উপদেশ অতি সংক্ষিপ্ত হইল। তিনি জানেন, কেশবচন্দ্র শ্রান্ত ও অসুস্থ হইয়াছেন, অন্যথা দ্বিগুণ ত্রিগুণ সময় লইলে তাঁহারা আহ্লাদিত হইতেন। তাঁহার সম্মুখে যদি তিনি (প্রশংসাপূর্ব্বক) আর কিছু অধিক বলেন তাহা হইলে তাঁহার ভাল লাগিবে না। তিনি এবং অনেক লোকে যে তাঁহার উপদেশ শুনিতে পাইলেন ইহাতে তিনি আহ্লাদিত। তিনি আশা করেন যে, আগামী সায়ংকালে "লিবরপুল ইনিষ্টিউট হলে," সকলে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবেন।

২৭ জুন সোমবার সায়ংকালে "মাউণ্টষ্ট্রীট ইনষ্টিটিউটে" নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতের অবস্থানবিষয়ে বক্তৃতা দেন। মেয়র মেস্তর আল্ডারম্যান হব্সক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বিলক্ষণ অধিক হইয়াছিল। লিবারপুলের প্রায় সমুদায় ধর্ম্মসমাজের লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা অতি আদরে সকলে শুনিয়াছিলেন। পর দিবস (২৮ জুন মঙ্গলবার) ঐ প্রকার বিষয় একটি ক্ষুদ্র সভায় বলেন, এই সভায় ছয় হইতে আট শতের মধ্যে শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। রেবারেণ্ড মি বেয়ার্ড, অব

তরণিকাসূচক কিছু বলিলে কেশবচন্দ্র প্রথমতঃ বলিলেন, ব্রিটিষগণ বিদেশীয়গণের শারীরিক দৌর্ব্বল্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না, তাঁহারা বিদেশীয় কাহাকেও পাইলেই তাঁহাকে "সিংহ" করিয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। অনন্তর ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, ব্রাহ্মসমাজে পাশ্চাত্য জ্ঞান সভ্যতা এবং হিন্দুগণের আধ্যাত্মিকতা এ উভয়ের, মিলন; ইংরাজী শিক্ষা নর নারী উভয়ের মধ্যে প্রচলিত করা আবশ্যকতা, মদ্যপাননিবারণের প্রয়োজন, ব্রিটিষগণের ভারতের কল্যাণার্থ ভারতকে শাসন করার কর্ত্তব্যতা, ইহার বিপরীতাচরণ করিলে ভারতের হস্তে ভারতের শাসনকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া ভারত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার অবশ্যসম্ভাবিতা, ঈশ্বরকৃপায় ভারতের নরনারীগণকে ব্রিটিষগণ এক দিন ভাইভগিনীদৃষ্টিতে দেখিলে তবে তাঁহাদের উপর যথার্থ ন্যায়বিচার করিতে পারার সম্ভবপরতা ইত্যাদি বিষয় নব ভাবে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের নিকটে তিনি ব্যক্ত করিয়া বলেন। তিনি প্রার্থনাসূচক এই কয়েকটি কথা বলিয়া বক্তৃতা শেষ করেন;—"ঈশ্বর আমাদিগকে সাহায্য করুন, ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমি আশা করি,যত দিন ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনাদের রাজ্য সম্বন্ধে যোগ আছে তত দিন সেই বিস্তৃত দেশসম্বন্ধে আপনাদের যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কর্ত্তব্য আছে, তাহা সদ্ভাবে ও বিবেকিত্বে সম্পন্ন করিবেন। ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন যে, উভয় জাতির মধ্যে একতা অবস্থিতি করে, উভয়ে পরস্পরের সহযোগিত্বে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারে; এবং উভয় জাতির সাংসারিক ও নৈতিক কল্যাণ নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। রেবারেণ্ড জনকেলি বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাবকরণসময়ে বলিলেন, এত বিভিন্ন মতের লোকদিগকে এক স্থানে একত্র করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, তবু তিনি সাহসের সহিত বলিতেছেন, বক্তা যাহা বলিলেন তাহাতে কাহারও বিমত হইতে পারে না। সকলে মিলিত হইয়া ভারতের সংস্কারবিষয়ে উপস্থিত বন্ধুকে সাহায্য করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন; কেন না এতদপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য আর কি আছে? রেবারেণ্ড সি উইকড প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া কেশবচন্দ্রকে হৃদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ অর্পণ করিলেন। প্রস্তাব করধ্বনিতে স্থিরীকৃত হইলে কেশবচন্দ্র উহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,"আপনারা সকলে অনুগ্রহ

করিয়া যে, আমার কথা শুনিলেন এজন্য অতীব আহ্লাদিত হইলাম। আজ সায়ঙ্কালে ঔৎসুক্যবর্দ্ধক যে সমিতি আমি প্রত্যক্ষ করিলাম আমি ভরসা করি, আমি ইহা কখন বিস্মৃত হইব না।" অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

কেশবচন্দ্র লণ্ডনে ক্রমান্বয়ে পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন ব্রিষ্টলে (১১ জুন) আগমন করেন,তখন তাঁহার শরীরের অবস্থা ভাল নয়। এই অসুস্থাবস্থায় তাঁহার বিশ্রাম ছিল না, ক্রমান্বয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা দান,বন্ধুগণের সম্মিলনাদিতে গমন,ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার অসুস্থতার বিষয় বন্ধুগণ জানিতে পারেন নাই তাহা নহে,তথাপি তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্রতাবশতঃ সে বিষয়ে তাঁহারা কিছুই মন দিতে পারেন নাই। বন্ধুগণ আসিয়া যখন কেশবচন্দ্রকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, তখন তিনি 'না' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডের এক জন বন্ধু এই জন্যই কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র ইংরাজী ভাষা বিলক্ষণ শিখিয়াছেন, কেবল একটী কথা শিখেন নাই, সে কথাটী 'না'। ক্রমে কেশচন্দ্রের পক্ষে পরিশ্রম একান্ত ভারবহ হইয়া উঠিয়াছিল, আর তাঁহার শরীর যে কার্য্যাক্ষম ছিল না,তাহা তাঁহার লিবারপুলের শেষ বক্তৃতায় আমরা সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। তিনি কোন কালে শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিয়া কিছু বলিবার লোক ছিলেন না, অথচ তাঁহাকে উহা স্পষ্ট করিয়া বক্তৃতার আরম্ভে বলিতে হইয়াছে। ঈদৃশ শরীরের অবস্থা লইয়া দীর্ঘকাল বক্তৃতা করা আর শরীর কেন সহ্য করিতে পারিবে? একেবারে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, মাথা ঘোরা রোগ তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিল। বন্ধুগণ ইহাতে একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। লিবারপুলে আইগবর্থ ডবলিই ডরবান্ স্কোয়ারের গৃহে অতি যত্ন সহকারে সকলে তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহিলাগণ এ সময়ে যাদৃশ যত্নের সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র তাহা কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়গণও কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। সেবানিরতা মহিলাগণ কি জানি বা কেশবচন্দ্রের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয়,এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা অশ্রুবর্ষণ করিতেন। রাজা রামমোহন ইংলণ্ডে আসিয়া আর দেশে ফিরিলেন না, এ কথা সকলেরই মনে জাগরূক ছিল, সুতরাং সকলের মনে ঈদৃশ

আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? সংবাদ পত্রে অসুস্থতার সংবাদ উঠিল, ক্রমে এসংবাদ আসিয়া ভারতবর্ষে পঁহুছিল। কেশবচন্দ্রের পরিবার ও বন্ধুবর্গ একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল, যাইবার বেলা যে আশঙ্কা পরীবারবর্গের মনেস্থা পাইয়াছিল, এখন তাহা ঘনীভূত হইল। কেশবচন্দ্রের মাতা একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন, তিনি উন্মাদিনীপ্রায় হইয়া একেবারে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণদ্বারে আসিয়া পড়িলেন। সকলের আহার বিহার হাস্য প্রমোদ একেবারে বন্ধ হইল; চারিদিক্ শূন্যবোধ হইতে লাগিল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া লণ্ডনস্থ বন্ধুবর 'ব্রিটিষ আণ্ড ফরেণ ইউনিটেরিয়ান আসোসিয়েশনের' সম্পাদক রেবারেণ্ড মেস্তর স্পিয়ার্স সাহেবের নিকটে টেলিগ্রাম করা হইল। টেলিগ্রামের প্রত্যুত্তর সকলে উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুঃখ শোকের দিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিল। বন্ধুবর মেস্তর স্পিয়ার্স টেলিগ্রাম প্রাপ্তিমাত্র উহার উত্তর দিলেন। এই প্রত্যুত্তরে সকলের মন কথঞ্চিৎ সুস্থির হইল; মেস্তর স্পিয়ার্সের প্রতি বন্ধু ও পরীবারবর্গের কৃতজ্ঞতার পরিসীমা রহিল না। ইঁহারা সকলে কেশবচন্দ্রের সম্যক্ সুস্থতার সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

এক পক্ষের অধিক কেশবচন্দ্র শয্যাশায়ী। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিবার আদেশ করিলেন, সুতরাং যে সকল স্থানে গিয়া যে যে দিনে কার্য্য করিবার কথা ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ২৯ জুন হইতে ১৫ জুলাই পর্য্যন্ত লীড, ওয়েকফিল্ড, বোণ্টন, বিউরি, গ্ল্যাসগো এডেনবরা, নিউক্যাসল, ইয়র্ক, এই সকল স্থানে যাইবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এত দূর কথা ছিল যে ১৬ জুলাই লিবারপুল হইতে আমেরিকায় যাত্রা করা হইবে। এক অসুস্থতায় আমেরিকাগমনের প্রস্তাব পর্য্যন্ত প্রস্তাবমাত্রে পর্য্যবসন্ন হইল। কেশবচন্দ্র এরূপ অসুস্থ হইলেন কেন, পর সময়ে তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে ইহা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হয়। এ বিতর্ক উপস্থিত হইবার কারণ এই যে, এক জন বন্ধু পত্রিকায় লেখেন, কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী। এই নিরামিষভোজনজনিত দৌর্ব্বল্য হইতে ইংলণ্ডে তাঁহাকে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেশব-

চন্দ্র নিতান্ত দুঃখিত হন। তাঁহার এক জন বন্ধুকে তিনি বলেন, ইংলণ্ডে আমি কি জন্য পীড়িত হইয়াছিলাম, ইহার মূলকারণ না জানিয়া পত্রিকায় ঈদৃশ আন্দোলন নিরামিষভোজনের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর হইবে। ইংলণ্ডে নিরামিষভোজন পরিত্যাগ না করাতে তাঁহাকে প্রতিদিন প্রায় অর্দ্ধাশনে থাকিতে হইত, অনেক সময়ে ক্ষুধার জন্য নিদ্রাগম হইত না, যখন ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইতেন, আর কিছুতেই নিদ্রা আসিত না, তখন সঙ্গী ভাই প্রসন্নকুমারকে ক্ষুধার কথা বলিতেন, তিনি ঘরে অন্বেষণ করিয়া একাদ খণ্ড রুটী পাইলে তখনই সেই গভীর রজনীতে তাঁহাকে আহার করিতে দিতেন, সেই রুটীখণ্ড খাইয়া কথঞ্চিৎ নিদ্রা যাইতেন। অসাধারণ পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে ঈদৃশ ভোজনের অল্পতা শরীর বহন করিতে পারিবে কেন? এস্থলে এ কথা বলা উচিত যে, কেশবচন্দ্রের আহারে ত্রুটি ইংলণ্ডস্থ বন্ধুগণের হৃদয়-হীনতা হইতে উপস্থিত হয় নাই, তাহাদের জ্ঞানের অভাব হইতে উপস্থিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডবাসিগণ অতি অল্প পরিমাণ অন্ন আহার করিয়া থাকেন। কি পরিমাণ অন্ন ও উপকরণ তাঁহার শরীরধারণের পক্ষে প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা, মাংসের পরিমাণাপেক্ষা নিরামিষের পরিমাণ অধিক প্রয়োজন। যাঁহারা মাংসভোজী তাঁহারা অন্নাদি অল্প পরিমাণে আহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিরামিষভোজীকে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ অন্নাদি দিয়াই মনে করেন, উহা অতিথির পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এইরূপ ক্রমিক আহারের অল্পতা, পরিশ্রমের আধিক্য, নিদ্রার ব্যাঘাত, এই সকল কারণ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। তিনি লিবারপুলে ডবলিউ ডবারন্ স্কোয়ারের গৃহে ১৪ জুলাই পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিলেন। তদনন্তর লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর আর পূর্ব্বকার স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হইল না, সুতরাং তাঁহাকে পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে হইল।

ব্রহ্মবাদিগণের সভা।

২০ জুলাই বুধবার গ্রেট কুইন ষ্ট্রীটে ফ্রীমেসন্স হলে অপরাহ্ণ ৭ টার সময় লণ্ডনে একটী ব্রহ্মবাদিগণের জন্য সভাস্থাপনের অভিপ্রায়ে সভা হয়। ইউ-লিয়ম সায়েন স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ সভায় এই নির্দ্ধারণগুলি নিবদ্ধ হয়;—"এই সভার মত এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদ-

সত্ত্বেও (১) ধর্ম্মের সত্যানুসন্ধান (২) উপাসনাশীলতা বর্দ্ধন (৩) জীবনে নীতির উন্নতিসাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের পবিত্রতা অর্জ্জন ও বিস্তার জন্য যত্ন করিবার নিমিত্ত একটী সভা স্থাপন করিয়া লোকদিগকে একত্র মিলিত করা আকাঙ্ক্ষণীয়।" "এই সভার মতে ইহা আকাঙ্ক্ষণীয় যে, এই সভা অগৌণে ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জার্ম্মণি, ফ্রান্স এবং অন্যান্য স্থানে ঈদৃশ যে সকল সভা আছে, তাহার সঙ্গে পত্রাপত্র করেন, এবং ইহার সহানুভূতি ও সহযোগিত্ব তাহাদিগকে অবগত করেন।" কেশবচন্দ্রকে যে নির্দ্ধারণটি উপস্থিত করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তদুপলক্ষে তিনি যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই;—সকল শ্রেণী ও সকল জাতির লোকদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক বন্ধুতা ও যোগস্থাপন তিনি চির দিন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। এ কিছু আশ্চর্য্য নয় যে, রাজ্যসম্পর্কে সমাজসম্পর্কে লোকদিগের মধ্যে প্রভেদ ভিন্নতা থাকিবে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে ঈশ্বরের নামে নরনারী বিরোধ করিবে ইহা নিতান্ত দুঃখকর। সমগ্র মানবজাতিকে এক সূত্রে বদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাদিগকে বান্ধিবে, ধর্ম্মের ইহাই উদ্দেশ্য। যদি আমরা দেখিতে পাই যে মানবগণমধ্যে শান্তি ও শুভকামনা বর্দ্ধন না করিয়া ধর্ম্মের নামে পরস্পরের প্রতি কেবল হিংসা দ্বেষ প্রদর্শনের চেষ্টা হইতেছে, তখন আমাদের ইহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য, এবং ইহা বলা সমুচিত যে, ধর্ম্ম আপনার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তিনি স্বদেশে দেখিয়াছেন বিভিন্ন হিন্দু-সম্প্রদায় পরস্পরকে কেমন ঘৃণা করেন,মুসলমানেরা খ্রীষ্টানগণের প্রতি শত্রুজ্ঞানে তাঁহাদিগের প্রতি কেমন বিদ্বেষ করেন, কিন্তু তদপেক্ষা আরও কষ্টকর এই যে, খ্রীষ্টানগণ হিন্দুগণের প্রতি ক্রমাগ্বয়ে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া থাকেন। ঈশা যেমন ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রীতি সবলে প্রচার করিয়াছেন এমন কেহ করেন নাই, অথচ তাঁহার অনুযায়িগণ যদি বলেন, হিন্দুগণ ভ্রষ্ট, তাহাদের সম্বন্ধে পরিত্রাণের কোন আশা নাই, তাহাদের মনোমধ্যে বিন্দুমাত্রও সত্যের সংস্রব নাই, তাহা হইলে উহা কত দুঃখকর। মতের সঙ্কুচিত ভাব হইতে হৃদয়ের সঙ্কুচিত ভাব উপস্থিত হয়। আপনাদের সম্প্রদায় ভিন্ন অপর সম্প্রদায়ে সত্য নাই, এই জ্ঞানে মানুষ অপর সম্প্রদায়ের লোককে ঘৃণা করিয়া থাকে, সাম্প্রদায়িক রুক্ষভাব হৃদয়ে

পোষণ করে। ধর্ম্ম মূলতঃ সার্ব্বভৌমিক। ঈশ্বর যদি আমাদের সকলের পিতা হন, তাহা হইলে সত্য আমাদের সকলেরই সম্পত্তি। ধর্ম্মের বিবিধ দিক্। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক জাতি উহার এক এক দিগ্‌মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই জন্য সকল দেশে সকল সময়ে সমগ্র ধর্ম্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল আংশিক ধর্ম্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুগণ ধর্ম্মের এক দিক্, খ্রীষ্টানগণ অন্য দিক্, প্রথম শতাব্দীর লোকেরা এক দিক্, বর্ত্তমান সময়ের সুসভ্য লোকেরা অন্য দিক্ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদি সমগ্র ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে কোন জাতি বা ঈশ্বরের পরীবারের কোন শাখাকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। সমুদায় জাতি, সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল জাতির সাধু মহাজনগণকে গ্রহণ না করিলে, ঈশ্বরেতে যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম অবস্থান করিতেছে, তৎপ্রতি আমরা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারি না। ঈশ্বর ও মানবের প্রতি যথার্থ ভাব পোষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মানবগণের ধর্ম্মজীবনে যত বিভাগ প্রকাশ পাইয়াছে, তৎপ্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে হইবে। খ্রীষ্টানগণের হিন্দুগণের প্রতি, হিন্দুগণের খ্রীষ্টানগণের প্রতি ঘৃণা করিবার কোন অধিকার নাই। পূর্ণ সত্যের জন্য, ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য তাঁহাদিগের পরস্পরকে আলিঙ্গন করা সমুচিত। যে সভা সংস্থাপিত হইতে চলিল, এই সভাতে উহার পূর্ব্বাভাস আছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত। তাঁহার মনে হয় যে, বহু শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম এবং আধ্যাত্মিক অত্যাচারের পর এ সময়ে ধর্ম্মের উদারভাবের দিকে লোকের চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে। ক্রমে লোকেরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ঈশ্বর ও প্রকৃতির প্রতি যথার্থ ভাব পোষণ করিতে গেলে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার, আধ্যাত্ম অত্যাচারের প্রতিবাদ, এবং শান্তি ও স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করা প্রয়োজন। এই নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্য এই যে, ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জার্ম্মণি ফ্রান্স এবং অন্যান্য স্থানে যে সকল ধার্ম্মিক লোক আছেন, তাহাদিগকে এক ঈশ্বরে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ করা হয়, সকলের পিতা ঈশ্বরকে পূজা করা হয়, ভালবাসা হয়। সময় আসিয়াছে যে সময়ে সকল জাতি সকল বংশ এক গৃহে একত্রিত হইবে; মতভেদের বিরোধমধ্যেও সকলে এক হইবে। মানবজাতি মধ্যে

মতে ঐকমত্য সংস্থাপন অসম্ভব। যাঁহারাই তাদৃশ ঐক্যমত স্থাপনে যত্ন করিয়াছেন, তাঁহারাই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রতিজনের স্বাধীনতা, প্রতিজনের অধিকার সম্মানিত ও স্বীকৃত হউক, এবং মতের ভিন্নতা স্বীকার করিয়াও আমরা ইহা স্বীকার করি যে, একত্র কার্য্য করিবার জন্য এমন একটী সাধারণভূমি নির্ব্বাচন করা সম্ভব, যে ভূমিতে আমরা ভাই বলিয়া পরস্পরকে সহানুভূতি দান করিতে পারি। তিনি আশা করেন, এ সভা আর একটী ভ্রান্তি হইতে সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিবেন। যে সকল সম্প্রদায় আছে তৎপ্রতি যেন গর্ব্বিত ভাব পোষণ করা না হয়। যাঁহারা আমাদের অগ্রগামী, যাঁহারা আমাদের জন্য অধ্যাত্ম সম্পৎ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চরণতলে আমাদের বাস করা সমুচিত। হিন্দু খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, চাইনিজ, গ্রীক এবং রোমাণ যাঁহারাই মানবজাতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন। যে সভা গঠিত হইতেছে, এ সভায় তাঁহাদিগের ঋণ স্বীকার করা সমুচিত। এই সভা গঠনের জন্য যাঁহারা সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, আজ আমরা তাঁহাদের চরণতলে উপবেশন করিয়া বন্ধু ও ভাই বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তাঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি। বংশানুক্রমে তাঁহাদিগের হইতে আমরা আলোক লাভ করিয়াছি বলিয়াই ব্রহ্মবাদী ভ্রাতৃমণ্ডলী নামে পৃথিবীর নিকটে পরিচিত হইতে অগ্রসর। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোক হইলেও আমরা তাঁহাদিগের অসম্মান করিতে পারি না, আমরা অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া এ কথা বলিতে পারি না, আমরা খ্রীষ্টশাস্ত্র, হিন্দুশাস্ত্র অথবা কন্‌ফিউসস্ কৃত শাস্ত্রের নিকটে কোন বিষয়ে ঋণী নহি। যাঁহারা আমাদের অগ্রবর্ত্তী, যে সকল মণ্ডলী বর্ত্তমানে বিদ্যমান, সকলের প্রতিই আমাদের বিনীত ভাব থাকিবে। যদি এ সভার প্রতি অপরে ঘৃণা করেন, এ সভা যেন তদ্বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি ঘৃণা না করেন। প্রেম, শুভাকাঙ্ক্ষা, ও শান্তি আমাদের লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা নির্ব্বাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য, হিংসা দ্বেষ উদ্দীপন করা উদ্দেশ্য নহে। আমরা শান্তির সংবাদ বহন করিব, সকল সম্প্রদায়কে ভাল বাসিব। হিন্দু খ্রীষ্টান সকলকে ভ্রাতৃদৃষ্টিতে দেখিব, তাঁহাদের গ্রন্থ ও যাজকগণকে সম্মান করিব, এবং যাঁহারা মনে করেন

আমাদের পক্ষে পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনা নাই, আমরা তাঁহাদিগকেও ভ্রাতৃপ্রীতি দেখাইব। তিনি আশা করেন যে, এ সভার কোন সভ্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিবেন না। ইংলণ্ডে প্রায় তিন শত ভিন্ন ভিন্ন খ্রীষ্টসম্প্রদায় আছে, সে সমুদায়কে এক করিবার জন্য যত্ন হউক। এই সকল সম্প্রদায় কেন পরস্পরের উপাসনালয়ে পরস্পর মিলিত হইবেন না? কেন পরস্পরের সঙ্গে এক হইবার জন্য যত্ন করিবেন না? তিনি একটি বিষয়ে বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন যে, অত্রত্য খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্ম-জীবনে ভক্তি ও অনুরাগজনিত উদ্যম নাই। ভক্তি অনুরাগ জন্য উদ্যম ভারতীয় জীবনে লক্ষিত হয়। ভারত আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন; ইংলণ্ড জড়ভাবাপন্ন। ইংলণ্ড এবং ভারত উভয়ে মিলিত হইলে উভয়ে উভয়ের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবনের ঐক্য সম্পাদন করিতে পারেন। এজন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা জার্ম্মণি ফ্রান্স বা অন্য যে কোন দেশে ধর্ম্মের নব ভাব উপস্থিত, তাঁহাদিগের সঙ্গে তাঁহার স্বদেশীয়গণ মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত। সকল পৃথিবী তাঁহাদিগকে সহশিষ্য বলিয়া গ্রহণ করুন, যাঁহাদের যাহা ভাল আছে তাঁহাদিগকে অর্পণ করুন। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব এই দুইটি মূলতত্ত্বের মধ্যে সমগ্র ধর্ম্মনিবিষ্ট, ইহা তিনি চিরদিন বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন; তিনি যত দিন বাঁচিয়া থাকেন, ইহা তিনি প্রচার করিবেন। কবে সে দিন আসিবে, যে দিন সমুদায় পৃথিবীর লোক ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়া এক পরিবার হইবে। পরিশেষে তিনি উপরি লিখিত দ্বিতীয় নির্দ্ধারণটি সভায় উপস্থিত করিলেন।

ভারতবর্ষের নারীগণ।

১ আগষ্ট সোমবার লণ্ডন কণ্ডুয়িট ষ্ট্রীটে আর্কিটেক্‌চরাল গ্যালারিতে "বিক্টোরিয়া ডিস্‌কশন সোসাইটির" মাসিক অধিবেশন হয়। কেশবচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। "নারীগণ—তাঁহাদিগকে যেরূপ মনে করা হয়, এবং তাঁহারা যেরূপ" এ বিষয়ে মিস্ ওয়ালিংটন্ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধোপরি বিতর্ক উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্র স্বদেশীয় নারীগণের মঙ্গল সাধনে যে যত্ন করিয়াছেন মিস্ ফেথ্‌ফুল সভায় তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন, এবং সভার পক্ষ হইতে বলিলেন যে, কেশবচন্দ্র স্বদেশীয় নারীগণের অবস্থা-

সম্বন্ধে বলিবেন বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা শুনিবার জন্য সভা ব্যগ্র হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, এবং কি প্রণালীতে দেশীয় মহিলাগণের নৈতিক উন্নতিসাধন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিবেন, তাহা তাহাদিগের নিকটে অতীব মূল্যবান্ বলিয়া গৃহীত হইবে। সভাপতি কেশবচন্দ্র সাদরে গৃহীত হইয়া যাহা বলেন,তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে;—এটি সকলের নিকটে একটু আশ্চর্য্য মনে হইবে যে, একজন হিন্দু আপনাদের সভাপতি হইয়াছেন। লোকে বলিয়া থাকে যে, তাঁহার দেশীয় লোকেরা স্ত্রীজাতির সত্ত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি এ কথা সত্য মনে করেন না, তবে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থার মধ্যে এমন সকল বিষয় আছে, যাহাতে এরূপ নিন্দা অনেকটা ঠিক। প্রাচীন-কালের হিন্দুসমাজ যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নাই। এমন এক সময় ছিল, যে সময়ে স্ত্রী ও পুরুষ একত্র মেশামেশি করিতেন, নারীগণ গণিতে পারদর্শী ছিলেন, স্বামী সহকারে ধর্ম্মালোচনা করিতেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেন, এবং নিজের স্বামী নিজে মনোনীত করিতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। সময়ে সময়ে ভারতের নারীগণ এত দূর স্বাধীনতা সম্ভোগ করি-তেন যে, এ দেশের সভ্যতাও তত দূর অগ্রসর হইতে পারে না। এখন জাতি-ভেদ ও পৌত্তলিকতা ভারতসমাজের নিতান্ত দুরবস্থা উপস্থিত করিয়াছে। ভারতনরনারীর এত দূর পতিতাবস্থা উপস্থিত যে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া বর্ত্তমান ভারতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন এরূপ দুরবস্থা যে, এক জন ব্রাহ্মণ সত্তরটী নারীর পাণিগ্রহণ করেন; কুলীন পিতা খাতা না দেখিয়া আপনার পুত্রকে পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন না। আর একটী অনিষ্টকর কুরীতি এই যে, এক জন অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ একটী পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করে। হিন্দু বিধবাগণ পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন না; একবার বিধবা হইলে চির দিন বিধবা থাকিতে হয়। কেবল বিবাহ হয় না তাহা নহে, বিবিধ প্রকারের কৃচ্ছ্রসাধনে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। বিধবাগণকে তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরোধে ঈদৃশ ভাবে জীবনাতিপাত করিতে বাধ্য করা অত্যন্ত ক্লেশকর ব্যাপার। বাল্যবিবাহপ্রথা বিদূরিত হইয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হয় এরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। যদি সম্ভবপর হয়,

একাধিক বিবাহ, বহু বিবাহ রাজবিধি দ্বারা নিবারণ করা সমুচিত। অন্যান্য যে সকল ব্যবহারগত দোষ আছে তাহা চরিত্রপ্রভাবে, গ্রন্থপ্রচারাদি উপায়ে অপনীত করা যাইতে পারে। এ সমুদায় দোষের মূল বিদ্যালোকের অভাব। যদি ভারতের নারীগণ উপযুক্ত বিদ্যালোক লাভ করেন, তাঁহারা নিজেই এই সকল সদোষ ব্যবহার অপনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন। বিধবা হইয়া কৃচ্ছ্র সাধনে জীবনাতিপাত করা, বিদ্যালোক লাভে বঞ্চিত থাকা, এ সমুদায়ই তাহারা ভগদিচ্ছা মনে করেন, সুতরাং বিদ্যালোকে তাঁহাদিগকে উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। নারীগণের চিত্ত হইতে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে পারিলে কুসংস্কারাদি সহজে উৎপাটিত হইবে, সত্য পবিত্রতা শান্তির প্রবাহ প্রবিষ্ট হইবার জন্য সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। যদি কেহ এ কথাকহেন যে, হিন্দুশাস্ত্রই নারীগণকে এরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছে, তাঁহাদিগের ইহা জানা উচিত যে, হিন্দুশাস্ত্র পত্নীগণকে 'ধন, বস্ত্র প্রেম, শ্রদ্ধা ও অমৃতময় বাক্য দ্বারা' সন্তুষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি কেবল পত্নীকে ভাল বাসিবেন না, তাহাকে শ্রদ্ধা করিবেন, এরূপ ব্যবস্থাইতো সর্ব্বত্র পুরুষের নারীর প্রতি ব্যবহারের উপযুক্ত। কেহ বলেন যে, বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণের কোন যত্ন ছিল না। এ কথা সত্য নহে, হিন্দুশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত আছে, 'পিতা কন্যাকে সে পর্য্যন্ত বিবাহ দিবেন না যে পর্য্যন্ত না সে পতির মর্য্যাদা, পতিসেবা ও ধর্ম্মশাসন বোঝে।" এ সকল শাস্ত্রবাক্য দেখাইয়া দেয় হিন্দুসমাজের এখন পতিতাবস্থা। এ কথাও সত্য নহে যে, ভারতের সর্ব্বত্র নারীগণ অন্তঃপুরবদ্ধ। বঙ্গদেশ ছাড়া পঞ্জাব, বম্বে ও মান্দ্রাজে নারীগণ অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া থাকেন। যদিও ভারতের নারীসমাজসম্বন্ধে অনেকগুলি বিষয়ে দুঃখ করিবার আছে কিন্তু তাহার সঙ্গে পূর্ব্বকালের কতকগুলি ভাল বিষয়ও সংযুক্ত আছে। পতির প্রতি অনুরক্তি, লজ্জাশীলতা, সুকোমল ব্যবহার, স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব, স্বামীর হিতসাধনে ঐকান্তিকতা, এ সকল গুণ এখনও হিন্দুনারীগণের মধ্যে বিদ্যমান। সে দেশের নারীগণের চরিত্র সংস্কৃত করিতে গেলে, তাঁহাদের মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট উপাদান আছে, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ইংলণ্ডের সভ্যতার প্রতি তাঁহার

আদর ও সম্ভ্রম আছে, কিন্তু এ দেশের আচার ব্যবহার ভারতে প্রচলন করিয়া দেশীয়গণকে নীচ করিয়া ফেলা কখন সমুচিত নয়। কোন এক সমাজের উন্নতি বাহির হইতে আসে না, স্বাভাবিক ও দেশীয় ভাবে ভিতর হইতে হয়। সে দেশের নারীগণের যে সকল সদ্‌গুণ আছে, তাঁহাদের সংস্কার তদুপরি স্থাপিত করিতে হইবে। অনেকে বলেন, ইংলণ্ডের নারীগণের অধিকার লইয়া বিরোধ করা উচিত নয়। উহা লইয়া বিরোধ করিবার প্রয়োজন কি? যদি নারীগণ মনে করেন তাঁহাদের কোন কোন কাজ করা উচিত, পুরুষেরা কেন, তাহাতে বাধা দিবেন? যখন পুরুষেরা তাঁহাদের স্বাধীন কার্য্যে নারীগণ হস্তক্ষেপ করেন ইহা চান না, তখন পুরুষেরও নারীগণের সম্বন্ধে সেরূপ করা উচিত নয়। পুরুষ শ্রেষ্ঠ কি নারী শ্রেষ্ঠ, এ বিতর্কের দুই দিকেই বলিবার আছে। এ বিরোধ এই বলিয়া মিটান যাইতে পারে, কোন কোন বিষয়ে পুরুষগণ, কোন কোন বিষয়ে নারীগণ শ্রেষ্ঠ। যাহা কিছু পুরুষোচিত, ওজস্বী, পুরুষেরা তাহাতে চির দিনই শ্রেষ্ঠ থাকিবেন, যাহা কিছু সুকোমল সস্নেহ তাহাতে পুরুষগণ নারীগণকে কোন দিন পরাজয় করিতে পারিবেন না। পুরুষ ও নারী এ দুইয়ের গুণগুলি একত্র মিলিত হইলে তবে উৎকর্ষ উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষগণ বিশেষ্য এবং নারীগণ বিশেষণমাত্র, কিন্তু তিনি অন্য প্রকার মনে করেন। পুরুষগণ বিশেষ্য পুংলিঙ্গ সত্য, কিন্তু কর্ম্ম কারক, নারীরূপ সকর্ম্মক ক্রিয়া দ্বারা অনুশাসিত (ব্যাপ্ত)। কার্য্যতঃ সমুদায় পৃথিবীতে নারীগণ পুরুষগণকে শাসন করেন। অনেকে মুখে অস্বীকার করিতে পারেন, প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক বিষয় কি? ভারতবর্ষে এক শত স্বামীর মধ্যে নবনবতি জন স্ত্রীকর্ত্তৃক শাসিত। ইংলণ্ডে এবং তাবৎ সভ্য ও সংস্কৃত দেশেও কি তাহাই নয়? শৈশব হইতে পরিণত বয়সপর্য্যন্ত মা, ভগ্নী, পত্নী, এবং সাধারণতঃ সমুদায় মহিলার প্রভাব সকলেই অনুভব করেন ও বহু মনে করেন। পুরুষগণের উপরে তাঁহাদের সুকোমল সস্নেহ মধুর প্রকৃতির প্রভাব অনিবার্য্য। যদি নারীগণ আমাদিগকে শাসন করিবেনই, তবে কি সকল বিষয়েই আমাদিগকে শাসন করিবেন? না। যে বিষয়ে পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে তাঁহাদের কথা শোনা হউক, যে বিষয়ে নারীগণ শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে

তাঁহাদের কথা শোনা হউক। পুরুষ ও নারী এ উভয় জাতির সামঞ্জস্যে সমাজের কল্যাণ। এ জন্য কি ইংলণ্ডে, কি ভারতে, এ দুই জাতির হিত এ দুই জাতি একত্র মিলিত হইয়া পর্য্যালোচনা করিবেন, এবং দুইয়ে মিলিত হইয়া দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ভারতের উপকারের জন্য তিনি অনেক স্থানে পুরুষগণের সভায় বলিয়াছেন, আজ নারীগণের সভায় তাঁহাকে যে বলিতে দেওয়া হইল, ইহাতে তিনি আপনাকে সম্মানিত মনে করিতেছেন। ইংরেজ মহিলাগণ—ইংরেজ ভগিনীগণ—হিন্দুনারীগণের যথাসাধ্য উন্নতিসাধনে যত্নবতী হউন। মিস্ কার্পেণ্টার তৎকল্পে যাহা করিয়াছেন, অনেকেইতো তদ্বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারেন। এখন সে দেশে গিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজ মহিলাগণ শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতবর্ষের ভগিনীগণের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। তাঁহারা কিরূপ শিক্ষা দিবেন? অসাম্প্রদায়িক, উদার, খাঁটি এবং কার্য্যোপযোগী। সেইরূপ শিক্ষা যেরূপ শিক্ষাতে তাঁহারা উন্নত মাতা, ভগ্নী, কন্যা ও পত্নী হইতে পারেন। তিনি ভারতের দুটী একটী বা পঞ্চাশৎটী নারীর পক্ষ হইয়া এ কথা বলিতেছেন না, কিন্তু কোটী কোটী নারীর পক্ষ হইয়া বলিতেছেন। তাহাদের অশ্রুপাত কি ইংরেজ ভগিনীগণের হৃদয় সংস্পর্শ করিবে না? উহা কি লৌহদ্বারা গঠিত? সমুদ্র, পর্ব্বত, বিবিধ বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ভারতবর্ষের নারীগণকে বৈধব্যযন্ত্রণা, অসময়ে বিবাহ, এবং অজ্ঞানতা হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য সে দেশে গমন অতি মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ কি? গবর্ণমেণ্ট বিধিপ্রণয়ন দ্বারা, দেশহিতৈষী পুরুষগণ পুরুষগণকে শিক্ষিত করিবার যত্নের দ্বারা কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, ইংরেজ নারীগণ যখন ইংলণ্ডে আপনাদের অধিকার সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত, এবং তজ্জন্য প্রকাশ্য বক্তৃতা দানে প্রবৃত্ত, তখন তাঁহারা দেখান যে, তাঁহাদের দৃষ্টি ও সহানুভূতি এই ক্ষুদ্র দ্বীপমধ্যে বদ্ধ নহে। এ সভায় তিনি নারীগণের জন্য বিশেষভাবে আবেদন করিতে পারেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি প্রাচীরকে লক্ষ্য করিয়া নহে, কিন্তু সেই উদারচেতা নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল কথা কহিতেছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষীয়া ভগিনীগণের সাহায্য জন্য সংমিলিত হইবেন। ভারতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মদান করিবার নিমিত্ত যত্ন হইতেছে। অনেক মহিলা পৌত্তলিকতা ও

কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেক হিন্দুর গৃহেও দেবদেবী অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছে। এইটি অতি আহ্লাদের বিষয় আশা করিবার বিষয়। ভারত যদিও আজ পতিত, তবু উহা দিন দিন উন্নত হইয়া পরিশেষে সেই উন্নত সোপানে আরোহণ করিবে যাহা উহার নিয়তি। যে সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে, উহা দিলে ইংলণ্ডের ভারতের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করা হইবে। মিষ্টেস্ জে রবার্টসন সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন; মিস্ ফেথফুল বলিলেন, সভাপতি যাহা আবেদন করিলেন, কেহ যদি সে আবেদনের অনুবর্ত্তন করিতে চান, তবে তাঁহার সঙ্গে পত্রাপত্র করিলে তিনি একান্ত আহ্লাদিত হইবেন।

নটিঙ্গামের যাজকগণের পত্রের উত্তর।

নটিঙ্গামের যাজকবর্গ কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র অসুস্থতানিবন্ধন এত দিন তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই, সেই পত্রের তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, উহার অনুবাদ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

লণ্ডন, ১লা আগষ্ট, ১৮৭০

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ;—আমি নিতান্ত দুঃখিত যে, ম্যাঞ্চেষ্টারে আপনাদের ২০ জুনের লিখিত যে পত্র প্রাপ্ত হই, অসুস্থতানিবন্ধন যথাসময় আমি তাহার উত্তর দিতে পারি নাই।

আমার সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষে আমার কার্য্যসম্বন্ধে আপনারা যে সহানুভূতি এবং সমুৎসুকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে দিন। যাঁহাদের মত আমার মত হইতে ভিন্ন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঈদৃশ সহানুভূতির কথা আসাতে উহা আমার নিকটে যথার্থই বিশেষরূপে মূল্যবান্ এবং উৎসাহবর্দ্ধক। আমি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করি, উহার মূল, উহার সার,—বিশ্বাস, বিনয়, অনুতাপ, প্রার্থনা, ও ঈশ্বরসহ যোগ। এই যোগে আমি এবং আমার ব্রহ্মবাদী বন্ধুগণ পুণ্য ও পবিত্রতা অন্বেষণ করিয়া থাকি। ইতঃপূর্ব্বে এতগুলি খ্রীষ্টান উপদেষ্টা একত্র মিলিত হইয়া উদারভাবে এই সকলেতে তাঁহাদিগের হৃদ্গত অনুমোদন আর কখন প্রকাশ করেন নাই। আমি এ জন্য আহ্লাদিত এবং কৃতজ্ঞ যে, যে সকল ব্যক্তি আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, আপনারা তাঁহাদের ধর্ম্মসম্পর্কীণ সত্য ও ভাব স্বচ্ছন্দে

স্বীকার করিয়াছেন! অপিচ আমি সরলহৃদয়ে বিশ্বাস করি যে, ঈদৃশ উদার ভাব খ্রীষ্টসমাজের সমুদায় বিভাগে প্রবল হইবে, এবং এই ভাবই পরস্পরের সঙ্গে এবং অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে আরও অধিক বন্ধুভাবে ভাব বিনিময় করিতে প্রবৃত্ত করিবে।

আপনারা আপনাদের মণ্ডলীর যে বিশেষ মতগুলিকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং স্বভাবতঃ ইচ্ছা করেন যে, আমি সেইগুলি গ্রহণ করি, তৎসম্বন্ধে সসম্ভ্রমে আমায় বলিতে দিন যে, আমি সে গুলি স্বীকার করিতে পারি না, কেন না আমার অন্তরস্থ ঈশ্বরবাণীর সহিত সে গুলি মেলে না। এ সকল বিষয়ে আমার কি ভাব অনেক পূর্ব্বে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং পত্রে সে সম্বন্ধে বিচার করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি ব্রহ্মবাদী হইয়া এক জীবন্ত ঈশ্বরকে আমার পিতা ও পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করি এবং আমার পরিত্রাণের জন্য প্রার্থি-ভাবে কেবল তাঁহারই করুণার উপরে নির্ভর করি। প্রভু ঈশ্বরই আমার আলোক অমর জীবন, তিনিই আমার মত, আমার পরিত্রাণ, আমার আর কিছু চাই না। আমার পিতার প্রিয় সন্তান বলিয়া আমি খ্রীষ্টকে সম্ভ্রম করি; আমি অন্যান্য ঋষি ও ধর্ম্মাৰ্থহিনতগণকে সম্মান করি, কিন্তু সকলের অপেক্ষা আমি আমার ঈশ্বরকে ভাল বাসি। পিতার নাম অপেক্ষা আর কোন নাম তেমন সুমিষ্ট নহে, তেমন প্রিয় নহে। খ্রীষ্টজীবনবৃত্তান্ত এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল জ্ঞানের কথা লিখিত আছে, তাহা আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করি ও পালন করি, কিন্তু সমুদায় গ্রন্থ অপেক্ষায় সমুদায় বাহ্য উপদেশা-পেক্ষায় ঈশ্বর গোপনে আমাদের নিকটে যে পরিত্রাণপ্রদ সত্যালোক প্রকাশ করেন তাহা শ্রেষ্ঠ। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ করি যে, যে কাল হইতে আমি তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তিনি আমার আত্মাকে রক্ষা করিয়াছেন, বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলোক ও শান্তিলাভ করিতে আমায় সমর্থ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারই নিকটে চিরবিশ্বস্ত থাকিতে আমার অভিলাষ, এবং আমি ভরসা করি, বিবিধ সম্প্রদায় বিবিধ মণ্ডলীর শুষ্ক কঠোর উদ্বেগকর মতের ধর্ম্মের জন্য আমি কখন আমার মধুর সহজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। আমি ব্রহ্মবাদী হইয়া ঈশ্বরের পিতৃত্বে এবং

মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করি। আমি সাম্প্রদায়িক হইতে পারি না। আমার এদেশে অবস্থিতিকালে, যত দূর সম্ভব, সমুদায় খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়াছি, আর সকলকে পরিহার করিয়া কোন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনাকে একীভূত করি নাই। পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায় এক প্রশস্ত ব্রহ্মবাদের ভ্রাতৃত্বে মিলিত হইয়া সকলের পিতাকে পূজা করেন, সেবা করেন এবং যিশুখ্রীষ্টের মতে অনন্ত জীবনের উপায়স্বরূপ ঈশ্বরে প্রীতি ও মানবে প্রীতিরূপ সার্ব্বভৌমিক মতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন, ইহাই দেখিবার জন্য আমি নিতান্ত ব্যাকুল।

বিবদমান খ্রীষ্টানসম্প্রদায়সকলের মত গুলি গ্রহণ করিতে যতই কেন আমি অনিচ্ছুক হই না, আমি এইটি আপনাদিগকে নিশ্চয় করিয়া জানাইতে ভিক্ষা করিতেছি যে, যথার্থ খ্রীষ্টান জীবনের কল্যাণকর ভাব অন্তরস্থ করিতে আমি ব্যাকুল। খ্রীষ্টের মত বিনম্র ভাব, আত্মসমর্পণ, প্রীতি এবং আত্মত্যাগ আমি অন্বেষণ করি, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাক্রান্ত এ দেশের নরনারীর জীবনে সেই গুলি যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, আমি সে সকল নিজের এবং নিজের দেশের ব্যবহারের জন্য বিনয় ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিব।

আপনাদের মঙ্গল, এবং ঈশ্বরেতে প্রেম ও পবিত্রতার পূর্ব্ব ও পশ্চিমের আধ্যাত্মিক সম্মিলনের জন্য প্রভূত প্রার্থনা ও অভিলাষ সহকারে—জাতি সমূহের সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃত্বে চির দিন আপনাদেরই,

কেশবচন্দ্র সেন।

মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎকার।

১০ আগষ্ট শনিবার কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপরায়ণা মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৯ আগষ্ট ডিউক অব আর্গাইল তাঁহাকে লিখেন;

"প্রিয় মেস্তর সেন,—মহারাণীর প্রাইবেট সেক্রেটারী কর্ণেল পন্সনবয় আমাকে লিখিয়াছেন যে, যদি আপনি আগামী ১৩ তারিখ শনিবার ওসবোরণে যান, তাহা হইলে আপনি মহারাজ্ঞীকে দেখিতে পাইবেন। ওয়াটারলু রীজ হইতে সাউথামটনে প্রাতঃ ৮টা ১০ মিনিটের সময় যে ট্রেণ ছাড়ে সেই ট্রেণে যাইতে পরামর্শ দিতেছি। এই ট্রেণের সঙ্গে ষ্টিমারের যোগ আছে, সেই ষ্টিমার

আপনাকে কাউয়েসে নামাইয়া দিবে, সেখান হইতে আপনি বরাবর ওসবোরণে যাইতে পারেন।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে কেশবচন্দ্র এক জন ইংরেজ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ওস্‌বোরণে গমন করেন। রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে তিনি কর্ণেল পন্সনবনয় কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন। কর্ণেল পন্সনবর সহকারে তাঁহার বিবিধ বিষয়ে আলাপ হয়। কর্ণেল পন্সনবর "দেশীয় বিবাহবিধিব পাণ্ডুলিপির" অনুকূল ছিলেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত বিশেষ কথা হইয়াছিল। অনন্তব বিবিধ গৃহাবকাশের সঙ্গে সংলগ্ন পথ দিয়া তাঁহাকে প্রয়াণগৃহাবকাশ প্রভৃতি দেখান হইল; এবং নিরামিষ আহার্য্য সামগ্রী তাঁহার ভোজনার্থ প্রদত্ত হইল। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে প্রয়াণগৃহাবকাশে লইয়া গেলেন। গৃহটি আড়ম্বরে সজ্জিত নহে, গ্রহীত্রী এবং গৃহীতের ভাবানুরূপে শোভিত। কেশবচন্দ্র গিয়া অল্পক্ষণ বসিয়াআছেন; ইতিমধ্যে যবনিকা অপসারিত হইল, মহারাজ্ঞী, রাজকুমারী লুইস, কুমাব লিওপোল্ড তিন জন আসিয়া উপস্থিত। কেশবচন্দ্র আস্তে ব্যস্তে উঠিলেন, রাজদর্শনে স্তম্ভিত হইলেন, কি কবিবেন, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, মহারাজ্ঞী হস্ত অগ্রসব করিয়া দিলেন। কেশবচন্দ্র নিজের মস্তক ভূমিব দিকে প্রণত করিয়া নমস্কার করিলেন, মহারাজ্ঞীও সেইরূপ কবিলেন, এইরূপ ক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া নমস্কার হইল। কেশবচন্দ্রের রাজভক্তিব প্রাবল্যবশতঃ অগ্রে কোন কথা স্ফূর্ত্তি পাইল না। মহারাজ্ঞী পার্শ্ববর্ত্তী সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশবচন্দ্র কি ইংরাজী ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন? অনন্তর কেশবচন্দ্র মুখ খুলিলেন। ১০।১৫ মিনিটেব মধ্যে ব্রিটিষ সুশাসনে ভারতের কি প্রকার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, উহা নিবেদন কবিলেন। ভারতে নারীগণের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে সে দেশে যে নানাবিধ উন্নতির ব্যাপার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা শুনিয়া রাজ্ঞী সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সতীদাহ নিবারণ হওয়াতে তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, এবং হিন্দুনারীগণের দুঃখের অবস্থা শ্রবণে বিষণ্ণচিত্ত হইলেন। ভারতবর্ষ দেশহিতৈষিগণের বিস্তৃত পরিশ্রমের ক্ষেত্র এবং কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডের মহিলা বন্ধুগণকে নারীগণের শিক্ষার জন্য তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন

ইহা শুনিয়া মহারাজ্ঞী এবং রাজপুত্রী আহ্লাদিত হইলেন। কেশবচন্দ্র দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত তাঁহার পত্নীর দুইখানি প্রতিকৃতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, মহারাজ্ঞী এবং রাজপুত্রী সে দুইখানি প্রতিকৃতি গ্রহণ করিলেন। প্রিন্স লিওপোল্ড কেশবচন্দ্রের হস্তাক্ষর চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎকারের পর কর্ণেল পন্সনবয়কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

"প্রিয় মহাশয়,—বিগত শনিবার মহারাজ্ঞী দয়া ও অবনতি স্বীকারপূর্ব্বক সাক্ষাৎকার দ্বারা আমায় যে সম্মানিত করিয়াছেন তজ্জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ভিক্ষা করিতেছি। এই সাক্ষাৎকার আমার এবং দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মহারাজ্ঞীর আমাদিগের দেশের প্রতি যত্নের অতি আহ্লাদকর উৎসাহকর নিদর্শন প্রদর্শন করে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে, অনুরাগ ও রাজভক্তির বন্ধনে আমরা রাজসিংহাসনের সহিত বদ্ধ, এতদ্দ্বারা সেই বন্ধন আরও সুদৃঢ় হইবে। মহারাজ্ঞী অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পত্নীর যে ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়টি চিরদিন আমি আহ্লাদ ও অভি-মানের সহিত স্মরণে রাখিব। আমার পত্নী এবং সাধারণতঃ ভারতবর্ষের সমুদায় মহিলা ইহা জানিতে পারিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, তাঁহাদিগের কল্যাণের জন্য তিনি ঈদৃশ স্নেহযুক্ত।

"আমি নিতান্ত অনুগ্রহ মনে করিব, যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজোচিত উচ্চ সম্মানভাজন প্রিন্সেস লুইসকে তৎপ্রতি যে অতি সবল গভীর সম্মাননা পোষণ করি তাহার বিনীত চিহ্নস্বরূপ এই পত্রের সহিত প্রেরিত পুস্তিকাগুলি গ্রহণ করিতে বলেন।

"পত্রমধ্যে প্রেরিত করলিপি রাজোচিত উচ্চ সম্মানভাজন রাজকুমারের সানুগ্রহ গ্রহণার্থ।

"করুণাময় ঈশ্বর মহারাজ্ঞীকে এবং রাজপরীবারকে আশীর্ব্বাদ করুন এই আমার ব্যাকুল প্রার্থনা।

আমি,
প্রিয় মহাশয়,
নিতান্ত সত্যতঃ আপনার
কেশবচন্দ্র সেন।"

২৩ আগষ্ট উইণ্ডসোর হইতে কর্ণেল পন্সনবয় কেশবচন্দ্রকে এইরূপ পত্র লিখেন;—"আমি নিশ্চয় করিয়া আপনায় বলিতে পারি যে, আপনার সঙ্গে মহারাজ্ঞী আলাপ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং আপনি যে সকল বিষয় বলিয়াছেন, তাহাতে রাজকুমারী লুইস্ অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন।' কিছুদিন পরে মহারাজ্ঞী এবং রাজকুমারী লুইস্ কেশবচন্দ্রের ফটোগ্রাফ পাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। মেজর জেনেরেল সার টি এন্ বিড্ডল্ফ কেশবচন্দ্রকে এই বলিয়া পত্র লিখেন,—"তাহাকে(কেশবচন্দ্রকে অবগত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন যে, যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে মহারাজ্ঞী এবং রাজকুমারী লুইস আপনার কয়েকখানি ফটোগ্রাফ পাইতে অভিলাষ করেন।" ইহার প্রত্যুত্তরে কেশবচন্দ্র লেখেন,—"সার টি এম্, বিড্ডল্ফের ২৭ আগষ্টের অনুগ্রহ (পত্র) বাবু কেশবচন্দ্র সেন ধন্যবাদ দিয়া স্বীকার করিতেছেন। এই পত্র অদ্য প্রাতঃকাল পঁহুছিল, তন্মধ্যে তাঁহার ফটোগ্রাফ পাইবার জন্য মহারাজ্ঞী এবং রাজোচিত উচ্চ সম্মানভাজন রাজকুমারীর দয়ার সংবাদ আছে। সহবর্ত্তী প্যাকেটে কয়েক খানি ফটোগ্রাফ প্রেরণের সম্ভ্রম তিনি আহ্লাদের সহিত আত্মসাৎ করিতেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, রাজপরিবারের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও আনুগত্যের চিহ্নস্বরূপ এইগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক গৃহীত হইবে। এই সুযোগে তিনি সম্ভ্রমের সহিত অবগত করিতেছেন যে, তিনি আগামী ১৭ তারিখে এদেশ ছাড়িয়া যাইবেন, মহারাজ্ঞী এবং রাজোচিত উচ্চ সম্মানভাজন (রাজকুমারী) তৎসম্বন্ধে যে সদয় যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন,তাহার স্মারক চিহ্ন গৃহে লইয়া যাওয়া সমধিক সম্মাননা মনে করিবেন।"

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড ছাড়িবার পূর্ব্বে মহারাজ্ঞী তাঁহাকে তাঁহার একখানি খোদিত প্রতিকৃতি এবং দুই খানি গ্রন্থ ("Early years of the Prince Consort" এবং "Highland Journal") নিজ হস্তে কেশবচন্দ্রের নাম * লিখিয়া উপহার দেন।

---

* "To Babu Keshub Chunder Sen, from Victoria Rg. Sept, 1870."

কেশবচন্দ্র এই উপহার পাইয়া মহারাজ্ঞীর প্রাইবেট সেক্রেটারীকে এই-রূপ পত্র লেখেন,—

"লণ্ডন

৬৫ গ্রাভার্ণার পার্ক

ক্যাম্বার ওয়েল

৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭০।

"প্রিয় মহাশয়,—গভীর কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানের সহিত মহারাজ্ঞীর প্রেরিত উপহার বিনীত ভাবে স্বীকার করিতেছি। মহারাজ্ঞী এবং রাজোচিত উচ্চ সম্মানপাত্রী রাজকুমারী আমার প্রতি যে উদার যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিতেছি, এই সকল রাজানুগ্রহের সারবৎ ও মূল্যবৎ চিহ্নের উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত আমার প্রার্থনা, ও উচ্চাভিলাষ থাকিবে।

অতিসত্যতঃ আপনার

কেশবচন্দ্র সেন।"

ইডেনবরায় সম্ভাষণ।

১৯ আগষ্ট শুক্রবার কুইন্‌স্ট্রীট হলে ফিলজফিকাল ইনষ্টিটিউশনের"(দার্শনিক অনুষ্ঠানের) নিমন্ত্রণে কেশবচন্দ্র "ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজসম্পর্কীয় অবস্থা" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ইনষ্টিটিউশনের বাইস্ প্রেসিডেণ্ট মেস্তর উইলিয়ম স্মিথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেণ্ট আণ্ড্রুর প্রোফেসার সোয়ান, প্রোফেসার বাল্‌ফোর, বারউইকের রেবারেণ্ড ডাক্তার কেয়ারন্স, রেবারেণ্ড জি ডি কলেন রেবারেণ্ড আর বি ড্রমণ্ড, বারাণসীর রেবারেণ্ড মূডি ষ্ট্যাক, ডাক্তর জন মিয়র, ডাক্তর ফিণ্ডলেটর, ডাক্তর লিটল্‌জন, ডাক্তর বিশপ্, বেলিফ মিলার, কাউন্সিলার মস্‌ম্যান ও ষ্ট্যাডওয়ার্থ, কেউনবারস্নের মেস্তর জর্জ হোপ, আডবোকেট মেস্তর জে বর্ণেট্, মেস্তর ডি স্কট মনক্রিক ডবলিউ, এস্, মেস্তর জে গার্ডিনার এস্ এস্ সি, মেস্তর সি হোম ডগল্যাস্ সি এ, মেস্তর ই বাক্সটার, মেস্তর টি নক্স, মেস্তর ডবলিউ বেল, মেস্তর পল প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি বলিলেন,—সার্ আলেক্‌জাণ্ডার গ্রাণ্ট সভার সভাপতি হইবেন

কথা ছিল, তাঁহার অনুপস্থিতিনিবন্ধন অনপেক্ষিতভাবে তাঁহাকে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিতে হইল, এবং এমন একজনকে তাহাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে হইল, যিনি স্বকীর্ত্তিতে—মহত্তম প্রোজ্জ্বল চরিত্রের কীর্ত্তিতে—পূর্ব্ব হইতেই সকলের নিকট বিদিত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ঐতিহাসিক গবেষণা, সাহিত্যসম্পর্কীয় দোষগুণবিচার, এ সকল বিষয়ে চিত্তমুগ্ধকর প্রধান প্রধান কার্য্য সমূহের বিবরণ শ্রবণ করিবার অনেক সুযোগ এ সভায় হইয়াছে, কিন্তু যে একটি বিবরণ—বিধর্ম্মী জাতির আধ্যাত্মিক নবজীবন প্রাপ্তির জন্য জাতীয় যত্নাপেক্ষা কিছুতে ন্যূন নয়—ঈদৃশ বিবরণ, বলিতে হয়, এক্ষণে সেই ব্যক্তির মুখে শুনিবার অবসর উপস্থিত, যিনি তৎকার্য্যের সহিত আপনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংযুক্ত। ইহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারি না যে, এ রাজ্যের সমুদায় দক্ষিণ বিভাগে আমাদের প্রসিদ্ধ আগন্তু সাদর সহানুভূতিসূচক উচ্চপ্রশংসাধ্বনিসংবলিত স্বাগতসম্ভাষণ লাভ করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিশ্বাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভিন্নতা যাঁহাদের আছে তাঁহারাও একত্র মিলিত হইয়া ইঁহার প্রতি সহযোগিতার দক্ষিণ হস্তপ্রসারণ করিয়াছেন। সহানুভূতি এবং উৎসাহদানের কার্য্যে হস্তপ্রসারণবিষয়ে আমরা স্কটল্যাণ্ডবাসী দক্ষিণ দেশীয় ভ্রাতৃবর্গের পশ্চাদ্গামী হইয়া থাকিব না। ভারতবর্ষের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড হিত ও অনুরাগের বন্ধনে বদ্ধ—ভারতবর্ষে এক জন স্কটল্যাণ্ডবাসী প্রায় স্বদেশবাসী। আমরা আমাদিগের প্রসিদ্ধ বন্ধুকে এইটি অনুভব করাইতে যত্ন করিব যে, যদিও তিনি স্বদেশ হইতে বহু দূরে, তথাপি তিনি এই স্কট জাতীয় লোকের মধ্যে বিদেশী নন, কিন্তু সমনগরবাসী। আমরা ইহাও দেখাইব যে, খ্রীষ্টশতাব্দীর আঠার শত বর্ষের ফলস্বরূপ ইউরোপ মহাপ্রদেশে এই মুহূর্ত্তে যে অতি লজ্জাকর জুগুপ্সিত দৃশ্য উপস্থিত, তদ্বিরোধী যে হিতকর কার্য্যে ইনি প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, সেই কার্য্যে আমাদের গভীর সহানুভূতিসম্ভূত অভিনিবেশ আছে। গত নবেম্বর মাসে এই স্থান হইতে আপনাদের নিকট এক জন—যাঁহার সম্বন্ধে এ জীবনে আশা ও নিরাশা চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ হইয়াছে—যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, সেই কয়েকটী কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে দিন। এই কথাগুলি চির দিন আমাদের পক্ষে বিষাদপূর্ণ গভীর মনোভিনিবেশের বিষয় হইয়া থাকিবে। মনশিয়র প্রেবোষ্ট প্যারাডোলের সঙ্গে আমি বলিতেছি—'আমার পক্ষে বরং

আমি মনে করিয়া থাকি, কোন এক জাতির যে অংশ যথার্থ আলোক-সম্পন্ন, সেই অংশ সেই জাতির সেই মহত্তম ভাগ যাহার কোন নাম নাই; যাহার নাগরিকগণ রক্তসম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহেন, কিন্তু ভাবেতে একত্র সম্বদ্ধ; তাঁহারা পৃথিবীর সমুদায় স্থানে ছড়াইয়া আছেন, এবং নিয়ত পরস্পরের জন্ম ভাবা, পরস্পরের মঙ্গলের জন্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য জানেন।" সেই নামহীন অথচ সমুদায় মানবজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী জীবন্ত জাতির এক জন সমনাগরিক হইয়া যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আপনাদিগকে এখন কিছু বলিবেন, তাঁহাকে স্কট-ল্যাণ্ডে স্বাগতসম্ভাষণ অর্পণ এবং তাঁহার খ্রীষ্টানোচিত কার্য্যের সাফল্য হউক, হৃদয়ের সহিত এই অভিলাষে যোগ দেওয়ার জন্য, ভদ্র মহিলা ভদ্র মহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে এখানে আহ্বান করিতেছি, কেন না আমি নিশ্চয় জানি "ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষী নহেন, কিন্তু প্রত্যেক জাতিমধ্যে যে তাঁহাকে ভয় করে, এবং ধর্ম্মকার্য্য করে তাঁহাকেই তিনি গ্রহণ করেন।"

কেশবচন্দ্র উত্থান করিবামাত্র চারিদিকে উচ্চ আনন্দধ্বনি হয়। সভা-পতির কথাগুলির জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে;—একটী প্রাচীন জাতি বর্ত্তমান সময়ের আলোক ও সভ্যতার প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে, নয়ন ও হৃদয় উভয়েই এ দৃশ্য লোকের নিকট অভিব্যক্ত করিতে ভালবাসে। সেই দূরবর্ত্তী দেশে পূর্ব্ব ও পশ্চিম, ভূত ও বর্ত্তমান একত্র মিলিত হইয়াছে। এই কারণেই অদ্যকার বিষয়টি উপকারক ও শিক্ষাপ্রদ। সে দেশে প্রাচীন সভ্যতা এবং বর্ত্তমান সময়ের চিন্তা ও সংস্কৃতাবস্থার ফল পাশাপাশিভাবে অবস্থিত। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা কুজ্ঝটিকার ন্যায় তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। লোকেরা শিক্ষাপ্রভাবে সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে উন্নতাবস্থা লাভ করিতেছে, বাহ্যোন্নতির সঙ্গে তাহারা জ্ঞান ধর্ম্মে অতি সত্বর উন্নত হইতেছে। এ সকল উন্নতি কি মুহূর্ত্তের ভিতরে চলিয়া যাইবার বিষয় নহে? অতি উৎকৃষ্ট বিষয়ও যদি কোন জাতির উপরে বলপূর্ব্বক চাপান হয়, তাহা কখন থাকে না। স্থায়ী সংস্কার ভিতর হইতে আসা চাই। অনেকে বাহিরের উন্নতি দেখিয়া আহ্লা-

দিত হন, কিন্তু সে দেশীয় ব্যক্তিগণ উপরিভাগের বিষয়ে নহে, গভীরতম স্থানে কি হইতেছে তাহাই দেখিতে ব্যস্ত। আজ ভারত নবীন জাতিসমুদায়ের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতেছেন। এরূপ শিক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সমুচিত, কিন্তু কাল তিনি যে সময়ে সভ্য ছিলেন, সে সময়ে বর্ত্তমান সভ্যজাতিরা অজ্ঞানান্ধকারে এবং বর্ব্বরতায় আচ্ছন্ন ছিলেন। তখন প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট পবিত্র সামাজিক ও পারিবারিক আচার ব্যবহার, অন্ততঃ উচ্চ শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও আলোক ছিল। সে সময়ে পৌত্তলিকতা ছিল না, জাতিভেদ ছিল না, পৌরোহিত্যের অত্যাচার ছিল না। দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাচীনকালে সে দেশ প্রসিদ্ধ ছিল। এখন আর ভারতের সে অবস্থা নাই, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণ লোকে ঈশ্বরকে পরমাত্মরূপে গ্রহণ করিতে পারে না দেখিয়া পুরোহিতগণ পুতুল পূজা প্রচলন, জাতিভেদ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মুসলমানগণের রাজ্য-কালে স্ত্রীগণের স্বাধীনতা অন্তর্হিত হইয়াছে। এইরূপে ভারতের সভ্যতা এখন বিলুপ্ত। সুতরাং ভারত তাহার বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য সভ্যতম দেশের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া তাহার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উহার ভূতকালের স্বাভাবিক বিশুদ্ধ অবস্থার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি করা সমুচিত। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদেও ধর্ম্মের উচ্চভাব দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে যে, বেদ প্রকৃতি-পূজা ও বহু দেববাদ শেখায়, কিন্তু উহাতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, একই ঈশ্বর বিবিধ নামে, প্রকৃতির বিবিধ বিভাগে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। বেদের সময়ে সহজ জ্ঞান সহজ ভাব ছিল, উহা বেদান্তের সময়ে দার্শনিক বেশ ধারণ করিয়া ঈশ্বরসম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্পণ করিয়াছে। "সেই ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, সেই দেবতাগণের পরম দেবতা, সেই পতিগণের পরম পতি, সেই ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।' এরূপ কথা, আমার মনে হয় অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই সকল শ্রুতি দেখাইয়া দেয় প্রাচীন হিন্দুগণ এক সত্য ঈশ্বরের পূজা করিতেন; কেবল মতে নয়, কার্য্যতঃ পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতেন। সুতরাং যদি তাহার স্বদেশীয়গণকে তাহারা পৌত্তলিক কুসংস্কারী বলিয়া দোষারোপ করেন, তাহা হইলে সে দোষ বর্ত্তমান

হিন্দুগণের উপরে আরোপ করা সমুচিত। ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, নীতি সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারা যায়। হিন্দুগণের অন্য যে কোন দোষ থাকুক, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহজিক ভাব, ঈশ্বরে ভক্তি, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ, পরলোকে বিশ্বাস, পাবত্রিক সম্বলসঞ্চয়ে ঐকান্তিক যত্ন, এ সকল বিষয়ে তাঁহারা চিরপ্রসিদ্ধ। "গৃহস্থব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, যে যে কার্য্য করিবেন পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন ;" এরূপ অনুসাশন সর্ব্বথা ঈশ্বরেচ্ছাধীনতা দেখাইয়া দেয়। পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত এই সকল ধর্ম্ম ও নীতিব গভীর তত্ত্বসম্পৎ যদি ভারতবাসীরা উপেক্ষা করেন, পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহারা স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিবেন। বস্তুতঃ হিন্দুগণের প্রাচীন অন্তর্ব্যবস্থানসমূহ-মধ্যে ভবিষ্যৎসংস্কারের সুদৃঢভূমি আছে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের নীতি ও ধর্ম্মের তত্ত্ব যখন সে দেশে আছে, তখন সুদৃঢ় স্থিরতর জাতীয়ভাবে তদুপরি নবীন সভ্যতা স্থাপন করা সমুচিত। অন্য কোন ভূমি অবলম্বন করিলে সে দেশ উহা কখন গ্রহণ করিবে না। বিদেশীয় আচার ব্যবহার সে দেশের দু চারি জন বিলক্ষণ প্রশংসা করিতে পারেন, মর্কটবৎ উহার অনুকরণ করিতে পারেন, কিন্তু কিছু দিন পরে সে সমুদায় চলিয়া যাইবে, উহার নাম চিহ্নও থাকিবে না। সে দেশের সংস্কারকার্য্যে জাতীয় সহজপ্রত্যয় ও জাতীয় ভাবকে মূলে রাখিয়া, যদি ইংলণ্ড এবং ইউরোপের যাহা কিছু ভাল যাহা কিছু মহৎ আছে, তাহা তৎ-সহকারে সংযুক্ত করিয়া দৃঢ়মূল করা যায়, তাহা হইলে সে কার্য্য শত শত বর্ষ স্থায়ী হইবে। জাতীয় ভাবের উপরে সংস্কারকার্য্য সংস্থাপন করিলে ভারত যথার্থ মহত্ত্ব ও সভ্যতা লাভ করিবে। এ ভাবের মূল উহার ভূতকালের মধ্যে নিহিত আছে। এই সকল ভাব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে এই ভাবের পুনরুদ্ধারের জন্য যত্ন হইয়াছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে লুথার যখন ইউরোপকে ঘোর পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, সেই সময়ে পঞ্জাবে গুরু নানক—যাঁহাকে পঞ্জাবের লুথার বলিয়া অনেকে অভিহিত করেন—পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম উপস্থিত করেন। তিনি শিখধর্ম্ম স্থাপন করিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে একত্র করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে জাতিভেদের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হন, এবং

একত্র মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে প্রেমময় ঈশ্বরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত করেন। আজ পর্য্যন্তও তাঁহার শিক্ষার প্রভাব বঙ্গদেশে কার্য্য করিতেছে। যদিও এইরূপে বিশুদ্ধ ধর্ম্মস্থাপনে যত্ন হইয়াছে, তথাপি এই যত্নগুলি একত্র সম্মিলিত তত দিন হইতে পারে নাই, যত দিন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব সে দেশের উপরে নিপতিত হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় এই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম হইতে একেশ্বরবাদ নিষ্কর্ষণ করেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে এক করিতে যত্ন করেন। তাঁহারই কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। এই ব্রাহ্মসমাজে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার সকল জাতি সকল সম্প্রদায় মিলিত হইতে পারেন। চারিদিকের ঘোরতর পৌত্তলিকতার অন্ধকার মধ্যে জন কয়েক লোক এক কোণে বসিয়া কেবল উপাসনা করিলে কিছুই হইতে পারে না, সুতরাং কয়েক দিন পরে ব্রাহ্মসমাজ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহা কিছু ভাল তাহার বিনাশ নাই, সুতরাং ভগবান্ এক জন লোককে তাঁহার অন্তর্ভুক্তিবিষ্ট করিলেন, যিনি সমাজকে গঠন দান করিলেন। আগে কতকগুলি উপাসকমাত্র ছিলেন, এখন তাঁহারা বিশ্বাসী হইলেন, অগ্রে কেবল উপাসনার স্থান ছিল, এখন একটি সমাজ হইল, সপ্তাহে সপ্তাহে উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারকে তিনি জীবনে পরিণত করিলেন। বৎসরে বৎসরে এই সমাজের উন্নতি হইতে লাগিল, দেশে বিদেশে সমাজ ও শাখাসমাজ স্থাপিত হইল, চরিত্রবান্ ও জ্ঞানবান্ লোকেরা ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, সুতরাং চারিদিকে উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সময়ে এই সমাজ তৃতীয়াবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই অবস্থায় মত ও বিশ্বাস কার্য্যে ও জীবনে পরিণত হইল। বাল্যবিবাহ প্রভৃতি দেশের অকল্যাণকর ব্যবহারের উচ্ছেদে অনেকে কৃতসংকল্প হইলেন। যে ধর্ম্ম কেবল সমাজমধ্যে বদ্ধ ছিল, উহা এখন গৃহপরিবারের মধ্যে আসিল, আসিয়া সর্ব্বপ্রকারের অনিষ্টকর আচার ব্যবহারের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইল। মতকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যত্ন এই ছয় বৎসর হইল হইয়াছে, অথচ ইহারই মধ্যে তাহা হইতে কি মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। এমন কয়েকটি ব্রাহ্ম-পরিবার হইয়াছে যাহার মধ্যে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের লেশমাত্র নাই, এবং ইহাতে মহিলাগণ পর্য্যন্ত যোগদান করিয়াছেন। ব্রাহ্ম পরিবার দিন

দিন বাড়িতেছে। ব্রাহ্মণ নীচ জাতির কন্যা বিবাহ করিতেছেন। এখন এমন বয়সে বিবাহ হইতেছে, যে বয়সে বিবাহিতগণ বিবাহের গুরুকর্ত্তব্য বুঝিতে সমর্থ। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা এখন কেবল উপাসক নহেন, এখন তাঁহারা সমাজ ও নীতিসম্বন্ধীয় উন্নতির জাতীয় মধ্যবিন্দু হইয়াছেন। যদিও ছয় সহস্রের অধিক এখন ব্রাহ্ম নাই, তথাপি বিধাতার বিধাতৃত্বে উহা দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকিবে। পঞ্জাব, বম্বে, মান্দ্রাজ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সর্ব্বত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন যেখানে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হয়। এখান হইতে ভাল ভাল খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক গিয়াছেন, তাঁহারা কি এমন কিছু কার্য্য করেন নাই, যাহার জন্য সে দেশকে তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে হইবে না? সে দেশের লোকদিগের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং জ্ঞানসম্পর্কীণ উন্নতিসাধনবিষয়ে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করেন। ধর্ম্মরাজ্যসম্পর্কীয় কল্যাণসমূহের জন্য তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার প্রতি রাজভক্ত। তিনি ব্রিটিষ জাতিকে ধন্যবাদ দিতে, যত দূর সম্ভব ভারত ও ইংলণ্ডকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে মিলিত করিতে এবং বিজাতীয় ভাব সে দেশে প্রচলন করিবার যত্ন নিবারণ করিতে আসিয়াছেন। প্রতিজাতি তাহার জাতীয় ভাব চির দিন রক্ষা করিবেই করিবে। স্কচম্যান স্কটল্যাণ্ডের জন্য যেমন অভিমানী, তিনিও তেমনি ভারতের জন্য অভিমান পোষণ করেন। তাহাদের ধর্ম্মে ও সামাজিক জীবনে যাহা কিছু ভাল আছে অর্পণ করুন, কিন্তু এমন কি কিছু ভারতকে তাহারা দেন নাই, যাহার জন্য তাঁহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত? ভারতে মদ্যের পাপবাণিজ্য হইতে কি না অসংখ্যই উৎপন্ন হইয়াছে? এক দিকে ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি অপর দিকে স্বেচ্ছাচার এবং তজ্জনিত ঘোর অনিষ্টের বৃদ্ধি, ইহা দেখিয়া কাহার না মনে শোক উপস্থিত হয়। তাঁহার ইচ্ছা হয়, ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের এ দিক্ হইতে ওদিকে গিয়া সকল নরনারীর দয়া তিনি উদ্দীপিত করেন। সে দেশের লোকেরা শুনিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইবেন, এখানে এত গুলি বন্ধু আছেন যাঁহারা তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে ব্যাকুল। তাহাদিগের নিকটে

তিনি আরও কিছু বেশি চান—ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব। সে দেশে যেসকল ইংরেজ আছেন, তাঁহাদের কি যে দায়িত্ব আপনারা তাহা বুঝাইয়া দিন। যদি তাঁহারা কিছু অন্যায়াচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কেবল আপনাদিগকে কলুষিত করেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা তদ্দারা এমন একটি অসৎ-প্রভাব বিস্তার করেন যে, উহাতে কোটি কোটি লোকের নীতির ক্ষতি উপস্থিত হয়। সে দেশের লোকদিগের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলিত হইতে তাহাদিগকে আপনারা উপদেশ দিন। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ কখন বিচ্ছিন্ন না থাকে। ভারতবাসী এবং ইউরোপীয়গণ মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন জন্য প্রকাশ্যে এবং গোপনে সভা হউক। কিন্তু এখান হইতেও ভারতের উপরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, এখন সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষা প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন। অহিফেন ও মদ্যের বাণিজ্য যাহাতে উঠিয়া যায় তাহার জন্য পার্লিয়ামেণ্টকে উত্তেজিত করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ নিবারণ করিয়াছেন, হিন্দু বিধবা বিবাহের বিধি হইয়াছে, এখন যুগপৎ পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, বহু বিবাহ, একাধিক বিবাহ, বাল্য বিবাহ ও জাতিভেদ বারণ হয়, এরূপ বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতবাসিগণকে এই সকল উন্নতির ব্যাপার আপনারা অর্পণ করুন, ঈশ্বর আপনাদিকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। তিনি এ দেশে ধর্ম্মরাজ্যসম্পর্কীয় কোন পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণের চিত্তে আঘাত দিতে আসেন নাই। তিনি উদার প্রশস্ত ভূমি অবলম্বন করিয়া সকলেরই সঙ্গে বন্ধুতা ও ভ্রাতৃত্বে মিলিত হইয়াছেন, এবং তিনিও এ কথা বলিতে নিতান্ত আহ্লাদ অনুভব করিতেছেন যে, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, লো চর্চ্চ, ব্রড চর্চ্চ, কোয়েকার, মেথডিষ্ট, মিতাচার ও শান্তির পক্ষপাতী বন্ধুবর্গ, সকলেই তৎপ্রতি সহযোগিতার দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিয়াছেন। ব্রিটিষজাতি যে অত্যন্ত উদার এই ঘটনা শতমুখে বলে। তাঁহার প্রতি যে ভাব তাঁহারা বিস্তার করিলেন, তিনি আশা করেন যে, যাঁহাদিগের প্রতিনিধি হইয়া তিনি আসিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রতিও উহা বিস্তৃত হইবে। ভারত আপনাদের সহানুভূতি, আনুকূল্য ও সহকারিতা প্রাপ্ত হউক, তাহার কোটি কোটি পুত্র কন্যা আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে। করুণাময় ঈশ্বর ইংলণ্ড

এবং ভারতকে আশীর্ব্বাদ করুন, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম যথার্থ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সখ্যবর্দ্ধনে বদ্ধ হউক।

রেবারেণ্ড মেস্তর কলেন বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ, অহিফেনবাণিজ্যের প্রতিবাদ, অমিতাচারে নিরুৎসাহ দান, ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন, এসকল যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন। খ্রীষ্টানপ্রচারকগণ যে প্রণালীতে কার্য্য করেন, সে সম্বন্ধে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু তদ্ব্যতীত ঈদৃশ ভূমি আছে যে স্থলে তাঁহাকে তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন। সমুদায় স্কটল্যাণ্ড ভারতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু ইডেনবরা যে প্রকার ভারতের প্রতি গভীরভাব পোষণ করে, এমন আর অন্য কোথাও নাই।

গ্লাসগোতে সম্ভাষণ।

কেশবচন্দ্রের সম্ভাষণজন্য সিটিহলে সভা হয়। লর্ডপ্রোবোষ্ট সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে এই সকলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে,—মেস্তর শেরিফ ডিক্সন, বেলিফ্—উইলিয়ম্ ব্রাউন, সমন, এবং উইলিয়ম মিলার; কাউন্সিলার—কূপার, ল্যাম্বারটন, সিম্প্সন, টরেন্স, মন্‌কুর, ডঙ্কান্, স্কট, কলিন্স, এবং এম' ইণ্টায়র; রেবারেণ্ড ডাক্তার—ডবলিউ সি স্মিথ, জোসেফ ব্রাউন, এম' টাগার্ট, এবং পি এইচ্ ওয়াডেল্, রেবারেণ্ড মেস্তর জে পেজ হপ্স্, ডি এম্' ইয়ান্, ডি ম্যাক্লিয়ড, ব্রুটন্, ডগ্লাস্, জে এ জনষ্টন, এফ্ ফাগুসন, আর ক্রেগ্, এম ডার্ম্মিড, রোজবিয়ার, এবং ডেবিডসন্; মেস্তর—আণ্ডারপেটন, ডবলিউ এম্ আডাম, টিচার, সেল্কির্ক, মেয়র, মিচেল্, স্মিথ্, সেলার্স, ইউল্, মেল্বিন, ডিক্, এস, ডগল্, উইল্কিন্সন্ ইত্যাদি।

লর্ড প্রোবোষ্ট অন্তরণিকাসূচক কিছু বলেন। তিনি বলেন, আমি প্রার্থনা করি, সমাগত অভ্যাগতকে কেবল প্রসিদ্ধ বিদেশীয় একটি বৃহৎ সংস্কার-ব্যাপারের প্রতিনিধি বলিয়া নহে, কিন্তু এমন একজন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন, যিনি আপনার গুণে শ্রেষ্ঠ; এবং যে সংস্করণের কার্য্য, আমার বিশ্বাস, এখনও উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে নাই, অথচ আমাদের শাসিত সেই বৃহৎ

রাজ্যের অনেকগুলি অধিবাসীকে এখনও তাহারা যে সভ্যতা ভোগ করে নাই, সেই উচ্চতম সভ্যতাতে আরূঢ় করাইবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত,—সেই সংস্করণের ব্যাপারের নেতৃত্বকার্য্য সম্পাদনে ইনি উপযুক্ত। এই বিদেশীয় ব্যক্তির কথা শুনিবার জন্য আমরা স্কটল্যাণ্ডের খ্রীষ্টসমাজের সকল বিভাগের প্রতিনিধি এখানে মিলিত হইয়াছি, আমরা এই বিশ্বাসে সমবেত হইয়াছি যে, ইনি কোন এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহেন। সুতরাং আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিবেন সে সকল গ্রহণপক্ষে আমরা সকল প্রকার সঙ্কুচিতভূমিসমুচিত দোষগুণবিচারী হইতে আমাদিগকে প্রমুক্ত রাখিব। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ইতিহাসসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। কারণ আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আপনারা সকলে তাঁহার বিষয়ে অল্পবিস্তর কিছু না কিছু পাঠ করিয়াছেন। আমি কেবল আপনাদিগের নিকট এই কথা বলিতেছি, তিনি যে বৃহৎ দেশ হইতে আসিতেছেন, সেই দেশের অনেকগুলি ব্যক্তিকে—অন্ততঃ হিন্দুজাতিকে—যাহাকে সত্যবিশ্বাস বলে সেই সত্যবিশ্বাসের উচ্চতর জ্ঞানে এবং নূতন চিন্তার ভূমিতে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। অধিকন্তু যাঁহারা তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে ইনি একজন রাজভক্ত ব্রিটিষ প্রজা। আমরা যেমন এখানে ব্রিটিশ প্রাধান্যে বিশ্বাস করি, তেমনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রাধান্য রক্ষিত হয় এজন্য ইনি অভিলাষী; এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, এ প্রাধান্য সেই বৃহৎ দূরস্থ দেশের মঙ্গলের জন্য। লর্ড প্রোবোষ্ট কমিটির পক্ষ হইতে রেবারেণ্ড জে পেজ হপ্সকে নিম্নলিখিত কেশবচন্দ্রের প্রতি সম্ভাষণসূচক পত্রখানি পাঠ করিতে বলিলেন,—

"১৮৭০ সালের ২২ শে আগষ্ট সমবেত প্রকাশ্য সভায় গ্ল্যাসগোর অধিবাসিগণ হইতে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সমীপে।

"বন্ধু ও ভ্রাতঃ;—আমরা—গ্লাসগোর অধিবাসী, বিবিধ ধর্ম্মসমাজের সভ্য—স্কটল্যাণ্ডের বাণিজ্যসম্পর্কীয় প্রধান নগরীতে আপনাকে হৃদয়ের স্বাগতসম্ভাষণ অর্পণ এবং আপনি স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে যে সকল সহানুভূতিসূচক বাক্য সঙ্গে লইয়া যাইবেন, তৎসহকারে আমাদের শুভ ইচ্ছা সংযুক্ত করিবার জন্য অভিলাষ করিয়াছি। আপনি এবং আপনার ভারতস্থ ভ্রাতৃবৃন্দ আমা-

দিগের সমপ্রজাবর্গ, সুতরাং সেই বৃহৎ দেশের লোকদিগের উন্নতিসাধন লক্ষ্য করিয়া যে কোন সংস্কার কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহাতে আমরা গভীর ঔৎসুক্য অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না, কিন্তু এতদপেক্ষায় অধিক এই যে, আপনি যে পক্ষ আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিতেছেন, উহা ভৌগোলিক সীমা বা জাতির প্রভেদ জানে না, উহা সমুদায় পৃথিবীব্যাপী সত্য, স্বাধীনতা, এবং উন্নতির পক্ষ। অতএব যে সকল উজ্জ্বলজ্ঞানপ্রাপ্ত উদার ব্যক্তিগণ ভারতে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া সাধারণ লোকদিগকে উন্নত করিতেছেন, সামাজিক অসামর্থ্য অপনীত করিতেছেন, নারীগণকে তাঁহাদের যথার্থ স্থান ও উপযুক্ত উৎকর্ষসাধনে সাহায্য করিতেছেন, যে জাতিভেদ মনুষ্যপ্রকৃতিসাধারণ গভীর সহানুভূতির বিরোধী এবং যে কোন জাতির উন্নতির প্রতিপক্ষ, তাহার উচ্ছেদ করিতেছেন, এবং সর্ব্বশেষে, আমাদের বিশ্বাস, ভারতের লোকদিগকে মৃত পুত্তলিকা হইতে নিবৃত্ত করিয়া সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরে প্রত্যানয়ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি-নিধিরূপে আমরা আপনাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিতেছি। শিক্ষা, পরিমিতাচার, শান্তি, সামাজিক সাম্য এবং মানবীয় উন্নতির আপনি মিত্র। এই কারণেই বংশগত সমুদায় পার্থক্য অস্বীকার করিয়া আপনার ভিতরে সেই মানবভ্রাতাকে দেখিতে আমরা প্রণোদিত হইয়াছি, যাঁহার এ কালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবের সহিত সামঞ্জস্যসম্পাদনে উচ্ছ্বসিতাভিলাষ। এজন্য আমরা আপনাকে কেবল অপরের প্রতিনিধিরূপে নহে, কিন্তু যে মনুষ্য পরিবারের সমুদায় পৃথিবী গৃহ, যাহার কার্য্যক্ষেত্র মানবমণ্ডলী, যাহার ঈশ্বর একমাত্র পিতা, সেই পরিবারের অঙ্গরূপে আপনারই জন্য আপনাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিতেছে। তবে আপনি আমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শুভাকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতি, স্নেহ এবং প্রার্থনা সঙ্গে লইয়া গমন করুন; মঙ্গলময় পরমাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইয়া আপনি এবং আপনার ভ্রাতৃবর্গ যেন দেখিতে পান যে, আপনাদের হস্তে সত্য ও সাধুতার কার্য্য উৎকৃষ্ট ফল বহন করিতেছে।"

"যে সম্ভাষণপত্র পঠিত হইল উহা সভাকর্ত্তৃক গৃহীত এবং লর্ড (শ্রোবেষ্ট) কর্ত্তৃক রীতিমত স্বাক্ষরিত হইয়া মেস্তর সেনকে অর্পিত হয়" এই প্রস্তাব বেলিফ উইলিয়াম মিলর উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, তিনি ভারতের বর্ত্তমান সংস্কারের কার্য্য অনেক দিন হইল গভীর ঔৎসুক্য সহকারে দেখিয়া আসি-

তেছেন, এবং তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার ভারতস্থ মণ্ডলী সে দেশে ধর্ম্ম ও রাজ্যসম্পর্কীয় উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা এই সভা স্বীকার করিবেন, ভারতে বর্ত্তমানে যে সংস্কারের কার্য্য চলিতেছে তৎসহকারে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, এবং রেবারেণ্ড ডাক্তর নর্ম্ম্যান ম্যাক্লিয়ড এখন মুল্লেতে আছেন বলিয়া সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, রেবারেণ্ড ডি ম্যাক্লিয়ড উল্লেখ করিলেন। অনন্তর লর্ড প্রোবোষ্ট বাবু কেশবচন্দ্রকে সম্ভাষণপত্র অর্পণ করিলেন, শ্রোতৃবর্গ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিলেন, এবং অনেকে টুপী ও রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন।

আনন্দধ্বনি নিবৃত্ত হইলে কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রতি যে স্বাগতসম্ভাষণ অর্পিত হইল তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশপূর্ব্বক যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—সম্ভাষণ পত্রের কথা গুলি তাহার গভীর কৃতজ্ঞতা উদ্দীপন, এবং ঈশ্বর তাঁহার পক্ষে যে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তদনুসরণে উৎসাহ দান করিল। গ্লাসগোর প্রায় চারি সহস্র লোক একত্র মিলিত হইয়া সহানুভূতি দয়া ও আতিথেয়তা অর্পণ করিলেন দেখিয়া তিনি নিতান্ত আহ্লাদিত হই-লেন। এ সভা যে, কোন এক জন ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য আহূত, ইহা তিনি কখন মনে করিতে পারেন না। সমগ্র স্কটলণ্ড সমগ্র ব্রিটিষ জাতি সভাচ্ছলে সমুদায় ভারতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, ইহার মধ্যে তিনি ইহাই দেখিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে বন্ধু ও ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া-ছেন, ইহাতে তিনি এই জন্য আহ্লাদিত যে, তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবার জন্য সমুদায় সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় ভিন্নতা তাঁহারা দূরে পরিহার করিয়াছেন। তিনি বলিতে আসিয়াছেন,এখানে পাশ্চাত্য প্রদেশে যে সংস্কারের ব্যাপার চলিতেছে, ভারতে লোকদিগের মধ্যে উহাই চলিতেছে, সমুদায় জাতির পিতা যে ঈশ্বরকে তাঁহারা এখানে পূজা করিতেছেন, সেই ঈশ্বর ভারতের উদ্ধারের জন্য সেখানে আশ্চর্য্য কার্য্য করিতেছেন। সে দেশে উজ্জ্বলতর আলোক প্রকাশ পাইয়াছে, সেই কথা বলিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। সে দেশের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উন্নতি প্রতিদিন বাড়িতেছে। এ সমুদায় ব্রিটিষ শাসনের ফল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সেখানে এক নবীন বংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

সহানুভূতি, উচ্ছ্বাস ও ভাবে প্রাচীন বংশীয়গণ হইতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ সকলের জন্য তাঁহারা ব্রিটিষ গবর্ণমেন্ট, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ, প্রশস্ত হৃদয় জনহিতৈষিগণকে ধন্যবাদ দান করেন। কিন্তু যথার্থ শিক্ষা জাতীয় ভাববিনাশ নয়, কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিমকে এক করা, তত্রত্য যাহা কিছু ভাল তাহা রক্ষা করা, এ দেশের যাহা ভাল সে দেশে প্রচলিত করা। ভারতের সংস্কার জাতীয় সংস্কার, জাতীয় উপাদান হইতে উহা পোষণসামগ্রী গ্রহণ করিতেছে; ব্রিটিষ শাসন কেবল উহার নিদ্রিত সামর্থ্য জাগ্রৎ করিয়া দিয়াছে। সে দেশীয়েরা জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে সংগ্রাম করিতেছেন বলিয়া অনেকের নিকটে নিন্দাভাজন হইতেছেন। অনেকে বলেন যে, ভারতে মন্দ ব্যতীত ভাল কিছুই নাই। সে দেশে রক্ষণোপযোগী আচার ব্যবহার বা অনুষ্ঠানের অভাব। উহাকে সংশোধন করিতে হইলে, দেশীয় লোকদিগকে নবজীবন দান করিতে হইলে, যাহা কিছু দেশীয় তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, সভ্যতা, বিদ্যা, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রচলিত করা উচিত। তিনি চিরকাল ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কেন না ভারতকে আজ যাহা দেখা যায়, কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্বে উহা তেমন ছিল না। আজ ভারত পতিত। প্রাচীন কালে সে দেশে কি প্রকার অমূল্য জীবন ও প্রকৃষ্ট চিন্তা ছিল প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যায় ও উহার গৌরব অনুভূত হয়। ব্রাহ্মসমাজ মূলে প্রাচীন উপাদান স্থাপন করিয়া তদুপরি জাতীয় সভ্যতা সংগঠন এবং বাল্য বিবাহাদি নিবারণ করিতেছে। এ দেশের ধর্ম্মসমাজ ও গৃহ পরিবারের যাহা কিছু ভাল আছে, ভারত তাহা গ্রহণ করিবে, যাহা কিছু মন্দ আছে তাহা পরিত্যাগ করিবে। অমিতাচার এখনও ভারতে বদ্ধমূল হয় নাই, উহা এখনও সহজে বিনষ্ট হইতে পারে। ব্রিটিষগণ অর্থ উপার্জ্জন করিতে সেখানে যান নাই, সে দেশসম্বন্ধে তাঁহাদিগের গুরুতর দায়িত্ব আছে। যে সকল খ্রীষ্টান সে দেশে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, ভারতের ব্যক্তিগত, সামাজিক, এবং পারিবারিক জীবন সংশোধিত করেন। সত্য পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে আসুক না কেন উহা মানবজাতির সামঞ্জস্য রক্ষা করে, অতএব সেই সত্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের যোগ হইবে। বক্তাকে সর্ব্বশেষে ধন্যবাদ অর্পিত হয়।

লীড্‌সে সম্ভাষণ।

কেশবচন্দ্র এডেনবরা ও গ্লাসগো হইয়া লীডসেতে প্রত্যাবৃত্ত হন। লীডসে তাঁহার জুলাই মাসে আসিবার কথা ছিল, অসুস্থতানিবন্ধন সে সময়ে আসিতে পারেন নাই বলিয়া তত্রত্য লোকদিগের মনে নিতান্ত ক্ষোভ ছিল। কেশবচন্দ্র লীডসে প্রত্যাগমন করিলে ২৭ আগষ্ট শনিবার অপরাহ্নে টাইনহলের সিবিক কোর্টে তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত স্বাগতসম্ভাষণ অর্পণ জন্য সভা আহূত হয়। এখানে বহু সম্ভ্রান্ত লোক একত্রিত হন; অনেকগুলি মহিলা এবং বিবিধ সম্প্রদায়ের সভ্য তন্মধ্যে ছিলেন। মেস্তর ডাবণ্টন্ লপ্‌টন্ সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ইঁহা-দিগের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। রেবারেণ্ড জে ই কার্পেণ্টার, রেবারেণ্ড এইচ টেম্পল, রেবারেণ্ড ইউলিয়ম টমাস্, রেবারেণ্ড এইচ টারাণ্ট, রেবারেণ্ড এইচ বাইলস্, রেবারেণ্ড মেস্তর উইলকিন্সন, রেবারেণ্ড মেস্তর ইলিয়ট, মেস্তর কার্টার এম্, পি, মেস্তর জর্জ্জ টম্পসন্, মেস্তর জোসেফ লপ্টন, মেস্তর এ লপ্টন, মেস্তর এফ লপ্টন, মেস্তর জর্জ্জ বক্টন, মেস্তর আল্ডরম্যান অক্‌সলে, মেস্তর আল্ডরম্যান বারণ, মেস্তর এফ কার্বট, মেস্তর ডবলিউ এইচ্ কনযার্স, মেস্তর টম্পসন্ উইল্‌সন, মেস্তর আর ডবলিউ হামিণ্টন, মেস্তর ই আট্‌কিন্সন্, কাউন্সিলার হুইটিং, কাউন্সিলার গণ্ট, কাউন্সিলার উডকক্, মেস্তর রিগুার, মেস্তর ই বট্‌লার, মেস্তর ভি লপ্টন (কনিষ্ঠ), মেস্তর ই আর ফোর্ড, মেস্তর জন হোল্‌মেস, মেস্তর জে এইচ্ থ্রপ, মেস্তর ডবলিউ এইচ্ হল্‌রয়ড ইত্যাদি। সভাপতি সংক্ষেপে কিছু বলিয়া কেশবচন্দ্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন। মেস্তর কাউন্সিলার হুইটিং লীডসের সভার পক্ষ হইতে সম্ভাষণ ও সহানুভূতিসূচক পত্রিকা কেশবচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন, তিনিও ভারতে অমিতাচার হইতে যে অমঙ্গল ঘটিতেছে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিলেন। মেস্তর জর্জ্জ টম্পসন্ বলিলেন, কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকারে তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি যখন ১৮৪৩ সালে ভারতবর্ষে গমন করেন, সে সময়ের অবস্থা, আর তৎপরে গিয়া যে অবস্থা দেখিয়াছেন, এ দুইকে তুলনা করিয়া ইংরেজগণের যে ভারতসম্বন্ধে কত দূর দায়িত্ব তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পরিশেষে কেশবচন্দ্র দেশকে পতিতাবস্থা

হইতে উদ্ধার করিতে যত্ন করিতেছেন। ইংরেজগণের উচিত যে, তাঁহাকে ঈদৃশী সহায়তা করেন যে, তিনি অনায়াসে তাঁহার হৃদয়ের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন; এই বলিয়া তিনি বলা শেষ করিলেন। ভারতের উন্নতিসাধনজন্য কি কি উপায় অবলম্বিত হইতেছে, মেস্তর টম্পসন্ এতৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি সবিশেষ সে সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন; এবং অন্তঃপুরশিক্ষার জন্য মহিলাগণকে সেখানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অসম্প্রদায়িক শিক্ষাদানের প্রয়োজন তিনি বিশেষরূপে সকলকে বুঝাইলেন। মেস্তর কার্টার এম্ পি কেশবচন্দ্রকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন, মেস্তর আন্ড্রুবম্যান প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইল। কেশবচন্দ্র প্রস্তাব স্বীকার করার পর মেস্তর টম্পসন এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন।

কেশবচন্দ্র জুন মাসে যখন ব্রিষ্টলে গমন করেন তখনই "ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন' স্থাপনে প্রস্তাব হয়। এখন সেই সভাস্থাপন জন্য তিনি ৯ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে গমন করেন। পার্ক ষ্ট্রীটে 'ব্রিটিষ ইনষ্টিটিয়ুশনে' সভা আহূত হয়। মেয়র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন কথা ছিল, কিন্তু তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া মেস্তর ডবলিউ টেরেল সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাপতি মেয়রের পত্র পাঠ করিলেন। তিনি অনিবার্য্য কার্য্যবশতঃ লণ্ডনে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, এজন্য সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মেস্তর মর্লে এম্ পি, মেস্তর কে ডি হজসন, এম্ পি, সার ফ্রিয়র, মেস্তর কমিসনর হিল, এই সভার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উল্লেখ করিলেন। হাই শেরিফ, ডাক্তর বড, রেবারেণ্ড এস্ হেবডিচ্, ডাক্তর গুডিব, রেবারেণ্ড জে ডবলিউ কল্ডিকট হইতে তিনি পত্র পাইয়াছেন বলিলেন। অনন্তর ভারতের উন্নতি জন্য মিস্ কার্পেণ্টরের যত্ন এবং অনেকটা তাঁহারই অনুরোধে কেশবচন্দ্রের এদেশে আগমন ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এই সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে মিস্ কার্পেণ্টার যাহা লিখিয়াছেন, সভাপতি তাহা পাঠ করিলেন;—

"গ্রেটব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ, যদিও একই শাসনাধীন, তথাপি এ যাবৎ

পরস্পরের প্রতি সমধিক সহানুভূতি, বা পরস্পরের বিষয়ে জ্ঞান নাই। জাতি, ধর্ম্ম, দেশের অবস্থা ও সামাজিক আচার ব্যবহারের ভিন্নতা বশতঃ পরস্পরের চিন্তার প্রণালী ও কার্য্যের মূল অবগত হইতে না পারাতেই এরূপ ঘটিয়াছে। এই জন্যই ভারতে ইংরেজগণ এবং ইংলণ্ডে হিন্দুগণ পরস্পরের সঙ্গে কদাচ পরিচিত হন। ইংরেজগণ আহ্লাদের সহিত হিন্দুগণকে সাহায্যদান করিতেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বহু দিন হইল সেদেশে প্রচারার্থ যত্ন করিতেছেন তাঁহারা ব্যতীত, কি করিতে হইবে অতি অল্প লোকেই জানেন। ইংলণ্ডে প্রকাশ্য কার্য্যের মূল কুশলকর সাধারণের মতামত, ভারতবর্ষে এই মতামত স্থাপন হওয়ার পক্ষে সে দেশের অবস্থা অনুকূল নহে। আমাদের নিজ দেশে ভারতবর্ষসম্পর্কীয় জ্ঞান বিস্তার করা, ভারতের অনুকূলে কুশলকর সাধারণের মতামত উৎপাদন করা, এবং আমাদিগের হিন্দু সমপ্রজাবর্গের জ্ঞান ও উন্নতিবর্দ্ধনে সাহায্য করিবার জন্য ভারতবর্ষীয়েরা যেরূপ অভিলাষ করেন সেইরূপে গ্রেট ব্রিটনবাসিগণ—তাহাদিগের ধর্ম্মসম্পর্কীয় ও সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া—তাঁহাদিগকে সেবা করিতে পারেন, তজ্জন্য সচ্ছন্দ যত্ন উদ্দীপন করা এ সভার উদ্দেশ্য. ব্রিষ্টলের পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ, এবং অন্যান্য নগরবাসীরা এই কার্য্যে সহকারিত্ব অর্পণে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিভিন্ন ভাগ হইতে অনেকেই সভার সভ্য হইয়াছেন, এবং এডিনবরাতে এই সভার একটী শাখাসভা হইয়াছে, আর উহার সঙ্গে একটী মহিলাগণের সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। রাইট অনারেবল বম্বের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর এবং বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ান কাউন্সেলের সভ্য সার বার্টল ফ্রিয়ার এই কার্য্যের সহিত পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুমোদন বিশেষ মূল্যবান্; কেন না তিনি বহুদিন কার্য্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে ছিলেন এবং তদ্দেশবাসিগণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে বলিয়া তাহাদের, অভাব নির্ব্বাচনে তিনি উপযুক্ত। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে, সভা এক প্রকার সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে, তবে প্রদেশস্থ সভা কেবল সাধারণের নিকটে উহা গোচর করিবার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতেছে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন এদেশের রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের লোকদিগের হৃদয়ে কেবল তৎপ্রতি

সহানুভূতি ও বিস্ময় উদ্দীপন করেন নাই, কিন্তু যেরূপ সাহস ও সম্ভ্রান্তভাবে ইংলণ্ড যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহার রক্ষণাধীনে ন্যস্ত সেই প্রকাণ্ড দেশের প্রতি তাহার কি কর্ত্তব্য গম্ভীর-ভাবে, প্রদর্শন করিয়াছেন,তাহাতে তিনি সম্ভ্রম উদ্দীপন করিয়াছেন। ভারতের সাহায্য করিবার জন্য এইরূপে যে অভিলাষ এ দেশে উদ্দীপ্ত হইয়াছে উহা কার্য্যে পরিণত হইতে না দিয়া নির্ব্বাণ হইতে দেওয়া উচিত নয়। এই 'ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন' সমগ্র জাতির (সভা) হওয়া সমুচিত,কিন্তু আমাদিগের প্রসিদ্ধ আগন্তুক এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য এখনই কার্য্যারম্ভের প্রয়োজন। তাঁহার এ দেশ পরিদর্শনের ফলস্বরূপ এই সভা সংস্থাপনের সংবাদ তাঁহাকে দিয়া ভারতে প্রেরণ করিলে ব্রিষ্টলের আহ্লাদ হইবে। ইহার ভবিষ্যৎ কৃতার্থতার পক্ষে এটি একটি শুভলক্ষণ যে, ইনি এই সভার প্রথম অবৈতনিক সভ্য ও দেশীয় পত্রপ্রেরক হইলেন। এখন আমাদের এই প্রার্থনা যে, তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক অবগত করিবেন যে, তাঁহার এবং ভারতের জন্য আমরা কি করিব, তিনি ইচ্ছা করেন।"

কেশবচন্দ্র যাহা বলেন তাহার সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে;— তিনি বিশ্বাস করেন যে, অদ্য যে সভা স্থাপিত হইল, উহা তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্থায়ী হইবে। এখানে প্রথমে আসিবার পর তিনি অপরাপর অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই সহানুভূতি পাইয়াছেন, এবং এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিয়াছেন যে, ভারতের মঙ্গলের প্রতি এ দেশের বিলক্ষণ যত্ন আছে। কিন্তু অনেকেরই মনে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে যে, এখন যে আন্দোলন হইয়াছে, উহা দুদিন পরে তিরোহিত হইবে। ভারতবর্ষস্থ ইংরাজী পত্রিকা সকল এই আশঙ্কা আরও দৃঢ়মূল করিতে প্রবৃত্ত। তাহারা বলিতেছেন, এটি আর কিছুই নহে; 'নয় দিনের বিস্ময়ের ব্যাপার'। তাহারা যাহা বলিতেছেন, তাহার অর্থ এই যে, বক্তৃতায় বক্তৃতায় এ দেশ প্লাবিত হইয়াছে বটে, ফলে তাহা কিছুই দাঁড়াইবে না। ইংলণ্ড যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছেন সে সকল অঙ্গীকারমাত্র। ভারতে তাঁহার দেশীয় লোকেরা এ ব্যাপারটি যে ভাবে দেখিতেছেন, তিনি সে ভাবে দেখিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার দেশীয় লোকেরা যে

আশঙ্কা পোষণ করিতেছেন, "ব্রিষ্টল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন" সংস্থাপন সে আশঙ্কা খণ্ডন করিতেছে। ইংলণ্ডের লোকদের যে তাঁহাদের সম্বন্ধে কল্যাণাকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার এই সভাই প্রমাণ। তিনি এখন নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাঁহারা কার্য্যতঃ কিছু করিতে প্রস্তুত। প্রত্যেক নগর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রিষ্টল কার্য্যে কিছু করিলেন, ইহাতে তিনি আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর শিক্ষার উন্নতিসাধন জন্য, অমিতাচার নিবারণ নিমিত্ত তিনি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মিস্ কার্পেণ্টারের অভিমত স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় সে দেশে স্থাপন করা তাঁহার মতে নিতান্ত প্রয়োজন। যে সকল অল্পবয়স্ক বালক বালিকা বিপথগামী হয় তাহাদের সংশোধন জন্য উপায় করাও আবশ্যক। ভারতশাসনকর্ত্তা ও শাসিতগণেরমধ্যে যাহাতে সদ্ভাব বৃদ্ধি পায়, এবং প্রকাশ্যে কল্যাণকর মতামত প্রকাশ সে দেশে স্থান পায়, তৎসম্বন্ধে বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন।

রেবারেণ্ড জে আরল সভাস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন, মেস্তর হার্বার্ট টমাস্ অনুমোদন করিলেন, প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রস্তাবসম্বন্ধে বিচার ও তাহার প্রত্যুত্তরের পর মেস্তর এফ টাগার্ট সাধারণ লোকদিগের এবং নারীগণের শিক্ষাবিষয়ে সহানুভূতির প্রস্তাব করিলেন, মেস্তর গণারের অনুমোদনে প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইল। মিস্ম্যারি কার্পেণ্টার প্রস্তাব করিলেন যে, কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন জন্য যে যত্ন করিতেছেন, তজ্জন্য এই সভা তাঁহাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, এবং তাঁহার পরিশ্রমের সাফল্য জন্য অভিলাষ করিতেছেন। তিনি এ দেশে আসিলেন এবং এ দেশের সহানুভূতি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এই ঘটনাই তাঁহার দেশসম্বন্ধে মহৎফল উৎপন্ন করিবে। মেস্তর সি জে টমাস প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে প্রস্তাব করধ্বনিতে নির্দ্ধারিত হইল। কেশবচন্দ্র নির্দ্ধারণ জন্য ধন্যবাদ দিলেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

বিদায়দানের সমিতি।

১২ সেপ্টেম্বর সোমবার হানোবার স্কোয়ার রুমে 'কেশবচন্দ্রের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে বিদায়ার্পণ জন্য সভা আহূত হয়। একাদশটি খ্রীষ্টসম্প্রদায়

সভায় উপস্থিত হন। 'ব্রিটিষ আণ্ড ফরেণ ইউনিটেরিয়ান আসোসিয়েশনের' প্রেসিডেণ্ট সি জে টমাস্ এস্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইতে পারে,—রেবারেণ্ড প্রোফেসর প্লম্পটর, ডাক্তর উলে, ডাক্তর কাপেল, ডি বরন্স এম এ, জে গিব্সন, জে ডি এইচ্ স্মিথ (নরউইচ) টি স্মিথ (নরউইচ), জে বি মমারি, এফ্ আর এস্, ডবলিউ হডসন্, জে মিল্ স্, জি স্মল, এম এ, জে টমাস্, আইআক্ ডস্লে, জর্জ্জ সেণ্টক্লেয়ার, ডবলিউ বালাণ্টাইন, ব্রক লাম্বার্ট, হেন্‌রি আর ডেবিস্, জন মর্গান, জে ব্লাই, জি হটে্‌ কাম্বরণ, ফ্রেডারিক পেরি, সি উইণ্টার, রবার্ট আর ফিঞ; আণ্ড্রু মরন্স, জি এম মর্ফি, ডবলিউ ব্রক (কনিষ্ঠ), ডবলিউ এইচ্ চেম্বার্স, হরকুস কক্‌স্, ডাক্তর ইয়ং, ডবলিউ টেলার, এফ রে, জন্ মরে, রিচার্ড কোলম্যান,ক্রিষ্টান হিনেস্, এম্ মাস্, হেন্‌রি জে বাণ্ডয়ার, ডবলিউ এইচ্ চ্যানিং, ডি ডি জাবেমে, এইচ আইয়ারসন, জে হেউড, টি আর্ ইলিয়ট (হনসংলট) আর সায়েন, আর স্পিয়ার্স, আর ই বি, ম্যাক্লেলান, এম্ সি গ্যাস্কোইন্, জে ফিলিপ্স, টি রিক্‌স, ডবলিউ সি কুপল্যাণ্ড, জে পি টি উইলমোট, এইচ মলি, ডবলিউ এ ক্লার্ক, টি হণ্টার, এম্ ডি কন্ওয়ে, জে ডবলিউ, কুম্ব, টি হণ্ট, প্রোফেসর ব্রানেণ্ড; সার জেম্‌স্ ক্লার্ক লরেন্স, বর্ট এম্ পি, এডুইন লরেন্স এস্কোয়ার এল্ এল্ ডি, এইচ এস্ বিক্‌নেল এস্কোয়ার, জেম্‌স্ হপগুড এস্কোয়ার; ডেবিড মার্টিনো, এস্কোয়ার, জে টি প্রেস্টন্ এস্কোয়ার, এস্ এম্ টেলার এস্কোয়ার, ডবলিউ এন্ গ্রীন্ এস্কোয়ার,আণ্ডারম্যান্ রেস্তই এস্কোয়ার,(ব্রিটিষ ও ফরেণস্কুল সোসাইটির সেক্রেটরি) জর্জ্জ ক্রুইকশ্যাঙ্ক এস্কোয়ার. জন রবার্ট টেলর এস্কোয়ার, রিচার্ড কীটিং এস্কোয়ার; জে টি হার্ট স্কোয়ার, ডবলিউ শায়েন এস্কোয়ার; জে ই মেস্ এস্কোয়ার, জে ফেটওয়েল এস্কোয়ার,আলফ্রেড প্রেস্টন এস্কোয়ার; জর্জ্জ হিক্‌সন স্কোয়ার, জে ট্রুপ এস্কোয়ার, জে এম্ ড্রেক এস্কোয়ার, ই কেন্সেল এস্কোয়ার; জে হিল্টেন এস্কোয়ার ইত্যাদি।

সভাপতি উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আমরা আজ সন্ধ্যার সময় কেশবচন্দ্রের বিদায়কালে শুভকামনা প্রকাশ করিবার জন্য মিলিত হইয়াছি। এ দেশের যত গুলি খ্রীষ্টসম্প্রদায়

আছে, তাহার প্রতিনিধিগণ কেশবচন্দ্রের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন জন্য সমাগত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমি নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। বিগত আগষ্ট মাসের "কণ্টেম্পোরারি রিবিউয়ে" রেবারেণ্ড ডবলিউ এইচ্ ফি্ম্যাণ্টল" "ব্রাহ্মসমাজ এবং ভারতবর্ষের ধর্ম্মসম্পর্কে ভবিষ্যৎ" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি খ্রীষ্টানদিগকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, ব্রাহ্মদের যে সকল বিষয়ে ন্যূনতা আছে সে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা না করিয়া সেই সকল বিষয় আলোচনা করা উচিত, যাহা তাঁহারা সত্য বলিয়া ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা যাহা ধারণ করিয়াছেন তাহা ক্ষীণ মুষ্টিতে ধারণ করেন নাই। যদিও মেস্তর সেন (কেশবচন্দ্র) সকল বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত নন, তথাপি আমাদের সকলের যিনি পিতা তাঁহার তিনি পূজা করিয়া থাকেন; এবং আমরা জানি যে, তাঁহার পরিশ্রম স্বদেশে অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। অপিচ আমরা আশা করি যে, তাঁহার স্বদেশীয় লোকদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ মত বিস্তার হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে ভারতের দূরতম বিভাগে তাঁহার অনুগামিগণকে প্রেরণ দ্বারা তাঁহার পরিশ্রম আরও ফল বহন করিবে। আমরা খ্রীষ্টান, আমাদের আশা এই যে, আমাদের পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁহাদের পরিশ্রমের দিন দিন মিল হইবে। তাঁহাদের সকল মতে আমরা অনুমোদন করি আর না করি, ভারতে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত আছে, সেই পৌত্তলিকতা আর সকলের পিতা ঈশ্বরের ভাব, এ দুইয়ের সমূহ পার্থক্য।

ইংলণ্ডে আসিয়া কেশবচন্দ্র কি কি কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার এই সংক্ষেপ বৃত্তান্ত রেবারেণ্ড আর স্পিয়ার্স পাঠ করিলেন,—এই গৃহে অভ্যর্থনার পর কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের চতুর্দ্দশটি প্রধান নগরে গমন করিয়াছেন, এবং বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়াছেন। বাপ্তিষ্ট, কন্‌গ্রিগেশনাল এবং ইউনিটেরিয়ান্ চ্যাপেলে তিনি উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। চল্লিশটি নগর হইতে তাঁহার নিকটে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল, কিন্তু সে সকল স্থানে যাইতে পারেন নাই। শান্তিসভা, মিতাচারের সভা, উদ্ধরণালয়, দীনদরিদ্রগণের সম্মিলন, চিকিৎসা, সাহিত্য, ও দর্শন শিক্ষার স্থানে এবং বরোরোড ব্রিটিষ আণ্ড ফরেণ স্কুলে' এবং অপরাপর স্থানে 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য' এবং স্ত্রী শিক্ষাবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। লণ্ডনের পূর্ব্বদিকস্থ

দরিদ্র উপাসকমণ্ডলীকে উপদেশ দিয়াছেন। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে আগমনের পর হইতে সত্তরটী প্রকাশ্য সভায় চল্লিশ সহস্রের অধিকসংখ্যক লোকের নিকটে বলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক গুলি সভাতে তিনি গমন করিয়াছেন এবং কিছু কিছু বলিয়াছেন, এবং রাজকীয় প্রধান প্রধান লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সমবিশ্বাসিগণের যে কোন একটি বিশেষ অভাব আছে তাহা নিবারণ জন্য আলাপ করিয়াছেন, এবং সে অভাব শীঘ্রই বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা।

জার্ম্মাণ দেশীয়গণের যাজক রেবারেণ্ড ডাক্তার কাপেল বলিলেন যে, জার্ম্মাণির খ্রীষ্টানগণ কেশবচন্দ্রের কার্য্যের সাফল্য জন্য নিতান্ত সমুৎসুক, এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকটে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা জানেন যে, এ কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহাকে বিবিধ পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইবে, এবং তজ্জন্য উৎসাহ ও চরিত্রের সুকোমলতা উভয়েরই প্রয়োজন। একজন মানুষে এ দুই ভাব একত্র সংযুক্ত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কেশবচন্দ্রের মুখে তাঁহারা যাহা শুনিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি লুথারের ভাবে কার্য্য করিয়া তাঁহার দেশের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

রেবারেণ্ড প্রোফেসর প্লম্পটর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন যে, ব্রাহ্মণগণের হৃদয় হইতে শত শত বর্ষ হইল আলোকের জন্য যে প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছে, তাহা কেশবচন্দ্রে পূর্ণ হইয়াছে। এ কিছু সামান্য বিষয় নহে যে, যে দেশের প্রাচীন ধর্ম্মগুলি ক্ষয় পাইয়াছে, এবং এখন কতকগুলি শুষ্ক জীবনশূন্য অস্থিমাত্র অবশেষ আছে, যদিও কোথাও কিছু জীবনের লক্ষণ দেখা যায়, সে কেবল পচাইবার প্রক্রিয়ামাত্র; সে দেশে আজ উচ্চতর দেবনিশ্বসিত প্রবিষ্ট হইয়া জীবনসঞ্চার করিয়াছে, অস্থির সহিত অস্থি সংযুক্ত হইয়া পুনরায় একটি জীবন্ত দেহ গঠন করিয়া তুলিয়াছে। কেশবচন্দ্র যে সংস্কারের কার্য্যে প্রবৃত্ত তৎসম্বন্ধে আশ্বস্ততা উপস্থিত হইবার কারণ এই যে, রহস্যবাদোচিত ভাবাধিক্যে অথবা মুসলমানধর্ম্মের মত কেবল পৌত্তলিকতার প্রতিবাদে পর্য্যবসন্ন হয় নাই, উহা দেশীয় সর্ব্বপ্রকারের সামাজিক অকল্যাণের বিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে প্রকৃষ্ট পূজাপদ্ধতি ছিল, কালে উহা বিকারগ্রস্ত

হইয়া বিবিধ কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, মানবজাতির একত্ব ও ভ্রাতৃত্ব দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে; যে সকল ভেদ কেবলমাত্র সাময়িক ছিল সে গুলি স্থায়ী অন্তর্ব্যবস্থান হইয়া পড়িয়াছে। এই সকলের প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে, যে সকল সত্য অস্বীকৃত হইয়াছে, সে সকলের পুনর্ঘোষণা অনিবার্য্য এবং তাহা হইতে কল্যাণ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ভারতের ইতিহাসে এই সকল অকল্যাণের বিরোধে একবার বিলক্ষণ প্রবলতর প্রতিবাদ হইয়াছিল। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তার ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাক্যমুনির উপাখ্যানের সদৃশ আর কিছু নাই, কেননা তিনি ধন সম্পদ্ ক্ষমতা রাজ্যাভিমান এই জন্য দূরে পরিহার করিয়াছিলেন যে, মানবজাতির অতি নীচতম ব্যক্তিকেও তিনি ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বল এই ভ্রাতৃত্বে, কিন্তু এই স্থলে উহার দুর্ব্বলতা যে, সকল মনুষ্যই জরা মৃত্যু রোগ শোকের অধীন, এই মূলোপরি ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। সে দেশের ধর্ম্ম যে পুনরায় প্রবল হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম যে অকল্যাণের বিরোধ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার নিবারণে সমর্থ হয় নাই, তাহার কারণ এই। বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শ আনিয়া উপস্থিত করিল, অথচ পৃথিবী উহাকে জীবনে পরিণত করিতে পারিল না, সর্ব্বথা উচ্ছেদই মানবের দুঃখনিবৃত্তি মনে করিয়া উহারই জন্য ব্যাকুল হইল। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং তাঁহার সহিত মিলনজনিত ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা না দিয়া দুঃখের একতাতে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করাতে বৌদ্ধধর্ম্ম কিছু করিতে পারিল না। মানবসাধারণ রোগ শোকাদিকে মূল করা অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজ যে মূল নির্দ্দেশ করেন তাহা উচ্চ। ব্রাহ্মসমাজ মানবাত্মার উপরে যে ভগবানের আলোকপ্রবাহ নিপতিত হয় তাহা স্বীকার করেন, এবং সকল মনুষ্যই এমন কি সেও ঈশ্বরোন্মুখীন হইতে পারে যে (বাইবেলোক্ত অমিতাচারী সন্তানের ন্যায়) দূর দেশে গমন করিয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে, সেও বলিতে পারে "আমি উঠি, উঠিয়া পিতার নিকটে গমন করি'—এই সত্যোপরি আপনাকে স্থাপন করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের কার্য্যে আশা করিবার আরও একটি কারণ আছে, সে কারণ সারল্য ও উৎসাহ। প্রকাণ্ড অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে গিয়া প্রাণ না দিয়া তাহাতে কৃতার্থতা কখন হয় না। এ প্রাণদান অমিদাহাদি না হইয়া

আত্মীয় স্বজন যাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসা যায় সম্মান করা যায় তাঁহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ হইতে পারে। কেশবচন্দ্র যাঁহাদের নেতা, তাঁহাদিগকে এ সকল পরীক্ষায় অবশ্য নিপতিত হইতে হইয়াছে; এ সকল পরীক্ষায় তাঁহারা সমুদায় পৃথিবীর খ্রীষ্টানগণের সহানুভূতি লাভ করিবেন, এবং তিনি আশা করেন, ইংরেজজাতি ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন। রেবারেণ্ড ডবলিউ ব্রুক মনে করেন যে, কেশবচন্দ্র ঠিক সময়ে এদেশে আগমন করিয়াছেন, কেন না ১৮৭০ সন ইউরোপীয় জাতিকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার আগমনে ইংলণ্ডবাসিগণ তাঁহার স্বাগতসম্ভাষণ করিয়াছেন, এবং এখন হইতে তাঁহারা তাঁহার কার্য্যে সমধিক ঔৎসুক্য প্রদর্শন ও তাঁহার কৃতার্থতার জন্য আশা ও প্রার্থনা করিবেন।

রেবারেণ্ড এইচ্ আযারসন্ এই ভাবে বলিলেন,—চর্চ্চম্যান্ ও ডিসেণ্টার হাই চর্চ্চম্যান ও লো চর্চ্চম্যান্ ইঁহাদিগের মধ্যে কি প্রভেদ কেশবচন্দ্র এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে অবশ্য জানিতেন, হয়তো ব্রডচর্চ্চ শব্দের অর্থ কি তাহাও অবগত ছিলেন, কিন্তু এ কথা জানিতেন না যে, যত গুলিসম্প্রদায় আছে, সকলের মধ্যেই হাইচর্চ্চ, লোচর্চ্চ ও ব্রডচর্চ্চ, এ প্রভেদ আছে। তিনি আশা করেন যে, যদিও অন্য লোকের ইহাতে আশঙ্কা উপস্থিত হয়, কেশবচন্দ্র এ বিষয় নূতন জানিতে পাইয়া সুখী হইবেন। তিনি সেই সকল বিভিন্ন মতের লোককে সম্মুখাসম্মুখীন অভ্যর্থনা করিতে পারিতেছেন,তিনিই যাঁহাদিগের একত্র হইবার পক্ষে উপায় হইয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহার মত লোকের সন্নিধান বিনা পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া থাকেন। ইংরেজ জাতির দোষ এই যে, তাঁহারা আপনার আপনার দলে বদ্ধ থাকেন, কোন এক জন মানুষকে তাঁহারা সাধু বলিয়া জানিতে পারিলেও তাঁহাদের অন্তরে এই প্রশ্ন থাকে 'ইনি কোন্ চর্চ্চের লোক।' যাঁহাদের হৃদয় খ্রীষ্টকে ভাল বাসে, যাঁহারা একই জীবন্ত ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, যাঁহারা সমভাবে মনুষ্যজাতিমাত্রের মঙ্গল চান, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা বশতঃ একত্র না হইয়া অনেক দিন হইল ভিন্ন হইয়া আছেন। যখন কেশবচন্দ্র প্রথমে এদেশে আসেন তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একত্র মিলিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার মতামত প্রকাশ পায় নাই। তিনি তাঁহার মতামত সকল প্রকাশ করিয়া

বলিয়াছেন, এখন তাঁহার বিদায়কালে যাঁহারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, যাঁহারা প্রথম অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অপেক্ষা পাকশংগুণে আপনাদিগকে দোষভাজন করিতেছেন। বিদেশ হইতে যত ব্যক্তি এ দেশে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে একজনও কেশবচন্দ্রের মত সারল্য প্রকাশ করেন নাই, কেন না তিনি যাহা, তাহার বিপরীত বা কিছু লোকে বোঝে, এজন্য সর্ব্বদা যত্ন সহকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার সময় চলিয়া যাইতেছে। দৈবাৎ বা সামাজিক কারণে যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন, সে সম্প্রদায়ে আর তিনি বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি আশা করেন যে, এখানে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে সাম্প্রদায়িক ভাব ভুলিয়া যাইবেন, এবং একজন খ্রীষ্টান, ঈশ্বরভীরু, সত্যানুরাগী ব্যক্তিকে—তিনি যে কোন নামেই কেন পরিচিত হউন না—ভাই বলিয়া ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া স্বাগতসম্ভাষণ করিবেন। ইহা হইলে কেশবচন্দ্র এ দেশ হইতে এই ভাব লইয়া যাইতে পারেন যে, ইংলণ্ড ও ভারত উভয়ের পক্ষেই আশা আছে।

পৃথিবীর সভ্যতাবর্দ্ধনে বাইবেলের মধ্যে উচ্চতম না হউক উচ্চতর শক্তি বিদ্যমান, কেশবচন্দ্র এ কথা স্বীকার করাতে রেবারেণ্ড জি মর্ফি আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বিবিধ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, কেশবচন্দ্রের সর্ব্ববিধ মতে তাঁহারা সকলে সায় দিতেছেন। এতদ্দ্বারা কেবল এই প্রকাশ পাইতেছে যে, তাঁহার এবং তাঁহার সহসাধকগণের নিকট ঈশ্বর যত দূর সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়তা সহকারে তাহার অনুবর্ত্তন করুন। চর্চ্চের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, ইহাতে তাহার আহ্লাদ, কেন না ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইলেই পরস্পরের প্রতি নির্দ্দয় হইবার কোন কারণ নাই। ভিন্নতা তখনই নিতান্ত দূষণীয় হয়, যখন মানুষ ভ্রাতৃবর্গকে এই কথা বলে, "সরিয়া যাও, কেন না আমরা তোমাদের অপেক্ষায় পবিত্র।" তিনি যখন একজন কঙ্গ্রেগেশনালিষ্ট, তখন তাঁহাকে ইহা বিশ্বাস করিতেই হইবে যে, প্রতিমানুষ আপনি সত্যান্বেষণ করিবেন, এবং সে সত্য কত দূর অনুসরণ করিলেন তজ্জন্য তিনি আপনি ঈশ্বরের নিকটে দায়ী, অপরের জন্য দায়ী নহেন। মিতাচারের পক্ষ হইতে তিনি

কেশবচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিতেছেন। রেবারেণ্ড ডসন বরন্স বলিলেন, এ দেশে যাঁহারা অমিতাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, তদ্বিরুদ্ধে রাজবিধি চাহিতেছেন, কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। পারিসের প্রোফেসর আলবাইটস্ আপনাকে "সোসাইটি অব ফ্রিকনৃশেন্স আণ্ড প্রোগ্রেসিব থিজমের" (স্বাধীন বিবেক এবং উন্নতিশীল ব্রহ্মবাদের সমাজের) প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিয়া এবং ঐ সভার মূলতত্ত্বগুলি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া বলিলেন, তিনি ঔৎসুক্যসহকারে কেশবচন্দ্রের সংস্কার-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং তাঁহার কার্য্যে তিনি প্রভূত উৎসাহ উপলব্ধ করেন। মিস্ ফেথফুল মহিলাগণের পক্ষ হইয়া এই বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন যে, কেশবচন্দ্র নারীগণের শিক্ষার জন্য নিতান্ত উৎসুক। ভারতে এ কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক প্রকার বিঘ্নে পড়িতে হইবে, কিন্তু ইংলণ্ডের মহিলাগণ কেশবচন্দ্রের এ বিষয়ে যত্নের আদর বুঝেন এবং তাহাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, নারীগণের উন্নতিসাধনে পুরুষগণ যত্ন করিলে শীঘ্র তাহাদিগের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়। কেন না,

"নারীর যে পক্ষ সেই পুরুষের, সম
উঠে পড়ে, বামন বা দেব, বদ্ধ মুক্ত।"

শ্রোতৃবর্গ কেশবচন্দ্রের প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া রেবারেণ্ড আয়ারসনের বক্তৃতামধ্যে যে উদ্ঘাত ছিল, তদনুসারে ইংলণ্ডসম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে তিনি প্রস্তুত, এইরূপ কহিয়া যাহা বলেন তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে;— তিনি আজ ছয় মাস হইল ইংলণ্ডে আসিয়াছেন, ইতিমধ্যে তিনি নিজ সামর্থ্যানুসারে এদেশের বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন; অনেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সভায় গতায়াত করিয়াছেন, এবং সর্ব্বত্র এদেশীয়গণের যাহাতে ভারতের প্রতি যত্ন হয় তজ্জন্য যত্ন করিয়াছেন। গভীর বিষয়ে বলিবার পূর্ব্বে বাহিরের বিষয় দেখিয়া তাহার কি প্রকার ভাব হইয়াছে, তিনি প্রথমতঃ তাহাই বলিতে উদ্যত। সর্ব্বপ্রথমে লণ্ডনে বিপণিগুলি এমনি করিয়া সাজান, এবং যেখানে সেখানে এত বিপণি যে, মনে হয় এখানে বিপণি বিনা আর কিছু নাই। এ নগরটি যেন পণ্যবিক্রেতৃগণের নগরী। তাঁহার মনে হইয়াছে, যদি সকলেই

পণ্যবিক্রেতা হয়, পণ্যগ্রহীতা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্র কেবল বিজ্ঞাপন, কেবল হ্যাণ্ডবিল। গাড়ীতে চড়িতে গেলে যেন মনে হয় ডেলি টেলিগ্রাফে বা ইকোতে (সংবাদপত্রে) চড়িতেছি। এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে যাইতে হইলে ষ্টেশনের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেবল বিজ্ঞাপনের বনের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে হয়। তাঁহার মনে হয়, ভবিষ্যতে যত জন নর বা নারী পথ দিয়া গতায়াত করিবেন, তাঁহাদের কপালে এক এক খানি বিজ্ঞাপন লাগাইয়া দেওয়া হইবে। তৃতীয়তঃ—কেবল কাজ কেবল কাজ। 'জনবুলের' (ইংরেজগণের) সমুদায় জীবন দক্ষিণ হস্তে নিবিষ্ট। ইঁহারা যেন মানুষ নন, এক একখানি যন্ত্র, বিশ্রাম নাই, নিত্যকাল কাজ করিবার জন্য সৃষ্ট। যেখানে সেখানে, এখানে ওখানে হ্যাম্‌লেটের ভূতের মত কেবল সর্ব্বদা ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন। ইংরেজদের ভোজনের বিষয় তিনি কিছু বলিতে চান। যখন তাঁহারা ভোজনের জন্য একত্র মিলিত হন, তখন মনে হয় যেন তাঁহারা শিকার করিতে আসিয়াছেন। আর তাঁহার এ মনের ভাব ঠিক এই জন্য যে, কি জানি বা কোন বিপদ্ ঘটে এই ভয়ে মহিলাগণ এক এক জন ভদ্র লোকের আশ্রয় না লইয়া ভোজনস্থলে প্রবেশ করেন না। তাঁহাদের আহারের টেবিলে আকাশের পাখী, বনের জন্তু, সমুদ্রের মৎস্য একত্র জড় হইয়াছে; আর তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহারা কাঁটা, চামচ ও ছুরীতে সজ্জিত হইয়া গমন করেন। তাঁহার উদ্বেগ, এমন কি ভয় হয়, যখন তিনি দেখেন টেবিলের পাখী ও জন্তুগুলি যেন আবার জীবিত হইয়া উঠিতে প্রস্তুত। এ পরিমাণে ক্রমান্বয়ে চলিলে শেষে এক জনের আর এক জনের নিকটে বসিতে ভয় হইবে। যখন টেবিলের উপরে অগ্নিপক্ব ইংরেজী গোমাংস তিনি দেখেন, তখন তাঁহার হাড়ের উপরে মাংস জির জির করিতে থাকে। সর্ব্বশেষে এদেশের নারীজাতির পরিচ্ছদসম্বন্ধে তিনি দুএকটী কথা বলিতে চান। একালের মেয়েরা এক প্রকারের বিশেষ জীব। তিনি আশা করেন যে,তাঁহারা ভারতে গিয়া উপস্থিত হইবেন না। তিনি দুটি বিষয়ে আপত্তি করেন,মাথা আর নেজা। একালে নারীগণের অধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত। তিনি কি গম্ভীরভাবে এ প্রশ্ন উপস্থিত করিতে পারেন না, পুরুষের চেয়ে নারীর

অধিক স্থান অধিকার করা উচিত নয়? এ কথা সত্য যে, সভা দেশে এক জন পাশ্চাত্য মহিলা পাঁচ জন পুরুষের স্থান অধিকার করেন। নারীজাতির সুবিচার থাকা উচিত। এখন মাথার কথা। ইংলণ্ড এবং ইয়ুরোপীয় মহিলাগণের মাথার চুল ভারতের নারীগণের মাথার চুল অপেক্ষা লম্বা মনে হয়; কিন্তু তিনি শুনিয়াছেন, মাথার পেছনে যে প্রকাণ্ড খোপা আছে তার ভিতরে কিছু লুকান আছে, পরীক্ষা করিলে উহা পরীক্ষা বহন করিতে পারিবে না। তিনি আশা করেন যে, বর্ত্তমান সময়ের বুদ্ধিমতী মহিলারা ভবিষ্যতে মস্তিষ্ক যাহাতে উর্ব্বর হয় তৎসম্বন্ধে অধিক মনোযোগ দিবেন। এখন গভীর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিলেন, এ নগরের দরিদ্রতার আধিক্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। লণ্ডনের ভিক্ষুকগণকে দেখিলে বড়ই ক্লেশ হয়। এখানে শরীর মন আত্মার দুর্গতির মূল এক অমিতাচার। আর একটি বিষয়ে তাঁহার বড় ক্লেশ হইয়াছে, তিনি কখন মনে করেন নাই, এ দেশে জাতিভেদ দেখিতে পাইবেন। এখানকার ধনীরা ব্রাহ্মণ, আর দরিদ্রেরা শূদ্র। পরিত্যক্ত নবজাত শিশুর রক্ষণস্থান, আর পরিণয়াঙ্গীকারভঙ্গের বিবরণ মধ্যে মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রে বাহির হয়, এই সকল বিবরণ তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে এ দুইটি বিষয়ে বড়ই ক্লেশ দিয়াছে যে, দেশীয় শাসনকর্ত্তৃপক্ষ অন্যায় বিধি প্রচার দ্বারা অমিতাচার ও বেশ্যাবৃত্তির পুষ্টিপোষণ করিয়াছেন। এই সকল দোষ তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে, তিনি ইচ্ছা করেন যে, এই সকল দোষ শীঘ্র সংশোধিত হয়। অন্য দিকে লণ্ডনের দয়ার কার্য্য দেখিয়া তিনি প্রশংসাবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন না। লণ্ডনের দাতব্যে বৎসরে তিন কোটী মুদ্রার অধিক আয় হয়। নিশ্চয় খ্রীষ্টধর্ম্মের ফল। লণ্ডনে এক দিকে যেমন এমন অকল্যাণ আছে, যাহার তুলনা অন্যত্র নাই, তেমনি আর এক দিকে সেই অসহায়াবস্থা দূর করিবার উপায়ও আছে। ইংলণ্ডের একটি অন্তর্ব্যবস্থানে তাঁহার চিত্ত বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছে, সেটি গৃহ। ইংরেজগণের গৃহে যেমন এক দিকে স্নেহ মমতা আছে, অন্য দিকে আবার উচ্চতম ধর্ম্ম ও নীতির শাসন আছে। প্রতিদিনের গৃহকার্য্যের সঙ্গে প্রার্থনা ও উপাসনার ভাব মিশিয়া রহিয়াছে, ইটিতে ঠিক খ্রীষ্টের ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

ইংরেজ শিশুগণের উজ্জ্বল প্রীতিপূর্ণ মুখশ্রী তাঁহার চিত্তে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, এবং অনেক বার তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, এমন শিশুরা যেখানে বাস করে সে গৃহ সুখের গৃহ। ইংরেজগণের প্রকাশ্যে মতপ্রকাশের শক্তি অতি প্রবল, এতদ্দ্বারা অনেক অকল্যাণ বিনষ্ট হইয়াছে। দাতব্য, গৃহ ও প্রকাশ্যে মত প্রকাশ, এই তিনটি ভাবতে যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয় তজ্জন্য ইনি ইংরেজগণের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। অনেক ইংরেজ ভারতে গিয়া বাস করিতেছেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে দাতব্যাদির উন্নতি হয় নাই। তিনি আশা করেন যে, সাধারণের শিক্ষা, শোধনালয়, স্বাস্থ্যবর্দ্ধনসমিতি, দরিদ্রশ্রমজীবিগৃহ অন্ধবধিরগণের বিদ্যালয় এবং অন্যান্য অন্তর্ব্ব্যবস্থান সে দেশে স্থাপিত হইবে। তিনি ভারতের জন্য যেখানেই কিছু বলিয়াছেন, সেখানেই সহানুভূতি পাইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইংরেজেরা সে দেশের অবস্থা জানেন না, যদি জানিতেন সে দেশের অকল্যাণ নিবারণ জন্য অবশ্য উদ্বিগ্ন হইতেন। সংক্ষেপতঃ তিনি ভারতের জন্য এই কয়েক বিষয় চান—সাধারণ লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা, নারীগণের উন্নতিবর্দ্ধন, মদ্য ও অহিফেনের বাণিজ্য সঙ্কোচ, দাতব্যপ্রচলন, বিবাহবিধিসংশোধন। ইংলণ্ডের ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাঁহাকে বলিতে হয়, উহাতে তিনটি সুমহান্ দোষ বিদ্যমান (১) সাম্প্রদায়িকতা, (২) ক্ষুদ্রতা (৩) অপ্রশস্ততা জীবনজল সাম্প্রদায়িকতারূপ অবরোধে অবরুদ্ধ হইয়া পরিমাণে অল্প হইয়া গিয়াছে, উহার আর তেমন গভীরতা নাই। খ্রীষ্টানসম্প্রদায় দিন দিন অতি সঙ্কুচিত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, এত সঙ্কুচিত যে, প্রশস্ত মানব-হৃদয় ও আত্মার তাহাতে স্থান হয় না। এ দেশের লোক অনুগ্রহবাক্যে তাঁহার দেশের উল্লেখ করেন, ইহা শুনিয়া তাঁহার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে। সেদেশের গঙ্গার তুলনায় এখানকার টেম্‌স নদী একটী সামান্য খাল, হিমালয়ের তুলনায় এখানকার পাহাড়গুলি বল্মীকোচ্চয়, এখানকার ঘরগুলি অতি ছোট ছোট, আত্মার ঘর তদপেক্ষায় আরও ছোট। ঈশ্বরের গৃহ সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি একটি সামান্য কুটীর হইয়াছে। মতভেদ অনিবার্য্য; যেখানে সবল মতভেদ নাই সেখানে স্রোতোবরোধ ও জীবন-হীনতা উপস্থিত। যেখানে জীবন আছে, সেখানে অনৈক্য ঘটিবেই, ইহার

বিরোধে তাঁহার কিছু বলিবার নাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হিংসা,—যাহা খ্রীষ্টধর্ম্মোচিত নহে—তাহারই তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। কাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট, ট্রিনিটেরিয়ান্ এবং ইউনিটেরিয়ান্, সকল সম্প্রদায় এক ভূমিতে একত্র মিলিত হইয়া থাকিবেন, খ্রীষ্ট ইহাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা যদি এক জন আর এক জনকে ভালবাস, তাহা হইলে লোকে এতদ্দ্বারা জানিবে যে, তোমারা আমার শিষ্য।" এরূপ ভাব তাঁহাদিগের ভিতরে নাই বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেছেন, কিন্তু ভবিষ্যতেব জন্য তাঁহার আশা আছে। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজদিগের খ্রীষ্টানধর্ম্ম অতি কঠোর, উহার মধ্যে কোমলতা নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে এই খ্রীষ্টানধর্ম্ম অন্য জাতিকে নিষ্পেষণ করিবার নিমিত্ত সহস্র সহস্র লোককে বধ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ ইংলণ্ডের খ্রীষ্টধর্ম্ম আধ্যাত্মিক নহে জড়ভাবপ্রধান। অত্রত্য খ্রীষ্টানগণ বাহ্যস্পর্শযোগ্য বিষয় চান, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্তররাজ্য দর্শনে তাঁহাবা নিরত নন। যেমন বাহ্য জীবন আছে তেমনি অধ্যাত্ম জীবন আছে, বলিতে পারা যায়,আত্মাবও চক্ষু, কর্ণ ও হস্ত আছে। যদি ঈশ্বরকে পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে ভাবেতে ও সত্যেতে তাঁহার পূজা করা উচিত। ইংরেজগণ সজনতার ভিতরে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরেব সঙ্গে যোগসাধনজন্য নির্জ্জন গিরিশিখরে কেন আরোহণ করেন না? বাহ্যানুষ্ঠান ও মতাদিব ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিবাব প্রবৃত্তি তাঁহাদের প্রবল, অধ্যাত্ম অন্তর্দৃষ্টি অতি অল্পই আছে। মতগুলির সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তর্ক বিতর্কের ভিতরে প্রবেশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ ত্রিত্ববাদ। ত্রিত্ব সকলেই স্বীকাব করেন, কিন্তু একত্ব এখনও বুঝিবার অবশিষ্ট আছে। ইহা বোঝা কি কঠিন? কখনই নহে। য়িহুদিগণ ঈশ্বরের একত্ব বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মানুষ ঈশ্বরের দিকে যাইবার পথ চাহিয়াছিল; কেবল ঈশ্বরকে পূজা করা নহে, মানুষের জীবনে সাধুতা, দেবভাব, ঈশ্বরের সত্য ও প্রেম অবতীর্ণ দেখিতে তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, এবং যথাসময়ে পুত্রের সমাগম হইল। খ্রীষ্টরাজ্য খ্রীষ্টকে যথার্থ ভাবে গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাকে ঈশ্বর করিয়াও তাঁহাকে যথার্থ সম্মান দিতে পারেন নাই। তাঁহার যথার্থ সম্মাননা কি? প্রত্যেক অনুগামীর তিনি রক্ত মাংস হই-

বেন। খ্রীষ্টের উপযুক্ত হইবার জন্য প্রত্যেক মানুষকে খ্রীষ্টের মত হইতে হইবে। খ্রীষ্ট, যাইবার বেলা বলিয়া গেলেন, আমি না গেলে পবিত্রাত্মা আসিবেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজও পবিত্রাত্মা আসিলেন না। য়িহুদিগণ প্রকৃতিতে ঈশ্বরকে দেখিলেন, খ্রীষ্টানগণ, খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরকে দেখিলেন, কিন্তু প্রতিব্যক্তির আত্মাতে ঈশ্বরকে না দেখিলে পিতা পুত্রেতে এবং পুত্র পিতাতে লুকাইয়া পড়িবেন। খ্রীষ্টানগণ কি পরমাত্মরূপে ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, পরমাত্মরূপে তাঁহার পূজা করিয়াছেন? মানুষের আকার বিনা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায় না, পরিশেষে খ্রীষ্টানগণ কি এই কথা বলিবেন? ঈশ্বর করুন এরূপ না হয়। ঈশ্বরকে পরমাত্মরূপে অনুভব করা যায় ইহা তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে জানা যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টকে জানা যায়। পৃথিবী অবতারের পূজা করিতে গিয়া এক ঈশ্বরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। ফলতঃ সত্য মঙ্গল ভাবাদি সকলই ঈশ্বরের। যেখানে সত্য ও মঙ্গল ভাব আছে সেখানে ঈশ্বর বিরাজমান। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের দাস; ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সকল মনুষ্যের সেই ভাবের একত্ব অনুভব করা লক্ষ্য, যে ভাবে সমুদায় সত্য ও মঙ্গলের প্রকাশ বলিয়া অনুভূত হয়। পবিত্রতা, সত্য, প্রীতি, আত্ম-সমর্পণ, ইহাই খ্রীষ্টধর্ম্ম। যে কোন ব্যক্তিতে এই সকল আছে, তিনি খ্রীষ্টের প্রতি যথার্থ ভাবাপন্ন। খ্রীষ্ট কোন ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষী নহেন। দেব-নিশ্বসিত, অপৌরুষেয় বাক্য ও পরিত্রাণ পবিত্রাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত। এই পবিত্রাত্মা না আসিলে ঈশ্বরকে যথার্থ ভাবে পূজা করা যাইতে পারে না, খ্রীষ্টকে সম্মান করা যায় না। তিনি বিশ্বাস করেন, মানবের ভিতরে সত্য ভাবই খ্রীষ্ট-ভাব। খ্রীষ্ট ঈশ্বর নহেন, খ্রীষ্ট ঈশ্বরকে ব্যক্ত করেন। তিনি আর এক জন ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের সেই ভাব যে ভাব মানুষের হৃদয়ের ভিতরে কার্য্য করে। খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরকে নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য ইংলণ্ডে দুইটী মহতী শক্তি কার্য্য করিতেছে, একটী ব্রড চর্চ্চ, আর একটী ডিসেণ্টারগণ। ব্রড চার্চ্চ হৃদয়কে প্রশস্ত করিতেছে, ডিসেণ্টারগণ মতগুলির প্রশস্ত অর্থপ্রদানে প্রবৃত্ত। ইংলণ্ডে তাঁহার আশার এই ফল হইয়াছে যে, তিনি ভারতবাসী হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, ভারতবাসী থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি ব্রাহ্ম হইয়া

এখানে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি দেশকে আরও অধিক ভাল বাসিতে শিক্ষা করিলেন। ইংরেজগণের স্বদেশ-হিতৈষণা তাঁহার স্বদেশহিতৈষণাকে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে। তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই বিশ্বাস লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি এমন একটি সত্য গ্রহণ করেন নাই, যাহা ঈশ্বর অগ্রে তাঁহার অন্তরে প্রকাশ না করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন তত্ত্ব নহে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের প্রভাব তিনি আত্মস্থ করিতে যত্ন করিয়াছেন। তিনি সকল খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের পদতলে বসিয়া তাঁহাদিগের সেই সমুদায় জীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে দৃষ্টান্ত তাঁহাকে এবং তাঁহার দেশকে পবিত্র করিবে, আলোকিত করিবে। যেমন গঙ্গাতটে তেমনি টেম্‌স নদীর ধারে ঈশ্বরের সন্নিধানে তিনি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন; যেমন হিমালয়ে তেমনি লচ লমণ্ড এবং লচ্ কাট্রাইনের ধারস্থ পর্ব্বতসমূহদর্শনে তিনি গভীর যোগ সম্ভোগ করিয়াছেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই সেই এক ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন। যদি সর্ব্বত্র তিনি তাঁহাকে না দেখিতেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে জীবনধারণ ভয়াবহ হইত। মহারাজ্ঞী হইতে সামান্য লোক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। শত শত ভিন্নতা সত্ত্বেও সকল সম্প্রদায়ের লোকে তাঁহাকে ভাই বলিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকটে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে ভারতের প্রতি সুবিচার হইবে তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত-করিয়াছেন। তিনি চিরদিন মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার প্রতি ভক্তিমান্; তাঁহার দর্শন পাওয়া অবধি তৎপ্রতি তাঁহার অনুরাগ আরও গভীরতর হইয়াছে। এ সকল দয়া ও সহানুভূতির বিনিময়ে তিনি তাঁহাদিগকে কি অর্পণ করিতে পারেন? তৎপ্রতি যে স্নেহ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সমগ্র তিনি এখনও বলেন নাই। তিনি এদেশে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কেবল স্বাগতসম্ভাষণ দিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহাকে খাওয়াইয়াছেন, পরাইয়াছেন। এ সকল দয়ার জন্য তিনি তাঁহার পিতা এবং তাঁহাদের পিতাকে সমগ্র হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দান করিতেছেন। এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই কৃতজ্ঞতার

গুরুভার তিনি অধিকতর অনুভব করিতেছেন। এ সকল দয়া স্বীকারের বাহ্য নিদর্শন তিনি কি দেখাইবেন ? স্বর্ণ রৌপ্য তাঁহার নাই, ধনেতে যেমন দরিদ্র, জ্ঞানেতে তিনি তেমনি দরিদ্র। তিনি যখন এদেশে আসেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, তিনি ঈদৃশ সম্মান লাভ করিবেন। তিনি এ সকল সম্মানের উপযুক্ত নন। তাঁহাদের উদার সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় হইতে এ সকল সম্মান সমাগত হইয়াছে। তাঁহার সান্ত্বনা এই যে, তিনি বিনীতভাবে তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন। উহাই তাহার হৃদয়ের আহ্লাদ, এবং তাঁহারা তাঁহাকে যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা তাঁহাকে সৎকর্ম্মে উৎসাহ দান করিবে। তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে তিনি যে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছেন না, ইহাই তাঁহার দুঃখ। ভগবান্ হৃদয় দর্শন করিতেছেন, তিনিই উহা দেখিতেছেন। তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনা ও শুভকামনা বিনা তাঁহার আর কিছু দেবার নাই। তাঁহার ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহার নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উহাই তাঁহার মত, শাস্ত্র, ধন, সম্পৎ, আশা সান্ত্বনা, বল ও দুর্গ। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, এইটি তাঁহারা অনুভব করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবেন। উহা তাঁহাদের ধর্ম্ম, জীবন, আলোক, বল ও পরিত্রাণ হউক। তাঁহার ঈশ্বর অতি মধুর, তিনি তাঁহার মধুরতা তাঁহাদিগের নিকট প্রদর্শন করিবেন। এ দেশে অবস্থিতিকালে তিনি যে সকল অপরাধ করিয়াছেন তাহা বিস্মৃত হউন, ক্ষমা করুন। যদি তিনি তাঁহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিয়া না থাকেন, যেরূপ সম্মান করিতে হয় করিয়া না থাকেন, তাঁহাকে, তাঁহারা ক্ষমা করুন, কেন না তিনি তাঁহাদের দেশের রীতি নীতি জানেন না; যদি তিনি কখন উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, উহা অনভিজ্ঞতা হইতে ঘটিয়াছে, হৃদয়ের অভাব হইতে নহে। বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত। ইংলণ্ড হইতে তিনি যাইতেছেন, কিন্তু ইংলণ্ড তাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না। প্রিয় ইংলণ্ড, বিদায়, "তোমার সমুদায় ন্যূনতা সত্ত্বেও তোমায় আমি ভালবাসি।" সেক্সপিয়র ও নিউটনের দেশ, স্বাধীনতা ও দয়াশীলতার দেশ, বিদায়! যে দেশ কয়েক দিনের জন্য তাঁহার গৃহ ছিল, যেখানে ভ্রাতৃ

প্রেমের ভগিনীপ্রেমের মধুর আস্বাদ তিনি পাইয়াছেন,সেই এই কয়েক দিনের গৃহ, বিদায়! প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ ভগিনীবৃন্দ বিদায়!

আর জে সি লরেন্স বার্ট এম্ পি প্রস্তাব করিলেন, "আমাদের প্রসিদ্ধ অভ্যাগত ব্যক্তিকে আশ্বাস দান করিতেছি যে, তাঁহার গৃহ ও বন্ধুগণের নিকটে গমনের পন্থা শুভ হউক।" এই প্রস্তাবে সকলে সম্মতিদান করিলে সঙ্গীত হইল, কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিলেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা-ভঙ্গ হইল।

সাউদাম্পটনে বিদায়বাক্য।

১৭ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া সাউদাম্পটনে গমন করেন। এখান হইতে অষ্ট্রেলিয়া নামক বাষ্পতরীতে ভারতে গমন করিবার কথা। রেবারেণ্ড এডমণ্ড কেল সাউদাম্পটনের ইউনিটেরিয়ান্ চর্চ্চে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। এখানে অনেক ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত হন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে রেবারেণ্ড চারল্‌স উইলিয়মস্, এস্ মার্চ্চ, ডবলিউ হীটন, আর কেবেন, ডবলিউ এমারি, এস্ আলেক্‌জেণ্ডার (যিহুদিগণের উপদেষ্টা), ডাক্তর ওয়াটসন্, ডাক্তর হিয়ার্ণ, মেসরস্—ই ডিক্‌সন, চিপারফিল্ড, বার্লিং, ফিপার্ড, ষ্টীল, জি, এস্, কক্সওয়েল, ষ্টিবিন্স, প্রেষ্টন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

মেস্তর কেল কেশবচন্দ্রকে পরিচিত করিয়া দিলে তিনি এই মর্ম্মে বলিলেন,—তিনি একান্ত আহ্লাদিত হইলেন যে, সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া ইংরেজজাতিকে বিদায়সূচক কথা বলিতে তাঁহাকে তাঁহারা সুযোগ দিলেন। এই ছয়মাসকাল এখানে অবস্থান করিয়া তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি ও দয়া পাইয়াছেন: তিনি সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়াছেন। তিনি এই সমুদায় ব্যাপারে পূর্ব্বাপেক্ষা সবল হইয়া স্বদেশে গমন করিতেছেন। যদিও তিনি ভারতবাসী, তবু তিনি এখন সমুদায় পৃথিবীর লোক হইয়াছেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, যদিও তিনি তাঁহার দেশকে ভালবাসেন, তথাপি তিনি দেশে গিয়া সেখানে চরিত্র ও অন্তর্ব্যবস্থানে যে দোষ ও অপূর্ণতা আছে তাহা প্রদর্শন করিবেন, এবং যাহা অপর জাতির মহৎ পবিত্র এবং ভাল আছে তাহা গ্রহণ

করিবেন। ইংলণ্ড এবং ভারত রাজ্যসম্পর্কে যে প্রকার মিলিত হইয়াছেন তেমনি আধ্যাত্মিক, নৈতিক, এবং সামাজিকভাবে মিলিত হইতে পারেন, তাহারই জন্য যাহা কিছু ভাল তাহা সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। এই দুই জাতির যোগ স্বয়ং বিধাতাকর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে, এ দুই জাতিকে এক হইয়া যাইতে হইবে। ভারতের মন পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সত্য আলোক গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডের আত্মা ভারতের আত্মা—দুই জাতির হৃদয়—ঈশ্বরের গৌরববর্দ্ধনার্থ মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্বে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। এ দুইটিকে যে জীবনের প্রত্যক্ষ ব্যাপার করা যাইতে পারে সে বিষয়ে তাঁহার সংস্কার দৃঢ়তর হইয়াছে। যখন তিনি দেশে যাইবেন, তখন দেশীয় লোকদিগকে বলিতে পারিবেন যে. তিনি উত্থান অঙ্কুরোদ্গম দেখিয়া আসিয়াছেন: ইংলণ্ডের সহস্র সহস্র নরনারী ভারতের প্রতি যাহাতে সুবিচার হয়, তাহা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান। এই ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ইংলণ্ডকে ভারতের সহিত মিলিত হইতে হইবে। তাহাকে বলিতে দেওয়া হউক, পূর্ব্ব পশ্চিম দুই মিলিত না হইলে স্বর্গরাজ্য প্রত্যক্ষ হইবার নহে। এইরূপ কথিত হইয়াছে, এবং আমরা প্রতিদিন দৈবনিশ্বসিতযোগে শুনিতে পাইতেছি, পূর্ব্বপশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ একত্র স্বর্গরাজ্যে উপবেশন করিবে। চিন্তা, উৎকর্ষ, সামাজিক পবিত্রতা. এবং পারিবারিক মধুরতা পশ্চিমে আছে, কিন্তু উহা উন্নতি ও সভ্যতার অর্দ্ধভাগমাত্র। উৎসাহ, উদ্যম, দৃঢ় অধ্যবসায়, পরহিতসাধনে বিবিধ অনুষ্ঠান, ইচ্ছাশক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার পক্ষে বজ্রকল্প দাঢ্য এসকল দেখিয়া মন বিস্মিত হয়, কিন্তু ইহাই সকল নয়। যখন নিজ দেশের দিকে এবং প্রাচ্যবিভাগের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি গাঢ় অনুরাগ, নির্জ্জন চিন্তা, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা সহ গভীর যোগ, সংসার হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপসমূহে চিত্তাভিনিবেশ; সে দেশে হৃদয় এদেশে মন, সে দেশে আত্মা এ দেশে ইচ্ছাশক্তি, দেখিতে পান। যখন ঈশ্বরকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত, আত্মার সহিত, মনের সহিত এবং বলের সহিত ভাল বাসিতে হইবে, তখন চরিত্রের এ চারিটি উপাদান একত্র মিলিত করিতেই

হইবে। এদেশে বা সে দেশে যে হৃদয়াদি নাই, এ কথা তিনি কহিতেছেন না, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন প্রত্যেক জাতি সত্যের একাংশমাত্র বিশেষ-ভাবে প্রদর্শন করেন, এবং সে অংশসম্বন্ধে অতিবিশ্বস্ত। ইংলণ্ড সেই অংশ প্রদর্শন করে যাহাতে চরিত্রের বল, অভিপ্রায়সম্পাদনে উৎসাহ, বিবেকিত্ব, বদান্যভাব, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রকাশ করে, আর ভারত ও অন্য প্রাচ্য প্রদেশ যোগের মধুরতা, চরিত্রের মধুরতা, বিনম্র ভাব, এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ প্রদর্শন করে। ইংলণ্ড ও ভারত, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলিত হওয়া কি অনিবার্য্য নয়? জাতীয় বিমুক্তি, সার্ব্বভৌমিক পরিত্রাণ নিষ্পন্ন হইবার জন্য এক জাতির সত্য অপর জাতির অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে। বাণিজ্যসম্বন্ধে যেমন বিনিময় চলিতেছে, এতৎসম্বন্ধেও সেই প্রকার বিনিময় অনিবার্য্য। তিনি যাহা এখানে বলিতেছেন, দেশে গিয়াও তাহাই বলিবেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে একত্র হইতে হইবে, এইটি তাঁহার হৃদয়ের নিয়ামক ভাব, ঈশ্বর তাঁহাকে যে আলোক দিয়াছেন, তিনি সেই আলোকানুসারে তাঁহার ঈশ্বরের সেবা করিবেন। মতের ভিন্নতা আছে বলিয়া পরস্পরের বন্ধুতা হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করা কখন উচিত নহে। অতি মঙ্গলকর ভবিষ্যৎ সম্মুখে। তিনি ইংলণ্ডের চরণে নিপতিত হইয়া বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, যে দেশ ঈশ্বর তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, ঈশ্বরের পরিচালনায় ও নিশ্চিতে যথাশক্তি তিনি তাহার মঙ্গলসাধন করুন। তিনি ইংলণ্ডের বন্ধুগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন,—যাঁহারা তাঁহার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকটে তিনি বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভাই ভগিনী বিনা অন্য দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। এ দৃষ্টির নিকটে রাজ্যসম্পর্কীয় সম্বন্ধকিছুই নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে অধ্যাত্ম পরীক্ষায় পরীক্ষিত করিবেন। তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিতে, পরস্পরকে ভাল বাসিতে বলিতেছেন। কেশবচন্দ্র এই কথা কহিয়া শেষ করেন, "আপনারা কি আমায় ভাল বাসেন? আপনারা কি আমার দেশকে ভাল বাসেন? যদি আপনারা ভাল বাসেন, আপনাদের সাহায্যে ও সহকারিত্বে আমার দেশ উপকৃত ও সকৃতজ্ঞ হইবে, এবং আপনারাও নিশ্চিত দেখিতে পাইবেন যে, পূর্ব্ব দেশ হইতে সত্য ও

শক্তির মহান্ প্রবাহ সমাগত হইয়া পশ্চিম দেশের মন ও আত্মাকে উর্ব্বর করিতেছে এবং উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদন করিতেছে। সেই সময় আসিতেছে, যেখানেই থাকুন, মানুষেরা ভাই। অতএব জাতি ও জাতীয় ভাব, এ সমুদায় ভিন্নতা আমরা বিস্মৃত হই এবং আমরা সকলে সেই মহান্ পিতার সন্নিধানে একত্র মিলিত হই, যিনি প্রীতিযুক্ত দয়াতে পূর্ণ, পবিত্র এবং বিশুদ্ধ, তিনি কেবল এক এক ব্যক্তির প্রার্থনা শুনেন না, কিন্তু সমুদায় জাতির হিত অবলোকন করেন, এবং মানবসমাজের নিয়তি শাসন ও পরিচালন করেন। আমরা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি তাহার উত্তর দিবেন, পূর্ণ করিবেন, কারণ তিনি যথার্থই করুণাময় ঈশ্বর—তাঁহার জীবগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও দরিদ্র তাহাদিগের প্রতিও তিনি দয়ালু ও করুণাশীল। আমি আশা করি আমার এ দেশে আগমন তৎপ্রতি অধিকতর অনুরাগ বর্দ্ধন করিয়াছে। এখন আমি অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, তিনিই আমার সর্ব্বেসর্ব্বা। আমি যেখানেই থাকি, তাঁহার বিদ্যমানতা আমায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই। আমি দেখিতে পাই যে, তিনি আমার সঙ্গে এ স্থান হইতে ও স্থানে গমন করেন। তিনি আমাকে এ দেশে আনিয়াছিলেন, এবং তিনি আমাকে স্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছেন। আমি আমার সঙ্গে এবং আমার চারি দিকে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ বিদ্যমানতা অনুভব করিয়া থাকি এবং এই বিদ্যমানতাই আমার বল, আমার সান্ত্বনা, আমার পরিত্রাণ। যদি আমি আপনদিগকে আর কিছু শিখাইয়া না থাকি, এই সত্য আপনাদিগকে বলিয়াছি—যে কেহ বিনীত ভাবে প্রভু পরমেশ্বরকে গ্রহণ করেন, তিনি তাহারই প্রতি করুণা ও দয়া প্রদর্শন করেন, এবং যাঁহারাই তাঁহার উপরে আশ্বস্ততা স্থাপন করেন তাঁহাদিগকে তিনি কখন পরিত্যাগ করেন না। যে দুরূহ কার্য্য করিতে আমরা প্রবৃত্ত তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদিগের হস্তকে সবল করুন। আমাদিগকে মহতী বাধা এবং প্রকাণ্ড বিঘ্ন পরাজিত করিতে হইবে, কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর যদি আমাদের পক্ষে থাকেন, তাহা হইলে সকল বাধা সত্ত্বেও আমরা কৃতকার্য হইব, জয়লাভ করিব।"

পরিশেষে কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিলেন। সমুদায় শ্রোতৃবর্গ জানুপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনায় যোগ দিলেন। উভয় জাতির মধ্যে যাহাতে যথার্থ

ভ্রাতৃপ্রীতি অবস্থান করে, পবিত্রাত্মা সর্ব্বে সর্ব্বা হন, এবং দুই জাতি নিত্য-কালের জন্য এক পরিবার হন, প্রার্থনার ইহাই বিষয় ছিল।

রেবারেণ্ড এডমণ্ড কেল এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—"এই সভা এই একটি বিশেষ অধিকার অনুভব করিতেছেন যে, বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে শেষ বিদায় দিতেছেন। তাঁহারা অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে এ দেশে তাঁহার গতায়াত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনি নির্ভয়ে তাঁহার দেশের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য দেখাইয়াছেন, এবং তাহার দেশীয় লোকদিগের জন্য ইংলণ্ড যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়াছেন। পৌত্তলিকতা পরিহার এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করার কার্য্য—যাহা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, তৎসহ যোগ দিয়া তিনি যাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তৎপ্রতি তাঁহারা গাঢ় সহানুভূতি অর্পণ করিতেছেন। তাঁহার জীবনের কার্য্যে তিনি কৃতকৃত্য হউন, ইহা তাঁহারা প্রোৎসাহিত চিত্তে অভি-লাষ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার ও তাঁহার জীবনের কার্য্যের উপরে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অবস্থান করুক তাঁহাদিগের এই প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করি-বেন এই তাঁহাদিগের ভিক্ষা।" ই ডিক্সন্ এস্কোয়ার জে পি প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। য়িহুদী উপাসকমণ্ডলীর প্রতিনিধি রেবারেণ্ড এম্ আলেকজেণ্ডার কেশবচন্দ্র যে তাঁহাদিগকে এই সকল কথা বলিলেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিলেন; এবং তাঁহার মহৎকার্য্যের কৃতার্থতা অভিলাষ করিলেন এবং এই আশা প্রকাশ করিলেন যে, তিনি বালফোরের এই কথাগুলি প্রত্যক্ষ করিবেন;

> "তব প্রীতি পুরস্কার সম্পদ্ লভিবে
> যিনি স্বর্গে সিংহাসনাসীন, তাঁহা হ'তে;
> ভ্রান্ত চিত্তে যে জনেরা ফিরায় সৎপথে
> নভোগত তারাসম তারা উজলিবে।"

ওয়েসলিয়ান্ মিনিষ্টার রেবারেণ্ড মেস্তর ওস্বরণ আশা প্রকাশ করিলেন যে, ভারতে নারীগণের শিক্ষাসম্বন্ধে উন্নতিবিষয়ে ইংরেজগণ কেশবচন্দ্রকে যথোপযুক্ত সহায়তা করিবেন। বাপ্তিষ্ট মিনিষ্টার সি উইলিয়ম্‌স্ বলিলেন তাঁহার বন্ধুগণ কেশবচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিতে বলিয়াছেন যে, এনাঙ্গেলিকাল ননকনফরমিষ্টগণ তাঁহার যেরূপ শুভাকাঙ্ক্ষী এমন আর কেহ

নাই। তাঁহারা এ কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না, কি বাইবেল, কি তাঁহাদের পরিত্রাতা (খ্রীষ্ট) কি অন্য যাহা কিছু অতীব মূল্যবান্, সকলই তাঁহারা পূর্ব্বদেশ হইতে পাইয়াছেন, এবং পূর্ব্বদেশের জন্য তাঁহারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করুন্ না কেন, তাহাতে লাভ তাঁহাদেরই থাকিবে।

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে নির্দ্ধারিত হইল। কেশবচন্দ্র অল্পক্ষণ পরেই পেনেন্সিউলার আণ্ড ওরিয়েণ্টাল ষ্টিম ন্যাবিগেশন কোম্পানীর অষ্ট্রেলিয়া" নামক বাষ্পপোতে তাঁহার সঙ্গী ভাই প্রসন্নকুমার সেন সহ আরোহণ করিলেন। বিদায়কালে অতি গভীর দৃশ্য উপস্থিত হইল। যে সকল বন্ধু তাঁহাকে বাষ্পীয়পোতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিচ্ছেদজনিত ক্লেশানুভব করিলেন। ছয় মাসকাল ইংলণ্ডে অবস্থান পর স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান কেশবচন্দ্রের পক্ষে যুগপৎ ক্লেশ ও আহ্লাদের কারণ হইল।

পরিশিষ্ট।

কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের যত্নের সীমা ছিল না। বিদায়কালে কেশবচন্দ্র আপনি প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, তিনি এক কপর্দ্দক হস্তে লইয়া ইংলণ্ডে আগমন করেন নাই। 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না,' এ নিদেশ তিনি চিরকাল সমান পালন করিয়াছেন, ইংলণ্ডে গমনে তাহার ব্যতিক্রম কেন ঘটিবে। রেবেরেণ্ড মেস্তর স্পিয়ার্স কেশবচন্দ্রের শরীরের প্রতি যে প্রকার যত্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ চিরদিনই তাহার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। তিনি কখন শয়ন করেন, কখন আহার করেন, এ সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ব্বাচন করিয়া স্থানে স্থানে বিতরিত হয়,—রজনীতে ১০টার সময় শয়ন,প্রাতে ৮টার সময় এক পেয়ালা চা,উপাসনা, পত্রাপত্র, স্নান ১০॥ টা পর্য্যন্ত, ১০॥ টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন, ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার প্রভৃতি, ৫টায় সায়ং ভোজন, ৬টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার প্রভৃতি; কেশবচন্দ্র নিরামিষ ভোজী,ডিম পর্য্যন্ত খান না,পানীয়—জল লেমনেড ও গরম দুগ্ধ; প্রাতঃকালের ভোজ্য সমগ্রী—ভাত, মাখনে ভাজা আলু, শাক শবুজী বা দাল। মধ্যাহ্ন ভোজন ঐরূপ, অতিরিক্ত ফল, পুডিং (পায়স) এবং মিষ্ট বস্তু, ডিম না দেওয়া পিষ্টক। এক জন মহিলা কিরূপে ব্যঞ্জন ও লেমনেড প্রস্তুত করিতে হয় তাহা পর্য্যন্ত লিখিয়া বিতরণ করেন।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক জনষ্টুয়র্ট মিলের সহিত সাক্ষাৎকার একটী বিশেষ ঘটনা। কেশবচন্দ্র মেস্তর মিল সহ সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করাতে তিনি বলিয়া পাঠান, তিনি আপনি আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তাঁহার নিজের যাইবার প্রয়োজন নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে মেস্তর মিল ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল উভয়ের আলাপ হয়। কেশবচন্দ্র কোন সম্প্রদায়ের সহিত আপনাকে একীভূত করেন নাই, ইহাতে তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করেন। বিদায়কালে কেশবচন্দ্র দ্বারদেশ পর্য্যন্ত যাইতে উদ্যত হন, মেস্তর মিল কিছুতেই তাঁহাকে উঠিতে দিলেন না, পিছু হাটিয়া তিনি দ্বারে গিয়া দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। প্রতিভাসম্পন্ন লোক-মাত্রে যে অতি বিনয়ী হন, মেস্তর মিল তাহার অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কেশবচন্দ্র ওবোরণ নদীতীরস্থ ষ্টাফোর্ডে সেক্‌সপিয়রের গৃহ দর্শন করেন অক্সফোর্ড ও ক্যাম্বিজে যখন গমন করেন মেস্তর কাওয়েল, মেস্তর মরিসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উদার মতে মেস্তর মরিস্ কেশবচন্দ্রের অতি আদরের পাত্র ছিলেন। প্রোফেসর ম্যাক্সমূলরের সহিত একত্রিত হইয়া ডাক্তর পিউজির নিকটে যান। ডাক্তর পিউজি এক জন অতি দৃঢ় বিশ্বাসী লোক। তিনি জীবনে ধর্ম্মসম্বন্ধে কত তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি যে গৃহে উপবেশন করেন, সে ঘরের মেজিয়ার উপরে চারি-দিকে পুস্তক ছড়ান। গভীর বিষয়ে আলাপ হইতেছে, ইতোমধ্যে ম্যাক্স-মূলর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশবচন্দ্রের যে প্রকার মত, তাহাতে তাঁহার কি পরিত্রাণ হইবে? ডাক্তর পিউজি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি মনে করি, তিনি পরিত্রাণ পাইবেন।" ডাক্তর পিউজির মুখে ঈদৃশ উত্তর সকলেই অদ্ভুত বলিয়া মনে করেন। ডিন্ ষ্টান্‌লির সহিত কেশবচন্দ্রের হৃদ্যতার কথা বলিবার প্রয়োজন করে না, তাঁহার স্বাগতসম্ভাষণসময়ে তিনি যাহা বলিয়া-ছেন, তাহাই তাহার বিশেষ পরিচয় দান করিয়া থাকে। এস্থলে মিস্ কার্পে-ণ্টারের কেশবচন্দ্রের সহিত ব্যবহারের বিষয় কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। মিস্ কার্পেণ্টার কেশবচন্দ্রের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে নিতান্ত অবহিত ছিলেন আহারাদির ব্যবস্থা কেশবচন্দ্রের নিজের মতে নয় তাঁহার মতে নিষ্পন্ন করিতে হইত। দেশের রীতিনীতি শিক্ষা দিতে তিনি নিতান্ত তৎপর ছিলেন। এমন

, কি প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান, এবং কি প্রকারে কেশবিন্যাস করা উচিত, সে বিষয়ে পর্য্যন্ত তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন। বর্ষীয়সী মহিলা অতি অল্প কারণেই তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিতেন। বৃদ্ধার সকল ব্যবহারই ক্ষমার যোগ্য।

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে ঈদৃশ আদরের সহিত গৃহীত হইলেন, তাহাতে কোন কোন ব্যক্তির চিত্তে ঈর্ষানল প্রদীপ্ত হইল। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কথঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত হন; সুখের বিষয় এই যে, 'ইংলিশম্যান' অনুকূল দৃষ্টিতে সমুদায় দেখেন। ইংলিশম্যান এ সম্বন্ধে এই ভাবে লেখেন, অপর দেশ হইতে আলোক লাভ অপেক্ষা ভিতর হইতে যে ক্রমিক আলোক প্রকাশ পায় তাহারই অনুসরণ হিন্দুগণের পক্ষে শ্রেয়; যাঁহারা ব্রাহ্মগণের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে চান, তাঁহাদের গ্যামেলিয়ান খ্রীষ্টানগণসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করা সমুচিত; যে স্থলে বিদেশিগণের লোকে অনুসরণ করিতে চায় না; সে স্থলে কেশবচন্দ্রের কথায় পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে, জাতি ভাঙ্গে, পিতা মাতাকে পর্য্যন্ত ছাড়ে। এক জন অল্পবয়স্কা বিধবা জানানা মিশনের মহিলাগণ কর্তৃক প্রবোচিত হইয়া খ্রীষ্টানগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিধবাটীর আত্মীয়গণ তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ এ কার্য্যে সাহায্য করেন, সুতরাং তাঁহার নামে অপবাদ বিলাতে গিয়া উপস্থিত হয়। এই অপবাদের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি বার্মিংহামে বলিয়াছিলেন, "তিনি খ্রীষ্টান মিশনারিগণকে অনুনয় করিয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার মণ্ডলীর নামে অপবাদ ঘোষণা না করেন। তিনি যত দিন ইংলণ্ডের স্বাধীনভূমিতে আছেন, তত দিন তিনি জানেন তাঁহার সম্ভ্রম নিরাপদ, এবং তাঁহার মণ্ডলীর কল্যাণের ক্ষতি করাও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।" এ দেশ হইতে কেশবচন্দ্রের নিন্দাসূচক একখানি মুদ্রিত পত্রিকা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। এ পত্রিকার এই উদ্দেশ্য ছিল, কেশবচন্দ্র যে প্রকার বৈরাগ্যাদি প্রচার করেন, সেরূপ তাঁহার জীবন নহে। একজন অপরিচিত লোক আসিয়া কেশবচন্দ্রকে ঐ পত্রখানির যথার্থ তত্ত্ব কি জিজ্ঞাসা করেন। কেশবচন্দ্র সমুদায় তত্ত্ব বলিলেন, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ উত্তর দেন "এই সকল কাপুরুষদিগকে নির্জ্জিত করাই তাঁহার জীবনের কার্য্য।"

RC 153
RC 603
MAY.

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

মধ্য বিবরণ।

[চতুর্থ অংশ।]

দরস্য বারো বিপুলস্য পুংসাং
সংসারজস্যাস্য নিদেশমত্র।
আলভ্য তৎসৈরতিচিত্রমেত-
চ্চরিত্রমার্য্যস্য নিবদ্ধমস্ত ॥

" Rest assured, my friends, when we are dead and gone, all the events that are transpiring around us in these days shall be written and embodied in history, and shall be unto future generations a new Gospel of God's saving grace. "—*Lect. Ind.*

কলিকাতা।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন।

মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে,

শ্রীদরবারের অনুমতানুসারে,

পি, কে, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮১৭ শক।

[*All rights reserved.*]

মূল্য ১৲ একটাকা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে কি প্রকারে গৃহীত হইয়াছিলেন	৫৩৭
গৃহে প্রত্যাগমন	৫৫৩
স্মৃতিলিপি	৫৭০
কার্য্যানুষ্ঠান	৫৭৯
একচত্বারিংশ মাঘোৎসব	৫৯১
বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর ও নবভাবোন্মেষ	৬০৬
বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন	৬২০
ভারতাশ্রম সংস্থাপন	৬৩৯
বিবাহবিধির বিধিতে পরিণতি ও আশ্রমের স্থান পরিবর্ত্তন ...	৬৭১
বিবিধ কার্য্য	৬৭৯
প্রচারক সভা সংস্থাপন	৬৯০
দ্বাচত্বারিংশ মাঘোৎসব ও তৎসন্নিহিত সময়ের বৃত্তান্ত ...	৬৯৭
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারযাত্রা	৭০৯
অগ্নিপরীক্ষা	৭২১

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে কি প্রকারে গৃহীত হইয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র স্বদেশ যাত্রা করিয়া সমুদ্রবক্ষে বাষ্পপোতে ভাসিতেছেন। বাষ্পপোত দ্রুতবেগে ভারতাভিমুখে ধাবিত, এখন আমরা এই অবসরে ইংলণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করি; এবং কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন, বলিতেছেন আমরা তাহার সংক্ষেপ আলোচনা করি। প্রকাশ্য সভাসমূহে যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যবিবরণের সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখন ইংরাজী সংবাদপত্র ও ইংরেজ নরনারীগণ কি ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে। "পার্থশায়ার আডবার্টাইজার" কেশবচন্দ্রের প্রথমোপদেশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মোহম্মদ ও লুথারের সমশ্রেণীতে তাঁহাকে এইরূপে স্থান দিয়াছেন,—"কেশবচন্দ্র সেন—ইনি এক জন সম্রান্ত ব্যক্তি—আমরা যত দূর বুঝিয়াছি, ইনি এই উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার স্বদেশীয় লোকগণের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত, যে পদে সপ্তম শতাব্দীতে মোহম্মদ তাঁহার স্বদেশীয়গণের মধ্যে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে লুথার সাধারণতঃ খ্রীষ্টরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। মোহম্মদ—যাঁহাকে 'ছদ্ম ভবিষ্যদ্বক্তা' বলিয়া ডাকা আমাদের অভ্যাস—আরবগণের নিমিত্ত এই করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে বহু দেবতা হইতে এক জীবন্ত সত্য ঈশ্বর 'আল্লার' দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়াছেন, মুসলমানধর্ম্মের আজ পর্য্যন্ত অর্থ এই—এক ঈশ্বর স্বীকার করা, এক ঈশ্বরের পূজা করা। লুথার কি করিয়াছেন আমাদের জানা আছে—'ব্যক্তিগত বিচারাধিকার' আমরা সকলেই কিছু কিছু জানি, কিন্তু সম্ভবতঃ অনেক সময়ে আমরা তাহার সম্যক্ ব্যবহার করি না। ভারত হইতে এক ব্যক্তি এখানে আজ উপস্থিত, এই দুই ব্যক্তির সহিত নামোল্লেখ করার যিনি অনুপযুক্ত নহেন।"

প্রথম অভ্যর্থনা উপলক্ষ করিয়া 'ডেলি নিউস্' বলেন,—"এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, এক জন ভারতবর্ষের লোক এই রাজধানীর বক্ষঃস্থলে

একটী বৃহৎ অসাধারণ সভায় আবার উপস্থিত হইবেন এবং নিজ চরিত্রের মহত্ত্ব ও জীবনের কার্য্যের গুরুত্বে—চরিত্রের মহত্ত্ব জীবনের কার্য্যের গুরুত্ব অপেক্ষায় আমাদের দেশের ভাষার উপরে সম্পূর্ণ অধিকার এবং পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর পরিচয়ে অল্প নহে—সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন। এক জন ব্রাহ্মণ (?) যিনি আপনার দেশীয় লোকগণের ধর্ম্মসংস্কার করা আপনার জীবনের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রায় সমুদায় মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রতিনিধি হৃদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন, এ দৃশ্য অসার ক্ষণিক বিস্ময়োৎপাদনাপেক্ষা গুরুতর ভাবোদ্দীপক—এটি এমন একটি ব্যাপার যে গভীর চিন্তার বিষয় মনে উদ্ভূত করিয়া দেয়। লর্ডলরেন্স এবং রেবারেণ্ড জেম্‌স্ মার্টিনো, লণ্ডন মিশ-নারিসোসাইটীর সেক্রেটরী ডাক্তার মলেন্স এবং য়িহুদী ধর্ম্মযাজক রেবারেণ্ড ডাক্তার মার্ক্স, ইহাঁদের মধ্যে সাধারণ আকর্ষণের বিষয় কি হইতে পারে?" কেশবচন্দ্র এত দূর অগ্রসর হইয়াও খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না কেন? তিনি যাহা বিশ্বাস করেন, তদপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন; তিনি আপনার দেশীয় লোকের মত বলিতেছেন বিনা প্রমাণে ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মত সকল বিষদভাবে ব্যক্ত হয় নাই, ইত্যাদি বিষয়ে ডেলিনিউসে যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সে সকলের নিরসন ও উত্তরে ঐ পত্রিকা একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্কদার্শনিক ধর্ম্ম, উহা দ্বারা সাধারণ লোকের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, উহার ভিতরে সম্পন্ন লোক নাই, সুতরাং উহা অর্থাভাবে দিন দিন ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া তিরোহিত হইয়া যাইবে ইত্যাদি বিরুদ্ধ বাক্যের 'এসিয়াটিক' প্রতিবাদ করেন। কেশবচন্দ্রের উপদেশ শ্রবণ করিয়া 'এসিয়াটিক' এই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন। তিনি কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ বলেন, "যে কোন সামাজিক অবস্থা ও মানসিক শিক্ষার তারতম্যের লোক হউন না কেন, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের উপদেষ্টা হইবার বিশেষরূপে যোগ্য। ইনি অতিপ্রশস্তসহানুভূতি, কোমল ও বিনীত হৃদয়ের লোক, ইনি সর্ব্বপ্রকারে সুপণ্ডিত, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল, এবং অতি সুবক্তা।" ইউনিটেরিয়ানগণের বাগুরায় বা কেশবচন্দ্র নিপতিত হন, লোকের এই অযথা আশঙ্কা লক্ষ্য করিয়া "ইউনিটেরিয়ান হেরাল্ড' বলিয়াছেন, "এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না যে, কেশবচন্দ্র অতি সুনিপুণ উন্নিদ্রনেত্র পর্য্যবেক্ষক। তাঁহার বক্তৃতামধ্যে এমন একটি পুরুষোচিত

স্বাধীনতাব্যঞ্জক ভাব আছে যে, যে কোন ব্যক্তি উহা পাঠ করুন তাঁহার উপরে উহা গভীর ভাবসঞ্চারণ করিবেই করিবে। ঈদৃশ ব্যক্তি সেরূপ নহেন যে, কেহ ইহাঁকে অনুগ্রহের পাত্র করিয়া লইবেন, তোষামোদকর আদরে আবৃতনয়ন করিয়া ফেলিবেন। তিনি এক জন স্বাধীন লোক* হইয়া আসিয়াছেন, তিনি আমাদের নিকট কিছু চাহেন না। এক জন খাঁটি লোক যাহা ঠিক তাহাই দেখিয়া থাকেন; যখন কেশবচন্দ্র সেন খ্রীষ্টধর্ম্ম সাধারণতঃ কি প্রকার কাজ করিতেছে তাহা দেখিতে আসিয়াছেন, পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তখন আমাদের সন্দেহ নাই তিনি উহা যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।"

'বাথ এক্সপ্রেস্' প্রথম অভ্যর্থনাদিনসম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। কেশবচন্দ্রের যে সকল বক্তৃতা ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছে তৎপাঠে 'এক্সপ্রেস্' বলিয়াছেন যে, ঐ সকল বক্তৃতামধ্যে এমন একটি সামর্থ্য নিহিত আছে, যাহা প্রকৃত দেশসংস্কারকগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি আশা করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে কিছু দিন স্থিতি করিয়া সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবেন যে, প্রাচ্যদেশ পাশ্চাত্য দেশ হইতে যেমন, তেমনি পাশ্চাত্য দেশও প্রাচ্যদেশ হইতে শিক্ষা করিতে পারেন। ফিন্সবেরি চ্যাপেলে যে উপদেশ হয় তদুপলক্ষ করিয়া "ইউরোপীয়ান মেল" কেশবচন্দ্রের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। মতামতের আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দান করা যাইতে পারে ইহাঁর মতে ঐ উপদেশ তাহার নিদর্শন। 'খ্রীষ্টান ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতার এক জন শ্রোতা লিখিয়াছেন, "বক্তৃতাটী গৌরবোজ্জ্বল। উহা আমাদের চিত্তকে এমন আকর্ষণ করিয়াছিল যে, শ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না। বক্তৃতার অন্তভাগটি নিতান্ত উৎসাহোদ্দীপক। এবাঞ্জেলিষ্ট, ইউনিটেরিয়ান, ব্রহ্মবাদী ইত্যাদি বহু মতের দলের ভিতরে আমি ছিলাম। আমার বিশ্বাস তাঁহাদের সকলের একই ভাব—বক্তার প্রতি সম্ভ্রম ও সহানুভূতি। কিছুরই জন্য এ বক্তৃতা শ্রবণ হইতে আমি আমাকে বঞ্চিত রাখিতে পারিতাম না।"

এই সময় 'গ্রাফিকে' তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ও তৎসহকারে তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হয়। ঐ প্রবন্ধের কিয়দংশ আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "ইটি একটি নিশ্চিত অর্থপূর্ণ কালের নিদর্শন যে, যে সময়ে চার্চ্চ অব ইংলণ্ড অনুষ্ঠান ও জ্ঞানপ্রধান দলের বিরোধে শান্তিবিবহিত হইয়াছেন এবং যাঁহাবা রোমাণ

চার্চ্চের অভ্রান্ততায় সংশয় করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য ঐ চার্চ্চ অভিশাপবজ্র প্রস্তুত করিতেছেন, সেই সময়ে পৌরাণিক গল্পের প্রভব-স্থান, জাতিভেদের নিবাসভূমি, কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতার গৃহ, বিধর্ম্মী ভারত হইতে আলোকসম্পন্ন ইউরোপকে মতসহিষ্ণুতাধর্ম্ম, নীতির সৌন্দর্য্য, সত্যের একতা, সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দিবার জন্য এক ব্যক্তি আসিলেন। যে ধর্ম্ম-সংস্কারকের নাম এই প্রবন্ধের শিরোদেশে প্রকাশিত, তিনি নিশ্চয়ই এ যুগের সুবিখ্যাত লোকদিগের মধ্যে এক জন। ... ... চির দিন ইহা কপালের লেখা যে, লোকোত্তর ব্যক্তিগণের পদচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবগ্রাহিতার অভাব ও ঈর্ষা বিচরণ করে, কেশবচন্দ্রের জীবনেও এ নিয়মের বহির্ভূততা ঘটে নাই। ১৮৬৬ সনে কলিকাতায় আমাদের পরিত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে যখন তিনি বক্তৃতা দেন, তখন তাঁহার চরিত্র ও উপদেশের প্রতি তিনি অতি আগ্রহ ও বাগ্মিতা সহকারে সম্ভ্রম প্রকাশ করেন। ইহাতে খ্রীষ্টান ও হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে একেবারে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি খ্রীষ্টানধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে উদ্যত, অথচ তিনি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ বিবাদ পরিহার করিয়া খ্রীষ্টের নীতিসম্পর্কীয় উৎকর্ষ প্রদর্শন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। আবার যখন তিনি কিছু দিন পরে, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের কার্য্যসম্বন্ধে পূর্ণরূপে তাঁহার মত অভিব্যক্ত করিয়া 'মহাজনগণের' বিষয়ে বক্তৃতা দেন, তখন তাঁহারা এই কথা রটনা করিলেন যে, স্বদেশীয়গণের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে তিনি যাহা বলিয়া-ছিলেন তাহার প্রত্যাহার করিলেন। লোকের ঈদৃশ মিথ্যাসংস্কার হইতে তাঁহার নৈতিক সম্ভ্রম অনেক পরিমাণে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। এই শেষোক্ত বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, মহাজনগণ (বড় বড় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ) একই ভগবানের বিধানের অন্তর্গত এবং যদিও খ্রীষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রধান, অন্যান্য সকল অপেক্ষা সমধিক অদ্ভুত কার্য্য ও প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমাদের গভীর সম্ভ্রম পাইবার যোগ্য, তথাপি যে সকল ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে তাঁহার অগ্রে বা পরে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও সম্ভ্রম অর্পণ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না। কলিকাতা বাবু কেশবচন্দ্রের জন্মভূমি। সেখানে তাঁহার পত্নী এবং চারিটী সন্ততি তাঁহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। এই তাঁহার ৩৩ বর্ষ বয়স চলিতেছে। ইনি বৈদ্যবংশীয় অতি উচ্চ জাতি,

কেবল একটী এতদপেক্ষা উচ্চজাতি আছে। কিন্তু যখন সকল মানুষ ভ্রাতা এই ইহাঁর মত, তখন জাতিকে তিনি উন্নতির প্রতিরোধক বলিয়া দেখেন। তিনি খাঁটি নিরামিষভোজী ও মাদকত্যাগী, মাংস ও মৎস্য স্পর্শ করেন না। তিনি উদ্যম ও সুখপূর্ণ ধাতুর লোক, যতই তাঁহার সহিত পরিচয় হয়, ততই তাঁহাকে আরও ভালবাসা যায়। সাধুতা, নির্ম্মলতা, হিতকারিতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ।"

'ইন্‌কোয়ারার' তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যাঁহারা তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) বক্তৃতা শুনিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের অধিকার যাঁহারা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বালকের ন্যায় সহজ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোচিত সৎসাহস, এবং যে সত্য তিনি অবগত তৎপ্রতি তাঁহার সুদৃঢ় আনুগত্যের ভাবগ্রাহী না হইয়া থাকিতে পারেন না। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর পূর্ব্ব বিভাগ হইতে আমাদের দেশে যে সকল সুপ্রসিদ্ধ লোক আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহাঁর চরিত্রের এই বিশেষ লক্ষণ। তিনি আমাদের মধ্য হইতে অন্যত্র যাইতেছেন ইহাতে আমাদের নিষ্কপট দুঃখ, তবে এই জানিয়া আনন্দ যে, নানা স্থানে যে সকল উদার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বন্ধু আছেন, তাঁহারা সেই সকল বক্তৃতার প্রভাবে উপকৃত হইবেন, যদ্দ্বারা আমাদের ধর্ম্মজীবনে গভীর উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে, এবং যাহা সর্ব্ব প্রকারের সাম্প্রদায়িকতার অবরোধক প্রাচীর ভগ্ন করিবার পক্ষে স্বল্প সহায়তা অর্পণ করে নাই।" ইংরেজগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দান করিবার জন্য, তাঁহাদের ভারতের প্রতি কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য, অগ্রে তাঁহাদের চক্ষুর দোষ পরিহার করিয়া পরিশেষে হিন্দুগণের দোষ প্রদর্শনে অগ্রসর হওয়া সমুচিত ইহা বুঝাইবার জন্য, কেশবচন্দ্র এদেশে আসিয়াছেন, 'লিসেষ্টার ক্রেনিকল' ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, "অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে মেস্তর সেন, এবং তাঁহার সহযোগী দেশসংস্কারকেরা দেখাইতেছেন যে, পান ভোজনে সাংযমিকতা সম্ভবপর। মেস্তর সেনের মল্লোচিত দেহ পশু-মাংস বা মদ্যপান হইতে লেশমাত্র কিছু গ্রহণ করে নাই। মেস্তর সেনের বাগ্মিতাপূর্ণ সতেজস্ক বক্তৃতাসকল সপ্রমাণ করে জ্ঞানসামর্থ্য উৎপাদন ও পরিপোষণ জন্য মদ্য মাংসের কত অল্প প্রয়োজন।" ডিঙ্গলে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দান করেন তৎসম্বন্ধে লিবার পুলের 'ডেলি কোরিয়ার' বলেন, "প্রশান্ত

সায়ংকাল ও চারিদিকের শোভান্বিত বনভূমি মধ্যে ডিঙ্গলে তিনি (কেশবচন্দ্র) যে সংক্ষেপ উপদেশ দান করেন, সমবেত নিস্তব্ধ যে জনমণ্ডলী আগ্রহ সহকারে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিল, উহা তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। প্রাচীন কালের পরিব্রাজক প্রেরিতবর্গের দিন এই দৃশ্য মধ্যে সহজ জ্ঞানে জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছিল।"

কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টানবন্ধুগণের হৃদয়ে কি প্রকার ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন 'ইন্কোয়ারার' এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তাহা সবিশেষ বর্ণন করেন। ঐ প্রবন্ধের শেষাংশ আমরা এ স্থলে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "মেস্তর সেন আমাদিগকে যাহা শিখাইলেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে সভক্তিক কৃতজ্ঞ। যে সৌশীল্য চিত্ত হরণ করে অথচ ভৎর্সনা করে, সেই সৌশীল্যে তিনি আমাদের সাম্প্রদায়িক ঘৃণাসম্ভূত ক্লেশ ও ক্ষতি এবং দার্শনিক জটিল ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের সকল সম্প্রদায়ের উপদেষ্টৃ-গণ সম্প্রতি যাহা দেখিলেন, তাহা হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের উপদেশ স্থান হইতে অবুধ্য নিস্ফল শুষ্ক কথাগুলির ক্লান্তিকর ব্যাখ্যা পরিহার করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ কবিবেন, উৎসাহান্বিত করিবেন: যে কোন উপদেশস্থল মেস্তর সেন একবার অধিকার করিয়াছেন, উহাতে তিনি এক প্রকারের সংশুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে বহু লোক সমবেত হইয়াছেন, এবং যে সকল আসন বহুদিন শূন্য ছিল অনেকে আসিয়া উৎসাহ সহকারে তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। লণ্ডনে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই আমরা শুনিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, গস্পেলে যে সকল পূর্ব্বকার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল—পুণ্যবৃদ্ধি, সাধন এবং ভ্রাতৃত্ব—কেবল সেই সকল বিষয়ে তিনি মন নিয়োগ করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রেম, প্রার্থনার প্রয়োজন, বিশ্বাসের গুরুত্ব, সাংসারিকতার বিপদ, পবিত্রতার সৌন্দর্য্য এই সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার চিন্তার বিষয়গুলিকে প্রকাশ করিবার একমাত্র লক্ষ্য—তাঁহার শ্রোতৃবর্গের ধর্ম্মভাব জাগ্রৎ করিয়া দেওয়া। আলঙ্কারিক চাতুর্য্য, বিদ্যাবত্তা প্রকাশ, দার্শনিক চিন্তা, মতঘটিত সঙ্কুচিত ভাব বা দোষঘোষণা, এ সকল তাঁহার গৌরবকর কার্য্যের বিঘ্নোৎপাদন করে না। তিনি অতি প্রশান্তভাবে—এত দূর প্রশান্তভাবে যে প্রায় (শুনিতে) অনোজস্বী ও

একবিধ—যাহা বলেন তাহাতে হৃদয় ভাবোদ্দীপ্ত হয়, এবং যে সহানুভূতি ও ভাল ভাব সকল মানুষের পক্ষে সাধারণ, সেই সহানুভূতি ও ভাবের গভীর তার স্পর্শ করে, তাঁহার ক্ষমতার ইহাই গূঢ় রহস্য। তাঁহার উপদেশদানের এগুলি বাহ্যলক্ষণ, কিন্তু এ সকলের অন্তরালে মহত্তম চরিত্র, সহজ সাধুতার চিত্তহর মধুরতা, এক জন মহৎ ও খাঁটি মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞানের একটি অব্যক্ত মনোহারিত্ব বিদ্যমান।...সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, বিশুদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন জন্য, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবগণের ভ্রাতৃত্বরূপ গৌরবান্বিত মহাসত্য—যাহা এখন প্রাচীন কাহিনী এবং পুরোহিতগণের মিথ্যা রচনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নূতন ভাবে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত, বিধাতা তাঁহাকে এক জন প্রধান দেশসংস্কারক করিয়া উত্থাপন করিয়াছেন আমরা মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি এবং প্রার্থনা করি যে, তাঁহার ইংলণ্ডে আগমন আমাদের ধর্ম্মসম্পর্কীয় ইতিহাসে একটি নূতন সীমান্তচিহ্ন এবং ভাবতে অপরিসীম মঙ্গলের প্রবর্ত্তক হইবে। তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা হইতে প্রচুর ফল উৎপন্ন হউক, সর্ব্বত্র নূতন দায়িত্ব, এবং খ্রীষ্টের ভাবে—নব ভাবে—আত্মোৎসর্গ জাগ্রৎ হউক।"

ইংলণ্ডের সাধারণ লোকদিগের মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ একখানি পত্র তথা হইতে ইণ্ডিয়ান মিরারে আইসে। ঐ মুদ্রিত পত্রিকার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে, উহা হইতে কথঞ্চিৎ সে ভাব প্রকাশ পাইবে;—

"অধিকন্তু তিনি যথার্থই জনসাধারণের প্রতিনিধি। তাঁহাকে যে সকলে সোৎসাহ অভ্যর্থনা করিলেন, তাহার হেতু এই যে, ধর্ম্মের মূল এবং ঈশ্বর ও মানব সহ আমাদের সম্বন্ধ—এ বিষয়ে সকল লোকেব মনে যে প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস ও ভাব আছে, তাহাই তিনি অতি সুন্দর ভাবে বাহিরে ব্যক্ত করিয়াছেন, হইতে পারে অধিকাংশ লোকের মনে অল্প বিস্তর উহা প্রস্ফুটাকারে ছিল, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ্য উপদেশে উহাকে উপযুক্ত স্থান দান করা হয় নাই। যেখানেই তিনি উহা ঘোষণা কবিয়াছেন, সেখানেই উহা তাঁহাব শ্রোতৃবর্গ কর্তৃক ঝটিতি উৎসাহ সহকারে গৃহীত হইয়াছে, ইহাতেই সপ্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁহাদের পরিপক্ক চিন্তার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্যক্তিগত মতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে দেখা যায় যে, কোন কোন লোক বলেন যে, 'তাঁহার সমুদায় ভাবই পাশ্চাত্য; তাঁহারা

আশা করিয়াছিলেন বাইবেলের উপরে তিনি প্রাচ্য আলোক বিকীর্ণ করিবেন, সেটি হয় নাই' সুতরাং নিরাশ মনে তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। কিন্তু 'প্রাচ্য আলোক' কাহাকে বলে ? আমাদের নবীন ইংলণ্ডীয় ব্যবহারানুযায়ী আমরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ যে গুলির অক্ষরে অক্ষরে অর্থ করি, সেগুলি রূপক, পূর্ব্ব দেশে সেই রূপকগুলির ব্যবহার কিরূপ ইহা বলা ভিন্ন তিনি আর কি নূতন আলোক বিকীর্ণ করিতে পারেন। অনেক পবিব্রাজক এবং মোক্ষমূলরের ন্যায় অনেক ব্যক্তি বাইবেলোপরি অনেক পরিমাণে আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমার নিকটে মনে হয়, খ্রীষ্টের আদর্শচরিত্রোপরি—কর্ত্তব্যোপরি সমধিকপরিমাণে আলোক বিকিরণ প্রয়োজন ; ঈদৃশ আলোক—যে আলোক আমাদেব হৃদয়কে এমন বশে আনয়ন করিবে যে, উহা অবাধে তৎপ্রতি প্রীতি ও তদনুসরণ করিতে পারিবে। আমাদের মধ্যে যাহারা অল্পবয়স্ক তাহাদিগের অনেকের অপেক্ষা যে ব্যক্তি অল্প বয়স্ক এবং আমবা যেমন এক জন তেমনই এক জন,অথচ দূরবর্ত্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে নয় বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টের ন্যায় জীবন যাপন ও খ্রীষ্টের ন্যায় চরিত্র উৎপাদন সম্ভবপর যিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির জীবনে খ্রীষ্টের আদর্শ-চরিত্র সিদ্ধ হইয়াছে ইহা দেখা অপেক্ষা স্বর্গে ও পৃথিবীতে এমন কি শক্তি আছে যাহা এই কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ। তিনি আপনাকে খ্রীষ্টান বলেন না, কিন্তু খ্রীষ্ট কি তাঁহাকে সহযোগী বলিয়া স্বীকাব করিবেন না ? অধিকন্তু এমন লোক অনেক আছেন, তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কবা যায়, কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রতিজনে এই উত্তর দিবেন যে, 'তিনি খ্রীষ্টের মানবচরিত্র এমনি প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন যে, পূর্ব্বে আমি উহাকে কখন যেমন ভালবাসি নাই তেমনি ভাল বাসিতে পাবি,' অথবা 'খ্রীষ্টের ভাব বলিতে কি বুঝায় তিনি আমাকে উহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন ; সেই ভাবে আমরা কেমন বিচরণ করিতে পারি, পরিপুষ্ট হইতে পারি, 'তাঁহার মাংস' ভোজন করিতে পারি ইত্যাদি বিষয় এখন যেমন দেখিতেছি, এমন আর কখন দেখি নাই।'

"কেহ কেহ তাঁহাকে এক জন ভবিষ্যবক্তা (prophet) বলিয়াছেন। এ সকল ব্যক্তির নিকটে তিনি এইরূপেই প্রতিভাত হইবেন, কেন না তিনি যে মত প্রচার করিতে আসিয়াছেন, যে জীবন অনুসরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে তিনি আপনি উপায় হইয়াছেন।

আমাদের জাতি যে প্রকার বিচিত্রভাবাপন্ন, উহার মধ্যে আলোকের যে প্রকার তারতম্য, তাহাতে আজ কাল সমগ্র জাতির নিকটে নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি ভবিষ্য-বক্তা হইতে পারেন না। অনেকগুলি ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহার কথা পড়িয়াছেন মাত্র, আপনারা শোনেন নাই, তাঁহারা বলিতে পারেন, কৈ কিছুইতো তাঁহারা নূতন দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু আপনারা কি গ্রহণ করিবেন? তাঁহার ভাব তত নয়, যত আমাদিগের নিকটে নূতন অভিব্যক্তিস্বরূপ স্বয়ং তাঁহাকে। অন্ততঃ ইহা নূতন যে, এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া গেল যিনি অবমাননার অতীত, কোন প্রকার অসদ্ব্যবহারে যাঁহাকে ক্রুদ্ধ করা যাইতে পারে না, যিনি শত্রুকে এত দূর ক্ষমা করিতে পারেন যে, শত্রু তাঁহার নিকট হইতে তাহার আপনার জন্য দয়া প্রার্থনা করিতে পারে—যে প্রার্থনা দেখায় যে, তৎপ্রতি তাহার সম্ভ্রম ও আশ্বস্ততা আছে; য়িহুদিগণ জালে আবদ্ধ করিবার জন্য ঈশাকে যাদৃশ প্রশ্ন করিয়াছিল, তাদৃশ প্রশ্ন এবং অসদ্ভাবোত্থিত দোষ প্রদর্শন যিনি ঘৃণায় নহে কিন্তু ঈষদ্ধাস্যের সহিত গ্রহণ-পূর্ব্বক ভদ্রতায় উত্তর দিতে পারেন। ইহা দেখিতে পাওয়া কি নূতন নয় যে, একটি প্রকৃত, বিশুদ্ধ, উৎসাহপূর্ণ আত্মা আপনার সহজভাব না হারাইয়া (এইটিই প্রধান মুগ্ধকরত্ব গুণ) আপনাকে আপনি আমাদের নিকটে ব্যক্ত করিতে পারে, ঈশ্বরের সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ গূঢ় সম্বন্ধের কথা বলিতে পারে, (অথচ ইংরেজগণেরও) আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তদ্দ্বারা কিছুমাত্র আহত হয় না? এই আত্মার সহিত সংস্রবে কি মানুষের পক্ষে কত দূর সম্ভব তৎসম্পর্কীণ আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং যাহা আছে তৎপ্রতি বিশ্বাস উন্নত, মনুষ্যস্বভাবের মধ্যে যাহা ভাল আছে তৎপ্রতি ও ঈশ্বরের সহিত যোগের বাস্তবিকতার প্রতি আস্থা সুদৃঢ় হয় না, এবং বিশুদ্ধতা ও যথার্থ খ্রীষ্টানু-রূপত্ব বা খ্রীষ্টভাবসম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি উহা কি অর্পণ করে না? এ সকল এমনই হয় যে, হইতে পারে, পূর্ব্বে তদ্রূপ আমাদের কাহারও চিন্তাতেও আইসে নাই।"

কেশবচন্দ্র "ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে এদেশীয় ইংরেজগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁহাদের এক জন তৎকালে বম্বে গেজেটে পত্র লেখেন এবং তাহাতে এইরূপ উল্লেখ করেন যে, যদি কোন এক জন এ দেশীয় লোক ঐ বক্তৃতাটী তাঁহার নিকটে আবৃত্তি করিতে সাহসী হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে কশাঘাত করিবেন। এই পত্রপাঠ

করিয়া ইংলণ্ড হইতে একজন ইংরেজ 'মিরারে' লিখেন, "কেশবচন্দ্রের এখানকার অভ্যর্থনার প্রতি ভারতবর্ষে শত্রুতা প্রদর্শনের বিবরণ পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত। বম্বে গেজেটে যে পত্র বাহির হইয়াছে তিনি আমার নিকটে উহা প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্রে 'আঙ্গলো ইণ্ডিয়ান' স্বাক্ষরে কোন প্রয়োজন ছিল না, উহা সম্পূর্ণ নিবুদ্ধিতাব্যঞ্জক। লেখক এ প্রকার অন্ধ কি প্রকারে হইলেন যে তিনি দেখিতে পাইলেন না কেশব যে দোষ দিয়াছেন, এই পত্রখানি তাহার বিলক্ষণ নিদর্শন। কোন এক জন নির্দ্দোষ মানুষের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে সে ব্যক্তি কখন এ প্রকার মুখে (ক্রোধে) ফেনা উঠাইতেন না। একটি বিষয় আছে, যাহা আপনি প্রকাশ্যে বলিতে পারেন। বিষয়টি এই গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা বা কর্ম্মচারিগণের অনবধানতার দোষ গুণ বিচার করিলে অণুমাত্র রাজভক্তির অভাব বুঝায়, ইংলণ্ডে একপ কেহই মনে করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এমন কি যাঁহারা হৃদয়ের সহিত মেস্তর গ্লাডষ্টোনের প্রশংসা করেন, তিনি যাহা করেন বা করিতে ত্রুটি করেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে দোষ গুণ বিচার করেন। এটি রাজ্যসম্পর্কীয় কর্ত্তব্য এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের নিকটে ইহা এমনই সহজ বিষয় যে, এজন্য ক্ষমা প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষীয় আমাদের সমপ্রজাবর্গের সম্বন্ধেও এইরূপ মনে করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিচারের আশা আছে, এজন্যই লোকে দোষ গুণ বিচার করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া থাকে। রাজবিদ্রোহ অভিযোগের ব্যাপারগুলিকে মৌনভাবে দ্বারাবরুদ্ধ করিয়া রাখে, এ দিকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকে। আমাদের জাতি এবং আপনাদের জাতিমধ্যে সৎ অথচ সুদৃঢ় ভূমির উপরে সম্মিলন সাধন যদি আমাদের অভিলাষের বিষয় হয়, তাহা হইলে আপনাদের প্রার্থনীয় ও অভিযোগের বিষয় গুলি অবগত হইবার জন্য কোন সুযোগ উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি ব্যগ্রভাবে আদর প্রদর্শন করিতে হইবে। এরূপ স্থলে এক জন সুপ্রসিদ্ধ সে দেশের ভদ্র ব্যক্তি যে সকল বিষয় আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই সেগুলি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সম্যক্ প্রমত্তের কার্য্য। কিন্তু আমি আপনাকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিতেছি যে, যাঁহাদের মত সমাদরযোগ্য, এই সকল প্রলাপবাক্য তাঁহাদের উপরে কোন প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করিবে, একপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই।

মেস্তর সেনের নাম যদি আমাদের নিকটে অপরিচিত হইত, অনেকে প্রবঞ্চিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এখানে আগমন করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার উপস্থিতির মুগ্ধকরত্বশক্তি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি, তাঁহার আত্মার নির্ম্মলতা, মহত্ত্ব এবং সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাঁহারা তাঁহার আত্মার এই ভাব কেবল আংশিক ভাবেও পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবন কি তৎসম্বন্ধে অতি সামান্য আভাসও পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার চরিত্রের প্রতি নিষ্কপট সম্ভ্রম উপলব্ধি করিবার পক্ষে অনেক দেখিয়াছেন। পিউর্জি—যিনি কোলেন্‌জোকে নরকে পাঠাইয়াছেন—ইঁহার প্রার্থনা গৃহীত হইবে মনে করেন, লড সাফ্‌টাসবরি, যিনি 'এক্‌সি হোমো' গ্রন্থকে নরকসম্ভূত বলিয়াছেন, ইঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে এবং খ্রীষ্টানগণের অনুষ্ঠিত হিতকরকার্য্যে ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে আহ্লাদিত। 'রি কিউ রিবিএর' সম্পাদক বলিয়াছেন যে, (খ্রীষ্টীয়) প্রচারকগণের, ইঁহার পদতলে বাস সমুচিত।...ভাল, যখন তাঁহার মধুর ভাব এ দেশের সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গের অমুক্ত সংস্কারগুলিকে পরাভূত করিয়াছে এবং এমন প্রায় একটিও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় নাই যে তাঁহার প্রতি সহৃদয় বাক্য বলে নাই, তখন ইহা কি সম্ভব যে আঙ্গলো ইণ্ডিয়ানগণের সঙ্কীর্ণ দলের লোকের অসম্বদ্ধ ভাষণের প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমরা প্রবঞ্চিত হইব?"

এই সময়ে মিস্ ফ্রান্সিস পাওয়ার কব "ক্যাসেল্‌স ম্যাগাজিনে" একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ, ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধ, কলিকাতা সমাজের সহিত বিচ্ছেদ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার এই সকলের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম কি, এ প্রশ্নের উত্তরে মিস্ কব যাহা লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ এই, (১) পিতা, ত্রাতা, জ্ঞান ও ইচ্ছাসম্পন্ন একমাত্র ঈশ্বর; (২) ঈশ্বর কখন মনুষ্য হইয়া অবতরণ করেন না, সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সন্তান, তাহাদের সকলের মধ্যে ঈশা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; (৩) অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া বা অলৌকিক ক্রিয়াযোগে শাস্ত্রপ্রকাশ নাই, প্রকৃতির সমুদায় নিয়মগুলি স্বয়ং ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত করেন এবং বিবেক ও ধর্ম্মভাব ও মানবগণের বিশুদ্ধ বাক্যসমূহের মধ্য দিয়া ঈশ্বর মানবগণকে শিক্ষা দেন; (৪) প্রার্থনাযোগে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্ত্তিত করা

যাইতে পারে না, কিন্তু প্রার্থনাযোগে দুর্ব্বল আত্মা ঈশ্বর হইতে বল লাভ করে; প্রার্থনা আপনার ও পরের উভয়ের জন্যই কর্ত্তব্য; (৫) মৃত্যুর অন্তে উচ্চতর জীবনে প্রবেশ হয়, এবং ঈশ্বরের প্রেমসম্বন্ধে আরও উজ্জ্বলতর জ্ঞানলাভ হয়; (৬) সয়তান বা অনন্ত নরক নাই, প্রত্যেক পাপের জন্য দণ্ড বহন করিতেই হইবে, প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কিছু নাই; (৭) আমাদের সংশোধনার্থ ঈশ্বরের দণ্ড আমাদের প্রতি বিশেষ করুণা; এতদ্দ্বারা আমরা তাঁহাতে প্রীতিস্থাপন করিতে পারি, এবং তাঁহার অনন্ত প্রেম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। এই ধর্ম্ম তাঁহার মতে, জ্ঞানাদিতে শ্রেষ্ঠ, মতজটিলতাবিবর্জ্জিত, বিবেকে প্রকাশিত নিত্য বিধি দেবশ্বসিত বলিয়া গৃহীত, মানসোপরি কল্যাণকর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ, ঘোর পৌত্তলিকও ইহার মত বুঝিতে সক্ষম, অতি দোষদর্শী দার্শনিকেরও উহা সম্ভ্রমের বিষয়। কি লক্ষ্যে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার বংশের মহত্ত্ব, গ্রীকখোদিত প্রতিমূর্ত্তিসদৃশ তাঁহার অভিজাত আকৃতিত্ব, সহজ সগৌরব ব্যবহারে ইউরোপীয় উচ্চবংশজাত ভদ্রগণের অনুরূপত্ব, উপযুক্ত ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। এ সকলগুলি এক কথায় বলিতে গেলে তিনি এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, কিন্তু মিসকর মনে করেন, এ শব্দ তাঁহার নামে সংযুক্ত করা যৎসামান্য, কেন না ভবিষ্য-বংশীয়েরা তাঁহাকে ভারতবর্ষের প্রেরিতশ্রেণীতে গণ্য করিবেন। তাঁহার বক্তৃতাদি বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন সংক্ষেপে এইরূপে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে;—কেশবচন্দ্র একজন সুবক্তা, অন্যান্য বক্তা হইতে তাঁহার এই প্রভেদ যে, তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে অলঙ্কার বা উদ্ধৃত প্রবচনাদির আধিক্য, অথবা অতিরিক্ত বর্ণনা নাই; ভাষা ভাবানুরূপ; এই ভাব সকল বিশ্বাস ও সাধুতা প্রণোদিত অতি উচ্চ ও উৎসাহপূর্ণ, এরূপ ভাবপ্রকাশ বাগ্মিতার নিয়মানুসারী না হইলেও সাধারণতঃ যাহাকে বাগ্মিতা বলে তাহার সকলগুলি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ; উপদেশদানকালে প্রশান্ত ভাব, উৎকৃষ্ট স্বর, ভক্তিভাবাপন্নতা ঐ সকল গুণকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, তাঁহার ইংরাজী ভাষা নির্দ্দোষ; উচ্চারণ বা ভাষারীতিতে মনে করা যায় না যে এক জন ইংরেজ নন হিন্দু অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন; বহু অধ্যয়ন করিয়া কেশবচন্দ্র শাস্ত্রবিৎ হইয়াছেন তাহা নহে, তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে আলোক লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার

তর্ক বা বিদ্যাবত্তা প্রকাশে প্রয়োজন হয় না, সহজে তিনি আপনার ভাব অন্যকে শিক্ষা দেন, এবং সে শিক্ষা যাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন তাঁহাদের হৃদয়নিহিত প্রচ্ছন্ন অনুভূতির ব্যাখ্যান; তাঁহার উৎসাহপূর্ণ সাধুতা, তাঁহার চরিত্রের স্বচ্ছ সারল্য সকলেরই সহানুভূতি উদ্দীপন করে; বিশ্রদ্ধি উৎপাদন করে; প্রাচ্যদেশ-সম্ভূত সহজ ভাব ও আত্মাভিমানের অভাববশতঃ শ্রোতৃবর্গ তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম দেশ দেখিতে পায়, সুতরাং তাঁহার নিকটে তাঁহারা ভক্তিভাব উদ্দীপনে বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। মিস্‌কব স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়াছেন "তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের অনেকে বলিয়াছেন, যে সময় হইতে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন সেই সময় হইতে তাঁহারা খ্রীষ্টের শিশুর ন্যায় ঈশ্বরেতে আশ্বস্ততা কি, বুঝিতে পারিয়াছেন।" পাঠকবর্গ কেশবচন্দ্রকে সহজে বুঝিতে পারেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহার একটি উপদেশের সারাংশ দিয়া ভগিনী মিস্ কব তাঁহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন।

মেস্তর রবার্ট ক্রক্স যে একটী কবিতা কেশবচন্দ্রকে উপহার দেন তাহা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

ধন্য ধন্য চন্দ্র সেন নির্ভীক উকতি-
ভরে, তথা আগমনে সমুদ্রের পারে
প্রাচীন প্রবক্রমম, সত্য উচ্চ অতি
প্রচারের হেতু এই—সকলেই পারে
ঈশ্বরের প্রেম, মত না করি গণন,
সম্ভোগিতে হয় যারা ভিখারী তাহার,
দীর্ঘজীবী হও, যেন হয় আগমন
প্রাচীন ইংলণ্ডে তব পুনঃ, অধিকার
খ্রীষ্টধর্ম্ম দেখ আসি সকল মন্দিরে
মণ্ডলীতে ছোট বড় পিতা একেশ্বর
কেবল অর্চ্চিত হন, আসে যেন ফিরে—
যদিও বা গৌণে—দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর,
কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে অবমত
সর্ব্বজনপ্রীতি থাটি স্বাধীনতা সহ,
সত্যধর্ম্মে রক্ষা করে অপিচ (নিরত)
অর্দ্ধ-রাজ্য-পারতন্ত্র্য হইতে (অসহ)।

রেবারেণ্ড আর ডবলিউ ডেল "সিকাগো আডবান্সে" কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন। "মেস্তর কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দু তিন ঘণ্টা আলাপ করিবার আমার অবসর হইয়াছিল। তিনি আমার চিত্তকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কোন একটি গবর্ণমেণ্ট কলেজে পাশ্চাত্য সাহিত্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অবিশ্বাস জন্মে এবং কিছু দিনের জন্য লোকাতীত ও দেবসম্পর্কীয় বিষয়ে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়। যখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক ঈশ্বরে তাঁহার কি প্রকারে বিশ্বাস জন্মিল তাহা কি তিনি বলিতে পারেন, তিনি তাহার এই উত্তর দেন যে, স্বয়ং ঈশ্বরে আরোপ না করিয়া তিনি আর কোন প্রকারে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি কি মনে করেন ঈশ্বর তাঁহার হস্ত আপনার উপরে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সাক্ষাৎ অলৌকিক প্রভাবে আপনার আত্মাকে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন ; হাঁ ঠিক তাহাই মনে করি। তিনি আমার মনে এই সংস্কার উৎপাদন করিলেন যে, যথার্থই তিনি পরমাত্মা কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার অতীব অদ্ভুত সুশীলতা ও ভক্তিমত্তা ; যদি তিনি কেবল আপনাকে খ্রীষ্টান বলিতেন, তাহা হইলে কোন খ্রীষ্টান এবিষয়ে সন্দেহ করিতেন না যে, তিনি পবিত্রাত্মার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে তিনি কি প্রকারে উপনীত হইবেন যদি এ প্রশ্ন করা হয়, তবে তাহার কি উত্তর দিতে হইবে আমি জানি না, কিন্তু এটি আমার নিকটে নিতান্ত আশ্চর্য্যকর বিষয় হইবে, যদি তিনি উপনীত না হন।"

আমরা এই অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের লিখিত সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন কার্য্যলিপি নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

১০ এপ্রেল	রবিবার—মেস্তর মার্টিনোর চ্যাপেলে উপদেশ—"তাঁহাতে আমরা জীবিত আছি ইত্যাদি।"
১২ „	মঙ্গলবার—হানোবার স্কোয়ার রুম, অভ্যর্থনা সভা।
১৭ „	রবিবার—ফিন্সবেরি চ্যাপেলে উপদেশ—"ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।"
২৪ „	রবিবার—হাকনি চ্যাপেলে—"যাচ্ঞা কর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে ইত্যাদি।"
২৮ „	বৃহস্পতিবার—ষ্ট্যাম্ফোর্ড খ্রীষ্টচ্যাপেল—বাসন্তিক সভা।
১ মে	রবিবার—ইউনিটি চর্চ্চ—"তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে প্রীতি করিবে ইত্যাদি।"

১	মে	—ওয়েইবোরণ হল—'ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষা করেন না ইত্যাদি।"
৮	„	—হ্যাম্পষ্টেড চ্যাপেল—"কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না ইত্যাদি।"
৯	„	সোমবার—র‍্যাগেড স্কুল। ইউনিয়ম একজিটার হল।
১০	„	মঙ্গলবার—কঙ্গিগ্রেশনাল ইউনিয়ন ভোজ।
	„	„ —পূর্ব্বদেশীয় নারী শিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ সভা।
১৩	„	শুক্রবার—ইষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, ভারতের নারীশিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা।
১৫	„	রবিবার—আর্টিলারি হল, উপদেশ—"তোমা ভিন্ন স্বর্গে আমার আর কে আছে?"
১৭	„	মঙ্গলবার—শান্তিসভা।
১৯	„	বৃহস্পতিবার—"ইউনাটেড ফিল্ড আলায়েন্স।"
২২	„	রবিবার—ব্রিকৃসটন চ্যাপেলে উপদেশ "ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও।"
	„	„ ইসলিংটন ইউনিটি চর্চ্চে বালকগণকে উপদেশ।
২৪	„	মঙ্গলবার—লণ্ডন টেবার্নেকল—"ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য।"
২৮	„	শনিবার—সেণ্ট জেম্‌স্‌ হল—"ক্রাইষ্ট এবং ক্রিষ্টিয়ানিটি।"
২৯	„	রবিবার—কেণ্টিশ টাউন.টাউন হল "তোমরা কি জান না যে তোমরা ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ।"
	„	„ শোরডিচ্—মাদকনিবারণবিষয়ক বক্তৃতা।
২	জুন	বৃহস্পতিবার—মোয়েড্‌নবর্গ সোসাইটি।
৫	„	রবিবার ফিন্সবরি চ্যাপেলে উপদেশ—"একেশ্বরবাদ।"
৭	„	মঙ্গলবার—ইউনিয়ন চ্যাপেল (কন্‌গ্রিগেশনাল) হিন্দু একেশ্বরবাদ বিষয়ে বক্তৃতা।
৮	„	বুধবার—ইউনিটেরিয়ান সাংবৎসরিক।
৯	„	বৃহস্পতিবার—ঐ, ভোজ।
১২	„	রবিবার—ব্রিষ্টলে উপদেশ।
১৩	„	সোমবার—প্রকাশ্য সভা।
১৪	„	মঙ্গলবার—সাধংসমিতি।
১৫	„	বুধবার—বাথে প্রকাশ্য সভা।
১৭	„	শুক্রবার—লিসেষ্টার।
১৯	„	রবিবার—ব্রিমিঙ্গ্যাম—সায়ং প্রাতঃ উপদেশ।

২০	মে	সোমবার ব্রিজিয়াম প্রকাশ্য সভা।
২১	"	মঙ্গলবার—নটিঙ্গ্যামে প্রকাশ্য সভা।
২৪	"	শুক্রবার—ম্যানচেষ্টার।
২৫	"	শনিবার— " টেম্পেরেন্স হোটেল—মাদকনিবারণবিষয়ে বক্তৃতা।
২৬	"	রবিবার—উপদেশ।
	"	" —লিবার পুলে, ব্রাউন্স চ্যাপেলে (বাপ্টিষ্ট) উপদেশ।
২৭	"	সোমবার— " প্রকাশ্য সভা।
২৮	"	মঙ্গলবার— " বক্তৃতা।
২০	জুলাই	বুধবার—লণ্ডনে একেশ্বরবাদসমাজস্থাপন।
২৪	"	রবিবার—সাউথপ্লেস্ চ্যাপেলে উপদেশ।
৩১	"	" " উপদেশ।
১	আগষ্ট	সোমবার—ভিক্টোরিয়া ডিসকশন সোসাইটিতে বক্তৃতা।
৩	"	বুধবার—হণ্টেরিয়ান মেডিকেল সোসাইটিতে বক্তৃতা।
১৪	"	রবিবার—ষ্টাম্ফোর্ড ষ্ট্রীট চ্যাপেলে উপদেশ।
১৯	"	শুক্রবার—এডিনবরা ফিলসফিকল ইনষ্টিটিউশনে বক্তৃতা।
২১	"	রবিবার—গ্লাসগো, উপদেশ।
২২	"	সোমবার— " সিটি হল—প্রকাশ্য সভা।
২৭	"	শনিবার—লিড্স, টাউনহলে—বক্তৃতা।
২৮	"	রবিবার— " মিল হিল চ্যাপেলে উপদেশ।
৩০	"	মঙ্গলবার—লণ্ডন, ক্রিষ্টাল প্যালেস, টেম্পারেন্স উৎসব।
৪	সেপ্টেম্বর	রবিবার—ইউনিটি চ্যাপেল ইস্লিংটন, বিদায়সূচক উপদেশ।
	"	" এফ্রাবোড চ্যাপেল, ব্রিক্সটন, বিদায়সূচক উপদেশ।
৫	"	সোমবার—ব্রিটিষ আণ্ড ফরেন স্কুল বরোরোডে—শিক্ষকদিগের প্রতি সংক্ষিপ্ত উপদেশ।
৬	"	মঙ্গলবার—শোরডিচ টাউনহল, বিদায়সূচক মাদকনিবারণ সভা।
৯	"	শুক্রবার—বিষ্টল, ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন স্থাপন।
১২	"	সোমবার—হানোবর স্কোয়াররুম্স্, বিদায়সূচক সায়ং সমিতি।
১৭	"	শনিবার—সাউদাম্পটনে, বিদায়সূচক বক্তৃতা।

গৃহে প্রত্যাগমন।

কেশবচন্দ্র অকূলসমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছেন, গৃহের দিকে মন উন্মুখ, তাই বলিয়া কি তিনি ইংলণ্ডকে বিস্মৃত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? পাশ্চাত্য দেশ পশ্চাতে ফেলিয়া মিশরে উপস্থিত। এখন কোথায় প্রাচ্যদেশ সম্যক্ প্রকারে তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিবে, তাহা না হইয়া প্রতীচ্য দেশ এখন তাঁহার হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করিয়াছে। অর্ণবপোতে তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। কাহার জন্য? ইংলণ্ডের বন্ধুগণের জন্য। তাঁহারা তাঁহার চিত্তপটে চিত্রিত। তিনি তাঁহাদিগকে পত্র লিখিলেন। বিনানুবাদে সে পত্রের মর্ম্ম সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে কি প্রকারে অবগত করিতে পারা যায়? নিম্নে প্রদত্ত অনুবাদিত পত্রের প্রতি সকলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। পত্রখানি "ইনকোয়ারর" পত্রিকা হইতে ধর্ম্মতত্ত্বে উদ্ধৃত হয়।

"মিশর, ১লা অক্টোবর, ১৮৭০ সাল।

"প্রিয় ভ্রাতৃগণ,—ঈশ্বরের প্রসাদ আপনাদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকুন। তাঁহার পবিত্রাত্মা আপনাদের হৃদয়কে পবিত্র করুন, চির আনন্দিত করুন। আমার ভ্রাতৃপ্রেম আপনারা গ্রহণ করুন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমি আপনাদের নিকট হইতে, আপনাদের দেশের প্রিয় সমুদ্রবেলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। যদিও সে দেশে আমি অল্পদিন বাস করিয়াছি, কিন্তু আপনাদের প্রেমের বলে আমার হৃদয় পরাস্ত হইয়াছে। শত আকর্ষণে আপনারা আমার নিকটে প্রিয় হইয়াছেন, যদিও শরীরগত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তথাপি যে অধ্যাত্ম সুদৃঢ় অনুরাগের বন্ধনে আমরা বদ্ধ হইয়াছি, সে বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারিব না। ইংলণ্ড এখন দৃষ্টির বহির্ভূত,—আমার এবং আপনাদের মধ্যে প্রকাণ্ড সমুদ্রের তরঙ্গরাজি,—এখন আর ইংলণ্ডের হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, মনোহর পুষ্প, সুরম্য হর্ম্ম্য, নির্জ্জন শিলোচ্চয়, মধুময় গৃহ, মহৎ দানানুষ্ঠান, আমার নয়নেপথে পতিত হইতেছে না। তথাপি আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে ইংলণ্ড চিরন্তন স্থান লাভ করিয়াছে। আপনাদিগকে বন্ধু বলিয়া, বন্ধু কেন

আমার ভাই ভগ্নী বলিয়া আমি চিরদিন ভালবাসিব, এবং আপনাদের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলার্থ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব। আপনারা যে দয়া ও বদান্যতা সহকারে আমাকে আপনাদের গৃহে গ্রহণ করিয়াছেন, যে স্নেহসহকারে আপনারা আমাকে যখন আমি ক্ষুধিত ছিলাম আহার করাইয়াছেন, যখন ক্লান্ত হইয়াছিলাম সান্ত্বনা দান করিয়াছেন, যখন পীড়িত হইয়াছিলাম তখন আমার শুশ্রূষা করিয়াছেন, উহা আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করিব, এবং আপনাদের প্রীতির যে অনেকগুলি চিহ্ন আপনারা দিয়াছেন সে গুলি যত্নের সহিত রক্ষা করিব। ইংলণ্ড, আমি তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ; এক জন অকিঞ্চন ভারতবাসীর প্রতি তোমার দয়ার জন্য ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

"আমার প্রচারকার্য্যে কৃতজ্ঞতার জন্য, প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিই। আমি আমার পিতৃভূমির পক্ষ সমর্থনের জন্য আপনাদের নিকটে গিয়াছিলাম; উহার দুঃখাপনয়ন ও উহার বিবিধ অভাব পূরণ নিমিত্ত আপনারা প্রস্তুত, এবিষয়ে অনেক সময়ে উৎসাহ সহকারে আমার যে আপনাদের কৃতসঙ্কল্পতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যখন আমি উহা ভাবি, তখনই আমার আহ্লাদ উপস্থিত হয়। আমি ব্যগ্রতাসহকারে আশা করি যে, যে বিষয়ে আপনাদের চিত্তনিবিষ্ট হইয়াছে, শীঘ্রই উহা কার্য্যে পরিণত হইবে এবং আমি আপনাদিগের নিকটে যে যে বিষয়ে একান্ত সংস্করণ—দীনগণকে শিক্ষাদান, নারীগণের উন্নতিসাধন, সুরাব্যবসায় নিবারণ, দেশীয় সংস্কারকগণের সংস্কারকার্য্যে রাজকীয় প্রতিবন্ধক অপনয়ন—চাহিয়াছিলাম ঐ সকলের সংসাধন জন্য উপায় অবলম্বিত হইবে। এই সকল দেশসংস্করণ কার্য্য অগ্রসর করিয়া দেওয়ার জন্য, ইংলণ্ড, সাহায্য কর, অহো সাহায্য কর, আমরা এবং আমাদের ভাবী বংশ ও সন্তানসন্ততিগণ তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবে।

"কিন্তু এতদপেক্ষা গুরুতর ব্যাপক কার্য্য আমাকে আপনাদের দেশে লইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাহারও কিছু হইয়াছে। আমার অনেক দিনের আদর্শ—পূর্ব্ব পশ্চিমের আধ্যাত্মিক যোগ—স্বপ্ন নহে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, যথাসময়ে উহা সিদ্ধ হইবে। ইংলণ্ডে আমি যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস গাঢ় হইয়াছে, ধর্ম্মসম্পর্কে কালের গতি আমার

আশাকে সুদৃঢ় করিয়াছে। পশ্চিম দেশীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতিশাখাতেই সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্খল পরিহার এবং বিশ্বাস ও উপাসনাসম্বন্ধে প্রশস্ত ভূমি স্বীকার করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িকতার অশেষ বৃদ্ধিতে যে ঘোরতর অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আপনারা কষ্টানুভব করিতেছেন, এবং আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরস্পরের প্রতি আরও উদার ও মতসহিষ্ণু হওয়া আপনাদের উচিত। আপনাদের প্রশস্ত হৃদয় ক্ষুদ্র মন্দিরে বদ্ধ থাকিতে পারে না। যে অক্ষরে বিনাশ করে তাহা হইতে যেভাবে প্রাণদান করে তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আপনাদের উদ্বেগ জন্মিয়াছে, তাহারও সুস্পষ্ট লক্ষণ আমি দেখিতে পাইয়াছি। আঠার শত বর্ষ খ্রীষ্টধর্ম্মে স্থিরতর মতের পর মত সংযুক্ত হইয়াছে, তত্ত্বের পর তত্ত্ব রাশীকৃত হইয়াছে, আজ প্রকাণ্ড ধর্ম্মগ্রন্থের গুরুভারে খ্রীষ্টের ভাব নির্ব্বাপিতপ্রায়। সহস্র সহস্র নরনারী প্রতিদিন গ্রন্থ, মত, চার্চ্চ ও অনুষ্ঠানের সমাধিমধ্যে খ্রীষ্টকে অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু সত্যের বাণী গম্ভীর ভাবে কর্ণে নিনাদিত হইতেছে—তিনি সেখানে নাই। তাঁহারা মতের শুষ্ক কূপে জীবনবারি অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইতেছে না। সাক্ষাৎ অনুভবের ক্লেশকর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আজ ইংলণ্ড যেন বলিতেছে—"আমি মতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, সম্প্রদায়সমূহে আমার বিতৃষ্ণা উপস্থিত। জীবন্ত বিশ্বাসের সহজ ভাবে আমি আমার ঈশ্বরের পূজা করিব, এবং প্রীতিপূর্ণ বিশ্বাসের মধুরতায় আমি ঈশ্বরের সকল সন্তান সহকারে সহযোগিত্ববন্ধনে বদ্ধ হইব।" অন্যান্য জাতিরও এই প্রকার বাসনা ও মনের গতি প্রতীত হয়। যথার্থই পৃথিবী সেই সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলীর পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, যে মণ্ডলী ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব ভিন্ন আর কিছু জানে না। অতীতকালের ইতিহাস এই দিকে দেখাইয়া দেয়—বর্ত্তমান যুগ ইহাই চায়, সর্ব্বত্র ইহারই প্রাভাতিক জ্যোতি, আনন্দচিহ্ন বিদ্যমান। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, ইহা আগমন করিবে। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহার প্রকৃত মণ্ডলী সংস্থাপন জন্য আমরা সকলে মিলিত হই। প্রতিজাতি তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল সত্য ও মঙ্গলের বীজ আছে, জাতীয় জীবনে যাহা কিছু পবিত্র ও স্বর্গীয় আছে তাহা লইয়া আসুন। কোন জাতি কোন সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া সমুচিত নয়, কেন না

প্রত্যেকের ভিতর দিয়াই ঈশ্বর কথা কহিয়াছেন, এবং কালের গতিতে কোন না কোন আকারে সত্য প্রত্যেকটির ভিতরে সঞ্চিত রহিয়াছে। ইংরেজ ভাই সকল, আপনাদের সঙ্গে আপনাদের শ্রেষ্ঠ পরোপকারব্রত, পরিশ্রমশীলতা, উদ্যমশীলতা এবং বিজ্ঞানের প্রতি সম্মাননা—যে বিজ্ঞান মানুষের নিকটে অভিব্যক্ত গৌরবান্বিত নিত্যবহমান অপৌরুষেয় দেববাণী—আপনাদের সঙ্গে লইয়া আসুন। উদারচেতা আমেরিকাবাসিগণ, নবভাব, নবসভ্যতা, আত্মা ও মনের যৌবনোচিত সরসতা লইয়া আপনারা আসুন। পাশ্চাত্য দেশীয় সমুদায় জাতি, আপনাদের যাঁহার যে সত্য ধন আছে লইয়া আসুন। এখনও বৃত্ত পূর্ণ হইল না। প্রাচ্যদেশীয় জাতিসকল তাঁহাদের প্রাচীন সভ্যতা, তাঁহাদের উদার ভক্তি, সোৎসাহ বিশ্বাস, গভীর আধ্যাত্মিকতা, এবং তাঁহাদের প্রাচীন বন্দনীয় পূর্ব্ব পুরুষগণ হইতে ভাব ও চিন্তার যে অমূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা লইয়া আগমন করুন। প্রাভাতিক আলোকের সুবর্ণখচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রাচ্যদেশ আসুন। ইহা হইলে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বৃত্ত পূর্ণ হইবে। এইরূপে পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং প্রাচ্যদেশের দেবনিশ্বসিতরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র একত্র মিলিত হইয়া ঈশ্বরের প্রবচন হইবে। এইরূপে একের "মন ও বল" অপরের "হৃদয় ও আত্মা" ঈশ্বরসেবায় মিলিত হইবে। এইরূপে পরোপকারব্রতের ভাব যাহা "সকল প্রকারের কল্যাণ সাধন করিয়া পরিভ্রমণ করে" এবং ভক্তির ভাব যাহা "উপাসনার্থ পর্ব্বতোপরি গমন করে" এ দুই মিশ্রিত হইয়া মানবের স্বর্গীয় জীবনের একতা সাধন করিবে। এইরূপে পৃথিবীস্থ সমুদায় সম্প্রদায়, সমুদায় বংশ, সমুদায় জাতি ঈশ্বরের উপাসকমণ্ডলী গঠন জন্য—এক জীবনী শক্তিতে পরিপুষ্ট, এক প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত, এক দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায়—বিবিধ সূত্রবিশিষ্ট অথচ সমতানে বাদ্যমান মহান সর্ব্ব নিয়ন্তার স্তোত্রের সুমধুর সঙ্গীতে সংমিশ্রিত-বিবিধস্বর বীণাসদৃশ—একত্র মিলিত হইবে। এইরূপে এই প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে,—"তাহারা পশ্চিম হইতে, পূর্ব্ব হইতে, উত্তর হইতে, দক্ষিণ হইতে আসিবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যে উপবেশন করিবে।" কি প্রকাণ্ড ভাব! প্রকাণ্ড কি নয়? বন্ধুগণ, এইটি প্রত্যক্ষ করিতে যত্ন করুন; এবং আপনাদের দেশ, আমার দেশ এবং সমগ্র মানবজাতি আপনাদের প্রশংসনীয় যত্নের ফললাভ করুন, এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ হউন। ইহা আমাদের পিতার ইচ্ছা যে, তাঁহার সকল

সন্ততি মিলিত হইবেন এবং এক পরিবার হইয়া তাঁহার পূজা করিবেন। অতএব আসুন আমরা আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া একত্র মিলিত হই।

"আমার গৃহাভিমুখে যাত্রাকালে প্রাচীন দেশ মিশরে কিছুকাল স্থিরগতি হইয়া আমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে আমার নেত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিনীত দাসভাবে উভয় দিক্‌স্থ ভ্রাতৃবৃন্দকে সত্বর পিতার গৃহে গমনের জন্য অনুনয় করিতেছি। এস, ভাইসকল, ভগিনীসকল, পৃথিবীর নানা বিভাগ হইতে প্রীতি ও আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে এস, এস আমরা সকলে তাঁহার চারিদিকে মিলিত হইয়া তাঁহার পবিত্র চরণ চুম্বন করি এবং তাঁহার পবিত্র নাম গান করি।

'কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গানে রোধি তাঁর দ্বার,
নভস্তল্য উচ্চধ্বনি করি উত্থাপন;
রসনা দশ সহস্রে ভরে ধরা তাঁর
নিলয়নিচয় স্তোত্রনিনাদে সঘন?'

"প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুন। তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ অনুগ্রহ সমুদায় পৃথিবীতে বিস্তৃত হউক, এবং তাঁহার সন্তানগণের নিকটে শান্তি ও পবিত্রতা আনয়ন করুক। বিদায়

কেশবচন্দ্র সেন।"

অর্ণবযান মিশর পরিত্যাগ করিয়া ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অকূল সমুদ্র, কেশবচন্দ্রকে বহন করিয়া সমুদ্রপোত দ্রুতগতিতে আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়গণের নিকটে তাহার গতি অতি মন্দ বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল; কেন না তৎসহ সম্মিলনের ঔৎসুক্যবশতঃ দিন রজনী নিতান্ত ধীরগতি বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, মিশর হইতে পঞ্চদশ দিনে ১৫ই অক্টোবর শনিবার প্রাতে সমুদ্রযান বম্বের উপকূলে আসিয়া উপনীত হইল। বম্বেস্থ বন্ধুগণ অতি সাদরে কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন। ভারতে পদার্পণ করিয়া সেই দিনমাত্র তিনি বিশ্রাম পাইলেন, পরদিন ফ্রামজী কাউসজী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে, ইংলণ্ড ও ইংরেজগণসম্বন্ধে তিনি কি ভাব লইয়া আসিলেন তদ্বিষয়ে বক্তৃতা দেন। প্রথমতঃ তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিলেন। উদ্দেশ্য এই, (১) এ দেশের অভাবজ্ঞাপন; (২) ইংলণ্ড ও ভারত, পূর্ব্ব ও পশ্চিম মধ্যে সামাজিক

ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সখ্যনিবন্ধন। এই উদ্দেশ্য বিষয়ে যে অনেকটা সফলতা হইয়াছে তাহা তিনি সকলকে জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার এবং তাঁহার কার্য্যের প্রতি সহস্র সহস্র ইংরেজ নবনারী যেরূপ নিষ্কপটে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে প্রোৎসাহিত হইয়া ঈশ্বর যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন দৃঢ়তাসহকারে তদনুবর্ত্তন সকলের কর্ত্তব্য, এইটি তিনি উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মনে বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, ইংরেজ জাতির যে কোন দোষ দুর্ব্বলতা থাকুক না কেন, সে দেশের সমাজের মূলে যে হৃদয়ের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা ইংরেজজাতির উপরিভাগ মাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা নিন্দার অনেক বিষয় দেখিতে পাইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সে জাতির চরিত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তন্মধ্যে মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য অবলোকন করিবেন। সে দেশের বাহিরের সমুদায় ক্ষুদ্র। ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের উচ্চতম পর্ব্বত হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে মূষিকস্তূপ বলিয়া মনে হয়। সেখানকার বড় বড় নদী ভারতের জলপ্রণালী অপেক্ষা বৃহৎ নহে। সেখানকার বাহিরের বস্তু ছোট বটে, কিন্তু জাতির হৃদয় প্রকাণ্ড ও বৃহৎ। তাঁহাদের কর্ম্মনিষ্ঠতা অতি অদ্ভুত। কার্য্য বিনা তাঁহারা এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারেন না। এই একজনকে প্রাতঃকালে ইংলণ্ডের রাজবর্ত্মে দেখিতে পাইলেন, দেখিবেন যে সায়ঙ্কালে তিনি ইডেনবরাতে উপস্থিত, হয় তো আগামী কল্য কার্য্যোপলক্ষে একেবারে পরপারস্থ প্রদেশে গিয়াছেন। ইংলণ্ডের পরোপকারশীলতা অতি অদ্ভুত। পরোপকারকার্য্যে ইংলণ্ডে প্রতিবর্ষে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয় এবং সহস্র সহস্র নরনারী—কেবল মধ্যবিত্ত নহে অনেক সম্পন্ন লোক—পরের উপকারার্থ শরীর মন ঢালিয়া দেন। দীন দরিদ্র দুঃখী মূর্খ ও কুসংস্কারী ব্যক্তিগণের দুঃখমোচন ও সংস্কারের জন্য কত নরনারী নিঃস্বার্থ ভাবে জীবন ব্যয়িত করেন। ইংলণ্ডের গৃহপরিবার মাধুর্য্যে ও পবিত্রতায় সকলেরই মন হরণ করে। তন্মধ্যে যেমন এক দিকে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ আছে, তেমনি পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠগণের শাসনে পরিবারস্থ সকলে শাসিত। এ বিষয়ে ইংলণ্ড ভারতের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। ইংলণ্ডের ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি বলিলেন, ইংলণ্ডের বিশেষ সদ্গুণ আছে, কিন্তু খ্রীষ্ট যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলিয়াছেন, ইংলণ্ড তাহা আজও প্রত্যক্ষ করেন নাই। ইংলণ্ডকে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক বিষয় ভারতের নিকটে শিক্ষা

করিতে হইবে। খ্রীষ্টের পরের হিত সাধন ইংলণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপাসনাশীলতা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের নিকট পরহিত-সাধন, জীবনগত ধর্ম্মশীলতা ও নীতিমত্তা ভারত শিক্ষা করিবেন, ভারতের নিকটে ইংলণ্ডকে ভক্তি, বিশ্বাস ও উপাসনা শিক্ষা করিতে হইবে। এখন আর সে দিন নাই যে, ইংলণ্ড শস্ত্রবলে ভারতকে করতলস্থ করিয়া রাখিবেন, তাহার স্বাধীন মতামত বর্দ্ধিত হইতে দিবেন না। ইংলণ্ড যদি এ দেশের আঠার কোটী লোককে পদদলিত করিতে চান, ইহার জাতীয় ভাব, প্রাচীন মহত্ত্ব, দেশানুরাগ বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হন, তাহা হইলে এখনই ব্রিটিষ সাম্রাজ্য ধ্বংস হউক। ন্যায় ও হিতৈষণা বিনা অন্য কোন ভাবে এ দেশ শাসন করিতে ভগবান্ কখন দিবেন না। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগ অন্য কোন ভাবে নহে, খ্রীষ্টীয় ভাবে। খ্রীষ্টধর্ম্ম বলিতে তিনি কোন বাহ্য অনুষ্ঠানাদি বোঝেন না; হিন্দু মুসলমান পার্সী প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মের সাধারণ ভাবে বিশ্বাস। খ্রীষ্টধর্ম্ম ইংলণ্ডে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে পণ্ডিতগণ মধ্যে সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নরীতি যে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার সংফলের প্রতি সমধিক আশা। খ্রীষ্টানগণকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের আগমনের বহু দিন পূর্ব্বে খ্রীষ্টের ভাব বিদ্যমান ছিল। যাহা কিছু সত্য ও ভাল তাহা খ্রীষ্টও ভাল বাসেন। অদ্য ভারতে যদি ভাল লোক থাকেন, খ্রীষ্টানেরা যাহা বলেন বলুন, স্বয়ং খ্রীষ্ট তাঁহা-দিগকে ভাই ভগিনী বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন। ইংলণ্ডবাসিগণ তাঁহাকে লইয়া অনেক বাড়াবাড়ী করিয়াছেন, তিনি এই বাড়াবাড়ীর বিরুদ্ধে যত্ন করিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। তবে ইহাতে এই লাভ হইয়াছে, সহস্র সহস্র লোকের নিকটে তিনি তাঁহার স্বদেশের কথা বলিতে পারিয়াছেন। সে দেশীয়গণের এ কিছু সামান্য মহত্ত্বগুণ নয় যে, ইংরেজচরিত্রের দোষগুলির উল্লেখ করিলে আনন্দ-ধ্বনি সহকারে তাঁহারা তাহা শ্রবণ করিয়াছেন, প্রশংসা করিলে কোন প্রকার তাঁহাদের ভাবোচ্ছ্বাস হয় নাই। এদেশীয়গণ যদি আপনাদের দেশের দোষগুলির প্রতি অন্ধ না হইয়া প্রকৃত অবস্থা তাঁহাদিগকে অবগত করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাদের সহানুভূতি পাইবেন। মহারাজ্ঞীর এদেশের প্রতি গভীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এবং সে দেশের সকলেরই তাদৃশ ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, আগে যেমন ইংরেজগণ এদেশকে ক্ষুদ্র মনে করিতেন, এ দেশের লোকদিগকে

অসভ্য মনে করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল দর্শন করিয়া এখন তাঁহারা এদেশকে বড় বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন যদি এদেশীয়গণ জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া তাঁহাদের তদ্বিষয়ে সহায়তা চান, সহায়তা পাইবেন, এবং যে দেশেব লোক নিজ জাতীয় ভাব সংরক্ষণ করিতে নিতান্ত অবহিত, সে দেশীয় লোক হইতে ভারতের জাতীয় ভাব বিনষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই। এদেশীয়গণ কি ইংরেজগণের ন্যায় পান ভোজন করিতে চান? তাঁহার বিবেচনায় উহা বর্জ্জবোচিত। ইংলণ্ডেব পরিচ্ছদসম্পর্কে বিলাসিতারও প্রতিবাদ হওয়া সমুচিত। ইংলণ্ডেব আর আর ভাল ভাল বিষয় এদেশে গ্রহণ করা হউক, কিন্তু এ দুই যেন কখন এদেশে আনীত না হয়। ইংলণ্ডের সকলই ভাল ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ইংলণ্ডে দরিদ্রতা ও মূর্খতা অতি ভয়ঙ্কর। অনেক লোকে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত জানে না। খ্রীষ্টানেরা যাহাদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া কুৎসা করেন, তাহাদিগের অপেক্ষাও তাহাদিগের অবস্থা অতি মন্দ। কিন্তু এরূপ দুরবস্থা সে দেশে আছে বলিয়া তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে শিক্ষাদির প্রভাব বিস্তারের জন্য সে দেশে যত্নও তেমনি হইতেছে। এ দেশের জাতীয় ভাব রক্ষার জন্য যত্ন হউক, কিন্তু পরহিতসাধনজন্য যে সকল অন্তর্ব্যবস্থান সে দেশে আছে, তাহা এদেশে সংস্থাপিত হউক, ইংলণ্ডে যেমন হিতাকাঙ্ক্ষী মহিলারা সে দেশের হিতসাধন করিতেছেন তেমনি এদেশেও হউক। তিনি এই বলিয়া বলা শেষ করিলেন ;—

"স্বদেশীয় প্রিয়বন্ধুগণ, এই বক্তৃতাস্থল হইতে যাইবার পূর্ব্বে আমায় আপনাদিগকে বলিতে দিন, সেই মহাদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই সঙ্কটসময়ে আমি আপনাদিগকে ঘুমাইতে দিতে পারি না। আমি আপনাদিগকে অতি সুস্পষ্ট সুদৃঢ় বাক্যে বলিতে পারি যে, ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডকে অবলম্বন করিয়া সমুদায় সভ্যতম জাতি সমুদায় প্রাচ্য জাতির প্রতি—বিশেষতঃ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ভারতের প্রতি—পাশ্চাত্য সহানুভূতি নিশ্চয়াত্মকতা সহকারে আমায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই নিশ্চয়াত্মক বাক্য আপনারা গৃহে লইয়া যাউন, কিন্তু যে কর্ত্তব্য করিতেই হইবে, যে ত্যাগস্বীকারের অধীন হইতেই হইবে, সেই কর্ত্তব্য ও ত্যাগস্বীকার হইতে ভীরুতা ও কাপুরুষতাবশতঃ শঙ্কিত হইয়া পশ্চাদ্গামী না হন, এজন্য অদ্যকার রজনী হইতেই আপনাদের মনে ঈশ্বর যেন বিশিষ্ট

প্রতিজ্ঞা স্থাপন করেন, এ নিমিত্ত আপনাদের ঈশ্বর, ভারত ও ইংলণ্ডের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া আপনারা শয্যায় শয়ন করিতে যাইবেন না। আপনাদের দেশের কল্যাণসাধনের জন্য তিনি আপনাদের মনে তাদৃশ উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা অর্পণ করুন, যে উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা আপনাদিগকে বলপূর্ব্বক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করিবে। মহারাজ্ঞী এবং ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আপনারা ভক্তিমান্ হউন। স্বদেশের নরনারী হউন, আর ইংলণ্ডের নরনারী হউন, যাঁহারা কোন প্রকারে আপনাদের উপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হউন। আমাদের শত্রুরা বা আমাদের বন্ধুরা যেন বলিতে না পারেন যে, আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই। বিদেশীয় জাতিসমূহ এ দেশের লোকদিগকে যে সকল কল্যাণ অর্পণ করিয়াছেন, সে সকলের আদর যে সমগ্রজাতি বুঝিতে সমর্থ, তৎসূচক মধুর সর্ব্বসম্মত ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত কৃতজ্ঞতার সঙ্গীতসমতানে সমগ্র ভারত মিলিত হউক। প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের হস্ত উদ্যম প্রদর্শন করুক। প্রার্থনাসমাজের ভ্রাতৃবৃন্দ, সমগ্র বঙ্গে অগ্রসর হইয়া আপনাদের সঙ্গে মিলিত হন, এজন্য কি আপনারা উহাকে আহ্বান করিবেন না? বঙ্গের লোকেরা কি এক জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না? এ সভায় কি আমায় এই শুনিতে হইবে যে, শিক্ষিত আলোকসম্পন্ন ভারতবাসিগণ—হিন্দু, মুসলমান, বা পার্সিগণ—পুত্তলে বিশ্বাস করেন? আলোকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পৌত্তলিকতা এবং কুসংস্কারের ভীষণ শৃঙ্খলে আজও আবদ্ধ? না, আপনারা যাহাই বলুন, আমি দেখিতেছি আপনাদের হৃদয় একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে স্বীকার করে। তবে আপনারা উঠুন আর বলুন, ভারতবর্ষে সত্যের পতাকা উড্ডীন হইবেই হইবে। ঐ দেখুন, পশ্চিম হইতে স্রোতের ন্যায় আলোক আসিয়া প্রবেশ করিতেছে; ঐ দেখুন, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোককে অজ্ঞানতা, পাপ ও পৌত্তলিকা হইতে মুক্ত করিবার জন্য পর্ব্বত সাগর অতিক্রম করিয়া দশ সহস্র হস্ত প্রসারিত হইয়াছে। তবে আর আমরা অলস থাকিব না। যখন সমগ্র পৃথিবী ভারতকে বলিতেছে, 'উত্থান কর' তখন ভারত যেন নিশ্চেষ্ট না থাকে। দেশসংস্কারের পক্ষে মহান্ গৌরবান্বিত সময় উপস্থিত—আমার মনে হয় ভারতের উদ্ধারের জন্য স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী। আর আপনারা ঘুমাইবেন না। আমি আপনাদিগের নিকট অতি বিনীতভাবে ভিক্ষা

করিতেছি,—আমি আপনাদের পদতলে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত—আমি আপনাদিগকে যে প্রশংসনীয় কার্য্য করিতে বলিতেছি, তাহা আপনারা চিন্তার বিষয় করুন। আমাদিগের দেশের অনেকগুলি নরনারী অজ্ঞানতা অন্ধকার পাপ ও কুসংস্কারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। এরূপ স্থলে যেন আপনারা না বলেন, আলস্য, ঔদাসীন্য, কপটাচার ও নিশ্চেষ্টতা নবীন ভারতবাসিগণের লক্ষণ হইবে; বরং বলুন অদ্যকার রজনী হইতে অজ্ঞানতাদির সহিত সন্ধিবন্ধন, নিদ্রা, ঔদাসীন্য, কপটাচার বা নিশ্চেষ্টতা থাকিবে না। নবীন ভারতবাসীরা জানেন, ইংলণ্ড ভারতকে কি বলিতেছেন, ইউরোপস্থ ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় উদার-চেতা ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কি বলিতেছেন। সভ্যতার ধ্বনি এই, 'অগ্রের দিকে, সম্মুখের দিকে, স্বর্গের দিকে'; ভারতেরও অদ্যকার রজনী হইতে এই মন্ত্র হউক 'অগ্রের দিকে, সম্মুখের দিকে, স্বর্গের দিকে।'"

কেশবচন্দ্র বম্বে পরিত্যাগ করিয়া লৌহবর্ত্মে কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে তাঁহাকে গৃহে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বন্ধুবর্গ আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ৩১ আশ্বিন ভারতবর্ষীয় উপাসকমণ্ডলীর সভা আহূত হয়। এই সভায় উপাসকমণ্ডলীকে ভাই প্রতাপচন্দ্র যে কথা গুলি বলেন, আমরা তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"অদ্যকার সভায় কেশব বাবুকে কিরূপে অভ্যর্থনা করিতে হইবে তাহা বিবে-চনা করিবার নিমিত্ত যে এত অধিক ব্রাহ্ম উৎসাহ সহকারে সমাগত হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে। কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধন জন্য যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া বিলাতে গিয়াছেন এবং সেখানে যেরূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রত্যাগমন করিলে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা হইবে সন্দেহ কি? কিন্তু কেবল বাহ্যিক অভ্যর্থনা করিলে চলিবে না। প্রকৃত অভ্যর্থনা—তাঁহার ভাবের সঙ্গে প্রকৃতরূপে যোগ দেওয়া। তিনি প্রত্যাশা করেন না যে, অনেক টাকা খরচ করিয়া আমরা তাঁহার সমাদর করিব। তিনি যে ভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিয়া সমহৃদয়তা প্রদর্শন করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি যে সকল সত্য এখানে প্রচার করিয়াছিলেন, বিলাতেও তাহাই করিয়াছেন, একটীও নূতন কথা কহেন নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হীনবুদ্ধি, অজ্ঞান, ক্ষুদ্রহৃদয় হইয়া

আমরা সে কথার যত আদর করি নাই, বহুদর্শী সুপণ্ডিত উদারচিত্ত মহাত্মাগণ তদপেক্ষা অধিক করিয়াছেন। ইহাতে আমরা শিক্ষা পাইতেছি যে, তাঁহার কথার মূল্য আমাদিগকে অধিক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এক দিনের অভ্যর্থনায় তাঁহার প্রতি কি আদর প্রকাশ হইবে? কিন্তু তাঁহার ভাব যাহাতে চিরকালের মত মনের ভাবে পরিণত হয় এবং তাঁহার শুভ ইচ্ছা আমাদিগেরও ইচ্ছা হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অতএব তাঁহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ ঐক্য বন্ধন করা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া চাই।

"এই উপাসকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, যাহাতে একটী পরিবার বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরকে পিতামাতা পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া চিনা যায় এবং তদনুসারে কার্য্য করা যায় তাহাই ইহার উদ্দেশ্য। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত যাঁহাদের অনুরাগ তাঁহার কার্য্যের প্রতি তাঁহাদিগের চিরস্থায়ী অনুরাগ আবশ্যক। আমাদিগের ভ্রাতৃভাব যাহাতে দৃঢ়বদ্ধ হয় এবং পরস্পরের ধর্ম্মোন্নতি ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি পরস্পরের দৃষ্টি থাকে তাহার উপায় করা বিধেয়। তাঁহার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইলে যেরূপ হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিব, সেইরূপ হৃদয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া থাকা উচিত। তাঁহার দ্বারা আমরা কিরূপ উপকার লাভ করিয়াছি, তাঁহার অবর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কিরূপ চলিয়াছে, এবং শারীরিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁহার সহিত হৃদয়ের কিরূপ যোগ আছে, এই প্রকার চিন্তা দ্বারা অন্তরকে প্রস্তুত করিলে আমরা তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে পারিব। তিনি ফিরিয়া আসিয়া কি বিশেষ প্রণালীতে কার্য্য করিবেন বলিতে পারি না, কিন্তু হৃদয়কে প্রস্তুত রাখিলে পুরাতন সত্য সকল নূতন ভাবে লাভ করিব,—নূতন সত্য ত নূতন হইবেই। কি আন্তরিক কি বাহ্যিক অভ্যর্থনা সকল কার্য্যে পবিত্র অনুরাগ ও ভ্রাতৃভাব থাকা আবশ্যক। অন্তরে অনুরাগ থাকিলে বাহিরে চক্ষু ও মুখের দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবেই, কিন্তু বাহিরে থাকিলে অন্তরে না থাকিতেও পারে। কোন বিদেশীয় রাজা আসিলে কত আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করা হয়, আমাদিগের ব্যবহার যেন সেরূপ না হয়, হৃদয় সম্পূর্ণ থাকা চাই, বাহিরে যেরূপ হইতে পারে হইবে; নতুবা সম্মানের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অসম্মান করা হইবে।"

৪ কার্ত্তিক (২০ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার কেশবচন্দ্র কলিকাতায় পদার্পণ

করেন। পথে জব্বলপুর ও এলাহাবাদস্থ ব্রাহ্মভ্রাতারা অতিশয় যত্ন ও প্রীতি-সহকারে তাঁহাকে বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেশীয় রীতিতে আহার করান। ভাই অমৃতলাল বসু মাঙ্গলোরে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন, তিনি বম্বেতে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সঙ্গে আইসেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম এবং অপর অনেকগুলি ভদ্রলোক কেশবচন্দ্রকে প্রত্যুদ্গমন করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র ষ্টীমার করিয়া পরপারে হাওড়া রেলওয়ে প্লাটফরমে উপস্থিত হন। সেখানে সকলে মিলিয়া মহানন্দধ্বনিতে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। বহুদিনের পর আপনাদের প্রিয়তম আচার্য্যকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মগণের ও তাঁহার বন্ধুবর্গের যে কি আনন্দোদয় হয়, তাহা যাঁহারা সে সময়ে স্বয়ং অনুভব করেন নাই, ভাষাযোগে তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার যত্ন বিফল। কল্পনাযোগে যাঁহারা সেই সময়কে মনে জাগ্রৎ করিয়া তুলিবেন, তাঁহারা আজও সে আনন্দ কথঞ্চিৎ হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। সে যাহা হউক, কেশবচন্দ্রের অভ্যর্থনানন্তর সকলে পুনর্ব্বার ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া পরপারে আসিলেন। সেখানে একখানি বৃহৎ যুড়ি গাড়ী কেশবচন্দ্রের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই গাড়ীতে তিনি আরোহণ করিলেন, বন্ধুবর্গ গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে পদব্রজে কলুটোলার বাটী পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে পুনরায় মহানন্দধ্বনি উত্থিত হইল, সেই আনন্দ-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। বহু দিনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিজনবন্ধুবর্গের উল্লাসের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের উল্লাস মিশিয়া গেল। পরস্পরকে সম্ভাষণ ও মিষ্ট বচন চলিতে লাগিল। গৃহে অভ্যর্থনার জন্য যথোচিত আয়োজন হইয়াছিল। গৃহের যুবা বৃদ্ধ বালক, এমন কি দাস দাসী পর্য্যন্ত সকলের যেন নূতন জীবন সঞ্চার হইল। গৃহ সুখের উৎসবে পূর্ণ। যে গৃহ তাঁহার অভাবে এত দিন শূন্য ছিল, তাঁহার আগমনে সে গৃহের শোভা আজ কি হইল অন্তশ্চক্ষু ভিন্ন আর কিছুতে এখন আর তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই।

গৃহে আসিয়া বন্ধুগণের সহিত কি প্রকার শিষ্টালাপে তিনি সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, পর অধ্যায়স্থ স্মরণলিপি পাঠ করিয়া সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। তিনি কি নূতন ভাব প্রবর্ত্তিত করিবেন তাহার উপোদ্ঘাত ও তাঁহার অভ্যর্থনাসংক্রান্ত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এই অধ্যায় শেষ করিতেছি। পর দিন শুক্রবার সঙ্গতে কেশবচন্দ্র বলেন ;—

"আমি এ বয়সে কি এখানে কি ইংলণ্ডে পরীক্ষা দ্বারা তব বিষয় জানিলাম তাহার সার কথা এই, অধিক আধ্যাত্মিক হইতে গেলে কাজের বাহির হইতে হয়, এবং কাজে অধিক ব্যাপৃত হইলে আধ্যাত্মিক ভাব শুষ্ক হইয়া যায়। কার্য্য এবং আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের যোগে জগতের পরিত্রাণ। যখন খুব কাজ করিতেছি, তখন হৃদয় যদি ঈশ্বরে সংযুক্ত হইয়া থাকে এবং যখন হৃদয় তাঁহাতে নিমগ্ন থাকে তখন যদি উৎসাহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, তাহা হইলেই পূর্ণ ভাবে ধর্ম্মসাধন হয়। ধ্যান প্রার্থনা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক সুখাদ্য আমরা অধিক ভালবাসি, এবং তাহাতে সময় সময় উপকারও দর্শে দেখিয়াছি; কিন্তু সকল সময় সেই আহারের লোভী হইয়া থাকিলে হইবে না। আমাদিগকে ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে, ডাল ভাত খাইয়াও যাহাতে প্রাণ ধারণ করিতে পারি, এ প্রকারে সকল সময়ে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে যাই, কিন্তু কেবল প্রণালী রক্ষা করিয়া মন সতেজ থাকিবে কেন?

"পৃথিবীর পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় ভাগ তুলনা করিলে দেখা যায়, আমরা পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট হইতে হৃদয়গত আধ্যাত্মিক ভাব অধিক লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের কার্য্য করিবার শক্তির নিতান্ত অভাব। বিলাতে তাহা বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমাদিগের ভাল গুণগুলি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তথাকার সদ্‌গুণ সকল আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা আমাদিগের মধ্যে যে সকল কার্য্যের বিশেষ অভাব তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তাহার ভারগ্রহণ করেন। প্রত্যেক ব্যক্তির সহস্র কার্য্য থাকিলেও কোন একটি বিশেষ কার্য্যে তাঁহাকে প্রাণপণে নিযুক্ত হইতে হইবে, নতুবা তাঁহার জীবন ধারণ অকারণ। সামাজিক বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্য অনুসারে কাহাকে উৎকৃষ্ট কাহাকে অপকৃষ্ট বলা যায়; কিন্তু কার্য্যগত ধর্ম্ম নাই। এক ব্যক্তি ঘর ঝাঁট দিয়াও সমূহ পুণ্যলাভ করেন, আর এক ব্যক্তি চিকিৎসকের কার্য্য করিয়াও পাপভাগী হইতে পারেন।

"পশ্চিমের সহিত যোগ বন্ধন করিতে না পারিলে আমাদিগের পূর্ণ উন্নতি লাভ হইবে না। আমাদের যে সকল গুণ আছে তাহা রক্ষা না করিয়া পশ্চিমের গুণ ধারণ করিলে জন কয়েকের সাহেব সাজা আর চৌরঙ্গীতে থাকা ইংলণ্ড গমনের

এই ফল হইবে। আবার ভ্রান্ত স্বদেশপ্রিয়তা দেখাইয়া কেবল আপনাদিগের সীমায় বদ্ধ থাকিলে অনেক সদ্গুণে বঞ্চিত হইতে হইবে। পশ্চিম দেশীয়দিগের গুণ গ্রহণ করিতে না পারিয়া এত দিন আমাদিগের কার্য্যে অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। আমাদের জীবনে পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দেশীয় ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলে সে দেশীয় লোকে আমাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহাদিগের উন্নত ভাব শিক্ষা করিতে পারিব। পূর্ব্ব পশ্চিম ঈশ্বরের এক পরিবার হইবে। আমি এই যোগের ভাব স্পষ্ট দর্শন করিয়া আসিয়াছি, স্বচক্ষে এরূপ এক পরিবার দেখা অপেক্ষা গভীরতর সুখকর ব্যাপার আর কি আছে? বিদায়ের সময় আমি সে দেশকে বলিয়াছি, 'বিদায়। হে পিতার পশ্চিম নিকেতন,' এবং এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি তাঁহাদিগের ভাল গুণ গ্রহণ করিব এবং আমাদিগের যাহা ভাল আছে তাঁহাদিগকে দিব। এই যোগ দ্বারা যে কি শুভ ফল ফলিবে এখন বলা যায় না। কিন্তু আমরা যে কথা বলি—এক দিক্ করিতে আর এক দিক্ থাকে না—তাঁহারাও সেই কথা বলেন। ব্রাহ্মসমাজ এই দুইয়ের যোগে জীবনের পূর্ণ ভাব দেখাইতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

"অনেকে মনে করেন, ইংলণ্ডে গেলে স্বদেশের প্রতি স্নেহ যায় এবং বিজাতীয় হইয়া আসিতে হয়। কিন্তু আমি বলি দেশীয় হৃদয় লইয়া গেলে বিলাত হইতে আরও দেশীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। বিলাতে গিয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষ যেরূপ মধুর বুঝিতে পারিয়াছি এরূপ আর কখনই পারি নাই। মূল্যবান্ কোন বস্তু হইতে কিছুকাল বঞ্চিত না হইলে তাহার মর্য্যাদা বুঝা যায় না। স্বদেশ এখন একটী আদরের সামগ্রী হইয়াছে। এই সকল ভাব দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমি বিলাত হইতে যে সকল চিঠি আনিয়াছি তাহা সকলকে পড়িতে হইবে। যাহাতে পূর্ব্ব পশ্চিমের দৃঢ় যোগ সংসাধিত হয়, "মিরার" দ্বারা তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

"আমার ইচ্ছা, অন্ততঃ একবৎসরের জন্য কার্য্য বিভাগ করিয়া কতকগুলি লোক তাহার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ বলিয়া যদি কাজ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই যথার্থ কাজ করা হয এবং কোন ভাবনা থাকে না। আমরা কত কাজ তাঁহার নাম করিয়া করি, কিন্তু কত কুটিল অভিসন্ধিতে তাহা পণ্ড করিয়া দেয়। স্পষ্টরূপে এক বুকল অগ্রসর হওয়া ভাল, অন্ধকারা-

ছন্ন দৃষ্টিতে অনেক পথ অতিক্রম করিয়াছি মনে করায় কোন ফল নাই। কাজকে আমরা কঠিন বোধ করি, কিন্তু উপাসনা করা অপেক্ষা কাজ করা অনেক সহজ। ভাবে কাজ করাই কঠিন। আমাদের মন ঋষি এবং হাত বিলাতী হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরের নানা কার্য্য করিতে গেলে মন প্রকৃত পক্ষে বিক্ষিপ্ত হয় না, যেখানে যাই, তাঁহার ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান যায়। বিলাতের গাড়ী, ঘোঁড়ার কথা অনেক বলা ও শুনা গিয়াছে, সে খোসা মাত্র, অসার; কিন্তু সকলে যাহাতে সেখানকার ব্যাপার সকল অনুভব করেন তাহাই প্রার্থনীয়। ইহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা কত বাড়িয়াছে; স্বয়ং মহারাণী, কত বিদ্বান্ লোক, সমুদায় সভ্যজাতির স্নেহদৃষ্টি উহার উপর পড়িয়াছে, কাল ব্রাহ্মসমাজ কোথায় ছিল, আজ কোথায় দাঁড়াইয়াছে, উহা ভাবিলে সে ভাব কি হৃদয়ে ধারণ করা যায়? ইহা চিন্তা করিয়া উৎসাহিত হৃদয়ে সকলের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।"

৮ই কার্ত্তিক (২৪ অক্টোবর) প্রায় শতসংখ্যক ব্রাহ্ম প্রাতে লোহবর্ত্মযোগে কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে সমবেত হন। দুর্যোগবশতঃ লোকসংখ্যা যত দূর হইবার কথা ছিল তাহা হইতে পারে নাই। সে দিনকার অভ্যর্থনার ব্যাপার আমরা নিজ ভাষায় না বলিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে এ সম্বন্ধে যে একটি সংবাদ বাহির হয়, তাহাই এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বিগত ৮ই কার্ত্তিক ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মেরা বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। প্রাতে প্রায় এক শত লোক রেল গাড়িতে সেয়ালদহ হইতে বেলঘরিয়ায় উপস্থিত হইলে পর শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র সরকারের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ধরের পোষকতা ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন সকলের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া এবং আমাদের দেশের ও আমাদের মঙ্গলের জন্য যে এত করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাসূচক মনের ভাব অল্প কথায় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, বিলাতে আপনি যেরূপ সমাদর ও অনুরাগ ও উপহার পাইয়াছেন তাহার তুলনায় আমাদের এ সমস্ত অতি সামান্য এবং আপনার উপযুক্ত নহে।

ভ্রাত! তুমি দীর্ঘজীবী হও। এই বলিয়া দেশীয় রীত্যনুসারে তাঁহার হস্তে পট্টবস্ত্রের যোড় ও পুষ্পমালা অর্পণ করিলেন। আমাদের আচার্য্য মহাশয় এই ভাবে বলিলেন যে, আমি বিলাতে বাহ্যিক কোনরূপ চিহ্ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলাম না, কিন্তু তাঁহাদের আগ্রহে আমাকে বাধ্য হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আপনাদের প্রীতি ও সমাদর আমার পক্ষে অতিশয় আনন্দজনক ও প্রীতিকর। ইহাতে আমার মনে আনন্দ হইতেছে। আপনাদের পক্ষে ইহা সামান্য কিন্তু আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি হৃদয় চাই, বাহিরের কোন চিহ্ন আমাকে ভুলাইতে পারিবে না এবং আমিও উহা চাহি না। আমাকে যেমন আপনারা হৃদয়ের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কিছু দান করিলেন, আমিও যেন আপনাদের ভৃত্য হইয়া হৃদয়ের অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ দয়াময় নামের মালা আপনাদের গলায় পরাইয়া দি। পরে সকলে আনন্দ ও প্রীতিসহকারে সেই দয়াময়ের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নিম্নলিখিত নূতন গীত দ্বারা উপাসনা আরম্ভ হইল,—

রাগিণী ললিত।—তাল আড়াঠেকা।

বন্ধু আগমনে মোরা হৃদয় আনন্দে ভরি, পূজিতে এসেছি পিতা আজি তোমার চরণ।
পিতা তোমার কৃপায়, অসম্ভব সম্ভব হয়, ধন্য ধন্য পিতা তুমি জগতের প্রাণধন।
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, সাগরতরঙ্গ তরি, পিতা তব প্রেমরাজ্য করি সর্ব্বত্র স্থাপন;
সাধিয়া তোমার কাজ, প্রত্যাগত ভ্রাতৃমাঝ, সেই তব প্রিয় দাস, ভারতের সুখবর্দ্ধন।
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, ধর ধর ধর পিতা, জানিনা কেমনে তোমার পূজিতে হয় চরণ; এই ভিক্ষা দয়াময়, হয়ে সবে এক হৃদয়, সেবি যেন তোমায় পিতা সঁপিয়ে জীবন প্রাণ।

"অবশেষে ভোজনের সময়ে সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলে শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্য মহাশয়কে উপযুক্তরূপে অল্প কথায় অভ্যর্থনা করিলেন। আহারান্তে আচার্য্য মহাশয় ইংলণ্ডে কিরূপে দিন যাপন করিতেন তৎসম্বন্ধে সেই দেশসংক্রান্ত অন্যান্য বিবিধ প্রসঙ্গ দ্বারা সময় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।"

২৪ কার্ত্তিক বুধবার ব্রাহ্মিকাগণ কেশবচন্দ্রকে অভিনন্দনপত্রী দান করেন। তিনি ইংলণ্ডে নারীজাতির হইয়া যে সকল বিষয় বলিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি প্রত্যুত্তরে যাহা বলেন তাহাতে সকলের

হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়, এবং তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে ইংলণ্ডের সেই সক আলোচনা করেন, যাহাতে তাঁহাদিগের উপকারের সম্ভাবনা। আঃ ইংলণ্ড হইতে আনীত কতকগুলি আশ্চর্য্য দ্রব্য তাঁহাদিগকে প্রদর্শন ব এই সময়ে ফরিদপুরের ব্রাহ্মগণ তাঁহার নামে এক সুদীর্ঘ অভিনন্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ অভিনন্দনপত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত ব দেওয়া গেল।

"আপনি সম্প্রতি ইংলণ্ডে গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও দয়াময়ের কীর্ত্তন করিয়া তথাকার উদারপ্রকৃতি দূরদর্শী বিজ্ঞ ধার্ম্মিকগণের এবং পরো কারব্রতাবলম্বিনী বিদ্যাবতী পুণ্যবতী ভগিনীদিগের হৃদয় মন ব্রাহ্মধর্ম্মের ও আমাদের দেশের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। সুরারূপ রাক্ষসী যে এ দেশ গ্রাস করিয়া সহস্র সহস্র যুবাকে প্রথমতঃ অমানুষবৎ করিয়া অবিলম্বে কালকবলে পাতিত করিতেছে, আপনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা অসঙ্কুচিত যথাযথ বর্ণন করিয়া সমুচিত প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন; এবং ভারতসীমন্তি গণের শোচনীয় অবস্থা দূরীকরণ জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। তথা হই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নূতন বল, নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন উদ্যমের সহিত কর্ম্মক্ষেত্র ব বিস্তার করিয়া লইয়াছেন।

"এবম্বিধ মহোপকারী, দেশহিতৈষী, বিশুদ্ধস্বভাব, ধর্ম্মপরায়ণ, মহা ব্যক্তির প্রতি যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দান করা ব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের কৃপায় আপনি অসাধারণ ক্ষমতা লাভ লোকের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত ভাব যেরূপ মুদ্রিত করিয়া দিতেছেন, দের সে প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, আপনি আমাদের হৃ ভাববিজ্ঞাপক এই অকিঞ্চিৎকর পত্রখানি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ মনে করিব।"

স্মৃতিলিপি।

১৮৭০ সালে মার্চ্চ মাসে আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে বিলাতে বিদায় দিয়া সিগণ এখানে এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিলেন যেন তাঁহাদের প্রাণ নে ছিল না; শরীরটা কেবল পড়িয়াছিল। তাঁহার বিলাতগমনের অল্প পরেই শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র, শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল ও শ্রীযুক্ত ভাই রগোবিন্দ প্রচারার্থ মাঙ্গালোরে চলিয়া গিযাছিলেন; কলিকাতা অত্যন্ত বোধ হইয়াছিল। সকলের মন বিলাতের কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল থাকিত। ন বিশ্বাসীর পরস্পর দেখা হইলেই বিলাতের সংবাদ কি এই প্রশ্ন প্রথমেই সত হইত। বিলাতী সংবাদপত্রে আচার্য্য দেবের কার্য্যসম্বন্ধে যে সমস্ত শ বাহির হইত, তাহাদের মধ্যে যে সকল পত্রিকা এখানে প্রেরিত হইত, সকলে লিয়া তাহা পাঠ করা বিশেষ আনন্দের কারণ হইত। সকলেই কেশবচন্দ্রের াগমনের সময়ের প্রতি আশানয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন। অক্টোবর মাসে আচার্য্য দেব ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার মুখকমল দর্শন করিয়া সকলের দূর হইল এবং তাঁহার মুখে বিলাতের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের অপার ও উৎসাহ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের রসনা দিবানিশি কথা ও পরিশ্রান্ত হইতে জানিত না। তাঁহার গণনাতীত বন্ধুগণও দলে আসিয়া অবিশ্রান্ত সেই আনন্দবৰ্দ্ধক সংবাদ শ্রবণ করিয়া আপ্যায়িত ন। তিনি যে দিন ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন কলিকাতাবাসী এবং কোন মফস্বলনগরবাসীদিগের অত্যন্ত আনন্দের দিন ছিল। সকলের মনে স্ত আনন্দোদয় হইয়াছিল। আফিসের কর্ম্মচারীই হউন, আর বিদ্যালয়ের হউন, অথবা যে কোন লোক হউন, যাঁহাদের তাঁহার সহিত পরিচয় ছিল তাঁহাদের মনও কেমন একটা আন্দোলন অনুভব করিয়াছিল। সে দিন নে সেখানে তাঁহার সম্বন্ধে কথা লইয়া দিনপাত হইয়াছিল। তাঁহাকে র্শনার জন্য হাবড়া ষ্টেশনে পারাবার হইবার ষ্টীমারে এবং কলিকাতার তীরে যেরূপ জনতা হইয়াছিল তাহা তাহারই প্রমাণ। লাট সাহেব বা

যত্র কোন বড় লোক আসিলে কেহ বা কর্ত্তব্য অনুরোধে কেহ বা বৃথা কৌতূহল চরিতার্থ হেতু একত্র সমবেত হন; কিন্তু এস্থলে তাহা নহে, অকপট প্রেম, অকপট অনুরাগ, প্রকৃত উৎসাহ হইতে এত লোক তাঁহার নামে একত্র হইয়াছিলেন।

যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার শরীর সুস্থ, রূপ অধিকতর লাবণ্যযুক্ত, মুখকমল বিকশিত দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কলুটোলার ত্রিতলস্থ গৃহে—যেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র বসিতেন সেই গৃহে পরিবার ও বন্ধুবর্গের অশেষ আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে কেশবচন্দ্র আসিয়া বসিলেন। এ দিকে তিনি ইংলণ্ডে যে সমস্ত ছবি, পুস্তক, বস্ত্র ও অপরাপর সামগ্রীরাশি উপঢৌকনস্বরূপ পাইয়াছিলেন তাহা আনিয়া রাশীকৃত করা হইল। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান সামগ্রীর পরিচয় কেশবচন্দ্র বন্ধুদিগের নিকট প্রদান করিতে লাগিলেন। বন্দনীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া তাঁহার যে প্রতিমূর্ত্তি ও হস্তলিপিসম্বলিত পুস্তক উপঢৌকনস্বরূপ দিয়াছিলেন তাহা প্রদর্শিত হইল। উপস্থিত কেহ কেহ মস্তক অবনত করিয়া তৎপ্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিস্ময়াপন্ন বন্ধুদিগের প্রশ্নের আর অবধি রহিল না। রাজপ্রাসাদ কিরূপ, ভারতেশ্বরী দেখিতে কেমন, রাজপরিবারের বালক বালিকার ব্যবহার কি প্রকার, তথাকার ভদ্রলোকের গৃহের ব্যবস্থা ও নিয়ম কিরূপ, জনসমাজে ধর্ম্মভাব কি প্রকার, লোকের দয়া ও সৎকার্য্য কিরূপ, এ দেশীয় ইংরেজ ও বিলাতের সাহেবদিগের মধ্যে পার্থক্য কি প্রকার, এই সমস্ত প্রশ্নের বিষয় ছিল। এ দেশীয় লোক রাজাকে লোকাতীত জীব এবং তাঁহাদিগের গতি ও রীতিও লোকাতীত মনে করেন, উপস্থিত বন্ধুগণ যখন ইংলণ্ডেশ্বরী ও ভারতের মহারাণীর দয়া, নম্রতা, প্রজাবাৎসল্য ও অন্যান্য সদ্গুণের কথা, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের প্রতি একরূপ সকরুণ ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন সকলেই বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতাসাগরে মগ্ন হইলেন। রাজপরিবারের বালক বালিকার যে এরূপ অমায়িক ভাব হইতে পারে, তাহা কেহই মনে কল্পনা করিতে পারেন নাই।

কেশবচন্দ্রের প্রতি ভারতেশ্বরীর ঈদৃশ সকরুণ ব্যবহার, রাজপরিবারের এরূপ অমায়িক ভাব, মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটরি কর্ণেল পনসনবির এতাদৃশ সদ্ভাব, উচ্চতম ইংরেজদিগের একপ সদ্ব্যবহার এবং সমগ্র ইংরেজ জাতির এ

প্রকার সদ্ভাবের কথা শুনিয়া সকলের মনে সমস্ত ইংরেজ জাতির প্রতি প্রেম ও ভক্তি শত গুণ বর্দ্ধিত হইল; তাঁহাদিগের ও ইংরেজদিগের মধ্যে ব্যবধান যেন তিরোহিত হইয়া গিয়া ইংরেজ জাতিকে আত্মীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং ভগবান্ যে তাঁহাদের হস্তে ভারতের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন সে জন্য অনেকের হৃদয়ে বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের বিলাত-দর্শনে ভারত ও ইংলণ্ড যে নিকটতর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। তথাকার নারীগণের চরিত্র, জীবন ও কেশবচন্দ্রের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাবের কথা শুনিয়া সকলের হৃদয় বিগলিত হইল। স্বদেশ বিদেশের কোন প্রভেদ না করিয়া মাতৃস্নেহ যে রমণীগণের মনে সর্ব্বত্র আবিভূর্ত, তাহা ইংলণ্ডীয় নারীদিগের জীবন প্রমাণিত করিল; কেন না মাতার ন্যায় তাঁহারা কেশবচন্দ্রের পরিচর্য্যা করিতেন। লিবারপুলে সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য হিক্‌সন পরিবারে যখন তাঁহার সঙ্কট পীড়া হইয়াছিল, তখন সেই গৃহের গৃহিণী তাঁহার কষ্ট দেখিয়া এবং বিপদা-শঙ্কা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। গর্ভজাত সন্তান বা সহোদর ভ্রাতার সঙ্কট রোগে জীবনের প্রতি সংশয় জন্মিলে নারীগণ যেমন উদ্বিগ্ন ও কাতর হইয়া থাকেন, কেশবচন্দ্রের রোগে হিক্‌সন্ পরিবারে ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল।

যে নগরে তিনি যাইতেন, তাঁহাকে অতিথি করিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলে তথাকার লোকেরা বিশেষতঃ নারীগণ আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করিতেন; এজন্য নগরবাসীদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে ঈর্ষা ও মনোবেদনা উপস্থিত হইত। কেশবচন্দ্র বলিলেন যে, একটি নগর-বিশেষে তিনি উপনীত হইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে দেখেন যে, তিন জন সাহেব ও এক জন বিবি উপস্থিত। প্রতিজনেই আপনার গৃহে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র সংকট অবস্থায় পতিত হইলেন এবং অবশেষে নারীজাতির প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম প্রদর্শন জন্য সেই বিবির বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন; অবশিষ্ট বন্ধুগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি আমাদিগের প্রসিদ্ধ বন্ধু শার্পপরিবারে লণ্ডন নগরে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই পরিবার একটি ইংলণ্ডীয় সুখী পরিবারের আদর্শস্বরূপ; অনেকগুলি পুত্র কন্যায় পূর্ণ ছিল। কেশবচন্দ্রকে পাইয়া তাঁহাদের পারিবারিক আনন্দের আর সীমা ছিল না। দিবানিশি সকলে

বিশেষতঃ শার্প দুহিতৃগণ অত্যন্ত আমোদ, আনন্দ ও তাঁহার সেবাজনিত ব্যস্ততায় সময় যাপন করিতেন। যে কোন গল্প—বিশেষতঃ ভারতবর্ষসম্বন্ধে—তাঁহারা শ্রবণ করিতেন তাহাতেই তাঁহারা অপার আনন্দ অনুভব করিতেন এবং অনুরাগ ও শ্রান্তিবিরহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহচর ভাই প্রসন্নকুমার যত ক্ষণ গৃহে থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত কথা বার্ত্তায় এমনি ব্যস্ত থাকিতেন যে তাঁহারা পরস্পরে বাঙ্গালা ভাষায় মনের স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করিবার অবসর পাইতেন না। কেশবচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন এবং মাতৃভাষায় কৌতুকাদি করিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব ও মনের শ্রান্তি দূর করিতেন। তিনি সামান্য শয্যার পক্ষপাতী ছিলেন; রাত্রি অধিক হইলে যখন তিনি শয়নাগারে গমন করিতেন, তখন সময়ে সময়ে সুকোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ঘরের মেজের কার্পেটের উপর শয়ন করিতেন এবং সভ্য পরিচ্ছদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভাই প্রসন্নকুমারের সহিত গোবিন্দ অধিকারীর অনুকরণ করিয়া বঙ্গভাষায় কৃষ্ণযাত্রার কথাগুলি উচ্চারণ করিতেন এবং অন্তরের সহিত হাস্য করিতেন। শার্প দুহিতৃগণ তাঁহাদের হাস্য পরিহাস শ্রবণ করিয়া মনে করিতেন যে, বুঝি কোন সংপ্রসঙ্গ অথবা কোন আমোদজনক প্রসঙ্গ হইতেছে, তাঁহাদের তাহা হইতে বঞ্চিত থাকা বিশেষ ক্ষোভের বিষয়। তাঁহারা সেই রাত্রিতে কেশবচন্দ্রের দ্বারে প্রবল আঘাত করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আয়াস প্রকাশ ও চীৎকার করিতেন। কেশবচন্দ্র বলিয়া উঠিতেন, এখন আমরা ভারতবর্ষে আছি, তোমাদিগের এখানে আসিবার অধিকার নাই।

অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর ইংরাজ মহিলাগণের নির্ব্বুদ্ধিতা ও কুসংস্কারের দৃষ্টান্তরূপে তিনি বলিলেন যে, শার্পপরিবারে এক জন দাসী ছিল, সে কেশবচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত মলিন রং ও বিদেশীয় পরিচ্ছদ দর্শনে এবং 'ইণ্ডিয়ান্' নাম শ্রবণে তাঁহাকে নরভোজী রাক্ষস কি কি মনে করিত তাহা সেই ব্যক্তিই জানিত। সে তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে পলায়ন করিত, তাঁহার নিকট অগ্রসর হইত না। এক দিন সেই নারী এক রবিবারে একটি উপাসনালয়ে উপাসনা জন্য গিয়া দেখে, কেশবচন্দ্র তথায় উপাসনাকার্য্য করিতেছেন এবং উপদেশ দিতেছেন। সে নারী সেই দিন তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে তিনি

অদ্ভুত জীব নহেন, এক জন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ, ইংরাজীতে কথা কহিতে পারেন। সেই দিন হইতে সে তাঁহার অত্যন্ত অনুগত হইল এবং অতিশয় শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাঁহার সেবায় রত হইল। ইংরেজদিগের পারিবারিক পবিত্রতাসম্বন্ধে তিনি বিশেষ প্রশংসা করিলেন। ইংরেজ সমাজের নরনারী একত্র হইয়া নৃত্য করা সম্বন্ধে অনেক কথা উত্থাপিত হইল। সে সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বলিলেন যে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ইংরাজী বলের সহিত ইংরেজ জাতীয় ধর্ম্মসাধক ও ধর্ম্মযাজকগণ কোন সহানুভূতি রাখেন না এবং এ প্রথা সকল সময়ে নীতিবর্দ্ধক নহে, কিন্তু একথা বলা নিতান্ত অজ্ঞানতামূলক যে পবিত্রভাবে ইংরেজ নরনারীগণ একত্র নৃত্য করিতে পারেন না। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বৃদ্ধ পিতা রূপবতী যুবতী কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া একত্র নৃত্য করিতেছেন। তবে আমাদিগের চক্ষে এরূপ নির্দ্দোষ নৃত্য অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়, বালকত্ব মনে হয়, এবং উহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা সুকঠিন। বিবাহ ও স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারের সহিত ইংরেজসমাজের সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু উন্মত্ত ব্যতীত কে এ কথা বলিবে যে, এ সম্বন্ধে ইংরেজ সমাজে সাধারণতঃ অপবিত্রতা প্রবল। বিবাহার্থিগণ অথবা বিবাহিত যুবক যুবতীগণ এদেশে পিতা মাতা গুরুজনের নিকট পরস্পর সম্বন্ধে সঙ্কুচিত ভাব প্রকাশ করেন, কিন্তু ইংলণ্ডে গুরুজনের নিকট দাম্পত্যপ্রেম লজ্জার বিষয় নহে। নববিবাহিত যুবক যুবতী গুরুজনের সম্মুখে পরস্পরের সহিত এরূপ ভাবে ব্যবহার করেন, এরূপ বাকালাপ করেন যে, এদেশে তাহা কল্পনায় আনাও সকলে নিন্দনীয় মনে করেন। বিশেষতঃ বিবাহার্থী যুবক যুবতীগণ গুরুজনের সমক্ষে পরস্পরের প্রতি যেরূপ ভাবে প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করেন ও যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা এদেশে গুরুতর অপরাধের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

ইংরেজদিগের হিতৈষণার প্রশংসা করিয়া তিনি শেষ করিতে পারিতেন না। তিনি বলিলেন যে, তিনি যখন বিলাতে ছিলেন তখন ফ্রান্সের সহিত প্রুষিয়া দেশের বিখ্যাত মহাযুদ্ধ হইতেছিল। যুদ্ধের আহত সেনাদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য ইংলণ্ডীয় পরহিতৈষী পুরুষ ও রমণীদিগের মধ্যে মহাব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা সেবাকার্য্যের আয়োজন জন্য

এবং শুশ্রূষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রানিমিত্ত দিবানিশি ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি বলিলেন যে, ইংলণ্ডীয় লোকগণ ধর্ম্মসম্বন্ধেই হউক, আর সংসার সম্বন্ধেই হউক, বীরোপাসক (Hero-worshipper)। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে বীরত্ব আছে তাহা বুঝিতে পারিলে ইংরেজগণ তাঁহার প্রতি এমন সমাদর করেন যে, যেন তাঁহারা সেই ব্যক্তির পূজা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এ দেশে যেরূপ লোকে সকল কার্য্য ছাড়িয়া সৎপ্রসঙ্গ করিয়া থাকে, বিলাতে সে ভাব অত্যন্ত বিরল। আহারের সময় অথবা পিক্‌নিক্ (বনভোজন) করিতে গেলে সাহেবেরা স্ব স্ব রুচি মত প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্র এইরূপ পিক্‌নিকে সর্ব্বদাই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং সেই সময় অবসর পাইয়া গভীর ভাবে সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। তাঁহার সৎপ্রসঙ্গ শুনিবার জন্য নরনারীগণ, বিশেষতঃ পাদরী সাহেবগণ তাঁহার চারিদিকে একত্রিত হইতেন এবং শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাঁহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন। তিনি বলিলেন যে, ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেকটা অনভিজ্ঞ। ব্রাহ্মসমাজের বিশেষতঃ সঙ্গতসভার প্রভাবে এদেশের সামান্য বালকগণও যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অবগত, ইংলণ্ডের উচ্চশ্রেণীস্থ পাদরী সাহেবগণও উহা শুনিয়া অবাক্ হন। তাঁহার মুখের প্রসঙ্গ সকল শুনিয়া কয়েক জন পাদরী এবং জন কয়েক বিবি তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রেভারেণ্ড চ্যানিং নামে জনৈক পাদরী সাহেব তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সেখানে এরূপ সঙ্কীর্ণহৃদয় নরনারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল যে তাঁহারা বলিতেন, তিনি কবে জলসংস্কার গ্রহণ করিবেন সেই জন্য তাঁহারা নিয়ত প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এক দিন এক জন বিবি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ দেখাইয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টান হইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন, পরে যখন দেখিলেন যে তিনি তাঁহার কথা শুনিবার লোক নন, তখন তাঁহার প্রতি তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইলেন।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর কেশবচন্দ্রের একজন অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। অনেক বার তিনি পণ্ডিতবরের গৃহে গিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতবরও তাঁহার বাসভবনে আসিয়াছিলেন। মোক্ষমূলরের অধ্যয়নগৃহ ক্ষুদ্র ছিল, তাহার মধ্যেই বসিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতেন, এবং বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিতেন। তিনি তাঁহার গৃহে চারি দিকে রাশি রাশি পুস্তক ও পুথি দ্বারা পরিবেষ্টিত

থাকিতেন। এক দিন কেশবচন্দ্র দেখেন যে পণ্ডিতবর ঋগ্বেদে কতগুলি শব্দ আকারে আরম্ভ তাহার গণনা করিতেছেন। তাঁহার আকৃতি ও অধ্যয়নগৃহের অবস্থা দেখিলেই তাঁহাকে এদেশীয় একজন ভট্টাচার্য্য বলিয়া বোধ হইত। কাশীধাম, এ দেশীয় পণ্ডিতগণ ও সংস্কৃত বিদ্যাসম্বন্ধে এক দিন কেশবচন্দ্রের সহিত মোক্ষমূলরের কথা হইল। কথান্তে কেশবচন্দ্র পণ্ডিতবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ সংস্কৃতের আকর স্থান কাশীধাম দেখিতে ইচ্ছা করেন না? মোক্ষমূলর উত্তর করিলেন, "আমি নিরন্তর কাশীতেই বসিয়া আছি। আমার এই গৃহকে আমি কাশীধাম জ্ঞান করি। কাশী আমার হৃদয়ে। আমি ভারতে গিয়া চক্ষে কাশীধাম দেখিতে ইচ্ছা করি না। কাশীসম্বন্ধে আমার আদর্শ এত উচ্চ যে, কি জানি আমি তথায় গেলে সে আদর্শ খর্ব্ব হয়, আমার আদর্শ অনুসারে কাশী দেখিতে না পাই।"

অনেকেই অবগত আছেন যে, মৃত মহাত্মা শ্রদ্ধাস্পদ ডীন ষ্টানলি সাহেব কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে হেনোবার স্কোয়ার রুমে যে বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতাই তাহার সাক্ষী। তাঁহার পত্নী লেডি অগষ্টা ভারতেশ্বরীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। লেডি অগষ্টা কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এক দিন কেশবচন্দ্র তাঁহার সুবিখ্যাত (Great Men) মহাপুরুষসম্বন্ধে বক্তৃতাটী ডীন সাহেবকে পাঠ করিতে দেন। এই বক্তৃতায় মহাপুরুষদিগের ধর্ম্মজগতে যে উচ্চ স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, খ্রীষ্টকে মহাপুরুষদিগের শ্রেণীভুক্ত করিয়া যেরূপ স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। ডীন ষ্টানলি তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া এক দিন কেশবচন্দ্রকে বলিলেন যে, কিছু দিন পূর্ব্বে তিনিও ঠিক এইরূপ একটি উপদেশ দিয়াছিলেন। আচার্য্য দেব জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপদেশটি কি মুদ্রিত হইয়াছে, না তাহার কোন পাণ্ডুলিপি আছে? শ্রদ্ধেয় ডীন বলিলেন, তাহা মুদ্রিত হয় নাই এবং তাহার পাণ্ডুলিপি এখন নাই। এই ঘটনায় স্পষ্ট বুঝা যায়, মৃত মহাত্মার কত দূর উদার মত ছিল এবং কি কারণে তিনি কেশবচন্দ্রের প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন।

যখন কেশবচন্দ্র প্রথমে বিলাত গমন করেন এবং দুই একটী বক্তৃতা করেন, তখন এক জন উচ্চপদস্থ সুবিদ্বান পাদরী সাহেব অত্যন্ত বন্ধুভাবে তাঁহাকে

বলিলেন, "মিষ্টার সেন, ইংলণ্ড অতি কঠিন স্থান, ইহা ভারতবর্ষ নহে যে কেবল মনের ভাবুকতা ব্যক্ত করিলে লোকে সন্তুষ্ট হইবে। এখানকার লোক বক্তৃতায় বিদ্যাবত্তা দেখে, যদি গ্রিক্ ল্যাটিন হিব্রু ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতার পরিচয় আপনি না দেন তাহা হইলে দিন কতক পরেই আপনার মনের ভাব ফুরাইয়া যাইবে এবং দেশীয় বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোক সকল আপনার বক্তৃতার আর সমাদর করিবেন না; অল্প লোকেই আপনার বক্তৃতা শুনিতে আসিবেন।" কেশবচন্দ্র অত্যন্ত বিনীতস্বভাব ছিলেন, তিনি আপনার অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি মৃদু ও বিনীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আমি বিদ্বান্ লোক নহি, ল্যাটিন গ্রিক প্রভৃতি ভাষা আমি কখন অধ্যয়ন করি নাই। ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আমি তত অভিজ্ঞ নহি; আমার মনে যেরূপ ভাব হয় বক্তৃতায় তাহাই বলিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া তিনি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। এ দিকে কেশবচন্দ্র বক্তৃতার পর বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় যেন প্রত্যাদেশের প্রস্রবণ এবং রসনা বজ্র সদৃশ হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার অগ্নিময় বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পর তাঁহার সেই বন্ধু তাঁহার নিকটে আসিয়া দুঃখিত অন্তরে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন "মিষ্টার সেন, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনাকে পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি আমাদের ন্যায় সেই নিম্নশ্রেণীস্থ লোক, যাঁহারা পুস্তকাদি পাঠ, মানসিক চিন্তা ও তৎসদৃশ কষ্টকর কার্য্য দ্বারা উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে যান, অথচ অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হন না। যেখান হইতে স্বর্গরাজ্যের ব্যাপার সকল নিকটবর্ত্তী হয়, এখন আমি দেখিতেছি ভগবান্ আপনাকে সেই উচ্চস্থানে আরূঢ় করিয়াছেন এবং আপনার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এমনি সুতীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছেন যে, আপনি স্বভাবতই সেই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন যেখান হইতে স্বর্গরাজ্যের বিষয় সকল প্রত্যক্ষ দেখা যায় ও শুনা যায়। আপনাকে আমি অন্য লোকের সহিত তুলনা করিয়া অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি। আপনি স্বর্গরাজ্যের নূতন কথা প্রতিদিন বলিতে থাকুন, আপনার কথা কখন পুরাতন হইবে না এবং যতই আপনি বক্তৃতা করিবেন ততই আপনার কথা শুনিতে লোকে আগ্রহ প্রকাশ করিবে এবং তাহা শুনিয়া নূতন আলোক লাভ

করিবে।" আর একজন উচ্চপদস্থ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ভক্তির সহিত কেশবচন্দ্রের কথা শুনিতে শুনিতে ও ভাব দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন, "মিষ্টার সেন, আমি যতই তোমার কথা শুনি ও তোমাকে দেখি, তোমার সরলতার মধ্যে আমি খ্রীষ্টের সরলতা দেখিতে পাই, তোমার বিশ্বাস, বিনয়, সুকোমল ভাব, প্রেম প্রভৃতি গুণের মধ্যে সেই খ্রীষ্টের গুণের প্রতিভা নিরীক্ষণ করি। আমি যতই তোমার পদতলে বসিয়া তোমার কথা শুনি ততই আমি খ্রীষ্টকে বুঝিতে পারি এবং যতই তোমাকে দেখি তোমার ভাবের মধ্যে আমি খ্রীষ্টকে দর্শন করি। তোমাকে দেখিয়া অবধি পর্য্যন্ত যেন খ্রীষ্ট আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এবং তোমার কথা শুনা পর্য্যন্ত খ্রীষ্টসম্বন্ধে আমার মনে নূতন আলোক আসিয়াছে।" কেশবচন্দ্র ফিরিয়া আসিলে কত সময়ে কত প্রকারে তাঁহার বিলাতভ্রমণসম্বন্ধে কত কথা শুনিয়াছি, সে সকল স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন।

কার্য্যানুষ্ঠান।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়কে সম্মিলিত করিবেন, এজন্য কেশবচন্দ্র কার্য্যতঃ উদ্যোগী হইলেন। তিনি ব্রাহ্মবন্ধুগণকে এতদুদ্দেশে আহ্বান করিলেন। ৯ কার্ত্তিক (২৫ অক্টোবর) তাঁহারা তাঁহার গৃহে আহ্বানানুসারে একত্র মিলিত হইলেন, তিনি সংস্কারের কতকগুলি উপায় তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত করিলেন। তাঁহারাও অতি আহ্লাদ সহকারে সংস্কারকার্য্যে যোগ দিলেন। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে একটী মূল সভার অন্তর্গত পাঁচটী বিভাগ সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাব হয়।

১। সাধারণ লোকদিগের উন্নতি সাধন করা।

২। বিবধ উপায়ে স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করা।

৩। সাধারণ লোকদিগের উপযোগী সরলভাষায় লিখিত পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রচার করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করা।

৪। সুরাপাননিবারণ জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করা।

৫। দীন দুঃখীদিগকে ঔষধ, অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করা।

২ নবেম্বর (১৭ কার্ত্তিক) রীতিমত "ভারত সংস্কারক সভা" সংস্থাপিত হয়। তৎপর ৭ নবেম্বর ২২ কার্ত্তিক সোমবার "ভারত সংস্কারক সভার" প্রথম অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচাঁদ ধর হন। নির্দ্দিষ্ট পাঁচটি বিভাগে এক এক জন সহকারী সভাপতি, এবং এক জন সহযোগী সম্পাদক এবং কয়েক জন সভ্য লইয়া এক একটী অধ্যক্ষ সভা স্থাপিত হয়। জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সভার উদ্দেশ্যের প্রতি অনুরাগবান্ ব্যক্তিমাত্রেই এই সভার সভ্য হইবেন, তাঁহাদিগকে বর্ষে এক টাকা চাঁদা দিতে হইবে নিয়ম হয়। পাঁচ বিভাগে বিভক্ত সভার উদ্দেশ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত।

এতদ্দেশের মহিলাগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ইহার উদ্দেশ্য। বালিকা বিদ্যালয়, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামাগণের উপযোগী পত্রিকা প্রচার, সময়ে সময়ে পুস্তকাদি প্রকটন এবং পরীক্ষা ও মহিলাদিগকে পারিতোষিক দান, আপাততঃ এই সমুদায় উপায় এই সভাকর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবে।

২। সাধারণ ও ব্যবসায়সম্পর্কীয় জ্ঞানশিক্ষা বিভাগ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায়।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়।

শ্রমজীবী লোকদিগকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার জন্য এই সভা হইতে কলিকাতা ১৩ নং মেরজাপুর ষ্ট্রীটে বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। প্রতি সোমবার, বুধবার, এবং শনিবার অপরাহ্ণ ৭ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে ভাষাজ্ঞান, অঙ্কবিদ্যা, ভূগোল, বস্তুবিচার, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও নীতিশিক্ষা দেওয়া হইবে। মধ্যমাবস্থার লোকদিগকে রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৬ টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সূত্রধর, দরজী, লিথগ্রাফ্, কম্পোজিটরের কাজ, এন্‌গ্রেবিঙের (বুলির) কাজ এবং ইংরাজী হিসাব রাখা প্রভৃতির কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৩। সুলভ সাহিত্য বিভাগ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত।

সাধারণ জনসমাজে বিদ্যাপ্রচার উদ্দেশে সময়ে সময়ে অল্পমূল্যে সহজ ভাষায় লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। "সুলভ সমাচার" নামক এক পয়সা মূল্যে একখানি পত্রিকা শীঘ্রই বাহির হইবে। ঐ পত্রিকায় সহজ ভাষায় রাজনীতি, সামাজিক উন্নতি, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত হইবে।

৪। সুরাপান ও মাদকনিবারিণী (সভা) বিভাগ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইন।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র রায়।

এদেশে সুরাপানরূপ ভয়ানক পাপের স্রোত নিরুদ্ধ করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। সুরাপান ও অন্যান্য মাদক হইতে বিরত থাকিবার আবশ্যকতাবিষয়ক

পুস্তকপ্রচার, বক্তৃতা দান, এই ঘৃণিত পাপদ্বারা কি কি ভয়ানক অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে তাহা প্রচার করা, এই পাপের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে ব্যক্তিবিশেষের সহিত কথোপকথন করা এবং ইংলণ্ডের সুরাপাননিবারিণী সভার সহিত যোগ স্থাপনপূর্ব্বক সহায়তা গ্রহণ করা, আপাততঃ এই সমস্ত উপায় এই সভাকর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবে।

৫। দাতব্যবিভাগ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র।

এই সভা সঙ্গতি অনুসারে স্বীয়ব্রত পালন করিবে। দুঃখী ছাত্রদিগকে পুস্তক ও বিদ্যালয়ের বেতন দিয়া সাহায্য করা, বিধবা ও পিতৃহীন দরিদ্র ভদ্র পরিবারদিগকে মাসিক সাহায্য প্রদান, অনাথ রোগীদিগকে চিকিৎসা ও ঔষধ দ্বারা সহায়তা করা, আপাততঃ এই সভার উদ্দেশ্য হইবে। উপরিলিখিত কার্য্য সাধনের জন্য কেবল অর্থানুকূল্য নহে, প্রেরিত পুরাতন বস্ত্র, ভগ্ন তৈজসাদি ত্যাজ্য সামগ্রী গৃহীত হইবে।

১লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার "সুলভসাহিত্য বিভাগ" হইতে "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইতে থাকে। প্রথমত যখন বাহির হয় তখন সকলের মনে এই আশঙ্কা ছিল, এ পত্রিকা বাহির করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। সুতরাং বন্ধুবর্গের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত হয়। "সুলভ সমাচার" বাহির হইবা মাত্রই কি প্রকার আদরের সহিত সর্ব্বজনকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত সংবাদটিতে উহা সকলে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। "বিগত ১লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার হইতে আমাদের প্রস্তাবিত 'সুলভ সমাচার' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। অপরাপর সংবাদ পত্রের ন্যায় ইহার নিয়মিত গ্রাহক থাকিবে না। নগদ মূল্যে ইহা বিক্রয় হইতেছে। পত্রিকা বাহির হইবা মাত্র ১০।১২ জন লোকে চতুর্দ্দিকে লইয়া যাইবে এবং ৫ এক পয়সা নগদ মূল্য লইয়া উহা বিক্রয় করিবে। অতি সহজ ভাষায় সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিত হইবে। তাহা ক্রয় করিবার জন্য প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যাইতেছে। এ কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, যে প্রথম সংখ্যা ২০০০ খণ্ড মুদ্রিত হয়,

তাহাতে আবশ্যক অভাব পূর্ণ না হওয়াতে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ৪০০০ বা ততোধিক খণ্ড মুদ্রিত হইবে।"

"স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগের" কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ হইল। কলিকাতা পটল ডাঙ্গায় বয়স্থা নারীগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বেথুন স্কুলের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়িকা মিস্‌পিগট বিদ্যালযের ভার গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাদান এবং কার্য্যনির্ব্বাহ এ উভয় কার্য্য আপনি নির্ব্বাহ করিতে সম্মত হন। ছাব্বিশ জন বয়স্থা মহিলা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম শ্রেণীতে দুই জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে চারি জন, তৃতীয় শ্রেণীতে একাদশ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীতে নয় জন মহিলা পড়িতে থাকেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অনুবাদ ও প্রবন্ধলিপি, এই সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদত্ত হইতে থাকে। কেশবচন্দ্রের নিকটে "ব্রিষ্টল ইণ্ডিযান আসোসিয়েশন" ভারতের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন জন্য প্রতিমাসে দুইশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

"সুরাপান ও মাদক নিবারণী (সভা) বিভাগও" উদ্যম সহকারে কার্য্য আরম্ভ করে। হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার মদ্যপাননিবারণবিষয়ে পরম উৎসাহশীল। তিনি এই বিভাগের উন্নতিসাধনবিষয়ে যথোচিত সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৪ নবেম্বর বরাহনগরে এই বিভাগ হইতে একটী সভা আহূত হয়। বাবু কালাচাঁদ উকিল ঐ সভায় "মদ্যের অনিষ্টকারিতা" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। প্রায় একশত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সহ অনেকগুলি শ্রমজীবী যোগদান করিয়াছিল। বক্তৃতান্তে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মদ্যপানের পরিবৃদ্ধি কেন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইউরোপীয়গণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া নিমন্ত্রণস্থলে 'শেরি' 'শ্যাম্পেনের' আস্বাদ পান; পরিশেষে এই আস্বাদ লাভ তাঁহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। এরূপ স্থলে সমুদায় ইউরোপীয়ের সমুচিত যে, তাঁহারা মদ্যপানে কোন যুবককে উৎসাহ দান না করেন। এ বিষয়ে যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে বাবু দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় এবং প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন।

"সাধারণ ও ব্যবসায় সম্পর্কীয় জ্ঞানশিক্ষা বিভাগের" কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য ২৮ নবেম্বর সোমবার কলুটোলাস্থ গৃহে সভা আহূত হয়। অনরেবল মেম্বর

জষ্টিস্ ফীয়ার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভায় চারিশত লোকের অধিক উপস্থিত হন। তন্মধ্যে মিস্ত্রেস্ ফিয়ার, রেবারেণ্ড ডাক্তার মরি মিচেল, রেবারেণ্ড জে লং, রেবারেণ্ড মেস্তর ডল, রেবারেণ্ড সি এম্ গ্রাণ্ট, মেস্তর গ্রে, মেস্তর ডেবিস্, ফাদার লাফোঁ, মিস্‌পিগট, ডবলিউ সি বানার্জি, মেস্তর মাণিকজি রোস্তম জি, ও অন্যান্য পার্সি ভদ্রলোক, আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, মেস্তর সদানন্দ বালকৃষ্ণ, বাবু দিগম্বর মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গোবিন্দ লাল শীল, রামচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, কালীমোহন দাস, এইচ্ গ্রে, সি সি মাক্রে, জে হার্ট এবং জে সি ওর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটরী প্রথমতঃ রিপোর্ট পাঠ করেন। "সাধারণ ও ব্যবসায়সম্পর্কীয় জ্ঞান শিক্ষাবিভাগ" সম্বন্ধে রিপোর্টে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় যে, প্রাতঃকালে শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয, সায়ংকালে পরিশ্রমজীবিগণের বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা সেই বিভাগের কার্য্য করিতে উদ্যোগ হইয়াছে। সম্প্রতি শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঁচটি বিভাগ হইবে।

১। সূত্রধর কার্য্য।

২। সূচিকার্য্য।

৩। ঘড়ী ও জেব ঘড়ী সংস্কারকার্য্য।

৪। মুদ্রাঙ্কন ও প্রস্তরলিপি (লিথোগ্রাফ)।

৫। খোদনকার্য্য (এনগ্রেবিং)।

মধ্যবিৎ লোকেরা কালেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অল্প বেতনে কেরাণীর কার্য্য করিয়া জীবনাতিপাত করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র উন্নতির সম্ভাবনা নাই; বরং তাঁহাদিগের যে কিছু উদ্যম উৎসাহ থাকে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এরূপ স্থলে তাঁহাদিগকে কার্য্যোপযোগী শিল্পশিক্ষা দান করা একান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের নিজের অবস্থার ও দেশের উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক তাঁহারাও শিল্পশিক্ষাতে বিশেষ আমোদ লাভ করিতে পারেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাসম্পর্কীয় তত্ত্ব এবং কার্য্য উভয়ই শিক্ষা দেওয়া হইবে। তেতাল্লিশ জন শিল্পশিক্ষার্থীর নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে;—৯ জন সূত্রধর কার্য্যে, ৯ জন সূচিকার্য্যে, ২০ জন ঘড়ী ও জেবঘড়ী সংস্কারকার্য্যে,৪জন মুদ্রাঙ্কন ও প্রস্তরলিপিতে, ১ জন খোদনকার্য্যে। শ্রমজীবিগণের বিদ্যালয়ে শ্রমজীবিগণ

শিক্ষালাভ করিবে। তাহারা যে যে ব্যবসায় করে তত্তৎসম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব এখানে শিক্ষা করিবে এবং তাহাদিগের জন্য এরূপ সকল নির্দ্দোষ আমোদের আয়োজন থাকিবে যে, কুসঙ্গ, মদ্যপান, আলস্য, চরিত্র অবিশুদ্ধিকর আমোদ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে। ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে তাহাদিগকে এই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে ;—

১। ভাষা।
২। গণিত।
৩। (সাধারণ ও প্রাকৃতিক) ভূগোলবৃত্তান্ত।
৪। ভারতবর্ষের ইতিহাস।
৫। বস্তুবিচার।
৬। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।
৭। নীতিশিক্ষা।

দেশীয় শ্রমজীবিগণের শিক্ষার অভাবে উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে ; সংস্কৃত সমাজের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ না থাকা বশতঃ তাহারা কুসঙ্গে কুচরিত্র হইয়া যায়, এবং পরম্পরায় যাহারা যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহারা সমগ্র জীবন একই ভাবে অনুন্নত অবস্থায় সেই ব্যবসায়ে অতিপাত করে। নগরের কোন স্থানে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে তাহারা ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে। এই অভাব দূর করা শ্রমজীবিগণের বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এখানে শিক্ষাদান করা হইবে, এবং সাধারণের ব্যবহারের জন্য পুস্তকালয় থাকিবে। এই পুস্তকালয়ে শিক্ষোপযোগী আমোদকর গ্রন্থ, চিত্রবিভূষিত সাময়িক পত্রিকা, সাধারণের উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা, আলেখ্য, খোদিত চিত্র, ম্যাপ, চিত্রলিপি (ডায়াগ্রাম) শ্রমজীবিগণের ব্যবহারের জন্য রাখা হইবে। চুয়ান্ন জন ছাত্র এই বিদ্যালয়ে পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল কার্য্যে দেশীয় বিদেশীয় সকলেরই সাহায্যের নিতান্ত প্রয়োজন। এ কার্য্যের এই উপযুক্ত সময়, কেন না এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার প্রতিকূল হইলেও সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার পক্ষে অনুকূল। বঙ্গদেশে নূতন যুগ উপস্থিত, কারণ গবর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দান করিবেন এবং দুঃখী পরিশ্রমজীবী ও শিল্পিশিক্ষক তাহাদের কল্যাণার্থ জনসাধারণের আনুকূল্য লাভ

করিবে। সভার সভাপতি কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করিয়া অনেক পরিমাণে ব্রিটিষগণের এদেশের জন্য যত্ন উদ্দীপন করিয়াছেন। এদেশের আলোকসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সঙ্গে,বিশেষতঃ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মিলিতভাবে কার্য্য করিবার উদ্দেশে ব্রিষ্টলে "ব্রিষ্টল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন" স্থাপিত হইয়াছে। "ব্রিটিষ আণ্ড ফরেন্ স্কুল সোসাইটী" এবং অনেক অনেক বন্ধু শিক্ষাবিষয়ে সাহায্য জন্য অনেক গুলি গ্রন্থ, চিত্রলিপি, এবং অনেক শিক্ষাসাধনোপযোগী উপকরণ কেশবচন্দ্রকে দিয়াছেন। এ গুলি এই শিক্ষাবিভাগে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয়ই যখন সাহায্যদানে প্রস্তুত তখন কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে বিশেষ আশা। উপস্থিত শিক্ষার্থিগণকে বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র চৌম্বকতাড়িত, উদজন, বায়ুচাপসম্পর্কীয় অদ্ভুত বিষয় গুলি; গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রযোগে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, ঋতু, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ, এবং বাবু মাধবচন্দ্র রায় ভূতত্ত্ব, জরীপ ও জ্যামিতি ব্যাখ্যা করেন। রেভারেণ্ড মেস্তর ডল, মরি মিচেল, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড মেস্তর দং কিছু কিছু বলিয়া সভার সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

সভাপতি অনরেবল জে বি ফিয়ার সাহেব যাহা বলেন তাহার সার এই;—অদ্যকার এ সভার সভাপতি হইবার উপযুক্ত স্বয়ং বাবু কেশবচন্দ্র সেন। তবে কি না যখন তাঁহাকে সভাপতি করার প্রস্তাব হয় তখন তিনি ঐ প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি যে, এদেশের ভদ্রলোকেরা দেশের উন্নতিসাধনকল্পে মুখে যে সকল কথা বলিয়া থাকেন তাহা কার্য্যে করেন, এজন্য সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিয়াছিলেন, হইতে পারে যে, তিনি তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে আঘাতও দিয়া থাকিবেন। "স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন" সভার সর্ব্বপ্রথম বিভাগ। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধনজন্য তিনি ইতিপূর্ব্বে অনেক গুলি ভদ্রলোককে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সুপ্রিমগবর্ণমেণ্ট তাঁহার হস্তে "ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল" স্থাপন জন্য যে টাকা ন্যস্ত করিয়াছেন উহা তৎকার্য্যে ব্যয়িত হয়। সময় হয় নাই মনে করিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কথায় মনোযোগ করেন নাই। এখন তিনি দেখিতেছেন, কেশবচন্দ্র সেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এবং স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ও খোলা হইবে।

আজ যে "সাধারণ ও ব্যবসায় সম্পর্কীয় জ্ঞানশিক্ষা" বিভাগ খোলা হইল, তৎসম্বন্ধে তিনি দুএকটী কথা বলিবেন। ইউরোপীয়গণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন যে, এদেশের শিক্ষিতগণ শারীরিকশ্রমসাধ্য কার্য্যগুলিকে নিতান্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, ইঁহারা একবার ইংলণ্ডে গিয়া দেখিয়া আসেন যে, সেখানকার ভদ্রলোকেরা কোন শিল্পকার্য্য জানেন না ইহা স্বীকার করিতে কি প্রকার লজ্জিত হন। জন ও' গ্রোটস্ হইতে ল্যাণ্ডস্ এণ্ড পর্য্যন্ত এমন এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি নাই যিনি সূত্রধরের অস্ত্র ব্যবহার করিতে জানেন না। তাঁহার নিজের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে যদি অভিমান প্রকাশ না পায় তবে তিনি বলিতে পারেন, তিনি কাস্তিয়া ব্যবহার করিতে জানেন এবং লাঙ্গল দিতে পারেন। তিনি নিজে কাষ্ঠ ধাতু আদির গঠন দান করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং নিজে এক খানি নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া বন্ধুগণ সহ তাহাতে জলবিহার করিয়াছেন। তিনি ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে, তাঁহার নিজের প্রস্তুত করা একজোড়া জুতাও আছে। বস্তুতঃ ইংরাজ যুবকেরা কোন না কোন শিল্পকার্য্যে শিক্ষা করা শ্রেষ্ঠকার্য্য মনে করেন। ব্যবসায়সম্পর্কীয় গ্রন্থ সকলই অতি আদরের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এদেশের সম্পন্ন ব্যক্তিরা শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্য জানা অপেক্ষা না জানাতেই আপনাদিগকে সম্ভ্রান্ত মনে করেন। ইহার ফল কি? দেশের সম্পদের ক্ষতি। এই বিভাগ শ্রমজীবিদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়ার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ইহাতে অনেকে বলিবেন, যে জ্ঞান তাহাদিগের ব্যবসায়ে কোন উপকারে আসিবে না, তাহাদিগকে সে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন কি? জগৎ কি নিয়মে নিয়মিত হইতেছে সে বিষয়ে শ্রমজীবিগণকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া দেওয়া কি ধর্ম্ম? এদেশের সামান্য লোকেরা অজ্ঞানতা-বশতঃ আপনাদের কর্ত্তব্য পরিষ্কার বুঝে না, তাহারা এ বিষয়ে অন্যের বিচারের উপরে নির্ভর করে। এরূপ অবস্থায় কি তাহাদিগকে অজ্ঞানতায় থাকিতে দেওয়া সমুচিত? যে কোন প্রকারে হউক তাহাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। ভারতসংস্কার সভা তাহার লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর, এজন্য উহা সকল শ্রেণীর লোকেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি আশা করেন যে, উহা স্বলক্ষ্যসিদ্ধিবিষয়ে কৃতকৃত্য হইবেন। কেশবচন্দ্রের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিতে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

সুরাপান ও মাদকনিবারিণী সভার বিভাগ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ও দিকে ইংলণ্ডে সুরাপাননিবারণবিষয়ে কেশবচন্দ্র যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার পঞ্চাশৎ সহস্র খণ্ড মুদ্রিত করিয়া আলয়েন্স সভা সে দেশে বিতরণ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা গুলি যে তত্রস্থ সভাসমূহেরও বিশেষ উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছে, তজ্জন্য কার্য্যসভা সমুদায় সভ্যগণের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দাতব্যবিভাগ দরিদ্র বালকদিগকে মাসিক বৃত্তি, অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতিকে সাময়িক দান, পীড়িত দীন পরিবারে চিকিৎসক প্রেরণ, বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ হইতে বয়স্থা নারীগণের বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব হয়। যাঁহারা শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ে একবৎসর পড়িবেন, তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মাসিক ২৫৲ টাকা এবং যাঁহারা উচ্চশ্রেণীতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনের শিক্ষয়িত্রী হইবেন। যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন তাঁহাদিগকে এই বলিয়া অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে যে, তাঁহারা অন্ততঃ দুই বৎসর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবেন। চারিজন ছাত্রী আবেদন করিয়াছেন। উপযুক্তসংখ্যক ছাত্রী হইলেই শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় খোলা হইবে স্থির হয়। বর্ত্তমানে মঙ্গলবার ও শুক্রবার এই দুই দিনে বয়স্থা নারীগণের বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে।

এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট বেথুন স্কুলের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন; কিন্তু বিদ্যালয়ের কার্য্য ভাল করিয়া না চলাতে উহা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। এ দিকে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত "শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়" থাকিতে থাকিতেই ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার "ভারতসংস্কার সভার" অধীনে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৪ এপ্রেল শুক্রবার এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ "নারী-জাতির উন্নতিবিধায়িনী" সভা স্থাপন করেন। প্রথম অধিবেশনে বিংশতি জন বয়স্থা নারী উপস্থিত হন, গৃহ ও সামাজিক বিষয়ে কিরূপ উন্নতি সাধন করিতে হইবে কেশবচন্দ্র তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেন। ২৯ এপ্রেল শুক্রবার অনরেবল মিস্ত্রেস্ ফিয়ার স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আইসেন। ছাত্রীগণের পরীক্ষা করিয়া উন্নতিদর্শনে নিতান্ত পরিতুষ্ট হন। অদ্য ত্রিশ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের পরিদর্শনান্তে "নারীজাতির উন্নতি-

বিধায়িনী" সভার কার্য্যারম্ভ হয়। মিস্ট্রেস্ ফিয়ার, মিস্ পিগট, মিস্ট্রেস্ ঘোষ, এবং মিস্ট্রেস্ বানর্জ্জি সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ "স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কি" তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (এ সময়ে ইনি বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন) প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের পর সভার সভ্য পাঁচ জন মহিলা ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েন, এবং কয় জন মহিলা তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। সর্ব্বশেষে কেশবচন্দ্র সেন উপসংহার করেন। এক জন মহিলার প্রস্তাবে মিস্ট্রেস ফিয়ারকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়, এবং তিনি সমুদায় ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া এইরূপে যাহাতে কার্য্য চলে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করেন।

"শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়" কেবল তিন মাস হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইহার উন্নতি দর্শন করিয়া সকলেরই মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইল। ত্রৈমাসিক পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তাঁহারা কখন মনে করেন নাই যে, মহিলাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ন্যায় প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিবেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপল পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন উত্তর সকল পর্য্যালোচনা করিয়া লেখেন, "আমার সময় না থাকাতে আমি আমার এক জন উপযুক্ত ছাত্রকে সাহিত্যের প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে দেই। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে যে সকল প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেগুলি দেখিয়া আমার এমন কঠিন মনে হইয়াছিল যে আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, ছাত্রীগণ এ সকলের উত্তর দিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যখন নিজে তাহাদিগের প্রদত্ত উত্তরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন দেখিলাম প্রশ্নগুলির সুন্দর উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আশ্চর্য্য,এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা কেমন করিয়া এমন ভাল রকম ব্যাকরণ লিখিল। বস্তুতঃ উত্তর দেখিয়া মনে হইল যেন ছাত্রীগণ সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছে। ইহাদিগের লিখিবার রীতিও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ। আমার ধারণা এই যে, ইহারা অল্প দিনের মধ্যে অতি উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী হইবে।" এ কথা লেখা আবশ্যক যে, অন্যান্য পরীক্ষকগণও এই প্রকার বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

এ সময়ে নারীগণের উন্নতিবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারী কেশবচন্দ্র "দেশীয় নারীগণের উন্নতি" বিষয়ে 'সায়েন্স আসোসিয়েশনে' বক্তৃতা

দেন। ইহাতে তিনি দেশীয় প্রাচীন নারীগণের কি প্রকার উন্নত অবস্থা, এবং নারীগণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদিগের কি প্রকার উন্নত ভাব ছিল তাহা প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়ের ভাবের সমাবেশ করিয়া নারীজাতির অবস্থা সংশোধন জন্য যত্ন করিতে অনুরোধ করেন। ক্রমে স্ত্রীশিক্ষার কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলেন, ১৮২১ ইংরাজী সনে মিস্ কুক্ (পরে মিস্ট্রেস্ উইলসন্) আটটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন. ইহাতে ২১৪ জন বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। ১৮৪৯ সনে বেথুন সাহেব স্ত্রীবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বিগত দশ বর্ষের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, কেন না ১৮৬০। ৬১ সনে ১৬টি বালিকাবিদ্যালয় ও ৩৯৫টী ছাত্রী ছিল, আর ১৮৬৯।৭০ সনে ২৮৪টি গবর্ণমণ্টের সাহায্যকৃত বালিকাবিদ্যালয় ও ছাত্রী ৬,৫৬৯ হইয়াছে। হাওয়াল সাহেবের মন্তব্যানুসারে দেখিতে পাওয়া যায় সমস্ত ব্রিটিষাধিকৃত ভারতে ২০০০ বালিকা-বিদ্যালয়, এবং ছাত্রী ৫০,০০০। বামাগণের রচিত একাদশখানি পুস্তক তিনি সভাতে উপস্থিত করেন। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য নারীগণ মধ্যে এখন যত্ন উপস্থিত, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি নারীশিক্ষার উন্নতিসাধন জন্য ছয়টি উপায় সভাস্থ সকলকে অবগত করেন (১) শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন, (২) নারীপর্য্যবেক্ষিকা, (৩) বয়স্থা নারীগণের জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণী, (৪) অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাজন্য শিক্ষয়িত্রী, (৫) মিউসিয়ম প্রভৃতি শিক্ষালাভোপযোগী স্থান সকল পরিদর্শন, (৬) পরীক্ষা ও পারিতোষিক দান। পরিশেষে নারীগণের উন্নতিসাধন না করিলে দেশের কি প্রকার অবনতির সম্ভাবনা, তাঁহাদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি কি প্রকার অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি বিষয় তিনি অতিভাবব্যঞ্জক শব্দে ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের হৃদয় উদ্দীপ্ত করেন। তাঁহার অন্তিম বাক্য এই, "আপনাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, আপনারা ইংরেজগণের প্রকৃত সংস্কৃত ভাব কি অবধারণ করুন এবং ইহাও বিচার করিয়া দেখুন যে, ইংলণ্ডের মহত্ত্ব বাহিরের সামাজিক জীবনের অনুসরণের নিমিত্ত, অথবা সেই নৈতিক ও অধ্যাত্ম সুশিক্ষানিমিত্ত, যে সুশিক্ষার অধীন সকল হৃদয়েরই হওয়া উচিত। সেই গার্হস্থ সুশিক্ষাপ্রণালী আপনাদের দেশে প্রচলিত করুন। আপনাদের নারীগণের চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করুন; প্রকৃত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহাদের আত্মাকে সচেতন করুন এবং তাঁহাদিগকে কল্যাণকর

নৈতিক সুশিক্ষার শাসনাধীন করুন। তাঁহাদিগকে বুঝিতে দিন যে, যথার্থ কারাবিমুক্তির অর্থ—কদাচার ও অসত্য শৃঙ্খল উন্মোচন, এবং যথার্থ স্বাধীনতার অর্থ—অন্তরে যে ঈশ্বরের আলোক লাভ হয় তদনুসারে প্রমুক্তভাবে কার্য্যানুষ্ঠান এবং নিজের প্রতি অপরের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য তাহা বিনা বাধায় নিষ্পন্ন করিবার সামর্থ্য। বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় নারীগণকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। যদি তাঁহাদিগকে নীতি ও জ্ঞানসম্পর্কীণ সুশিক্ষা দেওয়া হয়; সত্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মূল্য যদি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপনারা সেই সামাজিক সাম্য এবং বিশুদ্ধি স্থাপন করিবেন, যে সাম্য ও বিশুদ্ধি ব্যতীত ভারতের সংস্কার কেবল উপরি উপরি সংস্কারমাত্র হইবে। যদি ভারতকে প্রকৃত সভ্যতা অর্পণের জন্য আপনাদের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে দেশীয় নারীগণের হৃদয়ে পবিত্রতা এবং কর্ত্তব্যবিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চারিত করুন।*

একচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মগণের সম্মিলনার্থ আয়োজনের নিষ্ফলতা।

কেশবচন্দ্র বহুদিন কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও বর্ষাবধি কলিকাতায় ছিলেন না। মহর্ষি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কয়েকটি দ্রব্য উপহার লইয়া কেশবচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। উভয়ের সম্মিলনে সদ্ভাবে বিবিধ আলাপ হয়। এই সাক্ষাৎকারের পর মহর্ষি দুইবার ব্রহ্মমন্দিরে আসেন। তাঁহার আগমনসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "বিগত রবিবারে ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে আগমন করিয়া যখন উপাসকমণ্ডলীর শোভাবর্দ্ধন করিলেন এবং নিমীলিত নেত্রে উপাসনা সমাপ্ত হইলেও ক্ষণকাল ভাবে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন, তখনকার ভাব ভঙ্গিতে ব্রাহ্মদের আন্তরিক ঔৎসুক্য দেখিলে কি আর এ বিষয়ে (সম্মিলন বিষয়ে) সংশয় হইতে পারে? যখন তিনি আগ্রহের সহিত সমস্ত সময় আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে বেদীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া বক্তৃতা ও প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই পরম রমণীয় অপরূপ দৃশ্য সন্দর্শনে কাহার হৃদয় না মোহিত হইয়াছে? আচার্য্য মহাশয় যখন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সহিত উপাসনা করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে পিতার পরিবারে পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভ্রাতৃভাব ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন, তখন সে প্রার্থনা কাহার হৃদয়ে না প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল?" এই প্রার্থনীয় সম্মিলনের যে অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে ধর্ম্মতত্ত্ব অগ্রেই তাহার উদ্ঘাত এই প্রকারে করিয়াছিলেন, "এরূপ সম্মিলন সকলেরই প্রার্থনীয়, কেবল তাঁহাদেরই নহে, যাঁহাদের ইহাতে স্বার্থহানির সম্ভাবনা আছে; যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে কেবল আপনাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবেন বলিয়া পরস্পরের মনে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের অনল উদ্দীপন করেন। সেই বন্ধুদিগের চরণে আমরা কাতরভাবে অনুরোধ করি, সামান্য স্বার্থের জন্য যেন তাঁহারা আমাদের পিতার গৃহে বিবাদ কলহ আনয়ন করিয়া দূর হইতে আমোদ না দেখেন।" এ সময়ের ঘটনাটী আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"প্রথমতঃ প্রধান আচার্য্য মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে কয়েকটি দ্রব্য উপহার লইয়া কেশব বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে অনেক সদ্ভাবের কথা হয়। পরে প্রধান আচার্য্য মহাশয় দুই দিন ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ব্রাহ্মগণের সমূহ আশা ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শুভ চিহ্ন দেখিয়া আমরাও কেশব বাবুকে যোগস্থাপনার্থ অনেক বিরক্ত করিয়াছিলাম। তদনন্তর কেশব বাবুকে দুই বার আহ্বান করিয়া মহর্ষি আপনার বাটীতে লইয়া যান এবং তথায় এইরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালী, সংকীর্ত্তন ও ভক্তির ব্যাপারের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় আর অশ্রদ্ধা নাই, বরং তাহাতে অনুমোদন আছে। কেবল তাঁহার এই আপত্তি যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টের প্রতি অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে সেই খ্রীষ্টই সকল বিবাদের মূল। তত্ত্ববোধিনীর লিখিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামক প্রস্তাবে ঐ বাক্য বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এই সকল কথাবার্ত্তার পর প্রস্তাব হইল যে, এমন কোন একটি সন্ধিপত্র লিখিয়া সাধারণ্যে প্রচার করা হউক, যাহাতে ব্রাহ্মগণের মনে সদ্ভাবের সঞ্চার হইতে পারিবে। অনন্তর কেশব বাবুর উপর দেবেন্দ্র বাবু উক্ত পত্র রচনা করিবার ভার অর্পণ করাতে কেশব বাবু পরিশ্রম করিয়া সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন এবং তাহা দেবেন্দ্র বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই পত্র আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

সন্ধিপত্র।

"কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিভাগ হইয়াছে তদ্দ্বারা অনেক বিষয়ে উন্নতি এবং কিয়ৎপরিমাণে অসদ্ভাবজনিত অনিষ্ট হইয়াছে। যাহাতে ঐ অনিষ্ট নিবারণ হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এত দিন স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করাতে প্রত্যেকের উদ্দেশ্য কি এবং ধর্ম্মমত ও সামাজিক সংস্করণরীতিসম্বন্ধে প্রত্যেকের বিশেষ ভাব কি তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এক্ষণে উভয়ে যদি পরস্পরকে বুঝিয়া উদারভাবে ভিন্নতার প্রতি উপেক্ষা করেন এবং ঐক্য স্থলে যোগ রাখিয়া সাধারণ লক্ষ্য সাধনে যত্নবান্ হয়েন তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশে আমরা

মিলিত হইয়া অদ্য এই সন্ধিপত্র প্রকাশ করিতেছি, এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট আমরা বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা যেন এই সম্মিলনে আমাদের সহযোগী হয়েন। যে কয়েকটী মত লইয়া দুই পক্ষে বিরোধ ও বিচার উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মীমাংসা নিম্নে লিখিত হইল।

১। ব্রাহ্মেরা ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিতে পারেন না, এবং কোন মনুষ্যকে উপাস্য দেবতা অথবা পরিত্রাণের একমাত্র সোপান বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না।

২। ব্রহ্মের অব্যবহিত সহবাসলাভ ব্রহ্মোপাসনার প্রাণ, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করা ইহার বিরুদ্ধ।

৩। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস ও ঐক্যস্থল, অতএব এইটী অবলম্বন করিয়া উভয় পক্ষের যোগ রাখা কর্ত্তব্য।

৪। সমাজসংস্কারসম্বন্ধে পৌত্তলিকতা ও অপবিত্রতা পরিহার ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে ব্রাহ্মদিগের স্বাধীনতা আছে।

৫। আদি ব্রাহ্মসমাজ যথাসাধ্য হিন্দুজাতির সহিত যোগ রাখিয়া পুরাতন প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং যাবতীয় সামাজিক কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন; প্রত্যেকে আপন আপন স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত যোগ দিবেন।

১লা মাঘ শ্রী ——————

১৭৯২ শক শ্রী——————"

"এই পত্র পাঠ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ
আচার্য্য মহাশয়
কল্যাণবরেষু।

"প্রাণাধিকেষু।

"আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের মত লইয়া প্রতীত হইল যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত আন্তরিক প্রণয় সদ্ভাব ব্যতীত কোন সন্ধিপত্র প্রকাশ করিলে আমাদের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না, এই সাংবৎসরিক

উৎসবে তদ্রূপ ঘনিষ্ঠতা হইবার একটি উপায় আমার মনে হইতেছে। তাহা এই যে,এই উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা এক দিনে দুই স্থানে না হইয়া দুই দিনে হয়। ১১ই মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজে আদি ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট রীতিতে তাহা সম্পন্ন হউক, আর ১০ই অথবা ১২ মাঘ যে দিন ভাল বোধ হয় তথাকার নির্দ্দিষ্ট রীতি-তেই সাংবৎসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হউক। তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মই পর্য্যায়ক্রমে এক স্থানে মিলিত হইতে পারেন। এইরূপ হইলে কোন ব্রাহ্মের মন কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ প্রস্তাবে তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আহ্লাদিত হই।

আদি ব্রাহ্মসমাজ — নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

২রা মাঘ ১৭৯২ শক। — শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণ।"

"* * * অতঃপর কেশববাবু দেবেন্দ্রবাবুকে নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন।

"কলুটোলা

২ মাঘ ১৭৯২ শক।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু।

"সন্ধিপত্র আপনার ইচ্ছাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন যদি আপনি উহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন তাহা হইলে হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইবে। যাহা হউক আন্তরিক প্রণয় যে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করা কর্ত্তব্য তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হওয়া সুকঠিন। ১১ মাঘ উপলক্ষে ঐ দিবস ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিন উৎসব হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে এবং গতকল্য সংবাদপত্রে উহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত দিবস আমরা কোন মতে ছাড়িতে পারি না। আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকার্য্য সমাধা করেন আমরা সকলেই বাধিত হইব। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কিয়দংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে আমাদের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে; লেখক যদি যথার্থ কথা বলিতেন কাহারও ক্ষোভ হইত না।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

"পরে কেশব বাবুর বাটীতে দেবেন্দ্র বাবু রবিবারের প্রাতঃকালের উপাসনার সময়ে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে আমরা অনেকেই তথায় উপস্থিত ছিলাম।

উপাসনার ভাব দেখিয়া ও সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, এ যেরূপ উৎসাহ ভক্তির ব্যাপার দেখিতেছি আমি ইহাদিগকে কেমন করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব? পরে অনেক ভাবের কথা শুনিয়া সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধিত হইল। উন্নতিশীল যুবা ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকতার ও কপটতার বিষম বিদ্বেষী হইয়াও উদারভাবে এই কথা বলিলেন যে, দেবেন্দ্র বাবুর উপাসনাপ্রণালী যেরূপ হউক তাহাতে আমরা যোগ দিতে প্রস্তুত আছি; তিনি উৎসবের সময় যাহা বলিবেন তাহাই আমাদের ভাল লাগিবে। অবশেষে তাঁহার সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করাই স্থির হইয়া গেল। * * * *

"অনন্তর ক্রমে সেই দিন সমাগত হইল। উৎসবের পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে আমরা আনন্দহৃদয়ে ব্রহ্মমন্দিরে গমন কবিলাম, শত শত লোক আশাপূর্ণ মনে সেখানে উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবু যথাসময়ে কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে আসিয়া বেদীর আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা লিখিবাব জন্য তিন জন রিপোর্টার ছিল। * * *।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে; সকলং হস্ততলং যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে;" এই সঙ্গীত অবলম্বনে একটি সুদীর্ঘ প্রেমসম্বন্ধে উপদেশ দেন। প্রেমের কথা বলিতে বলিতে বিপরীত ভাব উপস্থিত হইল। উপদেশের শেষাংশে উপস্থিত ব্রাহ্মগণের হৃদয় ঘোরতর আহত হয়। আমবা ঐ শেষাংশ নিম্নে উদ্ধৃত কবিয়া দিতেছি।

"ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি এই ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিযা ব্রহ্মেব আরাধনার জন্য আমাদের সকলকে এখানে অবকাশ দিযাছেন। ধন্য কেশবচন্দ্র কে যে তিনি এখানে এই সমুদায় সাধুমণ্ডলীকে ঈশ্বরমহিমা কীর্ত্তনে অবকাশ দিযাছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচাবের জন্য সমুদ্র তাঁহাকে বাধা দিতে পাবে না, পর্ব্বত তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা কবিবাব জন্য তাঁহার ব্রত। যেমন উৎসাহ তেমনি উদ্যম, যাহা তিনি কল্যাণ মনে করেন তাহাই অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। দূর দেশ তাহাব নিকট দূর নয়। ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি প্রণযসূত্রে এত সাধু লোককে একত্র কবিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে আমি অনুনয় পূর্ব্বক বলি যে, তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টকে না আনেন। ইউরোপ এবং আসিয়ার মধ্যবর্ত্তী খৃষ্ট যেন না হয়। ঈশ্বর এবং আত্মার মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান যেন না থাকে। আমরা সকল প্রকার অবতার পরিত্যাগ

করিয়া ১১ মাঘের উৎসব করিতেছি। আমরা কোন প্রকার অবতারের নামগন্ধ সহিতে পারি না। অবতারগণ হৃদয় মনের স্বাধীনতা অপহরণ করে, তাহাদিগের হইতে সাবধান হইতে হইবে। যদিও ব্রহ্মমন্দিরে কোন পুত্তলিকা প্রবেশ করিতে পারে না, এ স্থান আক্রমণ করিতে পারে না, তথাপি ব্রাহ্মগণ! মন্দিরের দ্বারে খৃষ্টরূপ এক বিভীষিকা রহিয়াছে। অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে কত লোক আসিতে পারিত যদ্যপি দ্বারে খৃষ্টরূপ বিভীষিকা না থাকিত। যাহাতে কোন প্রকার ভয় উত্তেজনা সংশয় না থাকে এ প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ পরিষ্কার কর। কেশব-চন্দ্রের বক্তৃতা আগ্রহ একাগ্রতা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর খৃষ্টের ছায়াও দেয় তবে আমাদিগের হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়। আমরা চাই কেবল ঈশ্বরকে, তাঁহার কোন সীমায় যেন কোন অবতার না আনি। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীনধর্ম্ম, স্বাধীনতা না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্ম হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্মের সংস্পর্শে স্বাধীনতা পলায়ন করে। খৃষ্টের নামে আমাদিগের মধ্যে কত বিবাদ বিসংবাদ আসিয়াছে পূর্ব্বে যাহার নামও ছিল না। খৃষ্টের নামে এমনি দুন্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছে কেহ জানে না যে কিরূপে তাহা নির্ব্বাণ করিবে। খ্রীষ্টের নামে ইউরোপ শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে, দুর্ব্বল ভারতবর্ষে একবার আসিলে তাহার অস্থিচর্ম্ম চূর্ণ হইবে। স্বাধীনতার বিপরীত যাহা কিছু তাহাই খ্রীষ্টধর্ম্ম। খ্রীষ্টের নামে পোপের ক্ষমতা কত, প্রতাপ কত! রাজারাও তাঁহার নামে কম্পিত হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীনধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথমে পোপের ধর্ম্ম স্বাধীনতা হরণ করিল। তাহার প্রতাপে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মেরও স্বাধীনতা গিয়াছে। স্বাধীনতা খ্রীষ্টধর্ম্মের সমুদায় অধিকার করিয়াছে, স্বাধীনধর্ম্ম আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমরা আর বিদ্বেষভাব সহ্য করিতে পারি না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে খ্রীষ্টনাম যেন না আসে। সেই প্রেমসূর্য্যের উদয়ে সকল অন্ধকার দূর হইয়া যাউক। তেত্রিশকোটি দেবতা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট পরাস্ত হইয়াছে, আর যেন কোন পরিমিত দেবতা আমা-দিগকে বিভীষিকা না দেখায়।"

ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়াছেন, "এইরূপে যতই তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইতে লাগিল ততই সেই প্রেমময় বক্তৃতা কঠোরতা বিদ্বেষ নিন্দা দুর্ব্বাক্য পূর্ণ হইতে লাগিল। পূজ্যপাদ মহর্ষি ঈশার প্রতি তাঁহার এরূপ অশান্ত ভাব দেখিয়া সকলেই দুঃখিত ও অবাক্ হইলেন। তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের

বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মপত্রের বিরুদ্ধাচরণ এবং ইহাও জানিতেন যে, খৃষ্ট আমাদিগের মধ্যে অনেকের ভক্তিভাজন ও হৃদয়ের প্রিয়তম বন্ধু। সেই সময়ে তাঁহার অনুচর চাটুকার কেহ কেহ করতালিও দিয়াছিলেন। যাহা হউক সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তৎকালে তাঁহার প্রতিবাদ করিতে কেহ দণ্ডায়মান হন নাই। শেষে লোকের উপাসনা হওয়া দূরে থাকুক মর্ম্মান্তিক বেদনায় অনেককে ব্যথিত করিল। একে উৎসবের দিন, তাহাতে আবার সম্মিলনের আশা সকলের মনে অঙ্কুরিত হইতেছিল, এই জন্য শান্তিসংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের বিশেষরূপে মনঃক্ষোভ পাইতে হইয়াছে। * * * * অতঃপর দেবেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা প্রার্থনা শেষ হইলে কেশব বাবু নিম্নলিখিত কএকটি কথা এবং প্রেমপূর্ণ প্রার্থনা দ্বারা সকলের দগ্ধহৃদয়কে শীতল করিলেন।

"দয়াময় পরমেশ্বর এই পবিত্র মন্দির মধ্যে এত ক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া আমা-দিগের অদ্যকার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। তিনি কৃপা করিয়া অদ্যকার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। যাহাতে তাঁহার মন্দির মধ্যে প্রেমের, উদারতার, শান্তির সংস্থাপন হয়, তিনি সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি যেন আমাদের প্রেম হয়, কোন সাধুর প্রতি বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা না জন্মে। সকল দেশের সকল জাতির নরনারীকে এক পরিবার করিয়া ভাই ভগ্নী বলিয়া যেন আমরা ভাল বাসিতে পারি, তিনি আমাদিগকে এমন প্রীতি দান করুন। যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি এই ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিলেন, কৃপা করিয়া তাহা সফল করুন। এখানে যেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষভাব দগ্ধ হয়। কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ যেন এখানে স্থান না পায়। সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি বঙ্গদেশকে উদ্ধার করুন, জগৎকে রক্ষা করুন। পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদায় পৃথিবীকে প্রেমস্রোতে ভাসাইয়া জগতের মঙ্গল করুন। ঈশ্বরের প্রত্যেক পুত্রকন্যা যেন শান্তিসুধা গ্রহণ করিয়া হৃদয়কে শীতল করেন। যে জন্য এ মন্দির স্থাপিত হইয়াছে তাহা যেন সুসিদ্ধ করেন। আজ আমরা যে কামনা হৃদয়ে লইয়া এখানে আগমন করিয়াছি তাহা তিনি পূর্ণ করুন।"

"ব্রহ্মমন্দির হইতে সকলে ভগ্নান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কর্ত্তব্যানু-রোধে এবং ভবিষ্যতের সাবধান জন্য একখানি প্রতিবাদপত্র প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাঠান এবং তিনি তাহার উত্তর দান করেন।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু।

"অদ্য প্রাতঃকালে আপনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তন্মধ্যে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্ট সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলা হইয়াছিল তাহা উক্ত মন্দিরের মূল নিয়ম বিরুদ্ধ; সুতরাং উহার প্রতিবাদ করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

"সে নিয়ম এই,

"এখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন সৃষ্ট জীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায়-বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না।"

"আপনি যে জ্ঞাতসারে এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন ইহা আমরা কখন মনে করি নাই, বিশেষতঃ উৎসবের দিন এরূপ ব্যবহার করাতে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে।

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির। শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়

১০ মাঘ। ১৭৯২ শক। প্রভৃতি ৬২ জন।"

"স্নেহাস্পদেষু।

"তোমাদের ১০ই মাঘ তারিখের পত্র কল্য পাইয়াছি। তোমাদের পত্রের উল্লিখিত মূল নিয়ম আমি অবগত ছিলাম না * এবং সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অবমাননা বা বিদ্রূপ করাও আমার লক্ষ্য ছিল না। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল ভাবের সহিত অন্য কোন পৌত্তলিক কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পরিমিত আদর্শ আসিয়া না পড়ে তাহাই আমার একান্ত কামনা। আমার মনের সেই ভাব তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টের নাম প্রচার না হইয়া পড়ে তাহাই তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া তোমাদের হিত মনে করিয়াছিলাম। আমার সেই উপদেশে যে তোমাদের ক্ষোভ জন্মিয়াছে তাহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

---

* ভক্তিভাজন মহর্ষি বিস্মৃতিবশতঃ এরূপ লিখিয়াছিলেন। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠার সময় নিয়মপত্র প্রস্তুত করিয়া বোলপুর শান্তিনিকেতনে তাঁহার নিকট পাঠান হয় এবং তিনিও সে নিয়মাবলীতে অনুমোদন করেন। তদ্ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্বে মিরারে উহা প্রকাশ হইয়াছিল। সে সময়েও সম্মিলনের জন্য কেশবচন্দ্র একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মিলনের আশা ব্রাহ্মগণের মনে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ইহার পর আর যে তাঁহারা কলিকাতা সমাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার পথ বন্ধ হইয়া গেল। এরূপ ঘটনা কল্যাণের জন্য হইল বা অকল্যাণের জন্য হইল এখন তাহা বলিবার সময় হয় নাই, ভবিষ্যৎ ইতিহাস উহা স্পষ্টরূপে সকলকে দেখাইয়া দিবে। মানবীয় পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ সম্মিলনের জন্য যত্ন হওয়া আকাঙ্ক্ষণীয়। যদি যত্ন না হয় তাহা হইলে মানুষকে তজ্জন্য অপরাধী হইতে হয়, কিন্তু যদি যত্ন বিফল হয় তাহার জন্য সে দায়ী নহে, ভগবানের উন্মধ্যে কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় আছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত মনে সে তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া আপনার কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়া যাইতে সমর্থ হয়। কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম-পিতার প্রতি যে ভক্তি ও অনুরাগ বহন করেন, মিলনের যত্ন তাহার নিদর্শন। ভক্তি অনুরাগ বশতঃ কোন কার্য্য করিতে গিয়া যদি ধর্ম্মের মূলতত্ত্বে আঘাত পড়ে, তাহা হইলে ভক্তি ও অনুরাগ অক্ষুন্ন রাখিয়া সে কার্য্য হইতে কি প্রকারে বিরত থাকিতে হয়, বর্ত্তমান ঘটনায় কেশবচন্দ্র তাহাও বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি আপনার হৃদয় অবিকৃত আছে কি না, তৎপ্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন, বাহিরে হৃদয়বত্তা প্রকাশের জন্য তত ব্যগ্র ছিলেন না।

উৎসব।

সম্মিলনের যত্ন বিফল হইল, ইহাতে ব্রাহ্মগণের হৃদয় অবসন্ন হইবার কথা, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ কৃপার আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন কারণে হতাশ্বাস হইয়া পড়িবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। উপরে বর্ণিত হৃদয়ের ক্লেশকর ব্যাপার প্রাতঃকালে ঘটিল, অথচ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কি মহাব্যাপার হইল নিম্নোদ্ধৃত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রবন্ধাংশ উহা সকলের চিত্তে বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিবে।

"অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় ব্রাহ্মগণ ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কলুটোলাস্থ ভবনে সম্মিলিত হইলেন। সকলেই উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে দয়াময় পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে পর আচার্য্য মহাশয় এমন একটী হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিলেন যে, পাষাণহৃদয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, অনেকের নীরস চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" "সত্যমেব জয়তে" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ও "পূর্ব্বশ্চ পশ্চিমঃ"

এই কয়েকটী শব্দাঙ্কিত সুমন্দ সমীরণে দোদুল্যমান চারিটী পতাকা ধারণ করিয়া সকলে মধুর মৃদঙ্গ ধ্বনিতে চারিদিক্ শব্দায়মান করত পিতার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইলেন। ব্রাহ্মগণ বিনীত ও গম্ভীর ভাবে উৎসাহের সহিত পাপী ভাই ভগ্নীদিগকে আহ্বান করিয়া সুমধুর স্বরে এই নূতন সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরের দিকে চলিলেন। * * * কিন্তু কাহার সাধ্য সহজে বাটী হইতে বহির্গত হয়, সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার উপক্রম হইল। এত ভিড় যে, এমন প্রশস্ত রাজপথেও দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া গান করিবার অবসর হইল না। চারি পাঁচ সহস্র লোক উৎসাহিত হইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতেছিলেন ও আগ্রহাতিশয়ে ইহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। অগ্রে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয় এবং তাঁহার পার্শ্বে সহৃদয় বন্ধুগণ বিনীত হৃদয়ে ও স্বর্গীয় দৃষ্টিতে ও গম্ভীর ভাবে পরিপূর্ণ। এই সঙ্গীতের মধ্যে তিনটী সত্য বিশেষ উচ্চ ও আধ্যাত্মিক। পিতার দয়াময় নাম পৃথিবীস্থ পাপী তাপী নর নারীর পক্ষে মহামন্ত্র, জপমন্ত্র, ইহাই জীবনের সম্বল। তাঁহার চরণে হৃদয় মন সকলই সমর্পণ করিয়া ঐ নাম অন্তরে লইলে পাপীর নিশ্চয় পরিত্রাণ। অপর পূর্ব্ব পশ্চিমের যোগ, এসিয়া ইউরোপের সম্মিলন, পিতার একটী পবিত্র পরিবার সংস্থাপন, যাহা না হইলে মহাপাপী নিয়ত পুণ্যের সুশীতল বায়ু সেবন করিতে সমর্থ হয় না। উহাই প্রকৃত পক্ষে জীবনে মুক্তিলাভ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম পিতার সহিত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক যোগ, যে যোগে ইহলোক পরলোক এক, মৃত্যু জীবনে সমভাব। যখন সকলে উচ্চৈঃস্বরে মহা উৎসাহ সহকারে "মহাসাগর পারে দয়াময় নামের বাজে জয় ভেরী" সঙ্গীতের এই অংশটী গাইতে লাগিলেন; সেই আহ্বান অতি সুবিস্তীর্ণ অতি ভয়াবহ মহাসাগর অতিক্রম করিয়া পশ্চিম প্রদেশীয় ভ্রাতা ভগ্নীর হৃদয়ে আঘাত করিল। আমাদের ইংলণ্ডবাসী ভ্রাতা ভগ্নীগণ কি অদ্যকার মহোৎসবের পবিত্র আনন্দে পরিতৃপ্ত হন নাই? তাঁহারা যে তৃষিত চাতকের ন্যায় আমাদের উৎসব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এ দিকে মন্দিরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত গৃহ লোকে পরিপূর্ণ, আর কেহই প্রবেশ করিতে পারিলেন না, এমন কি আচার্য্য মহাশয়েরও প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইল। আর কি হইবে প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি পথে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। এত লোক যে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ

* "ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের" ১৫০ পৃষ্ঠা দেখ।—"ভাই চিরদিন, হয়ে পাপে মলিন।"

হওয়াতে গ্রীষ্মাতিশয্যে সকলে অস্থির প্রায়, লোকের কোলাহল এত যে থামান কঠিন। অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া নির্ম্মল উৎসাহে বেদীতে উপবেশন করিলে পর সকলে স্তব্ধ। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় নিয়মিত উপাসনা আরম্ভ হইল। সে দিনের উপাসনা যেমন জীবন্ত সরস তেমনি ভক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ। যখন প্রায় সহস্র লোক দণ্ডায়মান হইয়া "অসত্য হইতে সত্য" এইটী সমস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন কি অপূর্ব্ব দৃশ্য পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল, যেন সকলে সেই অনন্ত সাগরে ভাসমান। উপাসনানন্তর আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতাবিষয়ে এমন একটী জীবন্ত উৎসাহজনক সুমধুর উপদেশ দিলেন যে, সকলে সজীব ও উৎসাহিত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর সত্যটী সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। সত্যের বল ঈশ্বরের বল যে কি তাহা সে দিন সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" "সত্যমেব জয়তে" এই পুরাতন সত্যের জয়নিনাদ চারিদিকে ঘোষিত হইল। ঐ সময় বড় একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল। একদিকে যেমন বহুজনসমাকীর্ণ আলোকমণ্ডিত মন্দির হইতে উপাসনার পুণ্যালোক প্রকাশিত হইতে লাগিল, অপর দিকে তৎকালে আবার মন্দিরের সম্মুখস্থ পথ হইতে সুমধুর ব্রহ্মনামের সুধাস্রাবী বোল সমুত্থিত হইতে লাগিল। কে এমন রমণীয় সময়ে উপাসকগণের কর্ণকুহরে দয়াময় নামের অমৃত বর্ষণ করিতেছিল? যাঁহারা স্থানাভাবে প্রবেশ করিতে পান নাই, তাঁহারাই তিন দলে বিভক্ত হইয়া সম্মুখস্থ রাজপথে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। অবশেষে রজনী নয় ঘটিকার পর ব্রাহ্মগণ পাঁচটি দলে বিভক্ত হইয়া যোড়াশাঁকো, শিমলা, হাটখোলা, বড়বাজার, কাঁসারিপাড়া, কলুটোলা প্রভৃতি স্থানে সেই দীনদয়ালের নাম কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। আহা! তখন স্বর্গের দৃশ্যই হইয়াছিল। বস্তুতঃই ব্রহ্মনামের সুগভীর গর্জ্জনে মেদিনী বিকম্পিত হইতে লাগিল, কলিকাতা নগর দয়াময় নামে মাতিয়া উঠিল। ভক্তি উৎসাহে সকলেই ভাসিয়া গেল।"

এই দিন উদারতা বিষয়ে যে উপদেশটি হয়, সেটি সে সময়ের বিশেষ ভাব জ্ঞাপন করে, এজন্য আমরা উহার মূলাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের ধর্ম্ম নহে ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের সংরচিত, কেন না যাহা কিছু উচ্চ যাহা কিছু পবিত্র সকলই ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত। কেবল ব্রাহ্ম নাম

লইলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় না। যে ধর্ম্ম আত্মাকে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ হইতে মুক্ত করে, এবং সকলপ্রকার পুণ্যে বিভূষিত করে, সেই ধর্ম্মের প্রকৃত উপাসক যিনি তিনিই ব্রাহ্ম। সমস্ত জগতের উপর আমাদের অধিকার, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত আমাদের সদ্ভাব, সকল উপদেষ্টার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ। স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ যে সকল মহাত্মা ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার। পূর্ব্বকালে ও বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ধর্ম্মজগতে চরিত্রের বিশুদ্ধতানিবন্ধন দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। সত্যসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ কাল পাত্র ভেদ করেন না, যেখানে যাঁহার নিকট সত্য পাওয়া যায়, উহা ঈশ্বরের সত্য বলিয়া অসঙ্কোচে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হয়। যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম তিনি জ্ঞানহীন ও অসাধুর হস্ত হইতেও সত্যরত্ন গ্রহণে কুণ্ঠিত হন না, সামান্য ঘৃণিত লোকের নিকটেও উদার মনে উপদেশ গ্রহণ করেন। অভিমানী অহঙ্কারী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহে। সকল জাতির পদতলে পড়িয়া বিনীতভাবে কৃতজ্ঞচিত্তে যিনি সত্য সঙ্কলন করেন তিনিই ব্রাহ্ম। কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মধর্ম্মের রাজ্য কেমন নির্ব্বিবাদ ও শান্তিপূর্ণ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ইহাঁর কেমন সদ্ভাব! এ ধর্ম্মে কাহারও প্রতি ঘৃণা নাই বিদ্বেষ নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমরা কাহারও বিরোধী নহি, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আমাদিগকে বিপথগামী ও বিরোধী মনে করিয়া ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা কেবল যে ঈশ্বরসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতে চেষ্টা করি তাহা নহে, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যেককে কিয়ৎপরিমাণে ব্রাহ্ম বলিয়া সম্মান করি। আমরা প্রত্যেকের কাছে গিয়া বলি, তোমার নিকটে যে টুকু সত্য আছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, অতএব আইস উহা সাধন করি এবং উভয়ে মিলিয়া ঐ সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করি। যাঁহার কাছে ভক্তি আছে তাঁহাকে বলি ভক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম, আইস সকলে মিলিয়া ভক্তিরস পান করিয়া প্রাণ শীতল করি। যে সমাজে সত্যবচন, ন্যায়ব্যবহার, পরোপকার ও চরিত্রের নির্ম্মলতা, সেই সমাজের সহিত যোগ দিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ লক্ষণগুলি সাধন করি। যে সম্প্রদায় বিজ্ঞানের আলোকে সমুজ্জ্বলিত সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা ঐ আলোক সম্ভোগ করি। এমন কি আমরা যেখানে যাই সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু কিছু লক্ষণ দেখিতে

পাই। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, ব্রহ্মনাম লইয়া আমরা যে দেশে যে ঘরে যে শাস্ত্র বা যে সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করি সেই স্থানেই কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের অধিকার দেখিতে পাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি ? না সত্যের সমষ্টি। ইহা সত্যের সঙ্গে সমব্যাপী, সমুদায় সত্যরাজ্য ইহার অন্তর্গত। হৃদয়ের কোমলতা, জ্ঞানের গভীরতা, ইচ্ছার পবিত্রতা, এ সমুদায় ব্রাহ্মধর্ম্মেরই ; ন্যায় ও বিজ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম, ইন্দ্রিয়দমন ও পরোপকার, যোগ ও ধ্যান, এ সমুদায় ব্রাহ্মধর্ম্মেরই। যেখানে উহা দেখিতে পাই তাহা আমাদের ভূমি, সেখানে ব্রাহ্মসমাজের অধিকার। দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্মে ধর্ম্মের উদারতার সীমা নাই। যখন আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি, তখন আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা যত দূর সত্যের রাজ্য তত দূর বিস্তৃত হইবেই হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর কেন আমরা বিদেশী বা বিজাতীয় মহাত্মাদিগকে শ্রদ্ধা করি, কেন আমরা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আচার্য্য ও সাধুদিগকে ভক্তি করি, যাঁহারা বিদ্বেষ পরবশ হইয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করেন তাঁহাদের মধ্যেও ভাল লোকদিগকে আমরা কেন সমাদর করি, তাহার উত্তর এই, আমরা সেই উপকারী বন্ধুদের প্রতি এরূপ ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু প্রাণের বন্ধু। যাঁহারা বহু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক জগতের উপকার করিয়াছেন, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসমাজের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে আমরা প্রত্যেকে ঋণী। কোন প্রাণে আমরা ঘৃণাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিব ? কোন্ প্রাণে কৃতঘ্নতা বাণে আমরা তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিব ? কিরূপে অহঙ্কার বিদ্বেষ সহকারে তাঁহাদের অবমাননা করিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব ? সেই সকল প্রাণের বন্ধু-দিগকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিব।

"এমন স্বর্গীয় উদার ধর্ম্ম ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ। এই উদার পথ ভিন্ন ব্রহ্ম লাভের আর অন্য পথ নাই। তিনি যেমন এক, তাঁহার পথও তেমনি এক, পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই এই পথে আসিতে হইবে। এই সরল পথে সকলে অগ্রসর হও, দক্ষিণে কিংবা বামে বিচলিত হইও না, প্রাণ গেলেও তোমরা উদারতাকে বিনাশ করিও না। চন্দ্র সূর্য্যের আলোক যেমন সর্ব্বত্র সেবন কর, তেমনি প্রশস্ত চিত্তে সর্ব্বত্র সত্য সংগ্রহ করিবে। সত্যকে মধ্যবিন্দু করিয়া সকল জাতিকে প্রেমসূত্রে বাঁধিয়া

এক পরিবার করিতে যত্নবান্ হও। কুসংস্কার ও অধর্ম্মের কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার সময় দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সাম্প্রদায়িকতারূপ লৌহশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আবার কি আমরা আত্মাকে সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব? দেশকালের অতীত সত্যরাজ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করিয়া আবার কি স্বাধীনতা বিনাশ করিব এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে বদ্ধ হইব? আমাদের ধর্ম্মের কেমন প্রশস্ত ভাব! ঊর্দ্ধে ঈশ্বর, সম্মুখে মুক্তি, চারিদিকে ভাই ভগ্নীগণ; কোন দিকে বাধা নাই, যেখানে সত্য সেখানে আমাদিগের অধিকার। আমাদের দেশের পরম সৌভাগ্য যে এইখানেই প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু এ ধর্ম্ম যে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম এবং এখানেই যে ইহা চিরকাল বদ্ধ থাকিবে এ কথা আমরা কখন স্বীকার করিব না। যে সত্য কেবল ভারতবাসীদিগের জন্য তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, আমাদের ধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম, সমস্ত মানবজাতির সঙ্গে আমাদের হৃদয় সমব্যাপী না হইলে উহার উপযুক্ত আধার হইতে পারে না। ব্রহ্ম নাম লইয়া আমরা দেশ কাল জাতি সম্প্রদায় পুস্তকের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারিব না, আদরের সহিত সকল দেশীয় নর নারীকে ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে যে অগ্নি জ্বলিতেছে তাহা জগতের আর আর স্থানেও উদ্দীপ্ত হইতেছে। মহাসাগরপারে সভ্যতম প্রদেশে উহার শিখা দেখা যাইতেছে। যথাসময়ে এই সমুদায় অগ্নি একত্র হইয়া দাবানলের ন্যায় ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে এবং সমস্ত জগৎকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল করিবে। হে ব্রাহ্মগণ, ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভাব পরিহার কর এবং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে এই প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার কর। যে মহোৎসবে আজ আমরা আনন্দিত হইতেছি সেই মহোৎসবের আনন্দসুধা সকল দেশের ভাই ভগ্নীদিগকে পান করাও।"

১১ মাঘের প্রাতঃকালের উপাসনাসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব, লিখিয়াছেন "আহা! প্রাতঃকালের উপাসনা কি রমণীয়, তৎকালে অনেকে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। পরে হারমোনিয়ম ও মৃদঙ্গের সুমধুরধ্বনিসংযুক্ত বিশুদ্ধ তানে দুই একটী নূতন কীর্ত্তন হইতে লাগিল, উপাসকগণ একেবারে বিগলিত হইয়া গেলেন। অনন্তর আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃভাবসম্বন্ধে এমনি গভীর জীবনগত উপদেশ প্রদান করিলেন যে, কাহার সাধ্য তখন আপনার পাপ দেখিয়া রোদন করিতে না হয়? তাঁহার বাক্যগুলি উপাসকমণ্ডলীর হৃদয় স্পর্শ

করিল! উপাসনান্তে মন্দিরস্থ সমস্ত ব্রাহ্মগণ একত্রিত হইয়া দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া গেলেন; দয়াময় নামে কত লোক দরদরিত ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ফেলিলেন। প্রচ্ছন্ন উৎসাহ হৃদয় ফাটিয়া বহির্গত হইল। দয়াময় নামে যে মৃত মনুষ্য জীবিত হয়, অবিশ্বাসী বিশ্বাস পায়, পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহারি প্রমাণ লক্ষিত হইল।" সায়ংকালে ত্রিবিধ যোগবিষয়ে উপদেশ হয়। ঈশ্বরের সহিত যোগ, ভ্রাতাভগ্নীর সহিত যোগ, আপনার বিভিন্ন প্রকৃতির সহিত যোগ, এই ত্রিবিধ যোগ উহাতে বিবৃত হইয়াছিল।

বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর ও নব ভাবোন্মেষ।

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে থাকিতে থাকিতেই তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মানুমত সভা সংস্থাপিত হয়। রেবারেণ্ড চার্লস বয়সি সাহেব ক্রমাগত পাঁচ বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্মের ভ্রম ও কুসংস্কার খণ্ডন করিয়া পরিশেষে চার্চ্চ অব ইংলণ্ড হইতে তাড়িত হন। তিনি এই সময়ে একজন বন্ধুকে যে পত্র লেখেন, তাহার অনুবাদিত কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, উহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তাঁহার মনের উপরে কার্য্য করিয়াছিল সকলে বুঝিতে পারিবেন।

"বাস্তবিক আমাদের চক্ষে ইহা অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার যে, যে নিয়মে শত শত বৎসর মনুষ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে অদ্য তাহার আর একটি নূতন ও সাময়িক উদাহরণ দৃষ্ট হইতেছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন সভ্যতা হইতে ইউরোপের সকল প্রকার উন্নতি, ইহার সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মভাব, সমস্ত নিয়ম বিশেষতঃ নীতি সমাগত হইয়াছে। ভবিষ্যতে মনুষ্যজাতির মধ্যে যে ধর্ম্মসূর্য্য নূতন ও উজ্জ্বলতর আলোক সহকারে উদিত হইবে, সেই ধর্ম্মসংস্থাপনের পক্ষে ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রধান। ইউরোপে, ইংলণ্ডে বিশেষতঃ আমেরিকার অনেক ব্রাহ্মবন্ধু আছেন, কিন্তু তথায় এখনও একশরীরে ও একভাবে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত ও কোন প্রকার উৎসবও সম্পাদিত হয় নাই। ইতিহাস এই ঘটনা ভাবী কালে সংরক্ষা করিবে, এবং ভারতবর্ষ জ্ঞানের প্রথম আকর ও পূর্ব্বদেশ পাশ্চাত্য দেশের প্রসূতি তাহা সহস্রবার সপ্রমাণ করিবে।"

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে স্থিতিসময়ে আমেরিকাস্থ স্বাধীন ধর্ম্মসমাজের বাৎসরিক অধিবেশনে সম্পাদক পটার সাহেব "ভারতবর্ষের পুরাতন ও নূতন ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উহার আনুষঙ্গিক কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে;—

"অদ্য আমার প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছে আমি তাহার উন্নতি ও

অভ্যুদয়ের বিষয় বলিতে আপনাকে অনুপযুক্ত মনে করি। কিন্তু তথাপি যে ধর্ম্ম একণে ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে ও যাহা ব্রাহ্মসমাজ নামে সাধারণে পরিচিত, তাহার জীবন্ত স্বাভাবিক জাতীয় ধর্ম্মজীবন ও অদ্ভুত ক্ষমতা বিষয়ে আমি বিশেষ সম্বন্ধ ও পরিচিত আছি এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে তত সঙ্কুচিত হইতেছি না। এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আমি অতি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক অঙ্কুর সকল প্রদর্শন করিতেছি যাহা হইতে এই বর্ত্তমান ধর্ম্ম ফলস্বরূপে প্রসূত হইয়াছে। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বিস্মিত-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হিন্দুরা কি এক সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতেন? যেরূপ সাধারণ ভাব তাহাতে বোধ হয় যে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী যে আমরা আমাদেরই সেই সত্যস্বরূপ একমাত্র ঈশ্বর, তিনি আমাদের ভিন্ন অপরের নহেন, পৃথিবীর অপরাংশের লোকে তাঁহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ফলতঃ ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ধর্ম্মশাস্ত্রে কোন কোন বিষয়ে এক সত্যস্বরূপ ঈশ্বরসম্বন্ধে বিশুদ্ধ মৌলিক সত্যরত্ন অনেক নিহিত আছে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বরবিষয়ক এমন উৎকৃষ্ট ভাব আছে যাহা আধুনিক বিশুদ্ধ জ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং যাহা অন্য কোন ধর্ম্মে লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজ বিভিন্ন ধর্ম্মগত ও সামাজিক বলের ফলস্বরূপ; যে উপায়ে পৃথিবীর বিবিধ ধর্ম্ম পরস্পর রূপান্তরিত ও সংশোধিত হইবে, ব্রাহ্মসমাজ সেই অসদৃশ ঘটনার অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ। হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের পরস্পর কার্য্যগত প্রতিযোগিতাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি বিষয়ে সহায়তা করিয়াছে। অতএব মনুষ্যের ভাবী ধর্ম্ম যে অন্যান্য একটি ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া উত্থিত হইবে তাহা নহে, কিন্তু সকল ধর্ম্ম, সমস্ত জাতি ও সর্ব্বপ্রকার সভ্যতায় পারস্পরিক বহিঃস্থিত ও অন্তর্নিবিষ্ট ক্রিয়া সকল একটি উচ্চতর বিশ্বাস ও উৎকৃষ্টতর সামাজিক অবস্থা আনয়ন করিবে, যাহা তাহাদের মধ্যে কোন একটি একা এত দিন উৎপাদন করিতে পারে নাই। যদি সময় থাকিত তাহা হইলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমি পাঠ করিতাম। সেই পুস্তকে কেমন উচ্চতম বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে ঐ অদ্ভুত ব্যাপারটি জীবিত রহিয়াছে। ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে পৌত্তলিকতার আকর কলিকাতা হইতে খ্রীষ্টীয়ান নিউ ইংলণ্ডে ঈদৃশ পুস্তক সকল সমাগত হইল।

আমার বোধ হয় যে এ পর্য্যন্ত আমেরিকান ট্র্যাক্ট সোসাইটি হইতে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তদপেক্ষা এই ভারতবর্ষের ঐ কতিপয় পুস্তকে জীবনের প্রকৃত অন্ন অনন্তগুণে অবস্থিতি করিতেছে। ভারতবর্ষের এই পবিত্র ধর্ম্মের বর্ত্তমান সুবিখ্যাত প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন যিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার একজন সহকারী বন্ধু লিখিয়াছেন যে তিনি ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে আমেরিকা পরিদর্শন করিবেন। এই সভায় ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিশ্বাস বলিবার জন্য আমরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। কিন্তু ইংলণ্ডের কার্য্যানুরোধে তিনি শীঘ্র এখানে আসিতে অসমর্থ হইবেন, যাহা হউক আমরা আশা করি যে বর্ত্তমান বর্ষের কোন সময়ের মধ্যে তিনি এখানে সমাগত হইবেন, এবং যখন তিনি আসিবেন স্বাধীন ধর্ম্মসমাজ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ প্রমুক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দণ্ডায়মান হইবেন। নিশ্চয় অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীরাও উদার ভাবে ও পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে। যিনি সমভাবে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয়ান উভয়কেই পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের অতীত উচ্চপথ প্রদর্শন করিতেছেন ও যাঁহার উপদেশ আধ্যাত্মিক সহযোগিতা, সম্মিলন ও ভ্রাতৃভাবে মনুষ্যকে আবদ্ধ করিতেছে, আমরা এখানে অকপট ও সম্পূর্ণ সবল চিত্তে তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ইচ্ছা করি।"

কেশবচন্দ্রে কতকগুলি ভাব পূর্ব্ব হইতে প্রচ্ছন্ন ছিল। সে গুলি সময়ে সময়ে অপ্রধানভাবে উল্লিখিত হইত। সুতরাং ঐ সকলের কত দূর বিকাশ হইবে কেহ বুঝিতে পারেন নাই। "আমার ভিতরে আরও কত কি প্রচ্ছন্ন আছে, সময়ে প্রকাশ হইবে" এই ভাবের কথা তিনি সময়ে সময়ে বলিতেন, কিন্তু সে কথা তত কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিত না। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইলেন, কর্ম্মযোগের প্রাচুর্য্য উপস্থিত হইল, লোকে মনে করিল এইবার কর্ম্মের সাগরে ডুবিয়া আধ্যাত্মিকতার ক্ষতি হইবে। কেশবচন্দ্র কর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা এই দুইয়ের কি প্রকারে একত্র সমাবেশ করিতে হয় জানিতেন, সুতরাং তাঁহার জীবনের গূঢ় আধ্যাত্মিকতা এখন উপদেশ ও আচরণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঈশ্বর দর্শনাদি আধ্যাত্মিক বিষয় সমুদায় এ সময়ে উপদেশের বিষয় ছিল। ঈশ্বরের সহিত অব্যবহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সাধু ও ধর্ম্মগ্রন্থ কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা এই সময়ে বিশেষরূপে বিবৃত হয়।

ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই সাধকের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী নাই পরবর্ত্তী কথাগুলিতে যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, এমন আর কোন কথায় প্রকাশ পাইতে পারে ? "মুক্তি-দাতা পরমেশ্বর যদি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, বৎস, তুমি কি চাও, তিনি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে এই বলিবেন, আমি তোমার দর্শন চাই। তিনি পূর্ব্বকালের সাধুগণের সঙ্গে যোগ দিয়া এই বলিবেন 'স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে ? এবং ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহি না।' পরমেশ্বর যদি ভক্তকে বলেন, ধন লও, যশ লও, পুত্র লও, মান লও, তিনি তৎক্ষণাৎ অকুণ্ঠিত হৃদয়ে এই বলিবেন আমি ইহার কিছুই চাহি না। পুনশ্চ যদি বলেন ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রহণ কর, সাধু সহবাস গ্রহণ কর, পৃথিবীর সুন্দর পবিত্র স্থান সকল ভ্রমণ কর, ভক্ত বলিবেন, আমি ইহার কিছুই প্রার্থনা করি না, আমি তোমাকেই চাই, তোমাকে পাইলেই আমার পরিত্রাণ, আমার পরম লাভ।" তবে কি ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাধুগণ অনাদরের বিষয় ? অনাদরের বিষয় যদি ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাধু অস্বচ্ছ হন আদরের বিষয় যদি স্বচ্ছ হইয়া দর্শনে সাহায্যদান করেন। "যে গ্রন্থ ধর্ম্মমূলক সত্যে পরিপূর্ণ তাহাই ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া গৃহীত; কিন্তু তাই ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ যাহা স্বচ্ছ, যাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। যে পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না, সে শাস্ত্র স্বচ্ছ নহে, যাহাতে সেই লক্ষণ নাই, যাহা থাকিলে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি না, সে গ্রন্থ, সে পুস্তক, সে শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্যে শাস্ত্র বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। * * * যে পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, যাহা ক্রমশই পিতার মুখ উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ করে তাহাই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র।" সাধুসম্বন্ধেও এই একই কথা। "তাঁহাকেই ব্রাহ্মেরা সাধু বলেন, ঈশ্বরপ্রেরিত বলেন, যিনি স্বচ্ছ, যাঁহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর প্রকাশিত হন, যিনি ঈশ্বরের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করেন। যিনি আপনাকে গোপন করিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, এবং যিনি হৃদয়কে হরণ করেন না তিনিই সাধু। যাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিতে দেন না, তাঁহার প্রেমমুখ আবরণ করেন, এবং ধর্ম্মের নামে লোকের চিত্ত অপহরণ করেন, সে সকল ব্যক্তি পৃথিবীতে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহাদের আদর নাই। এখানে একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বরের পূজা হয়। এখানে সেই এক পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই ভক্তি ও পূজা গ্রহণ

করিতে পারে না।" সাধুগণ স্বচ্ছ হইলেন হউন, এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, তাঁহারা কি আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র থাকিবেন, তাঁহারা কি আমাদের সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন না? ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র বলিলেন, "সাধুদিগের বাহ্যিক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; সাধুদিগকে আমাদের অন্তরস্থ করিয়া লইতে হইবে।" "ঈশ্বরের পবিত্র নামে ব্রাহ্মের শরীর যেমন পরিপূর্ণ থাকিবে, তেমনি প্রত্যেক সাধুব্যক্তির রক্তমাংস তাঁহার রক্তমাংসে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নবজীবন দান করিবে।" "তাঁহাদের বিনয় বিশ্বাস, তাঁহাদের সাধুতা পবিত্রতা আমাদের হইবে, তাঁহাদের রক্তমাংস আমাদের রক্তমাংসরূপে পরিণত হইবে।" শাস্ত্রসম্বন্ধেও এই এক কথা, "পুস্তক সকলের মধ্যে ঈশ্বরের যে সকল জীবন্ত সত্য রহিয়াছে, তাহাও প্রত্যেক ব্রাহ্ম অবনত মস্তকে স্বীকার করিবেন।" "যে জীবনে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, যে পুস্তকে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করি তাহা আমার করিয়া লইব; পরের সত্য, পরের সাধু দৃষ্টান্তে আমার কি হইবে? এ সমস্ত যখন আমার নিজস্ব হইবে, তখনই আমার জীবন।"

সাধু মহাজন ও শাস্ত্র এ দুইয়ের সঙ্গে কেশবচন্দ্র বিশেষ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু জীবনে কি এমন সময় উপস্থিত হয় না যে সময়ে ইহাঁরা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারেন না? হাঁ, হয়। কেশবচন্দ্র এজন্যই বলিয়াছেন "মনুষ্য যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রে তাহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন, উপদেষ্টার সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন, এবং সাধুরা জগতের হিতের জন্য আপন আপন জীবনে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমার অন্ধকার পূর্ণ পাপদগ্ধ চিত্ত যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, তাহার উত্তর কে প্রদান করিল? আমি অন্যের মুখবিনিঃসৃত যে সকল কথা, তাহার অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছি।" এই সঙ্কটাবস্থায় কি করিতে হইবে, কেশবচন্দ্র আপনার জীবনের পরীক্ষিত কথায় এইরূপে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "ধন্যবাদ তোমাকে, হে ব্রাহ্মভ্রাতঃ হে সচ্চরিত্র ভদ্র, হে ঈশ্বরপরায়ণ সাধু, ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য যত দূর করিতে পারে তাহা তুমি করিলে। এখন ক্ষণকালের জন্য স্নেহ হইতে গোপনে গমন করি। আসিলাম ভ্রাতাবন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নিজের দেবকুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিলাম, অহঙ্কৃত মস্তককে বড় আনন্দে অবনত করিলাম, প্রবল রিপুরূপ ভয়ানক তুফানকে একটি

বাক্যবাণে শান্ত করিলাম। একটি নাম করিলাম অসংযত মন স্তম্ভিত হইল। চতুর্দ্দিকে আর কেহই নাই। সেই নির্জ্জন স্থানে, সেইরূপ রহিত বাক্যাতীত পরমেশ্বর প্রকাশিত হইলেন; হৃদয় অবাক্ হইয়া তাঁহার সেই নামরহিত উজ্জ্বল প্রকাশ দর্শন করিল। এই যে দেখিতেছি ইহা কি? এই যে জ্যোতি ইহা কি সূর্য্যের জ্যোতি না অন্য কোন বস্তুর জ্যোতি? এই যে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ইহা কাহার? পাপীর হৃদয়ে এই যে শান্তির স্রোত ইহা কোথা হইতে আসিল? এই রূপরহিত জীবন্ত সত্য, এই মূর্ত্তি কাহার? হৃদয়ের মধ্যে এই যে সুখ উথলিত হইতেছে, এই সুখ কোথা হইতে? যাঁহার স্নেহ দেখিতে পাই না, ইনিই কি সেই স্নেহময় ঈশ্বর? স্থির হও, যাহা দেখিতেছ, ইহা কি স্বপ্ন? ইহা কি কল্পনা? এই যে কিছুকাল পূর্ব্বে জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, এইক্ষণে এই পরিবর্ত্তন কোথা হইতে আসিল? কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। চক্ষু যাহা দেখিয়াছে, অনিমেষনয়নে তাহা দেখুক, চক্ষু যত ক্ষণ আছে, তত ক্ষণ দেখুক; কর্ণ যাহা শুনিয়াছে তাহা অবিশ্রান্ত শুনুক, কর্ণ যত ক্ষণ আছে, তত ক্ষণ শুনুক, কারণ অনুসন্ধানে এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কৃতজ্ঞ হও যে অদ্যাবধি অন্ধ হও নাই এবং এখনও বধির হও নাই। সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতেছ, ইনিই সেই কল্যাণপূর্ণ পরমেশ্বর, প্রাণপণে তাঁহাকে সম্ভোগ কর। 'বল, হে করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর, কি বলিলে, পুনর্ব্বার বল শ্রবণ করি। হে রূপরহিত নামরহিত, আমার সাধ্য কি নিজের বলে তোমার দর্শন পাইব, তবে কৃপা করিয়া একবার যাহা দেখাইলে পুনর্ব্বার তাহা প্রদর্শন কর, সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকি; একবার যাহা বলিলে, পুনর্ব্বার বল, শুনিবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছি। পিতা, যাহা দেখাইলে, কৃপা করিয়া যাহা শুনাইলে, কখনও এমন দেখি নাই, এমন শুনি নাই; মাতা পিতার নিকট পাই নাই, বন্ধুবান্ধবের নিকটও পাই নাই। কেবল তোমার করুণাতেই তোমার প্রকাশ দেখিলাম।' এইরূপে যাঁহার প্রকাশে হৃদয়ের গভীর ভাব সকল উদ্বেলিত হইল, তিনি কি কিছু বলিলেন? অন্তরের গভীরতম জিজ্ঞাসার কি কিছু মীমাংসা হইল? স্থির হও, ইহা অতি সহজ, অতি সামান্য কথা। পরমেশ্বরের করুণার পর করুণা, স্নেহের পর স্নেহ, এবং আপনার পাপের পর গভীরতর পাপ, এই ভাবে আবহমান কাল পর্য্যন্ত গতজীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আইস, জিজ্ঞাসার মীমাংসা হইবে, সন্দেহভঞ্জন হইবে,

সেই যে করুণা সেই যে স্নেহ, গতজীবন যাহাতে সংগঠিত হইয়াছে, যে করুণার প্রতিমা সমুদায় পৃথিবী প্রকাশ করিতেছে, চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রপূর্ণ সমস্ত আকাশ যে করুণার সাক্ষ্যদান করিতেছে, সেই স্নেহ, সেই করুণা যাঁহার, তাঁহার আশ্রয় লাভ কর, হৃদয়ের গভীরতম প্রশ্নের উত্তর পাইবে। সকলের আশ্রয়দাতা সেই পরমেশ্বর তোমার জিজ্ঞাসার মীমাংসা করিবেন, তাঁহাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয়ই উত্তর পাইবে। সাবধান সেই জিজ্ঞাসার্ত্তে কেহ যেন নিরস্ত না হয়েন। সেই জিজ্ঞাসার জন্য কোন মনুষ্যের উপর নির্ভর করিও না; সেই জিজ্ঞাসার মীমাংসা জন্য কেহ যেন কোন পুস্তকের উপর নির্ভর না করেন এবং নিজের উপর নির্ভর করিলেও কেহ সেই প্রশ্নের উত্তর পাইবেন না। প্রকৃতরূপে হৃদয়ের দারিদ্র্য দূর করিবার একমাত্র উপায় স্বয়ং পরমেশ্বর। (উপদেশ ২৫ শে বৈশাখ, ১৭৯৩।)"

ঈশ্বরের আদেশসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র এ সময়ে কিরূপ সুদৃঢ় মত প্রকাশ করেন দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার উপদেশের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। "যিনি ব্রহ্মের অনুগত দাস, তিনি কি বিদ্যালয়ে, কি কার্য্যালয়ে তাঁহার আদেশ ভিন্ন কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। সকল সময় এবং সমুদায় কার্য্যে ব্রহ্মই তাঁহার একমাত্র প্রভু। যে কোন কার্য্য করিব ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া করিব তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যদি সহস্র লোক তাঁহাকে বিরক্ত করে তথাপি ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত তিনি একটি ক্ষুদ্রকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, কিন্তু যখন ঈশ্বর কোন কার্য্য করিতে বলিবেন, তখন বজ্রদেহীর ন্যায় ভয়ানক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কায়মনোবাক্যে তাহা সম্পন্ন করিবেন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত অন্যান্য প্রিয়তম বন্ধুর অনুরোধও পালন করিব না। যদি পৌত্তলিক হইতাম, যদি কোন মৃত বাকশক্তিহীন দেবতার উপাসক হইতাম, তাহা হইলে সেই দেবতা নির্জীব, কথা কহিতে পারেন না, ইহা জানিয়া তখন গুরু অন্বেষণ করিয়া কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের উপদেশ লইতাম, কিন্তু যখন জানি ঈশ্বর মৃত নহেন, এবং তিনি কথা বলিতে পারেন, এবং তাঁহার অগ্নি আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেমন করিয়া পরের আদেশ শুনিয়া তাঁহার অপমান করিব। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশস্রোত যদি অবরুদ্ধ হইয়া যাইত, যদি পূর্ব্বকালের সাধকদিগের নিকট ঈশ্বর তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া অন্তর্হিত

হইতেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান কোন সম্পর্ক না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে কল্পনার দাস এবং পরের আজ্ঞাবহ হইতে হইত। কিন্তু প্রত্যাদেশের পরিসমাপ্তি হয় নাই। এখনও ঈশ্বর আমাদের নিকট বাস করিতেছেন; এখনও আমাদের নিকট তাঁহার অনেক কথা বলিবার আছে, অনন্তকাল বলিলেও তাহার শেষ হইবে না। তাঁহার আদেশ প্রচার করিবার জন্য অবিশ্রান্ত তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমরা কর্ণপাত করিলেই তাহা শ্রবণ করিতে পারি। যখন তিনি কথা বলিবার জন্য আমাদের এত নিকটে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার আজ্ঞা ভিন্ন কিছুই করিতে পারিব না।"

ইংলণ্ড হইতে আসিয়া যে কার্য্যস্রোত প্রবর্ত্তিত হইল তাহার সঙ্গে এই আদেশবাদের কি প্রকার ঘনিষ্ঠ যোগ উদ্ধৃত কথা গুলি পাঠ করিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। "উপাসনা যেমন পুরাতন হয় না, তেমনই তাঁহার কার্য্যও পুরাতন হয় না, উপাসনাতে ব্রাহ্ম যেমন প্রতিদিন নূতন আনন্দ উপভোগ করেন, তেমনই প্রতিদিন ঈশ্বরের নব নব প্রিয়তর কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া তিনি তাঁহার নব নব প্রসাদ প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিকট নূতন ভাবে দিন দিন তাঁহার আদেশ প্রকাশ করেন। সেই দয়াময় ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের ভয় নাই। সমস্ত দিন রাত্রি যদি তাঁহার আদেশ সাধন করি, তথাপি কার্য্যস্রোত পুরাতন হইবে না। যদি তাঁহার আজ্ঞা লইয়া সংসারকার্য্যে প্রবৃত্ত হই তবে সংসার নূতন হইবে, সমস্ত জগৎ প্রিয় হইবে। যেখানে তিনি বর্ত্তমান সেখানে ভয় কি, সেখানে বিপদের আশঙ্কা কোথায়? যে সংসারের তিনি প্রভু, যাহাতে তাঁহার আদেশ সম্পন্ন হয়, যে সংসার তাঁহার পূজায় নিযুক্ত, সেই সংসার কিরূপে পুরাতন হইবে? যেখানে এ সকল লক্ষণ নাই সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই। যদি আমাদের মধ্যে এ সকল লক্ষণ না থাকে, তবে আমরা কিরূপে ব্রাহ্মনামের যোগ্য হইতে পারি? ব্রাহ্মগণ, এস আমরা সাবধান হই। যেমন পাপকে পরিত্যাগ করিবে, যেমন অবিশ্বাস হইতে দূরে থাকিবে, তেমনি আলস্য নিরুৎসাহ তোমায় পরিত্যাগ করিতে হইবে। যখন দেখিবে কার্য্যস্রোত শুষ্ক হইতেছে, তখন যদি হৃৎকম্প না হয়, নিশ্চয় জানিও ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাদের হৃদয়ে নিস্তেজ হইতেছে, তোমাদের ভয়ানক বিপদ নিকটবর্ত্তী। যখন দেখিবে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয়

মা, তাঁহার সন্তানদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয় না, তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য অনুরাগ নাই, তখন যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হয়, তখন বুঝিবে যে, এখনও আত্মা সম্পূর্ণরূপে অচেতন হয় নাই (উপদেশ, ১৮ বৈশাখ, ১৭৯৩ শক)।"

শুষ্কতা নিরসন কি প্রকারে হয়, এ প্রশ্নের শেষ মীমাংসা কেশবচন্দ্র সঙ্গতে (৫ই জৈষ্ঠ্য) এই প্রকার করেন, "শুষ্কতা নিবারণের ঔষধ এক মাত্র ঈশ্বর, কেন না তিনি রসস্বরূপ। আমাদের সাধন কি? কেবল তাঁহার নিকটে বসা। নদী-তীরস্থ বৃক্ষের শিকড় ক্রমশঃ অগ্রসর হইযা জল প্রাপ্ত হয় এবং সেই জল বৃক্ষকে চিরকাল সরস রাখিয়া বর্দ্ধিত করে। জীবনের সেইরূপ একটি মূল দেশ আছে, অক্ষয় শান্তিস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তাহা সংযুক্ত হইলে আত্মা নিত্যকাল সরস থাকিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। সকলে জীবনে এই সার সত্যটি পরীক্ষা করুন। লোকে কাজ কর্ম্মে বিরক্ত হইলে যেমন বন্ধুদিগেব নিকটে যায় এবং শান্তি লাভ করে; জীবনে শান্তি হাবা হইযা আমরা শান্তি লাভার্থ ঈশ্বরের নিকট যাই কি না এবং তাহা লাভ করি কি না? দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার একটু এই ভাবে তাঁহার কাছে বসিবার চেষ্টা ও অভ্যাস করা আবশ্যক। ক্রমে তাঁহার সহিত যত অবিচ্ছিন্ন যোগ বন্ধন করিতে পারিব, ততই শুষ্কতার সম্ভাবনা অল্প হইবে এবং প্রেমরস, শান্তিরস ও আনন্দরসে জীবন প্লাবিত হইতে থাকিবে।"

এই সময়ে ব্রহ্ম মন্দিরে যে সকল উপদেশ হয়, উপাসক মণ্ডলীর সভায় * যে সকল আলোচনা হয় সে সমুদায় কেবল গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নহে, যাহাতে প্রতিজনের জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহার উপায় সকল উহাতে বিষদরূপে বিবৃত হয়। আমরা উদাহরণস্বরূপ তিনটি উপদেশের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি, (১) কাম (২) ক্রোধ, (৩) লোভ। পবিত্র প্রেমদ্বারা কাম, ক্ষমার দ্বারা ক্রোধ এবং ব্রহ্মলোভ দ্বারা লোভকে পরাজয় করিতে হইবে উপদেশত্রয়ের এই মূল বিষয়। উপাসক মণ্ডলীর সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্য হইতে দুইটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে ইহাতে সে সময়ে সকলের মনের গতি কোন্ দিকে ছিল সকলে বুঝিতে পারিবেন। পাপ প্রলোভন মনে

---

* সঙ্গত ও উপাসকমণ্ডলীর সভা উভয়ের কার্য্যতঃ একই প্রকার লক্ষ্য হওয়াতে পৌষ মাস হইতে সঙ্গত সভা উপাসকমণ্ডলীর সভার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

এক কালেই আসিবে না এরূপ সম্ভব কি না? এই প্রশ্নের উত্তর এই প্রকারে প্রদত্ত হইয়াছে ;—

"ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় লোকের মনে পাপের আকর্ষণশক্তির ন্যূনাধিক্য দেখা যায়, ইহাতে অধিক উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইলে প্রলোভন অসম্ভব হইবে বোধ হয়। সাধারণের পক্ষে—প্রলোভন হইতে পারিবে না—এইরূপ আদর্শ রাখা নিতান্ত আবশ্যক। যিনি প্রলোভন পরিত্যাগ করা যত অসাধ্য মনে করেন, প্রলোভন তত প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহার কল্পনাকে আক্রমণ করে এবং পাপের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার নিকট সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দেয়। প্রলোভনের কাছে আপনাকে কখনই নিরাশ ও নিরুপায় হইতে দেওয়া উচিত নয়। * * * ভক্তগণ জানেন ঈশ্বরের কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হয়, অতএব তাঁহার সেই কৃপাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া পাপকে অসম্ভব করিতে হইবে, ইহা না হইলে ধর্ম্মসাধন বৃথা। তাঁর কৃপায় একটি পাপও ক্ষয় হইয়াছে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, জীবনে চিরকাল এ কথাটী ধরিয়া থাকিতে না পারিলে পবিত্রাণ নাই। ধর্ম্মসম্বন্ধে একটী গুপ্ত কথা অনেকে অনুধাবন করেন না। চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম মতের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারিলে তাহাতেই পবিত্রাণ হয়। বাহ্যানুষ্ঠানরূপ মোটা বাঁধন ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাসের সূক্ষ্মবন্ধন চিরকাল জীবনের সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া রাখে। * * * সকল ধর্ম্মের মূল অতিসূক্ষ্ম, প্রত্যেকের ধর্ম্মজীবনের মূলও সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। তাহাতে গ্রন্থ নাই, গুরু নাই, অনেক শব্দাড়ম্বর বা কার্য্যাড়ম্বর নাই। এক জনের মনে কেবল একটা ভাব উত্তেজিত হয়, তাহাতেই দেশ বিদেশ ও সমুদায় পৃথিবীকে অগ্নিময় করিয়া তুলে, চৈতন্য ও খ্রীষ্টের প্রেমরাজ্য ও স্বর্গরাজ্য প্রথমে অল্প কথার মধ্যে ছিল এবং তাহার গুরুত্বও অধিক ছিল। ক্রমে পুঁথি বাড়িয়া গেল, তাহার গুণেরও লাঘব হইল। প্রত্যেকে আপনার আপনার জীবনে এক সময় বিদ্যুতের ন্যায় সত্যের আলোক দেখিতে পান। অনেকে তাহা অবহেলা ও অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু তাহাই বিশ্বাসবন্ধনের মূল সূত্র। যে শুভক্ষণে ঈশ্বর এই আলোক প্রেরণ করেন, তাহার দিন ক্ষণ লিখিয়া রাখা উচিত। এই আলোক উজ্জ্বল হইয়া বিশ্বাসীর নিকটে চিরজীবনের পথ প্রদর্শন করে, এবং তাহারই বলে সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।"

প্রাণনসাধনে বালকের সবলতা ও বয়স্ক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও বিবেচনা

কিরূপে সমন্বয় হইতে পারে? লোকের স্বভাব ও আচার বিচার করিয়া বন্ধুত্ব করিতে গেলে অনেক স্থলে তাহা অসম্ভব হয়, এই আলোচ্যবিষয়টি অতি সুদীর্ঘ ভাবে আলোচিত হয়, আমরা উহার প্রথমাংশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "সত্যও চাই, প্রেমও চাই। সত্যকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রেম সাধন করিতে হইবে। আপনার অনেক দোষ জানিয়াও কিরূপে আপনাকে ভাল বাসি, উপাসনার অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি? অন্যের দোষ থাকিলেও তাহার প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার কেন না করা যাইবে? প্রত্যেক মনুষ্যের দোষ গুণ দুই আছে, আপনার দোষ যেমন এক দিকে ফেলিয়া দিয়া গুণটির পক্ষপাতী হই, অন্যের বিষয়েও সেইরূপ হইতে পারে। বালক যেমন দাস দাসীকে প্রথমে না জানিয়া শুনিয়া ভাল বাসে, কিন্তু পরে তাহাদের কোন অপরাধ দেখিলেও তাহার ভাল বাসা যায় না; ধর্ম্মশিশু সেইরূপ প্রথমে অজ্ঞাতসারে ভাল বাসেন, পরে বন্ধুর কোন দোষ দেখিলেও সে ভালবাসা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। * * * * মাকে ভাল বাসিলে তাঁহার সম্পর্কে সহোদর মাতুল প্রভৃতিও আদরের সামগ্রী হয়। এইরূপ প্রায় সাধনের একটি মধ্যবর্ত্তী কারণ আবশ্যক। ঈশ্বর আমাদের প্রীতির মধ্যবিন্দু হইলে, তাঁর সম্পর্কীয় সমুদায় সামগ্রী আমাদের প্রীতির আস্পদ হইবে। * * * * ভাল বাসা দুই প্রকার, সদ্গুণের ও মতের। ব্রাহ্মদের মধ্যে শেষোক্তটীই প্রায় দেখা যায়, কিন্তু যদি প্রকৃত ভাল বাসা লাভ করিতে ইচ্ছা হয় তবে এই দুইটি মিলাইতে হইবে। এক ঈশ্বরের এক মন্দিরের উপাসক বলিয়া আমাদের পরস্পরের যেমন নিকট সম্পর্ক, আবার যাহাতে যে পরিমাণে সাধু গুণ লক্ষিত হয়, তাহাতে সেই পরিমাণে ভাল বাসা যাওয়া স্বাভাবিক, নতুবা প্রীতি ভ্রমসঙ্কুল। ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মসম্পর্কে পরস্পরে সহোদর। সহোদরের ভাব যে কিরূপ তাহা আমরা সংসার হইতে শিখিয়াছি। ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে এক একটি সাংসারিক ক্ষুদ্র পরিবারের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহারা আমাদিগের পরস্পরের প্রতি বিশেষ সম্বন্ধ শিক্ষা দিয়া জগৎকে এক পরিবারে বদ্ধ করিবে। আমরা উপাসনাকালে সকলে এক পিতার চরণে প্রণত হই, তাঁহারই হস্ত হইতে মস্তক পাতিয়া আশীর্ব্বাদ লই এবং সকলে সেই এক পিতার চরণসেবায় জীবনকে নিয়োজিত করি। ইহা অপেক্ষা সম্মিলনের প্রবল উপায় আর কি হইতে পারে? অতএব ব্রাহ্মগণের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা

থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু তাহা বলিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে ঈশ্বরের যে জ্যোৎস্না পতিত হয় তাহা ভাল বাসিব না এরূপ নহে। ব্রাহ্মদের সদ্‌গুণ গ্রহণ করা যেমন পরিবারের মধ্য হইতে লওয়া হয়, অন্যের হইলে বাহির হইতে লওয়া হয় এই প্রভেদ।" এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী এ দুইয়ের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ থাকা উচিত এই কথাগুলি কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতেছে।

এবার যে ভাদ্রোৎসব হয় তাহার উপদেশ পাঠ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেমরাজ্যস্থাপনের জন্য, নির্ব্বিবাদ ঈশ্বরের পরিবার স্থাপনের জন্য কেশবচন্দ্রের প্রাণ কি প্রকার আকুল হইয়াছিল। উপদেশটি অতি সুদীর্ঘ, আমরা ইহার অন্তিম কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই সকলে তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিবেন। "কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর, কোথায় মাঙ্গলোর, কত দেশ হইতে পিতা তাঁহার সন্তানদিগকে এক ঘরে আনিয়া দিলেন; কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে বন্ধন কৈ? ব্রাহ্মগণ, আর এই প্রকার *প্রেমশূন্য শিথিল ভাব দেখিয়া স্থির থাকিও না। পরস্পরের পদ ধারণ করিয়া* বল আর তোমাকে ছাড়িতে পারি না। মতের অনৈক্যই হউক, আর সাংসারিক কষ্টই হউক, প্রাণের ভাইকে প্রাণ ছাড়া করিতে পারি না। মুখের ভ্রাতৃভাব পরিত্যাগ কর; প্রেমের সহিত ভাইকে আলিঙ্গন কর। এই যে ভাইয়ের মুখ ইহার মধ্যে পিতার মুখশ্রী দেখিতেছি, এই বলিয়া যখন ভাই ভগ্নীদিগকে গৃহে আনিবে, তখন তোমাদের ব্যাপার দেখিয়া জগৎ লজ্জিত হইবে এবং শত্রুরা পরাজিত হইবে। ব্রাহ্মগণ, তোমরা এই কথা লইয়া গিয়া সাধন কর, 'পিতা *যেমন সুন্দর, ভাই ভগ্নীগণও তেমন সুন্দর।' প্রাণস্বরূপ পিতা* আমাদিগকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন। সেইরূপ আমরা যদি পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ ৩৬৫ দিন পর, বার মাসের পর পরস্পরের মধ্যে গভীরতর মিষ্টতর প্রেম দেখিতে পাইতাম, তবে জানিতাম যথার্থই পিতার প্রেম-পরিবার গঠিত হইতেছে। ভ্রাতৃগণ, লোভী হইয়া রাগী হইয়া আর ভাই ভগিনীদিগকে ছাড়িয়া দিও না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সার—প্রেম সাধন কর। পিতা যেন দেখিতে পান, যাঁহারা তোমাদের নিকট আছেন, তাঁহারা আর তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না। এই উৎসবে যেন প্রেমরাজ্যের সূত্রপাত হয়। যদি প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হও, ভারতবর্ষ বাঁচিবে, জগৎ পরিত্রাণ

পাইবে, এবং তোমরাও আনন্দমনে পিতার প্রেমরাজ্য দেখিতে দেখিতে চিরকালের আশা পূর্ণ করিতে পারিবে।"

উপরি উদিত উপদেশাদির অংশে যে নবভাবের প্রবর্ত্তনা আমরা দেখিতে পাই, কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে আসিবার পরেই সঙ্গতে (১২ কার্ত্তিক) যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে উহার মূল প্রকাশ পায়। আমরা ঐ দিনের সঙ্গতের কথা গুলির সারাংশ দিয়া এ অধ্যায় শেষ করিতেছি;—বিশ্বাস স্থায়ী, ভাব অস্থায়ী। বিশ্বাসমূলক কার্য্য প্রকৃত ও পবিত্র, ভাবসম্ভূত কর্ম্ম চঞ্চল ও পরিবর্ত্তসহ। বিশ্বাস ভাবের উপরে নির্ভর করে না, যুক্তিরও অনুবর্ত্তী নয়। অনেক সময়ে উহা যুক্তির বিরুদ্ধে পথ প্রদর্শন করে। 'বিশ্বাসচক্ষুতে দর্শন ও বিশ্বাসকর্ণে শ্রবণ করিলেই ঈশ্বরের আদেশ বুঝিতে পারা যায়; নতুবা কেবল যুক্তি ও কল্পনা করিতে হয়। বিশ্বাসে হৃদয় জাগ্রৎ ও প্রীতি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। সচেতন অনুরাগী হৃদয় প্রবলবেগে সমস্ত উৎসাহ ও বলের সহিত ঈশ্বরের কার্য্যে ধাবিত হয়। যাহাতে কষ্ট বোধ হয় তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিতে অনেকে কুণ্ঠিত, ইহা ভ্রম। হৃদয় প্রকৃতিস্থ না হইলে কখন আদেশ-পালনে আনন্দ হয় না। কর্ত্তব্য ও ইচ্ছা এ দুইয়ের সম্মিলন আবশ্যক। অনুষ্ঠিত কার্য্যকে অসার বা অপবিত্র মনে করিয়া ক্রমান্বয়ে সেই কার্য্য করিলে মন কলুষিত হয়। ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়া চলিলে অতি নিকৃষ্ট কর্ম্মও উপাসনার ন্যায় পবিত্র বেশ ধারণ করে, এবং কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা যে কর্ম্ম অবলম্বন করি তাহা পবিত্র হইয়া যায়।' বিশ্বাসানুসারে নিষ্ঠাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে ঈশ্বরের আদেশ সহজে শুনা যায়। ইহার বিপরীত ব্যবহারে ঈশ্বরের আদেশ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। মনের মধ্যে যখন ঝড় তুফান চলিতেছে, তখন ঈশ্বরের আদেশ প্রকাশ পায় না। মনের ঠিক অবস্থা হইলেই আদেশ প্রকাশ পায়। 'আদেশ-পাইবার জন্য প্রার্থী হইয়া বরং এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ভাল, তথাপি হঠাৎ আপনার মনের কল্পনাকে তাঁহার আদেশ বলিয়া লওয়া ভাল নয়।' অনেকে প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া আপনার ইচ্ছা বা অপরের কথাকে ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'আদেশ নিঃসংশয়, স্পষ্ট এবং বারংবার পরীক্ষা-সহ তাহাতে "যদি হয়" কি "বোধহয়" এরূপ ভাব নাই।' 'অবিশ্বাসীর নিকটে কর্ত্তব্যজ্ঞান ও আদেশ পরস্পর বিভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসীর নিকটে এ দুইই এক'

জগতের সংক্রামক রোগ এই যে, "কর্ত্তব্য বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে।" ব্রাহ্মেরাও ইহার হাত ছাড়াইতে পারেন না; কিন্তু বাস্তবিক কর্ত্তব্যপরায়ণ বা সেবক ভক্ত একই। তাঁহার আদেশ পালন ব্যতীত আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। ইংলণ্ডেরও এই অভাব। তথাকার লোক কর্ত্তব্য বলিয়া কাজ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের ভক্তি নাই।' ধর্ম্ম যত সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়, ততই উহা পরিত্রাণের উপায়। বিলাতে ধর্ম্মের পক্ষ ও মত অনেক, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম নাই। আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে, বাহিরের উপায় যত কেন হউক না, মূল কথা একটী কি দুইটী। 'বিলাতে কত প্রকার অবস্থার মধ্যে "এক মাত্র ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া থাকা' এই পবিষ্কৃত কথাটী অবলম্বন করিয়াছিলাম, উহাতেই নিরাপদ ও নির্ভর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।' বিশ্বাস সর্ব্বদা সুদৃঢ় থাকা চাই। হাজার ভ্রান্ত মত হইলেও পৌত্তলিকেরা তাহা ছাড়ে না, ব্রাহ্মেরা সত্য পাইয়াও কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেন। এতৎসম্বন্ধে শাসন হওয়া চাই। আদেশের প্রতি সন্দেহ আরোপ করিয়া কেহ যেন বিনয়ী বলিয়া প্রশংসিত হইতে না চান। যে বিষয়ের দুই দিকের কোন দিকই জানি না, সে বিষয়ে এক দিকে যাইতে আদেশ পাইলে তাহাকে কল্পনা বলা যাইতে পারে না। নিজের ইচ্ছা বা কল্পনা জ্ঞাত বিষয়ে সম্ভবপর। প্রথমে ঈশ্বর এক ডাকে উত্তর দেন, ক্রমে আদেশ লঙ্ঘন করিলে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া যায়। এ অবস্থায় লোকে স্বপ্ন দেখে এবং যেটা অন্যের কথা সেটা তাঁহার কথা মনে করে। 'অদ্যকার সংক্ষেপ সার কথা এই, একটি "তিনি" আছেন, দ্বিতীয় "তিনি কথা কন" ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। উপাসনার সময় স্থির চিত্তে তাঁহার আদেশ বুঝিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করিতে হইবে। যাহা তাঁহার আদেশ, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া লইব। মন তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না, অন্যেও পারিবে না। এক্ষণে এইরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।'

বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন।

ব্রাহ্মগণের বিবাহ রাজবিধির চক্ষে কিছু নহে, এই অসিদ্ধতা বিদূরিত করিবার জন্য যত্ন কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হয়। ইংলণ্ড হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর ব্রাহ্মবিবাহবিধি শীঘ্র শীঘ্র বিধিবদ্ধ হয়, এজন্য বিশেষ যত্ন হয়, এবং এ যত্নের অচিরে ফলপ্রসব হইবে ইত্যবসরে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ উহার প্রতিরোধী হইয়া দাঁড়ান। কলিকাতা সমাজ একখানি অর্থশূন্য আবেদন গবর্ণর জেনারেলের নিকটে উপস্থিত করেন। এই আবেদনে দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহারা একপদ সংস্কারকার্য্যে অগ্রসর হইবেন, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিমুখ। ইঁহারা আবেদনে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহার সংক্ষেপ এই, (১) ব্যবস্থা সমুদায় ব্রাহ্মসম্বন্ধে নিবদ্ধ হইবে, অথচ অধিকসংখ্যক ব্রাহ্ম ব্যবস্থা চান না; (২) ব্রাহ্মগণ হিন্দুসমাজ বহির্ভূত নহেন, ব্যবস্থা হইলে তাঁহাদিগকে হিন্দু-সমাজ বহির্ভূত হইতে হইবে, এবং এরূপে বহির্ভূত হইলে তাঁহাদের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী; (৩) কেশবচন্দ্র সেন সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নহেন। ব্রাহ্মসমাজে বিজাতীয় মতাদি প্রচলিত করিবার জন্য যত্নবশতঃ ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, এবং তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ করিয়াছেন; (৪) হিন্দুসমাজের অন্তর্গত অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদিগের বিবাহপ্রণালী স্বতন্ত্র, অথচ তাহাদিগের জন্য রাজব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতামাত্র পরিত্যাগ করিয়া যে প্রণালী নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিধি সিদ্ধ করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন কি?; (৫) নূতন ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টান বা মুসলমানগণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন, ইহাতে উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে; (৬) নূতন ব্যবস্থাতে ধর্ম্মানুষ্ঠানসম্বন্ধে কোন বান্ধাবান্ধি নিয়ম না থাকাতে উহা ব্রাহ্মগণের হৃদয়ব্যথা উৎপাদন করিয়াছে; (৭) একাধিকবিবাহ বা বহুবিবাহ নিবারণ জন্য ব্যবস্থার নিষ্প্রয়োজন, কেন না হিন্দুসমাজের এখন সেই দিকে গতি হইয়াছে,

ব্রাহ্মগণের দৃষ্টান্তে উহা আপনি নিবারিত হইবে। বিশেষতঃ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে এই দোষ উপস্থিত হইবে যে, কাহার পত্নী চিররোগ বা বন্ধ্যাত্বাদি দোষযুক্ত হইলে অপর নারীর পাণিগ্রহণ ব্রাহ্মগণ করিতে পারিবেন না; (৮) নারীগণের বিবাহের উপযুক্ত বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ নহে দ্বাদশ বর্ষ।

এই আবেদনসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র মিরারে যে প্রতিবাদ করেন তাহা অতি তীব্র। এরূপ তীব্র হইবার প্রথম কারণ এই যে, পত্নীগণকে পশুবৎ হেয় জ্ঞানে রোগাদিনিমিত্ত অসমর্থা হইলে পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বলিয়া এই আবেদন যুক্তি উপস্থিত করিয়াছে। দ্বিতীয় কারণ—চিকিৎসকগণের ব্যবস্থার বিরোধে দ্বাদশ বর্ষ বিবাহের কাল নির্ণয়। তৃতীয় কারণ—উপবীতত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহাদি সত্ত্বে ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের অন্তর্গত প্রতিপন্ন করিতে যত্ন। চতুর্থ কারণ—ব্যবস্থা হইলে ব্রাহ্মসমাজের অধোগতি হইবে এই মিথ্যা আপত্তি, কেন না যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে কপটতা, ভীরুতা ও অসরলতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে অপনীত হইবে। কলিকাতাব্রাহ্মসমাজ আপনাদের পরিপুষ্ট দল দেখাইবার জন্য অসত্য পথ আশ্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের পৌত্তলিক ছাত্রগণের পর্য্যন্ত নাম স্বাক্ষর গ্রহণ করেন, এ সম্বন্ধে এ সময়ে মিরারে অনেকগুলি বিশ্বস্ত লোকের পত্র বাহির হয়। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বলেন, অধিক সংখ্যক ব্রাহ্ম ব্যবস্থা চান না, ইহার প্রতিবাদ কার্য্যতঃ হয়, কেন না তেতাল্লিশটি ব্রাহ্মসমাজ ব্যবস্থা হইবার জন্য আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মবিবাহবিধি লইয়া কেবল ভারতবর্ষে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহা নহে, বিলাতে "টাইমস্" পত্রিকা ব্রাহ্মবিবাহবিধির আবশ্যকতাবিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন।

এদেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত বয়স কি ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কেশবচন্দ্র ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানস্থ প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের মত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে পত্র লিখেন। ঐ পত্রের উত্তরে, মেডিকল কলেজের বঙ্গীয় বিভাগের অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তর টামিজ খাঁ এই মত প্রকাশ করেন যে, এই উষ্ণপ্রধান দেশে দশ হইতে একাদশ বর্ষের মধ্যে বয়োলক্ষণ প্রকাশ পায়; অথচ এই সময়ের মধ্যে বিবাহ দিলে পত্নীসমুচিত কর্ত্তব্যগুলি-পালনে বিবাহিতা নারী অসমর্থা হন, এবং অকালে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। অতএব কোন বালিকাকে, অন্ততঃ ষোড়শবর্ষীয়া যত দিন না হইতেছেন, তত দিন

বিবাহ দেওয়া কখন উচিত নয়। আর যদি এতদপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হয় তাহা হইলে বিবাহিতা নারী এবং তাঁহার সন্তান সন্ততির বিশেষ কল্যাণ হইবে। ডাক্তার ডি বি স্মিথ এম ডি ষোড়শবর্ষ বিবাহযোগ্য সময় নির্ণয় করেন। তাঁহার মতে ষোড়শবর্ষের পরও দুই তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিলে বিশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা। ষোড়শবর্ষের পূর্ব্বে নারীগণের দৈহিক ও মানসিক গঠনের পূর্ণতা লাভ হয় না; সে সময়ে সেই সকল অস্থিভাগ তখনও অপূর্ণাবস্থ থাকে, যে অস্থিভাগের পূর্ণতা মাতৃত্বপক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বসু অষ্টাদশ বর্ষ নারীগণের বিবাহের যোগ্যকাল মনে করেন, কিন্তু যখন এদেশে বহুদিন পর্য্যন্ত বিপরীত ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহার মতে অনূন্য পঞ্চদশ বর্ষ বিবাহকাল এ সময়ের জন্য নির্ণয় করা সমুচিত। বিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে শারীরিক পূর্ণতা লাভ হয় না, এজন্য ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরং বিংশতি বর্ষ ও তৎসন্নিহিত বয়সকে বিবাহের যোগ্যকাল বলেন। বোম্বে গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার উপদেষ্টা ডাক্তার এ ভি হোয়াইট সাহেব বলেন, পঞ্চদশ বা ষোড়শবর্ষের পূর্ব্বে বয়োলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও বিনা বিপদে মাতৃত্বকর্ত্তব্যপালনোপযোগী হইবার জন্য নারীগণের বিবাহযোগ্যকাল তাঁহার মতে, অষ্টাদশ। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আমাদিগের দেশীয় সুশ্রুত হইতে ষোড়শবর্ষ বিবাহযোগ্যকাল নির্ণয় করিয়া ঐ সময়কেই বিবাহের যোগ্যকাল নির্ণয় করেন *। বর্ত্তমান ভারতের সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ডাক্তার চারলস্ সম্প্রতি চতুর্দ্দশবর্ষ বিবাহযোগ্যকাল ব্যবস্থা দেন।

* শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মনুর মত উদ্ধৃত করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে যেন প্রতীত হয় তিনি মনে করিয়াছেন, মনু দ্বাদশবর্ষ নারীগণের বিবাহ কাল নির্ণয় করিয়া সেই সময়েই পতি ও পত্নীর ন্যায় উভয়ের একত্র বাস অনুমোদন করিয়াছেন। "যে ব্যক্তি নিতান্ত সত্বর হয়, তাহার ধর্ম্ম অবসাদগ্রস্ত হয়" মনু ঐ সঙ্গে এ কথার যোজনা করাতে ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, নারীর দ্বাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ হইলেও ষোড়ষবর্ষ পর্য্যন্ত পতি পত্নীর ন্যায় একত্র বাস হইতে বিরত থাকিতে হইবে। যে সুশ্রুতের তিনি প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন সেই সুশ্রুত দ্বাদশবর্ষে বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াও ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বাদশবর্ষের পর কন্যা তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে তখন যদি পিতা বা অন্য অভিভাবক বিবাহ না দেন তাহা হইলে স্বয়ং মনোমত পাত্র গ্রহণ করিবে, মনু এব্যবস্থা দান করাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মনু ষোড়ষবর্ষকে মাতৃত্বের যোগ্যকাল বিশ্বাস করিতেন।

বিবাহবিধি লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত। ব্যবস্থাপকসভা সিমলায় অবস্থানকালে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইবে এরূপ প্রস্তাব ছিল, এই আন্দোলনে তাহা স্থগিত হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিগুলি ভাল করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক বিধিসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে, ব্যবস্থাপক ষ্টিফেন সাহেব এইরূপ স্থির করেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানস্থ যতগুলি সংবাদপত্র বিবাহবিধির পক্ষ সমর্থন করিয়া লিখেন, এবং কেহ কেহ বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইবার সম্বন্ধে বৃথা কালক্ষেপ দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ইংলিসম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস, লক্ষ্নৌ টাইম্‌স্, মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া, উইটনেস্, ডেলি একজ্যামিনার, পাইওনিয়ার প্রভৃতি সমুদায় প্রধান প্রধান পত্রিকা বিবাহবিধির সপক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। বিলাতের আলেন্স ইণ্ডিযান মেলে এ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রথমতঃ বিবাহবিধির সপক্ষে লিখেন, পরিশেষে কলিকাতাসমাজের পক্ষাবলম্বন করেন। পলমলগেজেটে যে একটি প্যারা বাহিরহয়,উহা বিপক্ষপক্ষাবলম্বী নির্দ্ধারণ করা যাইতে পাবে। বিদেশস্থ অনেক সভা বিবাহ বিধির সমর্থন করেন। ফয়েজাবাদ ইনষ্টিটিউট উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে গোল আছে মনে করিয়া তদ্বিষযে ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিতে উদ্যত হন। দক্ষিণ ভারত ব্রাহ্মসমাজ বিধি শীঘ্র বিধিবদ্ধ হইবার জন্য আবেদন করা স্থিব করেন।

আদিসমাজের পক্ষ হইয়া ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া আদিসমাজের সপক্ষ ব্যক্তিগণ হইতে তাঁহাদিগের মত লিখাইয়া লইযা পত্রিকায প্রকাশ করেন। ঐ সকলের উত্তর উক্তি প্রত্যুক্তিক্রমে মিরারে * প্রকাশিত হয। আমরা সেই উক্তি প্রত্যুক্তি অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

১। অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দুগণও ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুসমাজভুক্তভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহাদিগকে হিন্দু মনে করিয়া থাকেন।

উত্তর। ইহা অসত্য। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন হওযা অবধি হিন্দুগণ উহার বিরোধী। মৃত রাজা রাধাকান্ত ব্রাহ্মসভার (তৎকালে উহার নাম এইরূপ ছিল) প্রতিবোধ করিবার জন্য ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন।

* ১লা জানুযারি হইতে মিরার পত্রিকা দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হইয়াছে।

২। ব্রাহ্মগণ বিবাহানুষ্ঠানে হিন্দুশাস্ত্রে যে প্রণালী আছে, তাহারই অনুসরণ করেন, কেবল যে সকলের ভিতরে পৌত্তলিকতা আছে বা কুসংস্কার আছে, সেই গুলি বাদ দেন।

উত্তর। ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, এবং তাঁহারা বিবাহানুষ্ঠানে শাস্ত্রের অনুসরণ করেন না। তাঁহারা নূতন বিবাহপ্রণালী প্রস্তুত করিয়াছেন, কতক পরিমাণে প্রাচীন প্রণালীর উপরে উহা স্থাপিত। কেবল পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার ত্যাগ করা হইয়াছে, ইহা সত্য নহে, জাতিভেদভঙ্গ, বহুবিবাহপরিহার, বিধবাবিবাহদান, অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়ার প্রতিবোধের প্রতি উপেক্ষা, এ সকলই উহার সঙ্গে আছে।

৩। বিধিনির্দ্দিষ্ট বিবাহপ্রণালী অনুসরণ দ্বারা ব্রাহ্মবিবাহের হিন্দুভাব এই বিবাহবিধিকর্তৃক বিনষ্ট হইবে।

উত্তর। ইহা হইতে পারে না, কেন না ধর্ম্মসম্পর্কীয় অনুষ্ঠান বিবাহবিধি যথাযথ রাখিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মেরা যে প্রকার বিবাহ দিয়া আসিতেছেন সেই প্রকারই বিবাহ দিবেন। এই বিধি কেবল উহার সঙ্গে বিধিনির্দ্দিষ্ট সামাজিক প্রণালী সংযুক্ত করিতেছে।

৪। হিন্দুসমাজ আদিব্রাহ্মসমাজের বিবাহপ্রণালীকে হিন্দুভাব ও ব্যবহারের বিরোধী মনে করেন না।

উত্তর। হিন্দুগণ বিরোধী মনে করেন এবং যাঁহারাই এ প্রণালীতে বিবাহ করেন তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত করিয়া থাকেন। হিন্দু পণ্ডিতগণের মত জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, যাহা বলা হইতেছে তাহা সত্য।

৫। বিবাহবিধিতে যে প্রণালী নিবদ্ধ হইয়াছে, উহার অনুবর্ত্তন করিলে ব্রাহ্মগণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্যুত হইবেন।

উত্তর। বিবাহবিধিতে কোন ধর্ম্মসম্পর্কীণ প্রণালী নাই, সুতরাং উহাতে সমাজবিচ্যুতি হইতে পারে না। কোন কাগজে রেজিষ্টারী প্রণালী অনুবর্ত্তন করিলে হিন্দু জাতিবিচ্যুত হইতে পারেন না।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই, আইনের বিরোধিগণ মতে জাতি মানেন না বটে, কিন্তু ফলে জাতিরক্ষার জন্য এই বিবাহবিধির বিরোধী হইয়াছেন ইহাই কি সত্য কথা নয়?

এই সকল লেখার পর ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া মধ্যবর্ত্তীর পথ আশ্রয় করেন। ইনি বলিতে আরম্ভ করেন, যখন উভয় পক্ষই ব্রাহ্ম, তখন "ব্রাহ্মবিবাহ বিধি" এরূপ নাম পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত প্রয়োজন, কেন না এক পক্ষ যখন বিধি চান না, তখন "ব্রাহ্মবিবাহ বিধি" এরূপ নামে বিধি বিধিবদ্ধ হইলে তাঁহারাও উহার অন্তর্ভূ্ত হইতেছেন। এসম্বন্ধে মিরার বলেন, বিবাহবিধি কোন পক্ষের বিবাহপ্রণালী-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না, বিধিনির্দ্দিষ্ট সামাজিকপ্রণালীমাত্র ব্যবস্থাপিত করিতেছেন। ইহাতে বহুবিবাহ ও পতি বা পত্নী সত্ত্বে পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ, রেজিষ্টার করা, এই সকল এই সামাজিক প্রণালীর উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে কাহারই বা আপত্তির সম্ভাবনা? যদিই বা নাম লইয়া গোল হয়, যে কোন নাম হউক তাহাতে কোন আপত্তি নাই, বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইলেই হইল। যাহাতে গোল মিটিতে পারে, এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক মেম্বর ষ্টিফেনকে কোন সাহায্য করা হইতেছে না ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এরূপ বলাতে তদুত্তরে মিরার বলেন, আজ তিন বৎসর যাবৎ বিধিসংশোধনবিষয়ে অগ্রসর ব্রাহ্মগণ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। মেম্বর ষ্টিফেন এ সম্বন্ধে সাহায্য চাহিলে তাঁহারা এখনও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে বিধিসিদ্ধ আদিব্রাহ্মসমাজ এরূপ মিথ্যা যুক্তিতে সকলের মনে মহাভ্রান্তি উৎপাদন করাতে কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহে উদ্যুক্ত হন এবং এতদুদ্দেশে পণ্ডিতগণের মত জানিবার জন্য নিম্নলিখিত পত্রিকা প্রেরিত হয়।

"বন্দযানাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন,
„ হরিদাস শিরোমণি,
„ পুরুষোত্তম ন্যায়রত্ন
„ শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি
প্রভৃতি মহাশয়গণ পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু।

"বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,

কয়েক বৎসর হইতে এ দেশের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী নূতন উদ্বাহপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ঐ প্রণালীর অনুসারে কয়েকটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই নূতনবিধ বিবাহ হিন্দুসমাজের মতে সিদ্ধ ও বৈধ কি না, এই

কথা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, কেহ কেহ বলিতেছেন সিদ্ধ, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। আপনারাই এই গুরুতর বিষয়ে যথার্থ মীমাংসা করিবার উপযুক্ত, এবং আপনাদের শাস্ত্রানুমোদিত বিধান অবশ্যই সর্ব্বসাধারণের নিকট স্বীকৃত ও সমাদৃত হইবে। অতএব আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, আপনারা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যথোচিত উত্তর লিখিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

১। ব্রাহ্মবিবাহ দুই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। সেই উভয় পদ্ধতির অনুষ্ঠানাদির বিবরণ এই সঙ্গে পাঠাইলাম। এ দুইয়ের কোন পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ সম্পন্ন হয় তাহা আপনাদের মতে সিদ্ধ ও বৈধ কি না?

২। নান্দীশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকা সপ্তপদী, এ গুলি বা ইহার মধ্যে কোন একটি না থাকিলে হিন্দু ব্যবস্থানুসারে বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না?

৩। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহার কোন্ অংশ পরিত্যাগ করিলে বিবাহ অসিদ্ধ নয়?

৪। কলিযুগে ভদ্র গৃহস্থদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুধর্ম্মানুসারে সিদ্ধ ও বৈধ কি না?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত বশংবদ
কলিকাতা, ২৬ শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ।"

এই পত্রের উত্তরে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ শর্ম্মা, শ্রীনাথ শর্ম্মা, কৃষ্ণকান্ত শর্ম্মা, হরিনাথ শর্ম্মা, পুরুষোত্তম শর্ম্মা, মাধবচন্দ্র শর্ম্মা, শিবনাথ শর্ম্মা, মধুসূদন শর্ম্মা, রঘুমণি শর্ম্মা, হরিমোহন শর্ম্মা, ভুবনমোহন শর্ম্মা সকলে এক বাক্যে উভয় বিবাহপদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ অসিদ্ধ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদিগের সকলেরই এই মত যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন একটি বৈধ অঙ্গ পরিত্যাগ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না এবং কলিযুগে অসবর্ণাবিবাহ অবৈধ *। ইঁহারা এ বিষয়ে ব্যবস্থাপত্রে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করেন। কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত

---

* "এতৎপদ্ধত্যনুসারেণ কৃতো বিবাহঃ স্বেচ্ছয়া শক্যাঙ্গত্যাগান্ন সিদ্ধ ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ। কলাবসবর্ণাবিবাহো ন সিদ্ধ ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ"। শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রদত্ত এই ব্যবস্থাপত্রের অনুরূপ সমুদায় ব্যবস্থাপত্র, তবে ইহাতে বচন প্রমাণাদি নাই, অন্যান্য [illegible] প্রমাণসংবলিত নিবন্ধ।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মহেশ-চন্দ্র ন্যায়রত্ন ঐ প্রকার মত প্রকাশ করেন। এখানেই পণ্ডিতগণের মতগ্রহণ শেষ হয় নাই, কাশীস্থ পণ্ডিতগণের মত এ বিষয়ে লওয়া হয়। ইহাতে শ্রীযুক্ত বাপুদেবশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত বেচনরাম শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উনচল্লিশজন পণ্ডিত ব্রাহ্মদিগের বিবাহ অবৈদিক, বিবাহের প্রধান অঙ্গের অননুষ্ঠানে অসিদ্ধ, প্রতিলোমে কন্যাবিবাহ চারিযুগে নিষিদ্ধ, কলিযুগে অনুলোমে কন্যা বিবাহও অসিদ্ধ এরূপ ব্যবস্থা দেন। কলিকাতা সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় পণ্ডিতগণের মতসংগ্রহের জন্য স্বয়ং গমন করেন। তিনি ব্রাহ্মবিবাহের কোন উল্লেখ না করিয়া এই প্রকার প্রশ্ন পণ্ডিত-গণকে দেন।

১। যদি যথাবিধি কন্যাসম্প্রদান, যথাবিধি পাণিগ্রহণ, যথাবিধি সপ্তপদী গমন * ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং অগ্নিসংস্কার না হয়, তাহা হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না?

২। ঈদৃশ কন্যা অন্যত্র দান করিতে পারা যায় কি না?

৩। এরূপ কন্যা স্বামীর নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে কি না?

৪। ঐ পত্নীর গর্ভজাত পুত্র তাদৃশ পিতার স্থাবরাদি সম্পত্তিতে উত্তরাধি-কারী হয় কি না?

এই প্রশ্নগুলির উত্তরে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিত ঈদৃশ বিবাহসিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের এই প্রকার ব্রাহ্মনাম গোপন করিয়া প্রশ্ন দেওয়াতে ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপ লেখেন, "কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মবিবাহ নামও গোপন করা হইয়াছে। প্রশ্নের ভাব দেখিলে বোধ হয় যেন কোন কারণবশতঃ হোম যজ্ঞাদি করা হয় নাই, আর সমস্তই হিন্দুধর্ম্মমতে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা সমস্ত ভারতবাসী পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিতেছি যে, যাঁহারা বেদ বেদান্ত কোন কিছু হিন্দুশাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস

* সপ্তপদীগমনের পূর্ব্বে কোন দোষ প্রকাশ পাইলে বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে, সপ্তপদী গমনান্তে আর বিবাহ ভঙ্গ হয় না, মনুর এই ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া বিবাহ-সিদ্ধির জন্য কলিকাতা সমাজ পরসময়ে সপ্তপদী গমন প্রণালীভুক্ত করেন, পূর্ব্বে সপ্তপদী-গমন ছিল না।

করেন না, যাঁহারা জাতি মানেন না, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে যাঁহাদের বাধা নাই, হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত স্বর্গ নরক, মুক্তি, পরলোক, প্রায়শ্চিত্ত, কিছুই মানেন না, কাহার সাধ্য তাহাদের বিবাহ হিন্দুবিবাহ বলিয়া সিদ্ধ ও বৈধ বলিতে পারে? দ্বিতীয় প্রশ্নটী এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যেন দুই এক জন এই প্রকার বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু যাহারা দুই এক জন নয় কিন্তু একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় ও যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক নান্দীশ্রাদ্ধাদি কুসংস্কার ও অধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে তাহাদের বিবাহপ্রণালী কি সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে?"

কাশীস্থ পণ্ডিতগণের মতবিষয়ে ধর্ম্মতত্ত্বে ও মিরারের প্রেরিত পত্রে যাহা লিখিত হয়, উহা মিথ্যা বলিয়া শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সোমপ্রকাশে পত্র লেখেন। ঐ পত্রিকার প্রতিবাদস্বরূপ নিম্নলিখিত পত্র ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয়।

"মান্যবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়

সমীপেষু।

"সবিনয় নিবেদন,

অদ্য সোমপ্রকাশে আপনার প্রেরিত পত্রখানি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত এবং ব্যথিত হইলাম। আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইয়া ক্রোধান্ধতা-বশতঃ এত দূর অস্থির হইতে পারেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। যাহা হউক অদ্য আপনি অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছেন, এবং আমাদিগকে অবাক্ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর আপনাকে এরূপ ভাব হইতে রক্ষা করুন।

আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

১। বারাণসীর চান্দ্রমাস গণনায় ১ ভাদ্র এবং বঙ্গদেশের সৌরমাস গণনায় ১১ আশ্বিন, ইংরাজি ২৩ শে সেপ্টেম্বর দিবসে বারাণসী নগরে হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটীতে পণ্ডিতদিগের যে একটী সভা হইয়াছিল, তাহা আপনি অস্বীকার করেন কি না এবং সে সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি না?

২। বারাণসী কলেজের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজারাম শাস্ত্রী, মৃত রাজা দেবনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত বস্তীরাম ত্রিবেদী, কাশ্মীর রাজার সভা-পণ্ডিত তারাচরণ বর্ত্তমান সময়ে কাশীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান পণ্ডিত কি না?

কাশীতে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আছেন কি না? ঐ সকল পণ্ডিত কুশণ্ডিকাদি শূন্য ব্রাহ্মবিবাহকে এবং অসবর্ণাবিবাহকে অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না?

৩। উক্ত সভাতে আপনি মত প্রকাশ না করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন কি না?

৪। বাপুদেব শাস্ত্রী রাজারাম শাস্ত্রী আপনার গুরুতুল্য কি না? তাঁহাদিগকে গুরুতুল্য বলাতে আপনার মৃত অধ্যাপকদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন * ?

৫। উক্ত সভাতে ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া কত জন পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়াছেন?

৬। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকলেই শিশু ইহা কি আপনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন?

৭। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ মিথ্যাবাদী এবং তাঁহারা কেবলই অসত্য প্রচার করিতেছেন, ইহা কি আপনি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন?

৮। "কৈশব" এই শব্দের অর্থ কি? এই শব্দের দ্বারা কাহাদিগকে গণ্য করিতেছেন? ঐ শব্দটি কি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সহিত ব্যবহার করেন নাই?

৯। পবিত্র পরমেশ্বরকে সর্ব্বসাক্ষী জানিয়া তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া এই দশটি প্রশ্নের প্রকৃত সত্য সরল উত্তর অকপটভাবে প্রদান করিবেন। আপনি ইহার সত্য উত্তর প্রদান করিলে জগতের লোক বুঝিতে পারিবে যে, আপনি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগকে যেরূপ দোষারোপ করিয়াছিলেন, আপনি সেই দোষে দোষী কি না?

১০। ১৬ আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে মিথ্যা লেখা হইয়াছে * তাহার প্রমাণ কি?

---

* বারাণসী হইতে "দর্শক" নাম স্বাক্ষরিত ইণ্ডিয়ান মিরারে যে এক পত্রিকা বাহির হয় তাহাতে লেখা ছিল "The moment he saw that his preceptor pundits were the first to put their signatures."—এই অংশের যে প্রতিবাদ বেদান্তবাগীশ করেন তাহা লক্ষ্য করিয়া এই প্রশ্ন লিখিত।

† ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদ স্তম্ভে লিখিত হয়;—"ব্রাহ্মগণ শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন, আদিসমাজ ব্রাহ্মবিবাহের ব্যবস্থা আনয়ন করিবার জন্য পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে বেণারসে পাঠাইয়াছিলেন। তথাকার সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী বাবু হরিশ্চন্দ্রের

আপনাকে সাধারণ সমক্ষে সম্মান পূর্ব্বক আহ্বান করিতেছি, যদি কিছু মাত্র সত্যের প্রতি ধর্ম্মের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি আপনার আস্থা থাকে তবে উক্ত ১০টি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর ত্বরায় প্রদান করুন।

যদি আপনি মোহবশতঃ প্রকৃত উত্তর প্রদান না করেন, তবে বারাণসীবাসী সমস্ত ভদ্রলোকের নিকট আপনি অপদস্থ হইবেন এবং সমস্ত হিন্দুসমাজেও অনাদৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
শ্রীঅঘোরনাথ গুপ্ত
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র

ধর্ম্মতত্ত্বের লিখিত কথা মিথ্যা বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রকাশ্য পত্রিকায় যে পত্র লেখেন, এক জন দর্শক "মিরারে" পণ্ডিতগণের সভাবিষয়ে যে এক পত্র লিখেন তাহাতে উহার বিলক্ষণ প্রতিবাদ হয়। "দর্শকের" পত্রের প্রতি দোষারোপ হওয়াতে বম্বের "ইন্দু প্রকাশ" পত্রিকাতে বাবু হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং একখানি প্রতিবাদ পত্র বাহির করেন, এই পত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বলিতেছেন ;—

"কাশীস্থ পণ্ডিতদিগের মত লইয়া নানা প্রকার আন্দোলন হইতেছিল ও তজ্জন্য বাবু হরিশ্চন্দ্রের উপর প্রতিপক্ষগণ অনেক দোষারোপ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তাহা প্রতিবাদ করিবার জন্য বম্বের ইন্দুপ্রকাশ সংবাদ পত্রিকায় এই পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে অনুবাদিত হইল।

"ইন্দুপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

'ইণ্ডিয়ান মিরারের বেণারসস্থ পত্র প্রেরক "দর্শকের" বিরুদ্ধে আরোপিত দোষের প্রথম উত্তরে আমি বলিতেছি যে, পত্রপ্রেরক বেদান্তবাগীশের মৃত গুরু-দিগকে মনস্থ করিয়া লেখেন নাই। দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিতেরা যখন এক মত হইয়া

বাটীতে এক প্রকাণ্ড সভা হয়। সভাস্থলে ভরতপুরের রাজা, বাবু লোকনাথ মৈত্র গোকুলচাঁদ ও প্রায় পঞ্চাশ জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রচলিত ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দু ব্যবস্থানুসারে অবৈধ ও অসিদ্ধ মত দিয়াছেন। আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ! এখন বিলক্ষণ অবগত হইলেন ব্রাহ্মবিবাহের বিবাদ বিসংবাদের কারণ মীমাংসিত হইল।"

ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা ও অসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন, বেদান্তবাগীশ নিশ্চয়ই তখন প্রস্থান করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ যাঁহারা কাশীর প্রধান পণ্ডিত তাঁহাদের মধ্যে একজনও ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ ভিন্ন অসম্পূর্ণ বলেন নাই। যে দুই জন বাঙ্গালী পণ্ডিত বেদান্তবাগীশের সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই কেবল ব্রাহ্মবিবাহ অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন। আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি, কে আমার এই কথা অসত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারে? ঐ সভা আমার বাটীতে হইয়াছিল কোন ব্রাহ্মের দ্বারা ইহা হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ হিন্দুদিগের সভা; নামধারী ব্রাহ্মদিগের অসাধু চেষ্টা নিবারণ করিবার জন্য ইহা আহূত হইয়াছিল।

আপনার

হরিশ্চন্দ্র।”

“পাঠকগণ শুনিয়া অবাক্ হইবেন ব্যবস্থাপত্রের স্বাক্ষরের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য প্রতারণা হইয়া গিয়াছে। ঐ ব্যবস্থা পত্রে প্রথমতঃ ১৯ জন পণ্ডিত ব্রাহ্ম-বিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া স্বাক্ষর করেন। পরে দুইজন বাঙ্গালী পণ্ডিত “ঈদৃশ বিবাহ; পূর্ণো ন ভবতি” এই মতটি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পরে ১৬ জন পণ্ডিত বাঙ্গালায় কি লেখা হইল তাহা অবগত না হইয়া তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এখন বেদান্তবাগীশ ও কলিকাতা সমাজের সভ্যগণ চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন ঐ কয়েকজন পণ্ডিত ঈদৃশ বিবাহ সম্পূর্ণ নহে এই মতের নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহাদেরও ঐ মত, ইহা সাধারণকেও বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, এমন কি তাহা আবার তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের পুনর্ব্বার মীমাংসা করিবার জন্য কাশীর রাজভবনে ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে যে এক সভা হইয়াছিল তাহার সমস্ত বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হইল, উহাতে প্রকৃত সত্য বিবৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পুনর্ব্বার যে মীমাংসা হয় তাহার ভাষা-ন্তরিত পত্রিকাখানি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

“শ্রীমান্ বাবু গোকুলচন্দ্র মহোদয়েষু।

পরমাশীঃপুরঃসর নিবেদন মিদম্।

“ব্রাহ্মবিবাহ অর্থাৎ কুশণ্ডিকাদি বিধিহীন বিবাহের জন্য আপনার পরমপূজ্য

বাবু হরিশ্চন্দ্রের গৃহে যে সভা হইয়াছিল ঐ সভাতে এই নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রাহ্মদিগের বিবাহ সর্ব্বপ্রকারে বেদবহির্ভূত ও অবৈধ। কিন্তু শ্রুত হওয়া গেল যে, যে সকল পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতাবিষয়ে সম্মতিদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থাতেও সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। একথা নিশ্চয় মিথ্যা; কারণ পণ্ডিত তারাচরণ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, এ প্রকার কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং পণ্ডিত বস্তীরামের এক পত্র যাহা বাবু হরিশ্চন্দ্রকে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতেও জানা যাইতেছে যে, এরূপ ব্যবস্থাতে তিনিও সম্মতি দেন নাই। বস্তীরাম লিখিয়াছেন যে, "যে সময়ে আমার নিকটে ব্যবস্থা আসিয়াছিল আমি তখন রাজার নিকটে ছিলাম; আমি ঐ ব্যবস্থাপত্র দেখি নাই। জানা গেল যে ঐ ব্যবস্থা শূদ্রবিবাহবিষয়ে, উহাতে আমি শিষ্য-দ্বারা সম্মতি দিয়াছিলাম।" এই কথা দ্বারা আপনি সমুদায় বৃত্তান্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ দুই পক্ষে সম্মতি প্রদান করিতে পারে তাহার সম্মতি কি প্রকার তাহাও আপনি বিবেচনা করিবেন। এক্ষণে আমরা এই পত্র-দ্বারা সকলকে বিদিত করিতেছি যে, যাহারা বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না করে তাহারা নূতন ব্রাহ্মই হউক আর পুরাতন ব্রাহ্মই হউক বেদধর্ম্মাবলম্বীদিগের দৃষ্টিতে উভয়েই পতিত।

ভট্টোপনামক সখারাম শর্ম্মা।
ভট্টোপনামকানন্তরাম শর্ম্মা।
বাপুদেব শাস্ত্রী।
রাজারাম শাস্ত্রী।
বালশাস্ত্রী।"

শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলচন্দ্র প্রথম সভায় যে সকল বিতর্ক হইয়াছিল তদ্বিবরণ সহ এক সুদীর্ঘ পত্র মুদ্রিত করেন। বাবু হরিশ্চন্দ্র যখন ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তখন বিতর্ক উপস্থিত হয়। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উহা শাস্ত্রসম্মত প্রতিপন্ন করেন। ব্রাহ্মেরা যখন হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করেন না, তন্মূলক দেবাদি পূজাও পৌত্তলিকতা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা কি প্রকারে হিন্দুবিবাহপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারেন, এবং জ্ঞাতসারে কোন অঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই বা কি প্রকারে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে, এইরূপ বিতর্ক

উপস্থিত হইলে ঠাকুরদাস ন্যায় পঞ্চানন বলেন, কোন বৃক্ষের দুই তিন শাখা কর্ত্তন করিলে উহার বৃক্ষত্ব কদাপি বিনষ্ট হয় না। ইহার উত্তরে বালশাস্ত্রী ও তাঁহার অধ্যাপক রাজারাম শাস্ত্রী বলেন, "ইহা সেরূপ নহে। যেমন এক পশুরি হইতে দুই এক সেব প্রত্যাহার করিলে তাহার পশুরি সংজ্ঞা কখন থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিবাহে সপ্তপদী প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে সে বিবাহকে বিবাহ বলা যাইতে পারে না।" ব্যবস্থাপত্র মধ্যে যে দুইজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে বাবু গোকুলচন্দ্র লিখিয়াছেন, "এরূপ অনেক প্রকার তর্ক বিতর্কের পর শেষ ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রাহ্মবিবাহ কদাপি শাস্ত্র-সিদ্ধ নহে। এই সময়ে বেদান্তবাগীশ প্রস্থান করিলেন এবং ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর হইতে আরম্ভ হইল। বেদান্তবাগীশের সঙ্গে যে দুই জন বাঙ্গালী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যবস্থাপত্রে এই লিখিলেন যে, 'ঈদৃশবিবাহঃ পূর্ণো ন ভবতি।' তাঁহাদের মত বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারেন নাই।"

কাশী ধর্ম্ম সভা হইতে যে পত্র বাহির হয় তাহার ভাষান্তর এই ;—

"কাশী ধর্ম্মসভা

আশ্বিন কৃষ্ণচতুর্দ্দশী, টেড়ি নিম্বতলা।

শ্রীকাশীরাজভবন।

"অদ্য ধর্ম্মসভাতে শ্রীকাশীরাজের মুন্সি ঠাকুরপ্রসাদ নিবেদন করিলেন যে, কোন কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহের উভয় পক্ষের ব্যবস্থাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, একথা শুনিয়া শ্রীকাশীরাজ মহারাজ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। নিশ্চয় এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অনুচিত। ইহাতে পণ্ডিত বস্তীরাম বলিলেন যে, 'এরূপ কখন হয় নাই। আমার ত এই প্রকার রীতি যাহা বলিয়াছি তাহা বলিয়াছি। আপনি জানেন যে আমি বঙ্গভাষা জানি না। আমার নিকট ব্যবস্থাপত্র আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এ কি? লোকে বলিল যে, ইহা শূদ্রবিবাহবিষয়ক ব্যবস্থা, তখন আমি শিষ্যকে সম্মতি প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলাম। নিশ্চয় এ বিষয়ে আমি প্রতারিত হইয়াছি। আমি আপন পক্ষ হইতে এ বিষয়ের এক খানি সূচনাপত্র প্রকাশ করিব'। পণ্ডিত কালীপ্রসাদও এই বলিলেন যে, এই কারণেই আমি ঐ অনর্থ ব্যবস্থাতে সম্মতি প্রদান করি নাই, যদিও আমার

নিকট বারংবার সম্মতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীঠাকুরদাস ও শ্রীরাধামোহন বলিলেন, আমাদের ব্যবস্থা কেবল তাহাদিগেরই জন্য যাহারা বেদকে অভ্রান্ত ও প্রমাণস্বরূপ স্বীকার করে। পরে শ্রীতারাচরণ তর্করত্ন এ বিষয়ে এক বক্তৃতা করিলেন এবং বলিলেন যে, যাঁহারা এই ব্যবস্থাতে সম্মতি দিয়াছেন তাঁহারা নিঃসন্দেহ অনুচিত কার্য্য করিয়াছেন। পরিশেষে ধার্য্য হইল যে, পণ্ডিত বস্তীরামের পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় যে, তিনি এই প্রকার ব্যবস্থাতে কদাপি সম্মতি দেন নাই। মুন্সি ঠাকুরপ্রসাদ মহারাজ সমীপে নিবেদন করিলেন যে, এরূপ সম্মতি অবশ্যই ভুলক্রমে হইয়াছে, ভবিষ্যতে এরূপ হইবে না। ইহাও সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতাবিষয়ে কাশীস্থ কোন পণ্ডিতের সম্মতি নাই, এই বিষয়ক একখণ্ড ব্যবস্থাপত্র বঙ্গভাষাতে সোম-প্রকাশ সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া সম্মতি দিয়াছিলেন, এই সভাতে সেই সকল পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ ধনী বাবু মাধবদাস, বাবু মধুসূদন দাস ইঁহারাও সভা দেখিতে আসিয়াছিলেন।"

ফলতঃ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিবার জন্য এ সময়ে কি প্রকার যত্ন হইতেছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্তই প্রচুর। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের গৃহে পূজোপলক্ষে সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ব্রাহ্ম-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত একপ একখানি ব্যবস্থাপত্র কৌশলে স্বাক্ষর করিয়া লওয়া হয়। সভাস্থলে সংস্কৃত কলেজের দুইজন অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহারা প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত হয় না।

এই আন্দোলনে যে সকল অসত্য ব্যবহারাদি প্রকাশ পায় তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন (২৩ আশ্বিন, ১৭৯৩) তাহার কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"জলন্ত অগ্নি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই অগ্নি দ্বারা শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যত প্রকার অপবিত্রতা, ভ্রম, কুসংস্কার এবং কপটতা আছে, সকলই ভস্মীভূত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। জড়জগতে যেমন কোন দেশের বায়ু বিকৃত হইলে তখনই ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা বিশুদ্ধ করে, ধর্ম্মজগতেও তেমনি কোন সম্প্রদায় পাপে নিতান্ত কলুষিত হইলে অগ্নিময় আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহাকে সত্যের দিকে, পবিত্রতার দিকে অগ্রসর

করে। বর্ত্তমান সময়ে যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে। সত্য এবং অসত্য, পবিত্রতা এবং কপটতার সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে; ইহার মধ্যে কি, অন্ধ ব্রাহ্মগণ, তোমরা কিছুই দেখিতেছ না? এই আন্দোলনে তোমরা কি মনে করিতেছ সত্যের পরাজয় হইবে এবং অসত্য জয়লাভ করিবে, না তোমরা ইহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিসন্ধি দেখিতেছ? আন্দোলন দেখিয়া কি তোমরা নির্ব্বোধ শিশুর ন্যায় রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে; না দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনুষ্যের ন্যায় তাহা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিবে? সাবধান ব্রাহ্মগণ! এই সময়ে ভয় করিলে চলিবে না, কেহই এই সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিও না, ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি, এখানে তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইবে। দক্ষিণে কি উত্তরে যাইবার আদেশ নাই, যেখানে সেনাপতি রাখিবেন সেখানে থাকিতে হইবে, তিনি যাহা করিতে বলিবেন তাহাই এখানে কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে হইবে।...... যখন বিপদ ঘোরতর রূপ ধারণ করিয়া উঠে সেই অসহায় অবস্থার মধ্যে সেনাপতির আদেশ ভিন্ন আর উপায় নাই। সেই সময়ে যদি সেনাপতির আজ্ঞা ভিন্ন এক চুলও পথের এ দিক্ ও দিক্ গমন কর সর্ব্বনাশ হইবে। সংসার আমাদের রণক্ষেত্র, ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি। এখানে অনেক শত্রু, সেনাপতিকে ছাড়িয়া যাঁহারা এখানে আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করেন, শত্রুগণ নিশ্চয় তাঁহাদিগকে বধ করিবে।......ভ্রাতৃগণ, এই আন্দোলনের সময় সাবধান হও। এই সময়ে যেন একটী সামান্য মিথ্যা কথা, একটী সামান্য পাপচিন্তা, একটি সামান্য অভদ্র ব্যবহার তোমাদিগের জীবন কলঙ্কিত না করে। যদি প্রাণ দিতে হয়, অকাতরে তাহা ঈশ্বরের জন্য, তাঁহার সত্যের জন্য, তাঁহার ধর্ম্মের জন্য দান কর, ভয় কি? তিনি অনন্ত জীবন দান করিবেন।......এই আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিভূমি আন্দোলিত হইতেছে। এত কাল পর আবার ব্রাহ্মনামধারী কতকগুলি ছদ্মবেশী ভীরু কপট ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সরলতা, পবিত্রতা এবং উদারতা দলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভ্রাতৃগণ! এ সময়ে তোমরা জাগ্রৎ হও, শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে পবিত্র প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা কর। সংগ্রাম করিয়া তোমরা অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কার এবং অপবিত্রতা বিনাশ করিবে, এই জন্য স্বর্গ হইতে এই বাত্যা আসিয়াছে। ধ্যান কর, চিন্তা কর, সত্যের অগ্নি, ব্রহ্মের

অগ্নি হৃদয়ে লইয়া দেশে দেশে গমন কর, পিতার আজ্ঞাধীন হইয়া সেই বিশ্ব-বিজয়ী সেনাপতির শরণাগত হইয়া অসত্য কপটতা হইতে ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাও।······ব্রাহ্মগণ! পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহার সত্যে বিশ্বাস কর, দেখিবে অচিরে সমুদায় অন্ধকার তিরোহিত হইবে, এবং সত্য নিশ্চয় উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশিত হইবে। তাঁহার শরণাগত হও, তিনি স্বয়ং তোমাদিগকে উপযুক্ত উৎসাহ এবং বল বিধান করিবেন।······একহৃদয় হইয়া গগন ফাটাইয়া মেদিনী বিস্ফারিত করিয়া সত্যের পরাক্রম প্রকাশ কর। যখন একটি অসত্য দেখিবে তৎক্ষণাৎ খড়্গ হস্তে লইয়া তাহা ছেদন করিবে; যখন কাহারও কপট ব্যবহার দেখিবে, কি একটি পাপানুষ্ঠান দেখিবে, তখনই তাহা প্রাণপণে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে।·····ভ্রাতা ভগ্নীর ভ্রম কিংবা দোষ দেখিয়া সাবধান, ভ্রাতা ভগ্নীকে ঘৃণা করিও না। কিন্তু অকুতোভয়ে সেই ভ্রম এবং দোষ সমূলে বিনাশ কর। কোন ভ্রাতা যদি তোমাকে নির্য্যাতন করেন, দৈত্যের ন্যায় প্রতিহিংসা এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইও না। তাঁহাকে ক্ষমা কর, তাঁহার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। অপরাধী ভ্রাতার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। ভ্রম তোমারও আছে, তাঁহারও আছে, পাপ তাঁহারও আছে আমাদেরও আছে, অতএব ভ্রমান্ধ বলিয়া পাপী বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না। ধার্ম্মিক ব্যক্তির ছদ্মবেশে কখনই ঘৃণা কিংবা হিংসাগরল পোষণ করিও না। ভাই যদি এক বার কোন প্রকার ক্রোধের কার্য্য করেন, সাবধান! অন্তরে অক্ষমার উদয় হইতে দিও না। ভাই ভগ্নীদের শরীর মন আত্মা মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিবে, কিন্তু যদি একটি ভাই কিংবা ভগ্নীর শরীরে কিংবা মনের একটি পাপ দেখ তৎক্ষণাৎ খড়্গ লইয়া তাহা ছেদন করিবে। ভাই হউন আর ভগিনীই হউন, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কাহারও পাপে প্রশ্রয় দিতে পার না। ভগ্নীদিগকে শ্রদ্ধা কর, কিন্তু তাঁহার পাপ কপটতা বিনাশ কর। যদি অসত্য অপবিত্রতা বিনাশ করিতে গিয়া কেহ ভাইকে ঘৃণা কর, কিংবা কোন ভ্রাতা কি ভগ্নীকে শ্রদ্ধা করিতে গিয়া পাপের প্রশ্রয় প্রদান কর,তবে তোমরা ঈশ্বরের নাম ডুবাইলে। সত্য এবং পবিত্রতামূলক ভ্রাতৃভাব বিস্তার করিবার জন্য ঈশ্বর এবং জগতের নিকট তোমরা প্রত্যেকেই দায়ী। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, নিন্দা কঠোর ব্যবহার যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। আমার

মধ্যে যখন পাপ দেখিবে আমাকে মারিবে; আমাকে নয় কিন্তু আমার পাপ বিনাশ করিবার জন্ত; সেই প্রকার তোমাদের মধ্যে যেমন পাপ দেখিব তোমাদিগকে ভৎর্সনা করিব; যদি অসত্য পাপ দেখিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পার তবে তোমরা কোন মতেই ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত নহ। যদি নির্ভয়চিত্তে পরস্পরের দোষ, ভ্রম এবং পাপ বিনাশ করিতে পার, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা শীঘ্রই সুসিদ্ধ হইবে।······সত্য যিনি রক্ষা করেন, ঈশ্বর তাঁহার, পরিত্রাণ তাঁহার; আর সত্যকে যিনি অবমাননা করেন তিনি কখনই আত্মাকে ঈশ্বরের নিকট আনিতে পারেন না।. সত্যই ব্রহ্ম। এই অস্থায়ী সংসারে সত্যই একমাত্র সার নিত্যধন, অতএব সত্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ কর, সত্যপ্রিয় হও। বিপদের সময় ঈশ্বর আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন, এই বলিয়া যেন তোমাদিগকে নিরাশ্রয় হইতে না হয়। দয়াময় ঈশ্বর আসিয়া এ সময় অসত্য হইতে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করুন। সকল প্রকার দুর্গতি নাশ করিয়া দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার "ভারতবর্ষের বিবাহ সম্পর্কীণ বিধি" বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন টাউন হলে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় আট শত ব্যক্তি বক্তৃতা শ্রবণজন্য উপস্থিত হন। এই সভায় জমীদারগণের প্রতিনিধিস্বরূপ বাবু দিগম্বর মিত্র, হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের পুত্র বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক, বিধিজ্ঞগণের প্রতিনিধি মেস্তর ডবলিউ সি বানর্জি, মেস্তর জনহার্ট, মেস্তর সি টি ডেবিস্, বাবু উমেশচন্দ্র বাড়ুয্যা, বাবু গণেশচন্দ্র চন্দ্র, বাবু জয়কৃষ্ণ গাঙ্গুলি, বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু বামাচরণ বাড়ুয্যা, সংবাদ পত্র ও খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকগণের প্রতিনিধি মেস্তর জে এ পার্কার, রেবারেণ্ড ডাক্তার মরিমিচেল, রেবারেণ্ড মেস্তর ডস এবং নবাগত দেশীয় সিবিলিয়ান বাবু বিহারিলাল গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি, ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় এফ আর, সি, এস, মিস্ চেম্বার্লিন, বাবু রামতনু লাহিড়ী, বাবু জয়গোপাল সেন, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন উপস্থিত ছিলেন। মেস্তর ডবলিউ সি বানর্জ্জির প্রস্তাবে, এবং বাবু রামতনু লাহিড়ীর অনুমোদনে কেশবচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির আহ্বানানুসারে বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন বক্তৃতা পাঠ করেন। ইহাঁর বক্তৃতাতে ঈদৃশ বহুবিষয়ের বিস্তৃত সংগ্রহ ছিল যে, তাহার সমুদায়ের উল্লেখ

অসম্ভব। আমরা কেবল তাহার প্রধান অঙ্গগুলি এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ তিনি প্রদর্শন করেন, সভ্যতম রাজ্যশাসনকর্তৃগণের বিবাহবিধি কেমন নিঃসন্দিগ্ধ মূলোপরি স্থাপন করা সমুচিত। বিবাহ রাজ্যসম্পর্কে একটি অতি গুরুতর ব্যাপার, এতৎসম্বন্ধে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা অতি সত্বর অপনয়ন করা আবশ্যক। কোন একটি দেশ কতদূর সভ্য তাহা তাহার বিবাহব্যবস্থাতেই প্রতিভাত হয়, এবং এই বিবাহব্যবস্থাই দেশের শাসনকর্তৃগণের জ্ঞানসম্পৎ, কল্যাণাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা প্রকাশ করে। বিবাহবিধিসংশোধন হইবার পক্ষে অন্তরায় চির দিন অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা, ধর্ম্ম ও নীতিসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচরণ হইতে উপস্থিত হইয়াছে। জ্ঞানালোকবিস্তৃতি এবং প্রভূত শক্তিসম্পন্ন শাসনকর্তৃগণের উদয়ের সঙ্গে উহার সংশোধন হইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের অতি আদিমাবস্থায় গোপনে বিবাহ নিষ্পন্ন করার প্রথা প্রচলিত ছিল, বিবাহসম্পর্কে বিধি তখন অতি শিথিল ছিল। সময়ে উহার সংশোধন হইল এবং লর্ড হার্ডউয়েকের বিধি যখন বিধিবদ্ধ হয়, তখন কি ভয়ানকই না প্রতিরোধ উপস্থিত হয়। শাসনকর্তৃগণ এ সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, তাই বিধি বিধিবদ্ধ হইতে পারিল। ভারতেও হিন্দুরাজগণের সময়ে বিবাহবিধির দোষ অপনীত হইয়াছে। বক্তা বলিলেন, দেশের শাসনকর্তৃগণ যদি আর কিছু করিতে না পারেন, অন্ততঃ তাঁহাদিগের উচিত যে যাঁহারা বিবাহবিধি সংশোধন করিবার জন্য ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদিগকে বিধি প্রণয়নদ্বারা সাহায্য করেন। যাঁহারা এ বিষয়ে যত্ন করেন তাঁহারা অল্পসঙ্খ্যক হইলেও কর্তৃপক্ষ যদি বুঝিতে পারেন, তাঁহাদিগের এ যত্নে দেশের প্রকৃত সংস্কার হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে যাহাতে দেশের মত বিশুদ্ধ হয়, সংস্কারের কার্য্য অবাধে চলিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা তৎপক্ষ অবলম্বন করেন। ইহার পর, তিনি এদেশের বিবাহ বিধি কত প্রকারের আছে, তাহা প্রদর্শন করেন, এবং উহার বহুবিধত্ব জন্য সময়ে সময়ে যে কি প্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হয় তাহা দেখাইয়া দিলেন। জাট, কুর্গ, উড়িয়া ও মালাবারস্থ নেয়ারগণ মধ্যে কি প্রকার কুৎসিত বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত, তাহার তিনি উল্লেখ করিলেন। অনেক বিবাহপদ্ধতি চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু যখন কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন উহার সিদ্ধতা অসিদ্ধতা বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হয়। হিন্দুগণের ভিন্ন ভিন্ন জাতিমধ্যে বিবাহ-

সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ে নিষ্পত্তি হইয়াছে, সে সকল নিষ্পত্তির মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমতস্থলে কর্তৃপক্ষের এরূপ উপায়াবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজন, যাহাতে হিন্দুজাতির বিবাহবিধি নিঃসংশয় ভূমিতে স্থাপিত হইতে পারে। "ব্রাহ্ম বিবাহ পাণ্ডুলেখ্য" সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "অবনতির অনুমোদক পন্থা অবলম্বন না করিলে, ভূতকালকে মিথ্যা না করিয়া ফেলিলে, গবর্ণমেণ্ট কি প্রকারে এই বিধি বিধিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারেন, তিনি বুঝিতে পারেন না। এ কথা সত্য, লেক্স লোসাই বিধি, হিন্দু বিবাহ বিধি, দেশীয় খ্রীষ্টানগণের বিবাহবন্ধনে মোচন বিধি, এ সকলের দ্বারা বিধি প্রচলন করিবার সম্বন্ধে যে কাঠিন্য ছিল তাহার ভূমি সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে এবং এইরূপে ব্রাহ্মগণের জন্য বিধি প্রণয়ন সহজ হইয়াছে। ইঁহারা যে বিধির জন্য আবেদন করিয়াছেন ইহা নূতন নহে বা বিস্ময়কর নহে। কেন না পোনের বৎসর পূর্ব্বে যখন বিধবা বিবাহ বিধি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত ছিল; সেই সময়ে ব্রাহ্ম ভিন্ন অপর অনেকগুলি দেশীয় লোক ঈদৃশ বিধি হইবে দূর দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন, ব্রাহ্মগণের প্রয়োজনানুরূপ বিধি নিবদ্ধ করিয়া সে অনুগ্রহ প্রদর্শনে কি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ হইতে পরানিবৃত্ত ব্রাহ্মগণকে বঞ্চিত করিবেন? গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিলক্ষণ মানানুভব করা উচিত যে, এত দিনে ভারতবাসিগণের মধ্য হইতে এমন কতকগুলি লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে যাহাতে প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিধি রক্ষা পায় তাহার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে তাঁহাদিগের নিকটে প্রাপ্য বিষয় চাহিতেছেন। এ ব্যাপারের গৌরব গবর্ণমেণ্টেরই এবং গবর্ণমেণ্টের উচিত যে, ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করেন, এবং দেশের উচ্চতম মঙ্গলের কারণ হন।"

বক্তৃতা শেষ হইলে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সি,এস, অতি সুন্দর পরিস্থৃত ভাষায় গুটিকতক কথায় বক্তাকে ধন্যবাদ দান করিবার প্রস্তাব করেন। ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। ইউরোপীয় সমাজের প্রতিনিধি ডাক্তার মরিসিচেল এই প্রস্তাবের পোষকতা করিবার সময়ে বলিলেন, যে বিধি ব্রাহ্মগণ চাহিতেছেন, এ বিধি তাঁহাদিগের জন্য ব্যবস্থাপিত করা নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত, কেন না এই ব্যবস্থা না থাকাতে সমাজের উন্নতিশীল ব্যক্তিগণকে

নিতান্ত কষ্টে নিপতিত হইতে হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, এদেশে এমন এক জনও ইউরোপীয় নাই, যিনি হৃদয়ের সহিত এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণের সঙ্গে সহানুভূতি প্রদর্শন না করেন। তিনি উপস্থিত সমুদায় ব্যক্তিগণকে এ বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, যে পর্য্যন্ত বিধি নিবদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত যেন বিধিমত আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত হওয়া না হয়। এ পর্য্যন্ত সভার কার্য্য অতি শান্তভাবে চলিতেছিল, কিন্তু কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের এক জন সভ্য সভার কার্য্য যাহাতে বিশৃঙ্খল হইয়া যায় তজ্জন্য বক্তৃতা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি এ বিষয়ে কৃতার্থ হইলেন না, কেন না তিনি বলিতে আরম্ভ করিবামাত্র চারি দিক হইতে তাঁহার কথার প্রতিবাদ ও উদ্দীপ্তভাব এমনই প্রকাশ পাইল যে, তাঁহাকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল। তাঁহার কথা আরম্ভের সময়ে চারিদিক হইতে যে ভীষণ প্রতিবাদ হইল তাহাতে ইহাই নিঃসংশয় প্রতীত হইল যে, বিবাহবিধির বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা ঘটিত করা নিতান্ত অসম্ভব। ইনি প্রতিরোধ করিতে আসিয়া প্রত্যুত বিবাহবিধিসম্বন্ধে মহোপকার সাধন করিলেন। সভাপতি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় সভার কার্য্য শেষ হইল। কেশবচন্দ্র এক ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার যথাক্রমে এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;—

প্রথমতঃ বিবাহ বিধি কোন সম্প্রদায় বা কোন একটি বিবাহপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নহে, উহার উদ্দেশ্য এতদপেক্ষা মহৎ। উহার লক্ষ্য পৌত্তলিকতা নিবারণ, জাতিভেদ উচ্ছেদ, শিখ, বাঙ্গালী, বম্বেবাসী, মাদ্রাজবাসী, তামিল এবং তেলিগু, দক্ষিণ ভারত, উত্তর পশ্চিম ভারতবাসী, এ সকলের মধ্যে সঙ্কর বিবাহ প্রচলিত করিয়া সুসংস্কৃত ভারতীয় ভ্রাতৃমণ্ডলী স্থাপন; বহুবিবাহ, যুগপৎ দুই বিবাহ ও বাল্য বিবাহ নিরসন। সংক্ষেপতঃ পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ হইতে যে সকল বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে, এক এই বিবাহবিধি তাহার উচ্ছেদ সাধন করিবে। এই বিবাহবিধিমধ্যে এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা ভারতের নীতির উৎকর্ষ সাধিত না হইয়া অপকর্ষ হইবে। ইহার প্রতিপক্ষগণও ইহার প্রতি ঈদৃশ দোষ আরোপ করিতে সমর্থ নহেন। এই বিধি প্রচলিত হইলে নরনারী নিজ নিজ বিবেকের অনুমোদনানুসারে বিবাহ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের গৃহ পবিত্র ও সুখকর হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই বিধি রাজকীয়ব্যবস্থার মূলতত্ত্বসঙ্গত।

যখন হিন্দুবিধবাবিবাহের পাণ্ডুলেখ্য লইয়া বিচার হয়, তখন সার বার্ণেস্‌পিকক বলিয়াছিলেন—"কোন রাজকীয় কর্তৃপক্ষের উচিত নয় যে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দণ্ডের অধীন করিয়া বা অসক্ষাৎসম্বন্ধে অক্ষম রাখিয়া তাঁহাদের প্রজাবর্গের পক্ষে এরূপ বাধা উপস্থিত করেন যাহাতে তাহারা তাহাদের বিবেকের আদেশ পালন করিতে অসমর্থ হয়।" এই মূলতত্ত্ব অনুসরণ করিয়া সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সার হেন্‌রি সমার মেন বলিয়াছিলেন, গোন্দ এবং সাঁওতালদিগকে তাহাদের ধর্ম্মানুসারে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে গবর্ণমেণ্ট দেন, আর উন্নত ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের বিবেকের অনুমোদনানুসারে বিবাহ করিতে পাইবেন না? ফলতঃ ব্রাহ্মগণ কর্তৃপক্ষের নিকটে এমন কোন বিধি চাহিতেছেন না,যাহাতে দেশের কোন প্রকার অবনতি হইবে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের বিবেকানুসারে কার্য্য করিবার অধিকার চাহিতেছেন। যে গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী শিক্ষা দান করিয়া বিবেকানুসারে কার্য্য করিবার জন্য সাহসিকতা দান করিয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট কি সেই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সন্তান সন্ততিকে রাজবিধির চক্ষে বিজাত বলিয়া পরিগণিত হইতে দিতে পারেন? কখনই নহে। তৃতীয়তঃ এই বিবাহবিধি যেমন নীতি ও রাজকীয় মূলতত্ত্বসঙ্গত, তেমনি ইতিহাসও ইহার পক্ষে অনুকূল। ১৮৩৬ সনে লর্ড জন রসেলের বিধান যখন বিধিবদ্ধ হয় নাই, তখন ইংলণ্ডের খ্রীষ্টান ডিসেণ্টারগণের অবস্থা ব্রাহ্মদিগের অবস্থার ন্যায় ছিল, কিন্তু তাঁহাদিগের জন্য বিধান ব্যবস্থাপিত করিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছিলেন। ইউনিটেরিয়ানগণ রাজকীয় পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়া তৎসহকারে ধর্ম্মের পদ্ধতি সংযোগ করিয়া থাকেন। যে বিবাহবিধি হইতেছে তাহাতে তাহাই হইবে। ইউনিটেরিয়ানগণ রেজিষ্টারের আফিসে গমন করেন না, রেজিষ্টার বিবাহস্থলে আসিয়া থাকেন। রাজকীয় সামাজিক পদ্ধতি ও ধর্ম্মপদ্ধতি এ দুই এমন বিমিশ্রভাবে সম্পাদিত হয় যে, দুইয়ে মিলিয়া এক অখণ্ড অনুষ্ঠান হয়, কোনটি হইতে কোনটিকে প্রভেদ করা যায় না। কেশবচন্দ্র ইচ্ছা করেন না যে, বিবাহ একটি রাজকীয় সামাজিক নিবন্ধন হয়, এবং বিবাহনিবন্ধন রাজভয়ে অক্ষুন্ন থাকে, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন যে, ঈশ্বর ও বিবেকের আনুগত্যে দাম্পত্য-শয্যা চির বিশুদ্ধ রক্ষিত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান-গণের (এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ডিসেণ্টারগণের) বিবাহের ন্যায় বিবাহে রাজকীয়

সামাজিক পদ্ধতি ও ধর্ম্মপদ্ধতি একীভূত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ত্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে বিবাহবিধি সংশোধন করিয়াছেন। হিন্দুবিধবাবিবাহবিধি, পার্সি বিবাহবিধি, দেশীয় খ্রীষ্টানগণের বিবাহনিবন্ধননিরসনবিধি, সর্ব্বোপরি লেক্স লোসাই বিধি উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। এ সকল বিধিনিবন্ধনের সময়ে প্রতিরোধ হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট কি বলপূর্ব্বক দেশের অতি অবৈধ ব্যবহারের উচ্ছেদ করেন নাই? সতীদাহনিবারণ বলপূর্ব্বক অবৈধ ব্যবহার উচ্ছেদ ভিন্ন আর কি? অনন্তর তিনি বিবাহবিধির বিপক্ষে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছে তাহা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ অনেকে বলেন যে, বিবাহবিধি বলপ্রকাশক, অনুমতিদানমাত্র নহে। ইহা বলপ্রকাশক নহে, অনুমতিদানমাত্র। স্বয়ং সার হেনরি মেনই বলিয়াছেন, 'যে পদ্ধতির অনুসরণ করিলে বিবেকে বাধে, অনেকগুলি ব্যক্তি সেই পদ্ধতি হইতে বিমুক্তিলাভনিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদের এ ভাব অন্যের উপরে চাপাইতে চাহিতেছেন না; গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে এ বিমুক্তি না দিয়া থাকিতে পারেন না।' ফলতঃ অপর লোকে তাঁহাদের আপনার মতে বিবাহ দিতে চান দিন, তাহাতে ব্রাহ্মেরা কোন প্রকার বাধা দিতে চান না। যদি কেহ বলেন, যাঁহারা সংস্কারের কার্য্য করিতে চাহেন তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী কেন? তাহার উত্তর এই, তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত মুখাপেক্ষা না করিয়া প্রায় চল্লিশটি বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাংসারিকতা বা হৃদয়দৌর্ব্বল্যের অপবাদ কে দিতে পারেন? সাহস, বিশ্বাস ও নির্ভর নাই বলিয়া তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিতেছেন, এ চিন্তাও অতি ঘৃণার্হ। তাঁহাদের যাহা করিবার তাঁহারা তাহা করিয়াছেন, এখন গবর্ণমেণ্টের যাহা করিবার গবর্ণমেণ্ট করুন, এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে সিদ্ধ। ইহার খণ্ডন নিষ্প্রয়োজন, কেন না কলিকাতা, নবদ্বীপ ও বারাণসীর সমস্ত প্রধান পণ্ডিতগণ উহা অসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছেন, অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বিবাহবিধি চান, অধিকসংখ্যক চান না। এ যুক্তি কোন কার্য্যেরই নহে। বিধবা বিবাহবিধি যখন হয়, তখন পাঁচ হাজার লোকে বিধি চান পঞ্চাশ হাজার লোক উহার বিরোধী হন; তথাপি সে বিধি

বিধিনিবদ্ধ হইয়াছে। পাঁচ হাজার কেন পাঁচ জন লোকের বিরোধে পঞ্চাশ হাজার হইলেও গবর্ণমেণ্ট পাঁচজনের পক্ষ হইবেন। কেন না এস্থলে সংখ্যা লইয়া কোন কথা নাই, কথা মূলতত্ত্ব লইয়া। যখন দেশীয় খ্রীষ্টানগণের পুনর্দারপরিগ্রহ-বিষয়ে বিধান হয়, তখন আডবোকেট জেনেরেল সার জেমস্ কলবিন্ বলিয়াছিলেন, এক জন লোকেরও যদি নিপীড়ন হয় তাহা হইলে তাহারই জন্য বিধি হওয়া সমুচিত। শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতাস্থ দুই হাজার ব্রাহ্ম, বিবাহ-বিধির বিরোধী। কলিকাতাস্থ দুই হাজার ব্রাহ্ম, ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথা। গবর্ণমেণ্ট যদি সেইসকল ব্যক্তির নাম মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে কর্ত্তব্যানুরোধে প্রমাণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাঁহাদের অনেকে ব্রাহ্ম নহেন, হিন্দু। অধিকসংখ্যক কোন্ দিকে অল্পসংখ্যক কোন্ দিকে এক কথাতেই সপ্রমাণ হয়। পঞ্চাশংটি ব্রাহ্মসমাজ বিবাহবিধি নিবদ্ধ হয় এজন্য আবেদন করিয়াছেন; প্রতিপক্ষে কেবল পাঁচটি সমাজমাত্র। কেহ কেহ বলেন, এই বিধিতে সামাজিক অবনতি হইবে। এই বিধি যখন পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, বহুবিবাহ প্রভৃতি নিবারণ করিতেছে, তখন অবনতি হইবে কি প্রকারে? কাহার কাহার আপত্তি এই, ইহাতে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, এবং সেই বিচ্ছেদে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। অসত্য মিথ্যা পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সত্য ও পবিত্রতার অনুসরণ অবনতির হেতু! যদি হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মগণকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি কি? অপর সমুদায় দেশ ও জাতি মধ্যে যে সকল সৎপুরুষ আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তো সত্যেতে, সামঞ্জস্যে, পবিত্রতাতে মিলন হইবে। অন্ধকার অজ্ঞানতা ছাড়িয়া যদি ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, তাহা কি আবার ক্ষতির মধ্যে গণ্য? হিন্দুসমাজের মধ্যে যাহা কিছু অসত্য অকল্যাণ আছে তাহা হইতে বিদায়! সত্য, সভ্যতা, সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব আগমন করুক। বস্তুতঃ ইহাতো হিন্দুসমাজের সহিত বিরোধ নহে, বিরোধ তন্মধ্যস্থ অসত্য অকল্যাণের বিরোধে। ব্রাহ্মসমাজ কোন প্রকারে স্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাই এখন জাতিমধ্যে সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগামী। যে ব্রাহ্মগণ বিবাহবিধি চাহিতেছেন, তাঁহারা সমুদায় জাতির প্রতিনিধি। রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ও উন্নতিশীল ব্রাহ্ম, উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত ইহাও নহে। ইহা ব্রাহ্ম ও হিন্দুগণের মধ্যে বিরোধ। কেন না যাঁহারা প্রতিরোধ

করিতেছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু ব্রাহ্ম বলিতেছেন। যদি হিন্দু ব্রাহ্ম হয়েন, তাহা হইলে হিন্দুপদ্ধতিমত তাঁহাদের বিবাহ হইবে, এ বিধির বিপক্ষ হইবার তাঁহাদের প্রয়োজন কি? যদিও ব্রাহ্মগণ জাতিতে হিন্দু, তাঁহারা ধর্ম্মেতে হিন্দু নহেন। যদি তাঁহাদিগকে হিন্দু ব্রাহ্ম বলা হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম মুসলমান ব্রাহ্মও বলা সমুচিত। কেহ কেহ মনে করেন, "ব্রাহ্মবিবাহবিধি" এ নাম পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্মগণের আপত্তি আছে, ইহা সত্য নহে। নামে কি আসে যায়, মূল ঠিক থাকিলেই হইল, ইহাই তাঁহাদিগের মত। তিনি এই কথা গুলিতে বক্তৃতা শেষ করিলেন, "অদ্য রজনীতে এত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। ইহাতে আমি এই বুঝিলাম যে, শিক্ষিতসম্প্রদায় বিবাহবিধির সংস্কার হয় এ সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসুক, এবং এই বিধি বিধিবদ্ধ হয় এজন্য উদ্বিগ্নচিত্ত। অবশ্য বলিতে হইবে, এ ঔৎসুক্য পূর্ব্বেও সভাদির আকার বিনা প্রকাশ পাইয়াছে। এদেশে সত্যের পক্ষ হইয়া সত্‌তা সহকারে ক্রমান্বয়ে যত্ন করিলে যে জয় হইবেই হইবে, সেই অপরিহার্য্য জয়ের পূর্ব্বনিদর্শন আমি এই জনসমাগমের মধ্যে দেখিতেছি। যদি ঈশ্বর আমাদের পক্ষে থাকেন, সত্য আমাদের পক্ষে থাকেন, আমাদের ভয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের সংখ্যা অল্প হইতে পারে, আমাদের উপায় সামান্য হইতে পারে, তাহাতে কি? আমরা কি আইনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব? না। আমরা যেমন করিয়া যাইতেছি, তেমনই করিয়া যাইব। পূর্ব্বের মত আমরা ব্রাহ্মবিবাহ দিতে থাকিব; দেশের চারিদিকে বিবাহ দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। আমরা এই মাত্র শুনিতে পাইয়াছি, মান্দ্রাজে সম্প্রতি একটি ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ একবৎসর পূর্ব্বে বম্বেতে একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যখন দেশের সকল অংশে এইরূপ বিবাহ হইতেছে, তখন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে যে, অতিসত্বর এই বিবাহগুলিকে বিধিসিদ্ধ করিয়া লন, এবং বিবেকের অনুসরণ যাঁহারা করিতে চান তাঁহাদের প্রতি অবিচার হয় এই অভি যোগ অপনয়ন করেন। হিন্দুসমাজের ক্ষুদ্র সামান্য অংশ কেবল নিষ্কৃতি চাহিতেছেন না, সমুদায় ভারত নিষ্কৃতি চাহিতেছেন। ভারতবর্ষের বিধিপ্রণয়ন-ব্যাপারে এ একটি স্থিরতর মূলতত্ত্ব হইয়া যাইবে, যে কোন ব্যক্তি বিবেকসঙ্গত বিষয়ের অনুসরণ করিতে চান, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের তিনি অনুমোদন ও সংরক্ষণ

লাভ করিবেন। যদি এ মূলতত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা হয় বা উহাকে ভঙ্গ করা হয়, এবং বর্ত্তমান সময়ের জন্য বিধানটি (বিধিবদ্ধ না কবিয়া) তুলিয়া রাখা হয়, আমরা রাজভক্তির ভাবে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা কবিয়া যাই। প্রতাপান্বিতা মহাবাজ্ঞী ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিগণের ন্যায় অন্যত্র কোথায়ও একপ রাজানুগতহৃদয় পাইবেন না। আমাদের অন্তঃস্পন্দিত হৃদয় তাঁহার নামের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, এবং সে নামের সঙ্গে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভাবযোগে সংযুক্ত। অতএব আমরা ঔৎসুক্য সহকারে অথচ সম্ভ্রমেব সহিত আমাদের বিষয় গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিতে থাকিব, এবং যত দিন নিষ্কৃতি লাভ না হয় যথাবিধি এবিষয়ের আন্দোলন চালাইব। যদি আমবা কৃতকৃত্য না হই, এখানে বা অন্যত্র আমরা পুনরায় সকলে মিলিত হইব এবং গবর্ণমেণ্টের—প্রয়োজন হইলে পার্লিয়ামেণ্টের সন্নিধানে সসম্ভ্রম আমাদের বিষয় উপস্থিত করিব। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট অবশেষে আমাদেব পক্ষের সত্যত্ব স্বীকার করিবেন এবং বাজকীয় অসিদ্ধতা হইতে আমাদের বিবাহেব পবিত্রতাকে বিমুক্ত কবিবেন। যে দেশসংস্কাবের কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত রহিয়াছি, যে সংস্কাবেব কার্য্যে রাজার বাজা প্রভুব প্রভু আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সংস্কাবেব কার্য্যে তিনিই আমাদিগের পথ প্রদর্শন কবিতেছেন; তিনি আমাদিগকে জয় দিবেন, এবং তাঁহাব আজ্ঞাব নিকটে পৃথিবীব রাজাগণ অবশেষে প্রণত হইবেন।”

এই সময়ে সাব বার্টল ফ্রিয়াব তাঁহার ইংলণ্ডস্থ এক জন বন্ধুকে এইরূপ পত্র লেখেন;—“আমি বিশ্বাস করি, ব্রাহ্মদিগেব নিষ্কৃতি লাভ কবিবাব অধিকার আছে, যে নিষ্কৃতি পাইবাব পক্ষে গৌণ হইবার এই ফল হইবে যে, অতি সত্বর এমন একটি বিধি বিধিবদ্ধ হইবে, যাহার নিয়োগ সাধাবণের পক্ষে হইতে পারে। আমাদের সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের জন্য যে প্রকার হইযাছে, সেই প্রকাব ভারতবর্ষেব জন্য সাধারণ ভাবে রাজবিধিসঙ্গত সামাজিক বিবাহপদ্ধতি কেন বিধিবদ্ধ হইবে না, ইহার কাবণ আমি কিছুই দেখিতে পাই না। উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে যে কাঠিন্য আছে, তাহা অনাযাসে অতিক্রম করা যাইতে পারে; কেন না বিধানেব মধ্যে এইরূপ একটী ধাবা সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে যে, কোন প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা যে স্থলে হয় নাই সে স্থলে এই বিধানানুসারে যাঁহাবা পূর্ণ বয়সে বিবাহিত হন, তাঁহারা তাঁহাদের উভয়ের বা এক এক জনের

সম্পত্তির (যত দূর তাঁহাদের ক্ষমতা আছে) দায়াধিকারী তাঁহাদের সন্তানগণ সেই ব্যবস্থানুসারে হইবেন (এখানে তাঁহারা কোন্ সম্প্রদায়ের বা কোন্ জাতির লোক উল্লিখিত থাকিবে) যে ব্যবস্থার তাঁহারা উভয়ে বা এক এক জন অধীন, এবং যে ব্যবস্থানুসারে উচ্চতম আদালত নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন।" সার বার্টল ফ্রিয়ারের এই প্রস্তাবনা যে সে সময়ে সকলেরই অনুমোদনযোগ্য হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না, এবং ফলতঃ বিবাহবিধি পরিশেষে এই প্রকার আকারই ধারণ করে।

২১ ডিসেম্বরে সিলেক্ট কমিটি কাউন্সিলে তাঁহাদের মন্তব্য অর্পণ করেন। এই মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই:—প্রথমতঃ যে সকল এদেশীয় লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী নহেন তাঁহাদের জন্য বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত পাণ্ডুলেখ্য হয়, কিন্তু এ বিষয়ে স্থানীয় শাসনকর্তৃগণের অনভিমত হওয়াতে "ব্রাহ্মবিবাহবিধি" বলিয়া পাণ্ডুলেখ্য হয়। ইহাতে এক দিকে আদিসমাজ নামে অভিহিত ব্রাহ্মসমাজের শাখা আপত্তি উত্থাপন করেন, অপর দিকে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দু মুসলমান বা পার্সি এই বলিয়া ঘোষণা করিতে অপ্রস্তুত নন বলেন, সুতরাং সিলেক্ট কমিটি এ বিধি সেই সকল ব্যক্তিতে আবদ্ধ রাখিতে বলিতেছেন, যাঁহারা খ্রীষ্টান নহেন, য়িহুদী নহেন, হিন্দু নহেন, মুসলমান নহেন, পার্সি নহেন, বৌদ্ধ নহেন, শিখ নহেন বা জৈন নহেন। বিবাহকালে বিবাহার্থিগণ অবিবাহিত থাকিবেন। বরের বয়স অষ্টাদশ এবং কন্যার বয়স চতুর্দ্দশ * হইবে। কন্যা

---

* আমরা যে সকল ডাক্তারের মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সকলেরই মত ন্যূনতঃ ষোড়শ বর্ষ বিবাহযোগ্য কাল। ডাক্তার চার্লস্ অপরাপর ডাক্তারগণ সহ এ বিষয়ে একমত, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান সময়ের জন্য পাণ্ডুলেখ্যনির্দ্দিষ্ট চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সকেই স্থির রাখিতে সম্মত হন। তিনি লিখিয়াছেন "ন্যূনকল্পে বিবাহযোগ্য কাল নির্ণয় করা এত স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার যে, পাণ্ডুলেখ্যে যে চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই আমি সম্প্রতি ভাল মনে করি।" ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে চতুর্দ্দশ বর্ষ বিবাহযোগ্য কাল নির্দ্দেশ করেন। কেশবচন্দ্র ডাক্তারগণের মত জানিবার জন্য যে পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ডাক্তার নর্ম্মাণ চিবার্স এম্ ডি,
" জে ফেরার এম্ ডি সি এস্ আই,
" জে ইয়ার্ট এম্ ডি।

অষ্টাদশবর্ষীয়া না হইলে তাহার পিতা মাতা বা রক্ষকের অনুমতি চাই। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এমন কোন নিকট সম্বন্ধ থাকিবে না, যে নিকট সম্বন্ধ তাঁহারা যে বিধানের অধীন তাহার বিরুদ্ধ জন্য অবৈধ। পতি বা পত্নী জীবিত থাকিতে কেহ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবেন না। এ বিধানে ভারতবর্ষীয় ত্যাগবিধির বিধান থাকিবে। ইংরাজী বিধানে নিকটসম্বন্ধত্বের যে নিয়ম আছে, এ বিবাহজাত সন্তানগণসম্বন্ধে তাহার প্রয়োগ হইবে। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্বের যে বিধান আছে তাহা ইহাতে খাটিবে। কোন বিবাহ যাহা অন্য প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এ বিধান দ্বারা অসিদ্ধ হইবে না। যে সকল বিবাহ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, সে সকল এই বিধানানুসারে এক বৎসরের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইলে এই বিধানমতে সিদ্ধ হইবে। এই মন্তব্যানুসারে পাণ্ডুলেখ্য সংশোধিত ও বিধিনিবদ্ধ হয় সিলেক্ট কমিটীর এই মত। সিলেক্ট কমিটী যে প্রকার সংশোধন অনুমোদন করেন, সেই প্রকারে সংশোধিত হইয়া গেজেটে পাণ্ডুলেখ্য এই সময়ে প্রকাশিত হয়।

ডাক্তার এস্ জি চক্রবর্ত্তী এম্ ডি,

" ডি বি স্মিথ এম্ ডি,

" টি ই চারলস্ এম্ ডি,

" চন্দ্রকুমার দে এম্ ডি,

" মহেন্দ্র লাল সরকার এম্ ডি,

" টামিজ খাঁ বাহাদুর,

সমীপেষু।

ভদ্র মহোদয় গণ,

ভারতের জনসমাজসম্পর্কে একটি অতি গুরুতর বিষয়ে আমি আপনাদের মত বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এ দেশে বাল্যকালে বিবাহ দেওয়ার যে প্রথা প্রচলিত আছে, উহা লোকদিগের নীতি, সমাজ ও শরীরসম্বন্ধে নিতান্ত অনুপকারী, এবং উন্নতির পক্ষে প্রধান ব্যাঘাত। বিদ্যা ও আলোকসম্পন্ন ভাবের বিস্তারবশতঃ এই ব্যবহার হইতে যে অকল্যাণ উপস্থিত তাহা সকলে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ইহার প্রতীকার হয় তৎসম্বন্ধে অভিলাষ বাড়িয়াছে। এই সংস্কার কার্য্যের গুরুত্ব যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে দেশীয় বালিকাগণের বিবাহ যোগ্যকাল স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এ জন্য ইহা নিতান্ত প্রয়োজন

১৬ জানুয়ারী এই পাণ্ডুলেখ্য বিধিবদ্ধ হইবে এই প্রকার স্থির হয়, কিন্তু সে দিন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মেস্তর ইংলিসের প্রতিরোধে উহা বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। তবে মেস্তর ষ্টিফেন আড়াই ঘণ্টাকাল বিবাহবিধি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেন তাহা ব্রাহ্মগণের পক্ষে অতীব হিতকর। গবর্ণর জেনেরেল লর্ডমেও যাহা বলেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দবর্দ্ধক। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মসমাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট যে নিষ্কৃতি প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাহা দিতে বাধ্য এবং অঙ্গীকারবদ্ধ। আজ চারি বৎসর পর্য্যন্ত এই বিষয়ে গৌণ হইয়াছে। রাজকীয় ঘোষণাপত্রে যে পরমতসহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচারের মূলতত্ত্ব নিবদ্ধ হইয়াছে, সেই মূলতত্ত্বের ক্রিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিস্তার করিতেই হইবে। আমি রাজ্যশাসনের শীর্ষস্থানীয়, বিধিনিবন্ধনে আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, আমি সে অঙ্গীকার পূর্ণ করিবই। যে অল্প সময়ের জন্য স্থগিত থাকিল ইহার পর কোন প্রকারের বাধা বা আপত্তি এই পাণ্ডুলেখ্যবিধিবদ্ধ করা হইতে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না।"

হইয়াছে যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্‌গণের মত গ্রহণ করা হয় যে তদ্দ্বারা দেশীয় সমাজ পরিচালিত হইতে পারে। অতএব আমি বিনীত ভাবে আপনাদিগের নিকটে নিবেদন করিতেছি যে, আপনারা প্রকৃত ঘটনা দ্বারা যাহা অবগত হইয়াছেন সে গুলি এবং দেশের জলবায়ু ও অন্যান্য প্রভাব যদ্দ্বারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নারীগণের শারীরিক পরিণাম নিয়মিত হয়, সযত্নে বিচারপূর্ব্বক দেশীয় বালিকাগণের যৌবনাবস্থের বয়স কি এবং ন্যূনপক্ষে তাহাদের বিবাহযোগ্য কাল কি আপনারা বিবেচনা করিয়া লিখিবেন।

আপনাদিগকে এইরূপে লিখিবার যে স্বাধীনতা গ্রহণ করিলাম তজ্জন্য কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন আশা করিয়া

হে মহোদয়গণ,
বিনীতভাবে
আপনাদের চির বাধ্য ভৃত্যত্ব
স্বীকার করিতেছি
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

ডাক্তার নর্ম্মাণ চিবার প্রভৃতি সকলেই সাদরে এই পত্রের উত্তর প্রদান করেন। ইঁহারা সকলেই ন্যূন পক্ষে ষোড়শবর্ষ বিবাহের যোগ্যকাল নির্ণয় করেন, কেবল ডাক্তার চন্দ্রকুমারের মতে চতুর্দ্দশ বর্ষ ন্যূনপক্ষে বিবাহযোগ্য কাল।

ভারতাশ্রম সংস্থাপন।

বিবাহের বিধি লইয়া আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া আমরা এ সময়ে কি প্রকার কার্য্যব্যস্ততা উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে আর অধিক কিছু উল্লেখ করিতে পারি নাই। এ সময়ে সকল কার্য্যমধ্যে ভারতাশ্রমস্থাপন প্রধান কার্য্য। উহার উল্লেখের পূর্ব্বে অন্যান্য যে সকল কার্য্য এ সময়ে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুবর্গকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল অগ্রে তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। ইংরাজী ৭০ সালের যাই অবসান হইল, অমনি মিরার পত্রিকা একেবারে দৈনিকে পরিণত হইল। ইতঃপূর্ব্বে আর ইংরাজী দৈনিক পত্র দেশীয় কোন লোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় নাই। মিরার পত্রিকার সম্পাদন, শোধন ও মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুবর্গ একান্ত ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। রজনীতে তাঁহাদিগের নিদ্রা নাই, দিবসে তাঁহাদিগের বিশ্রাম নাই। এই কার্য্যের মূলে যদি নিঃস্বার্থ উৎসাহ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের শরীর ও মন কদাপি ঈদৃশ নিয়মভঙ্গ বহন করিতে পারিত না, শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়িত। কিছু দিনের মধ্যে কার্য্য সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা নিদ্রা ও বিশ্রামের সময় পাইলেন। একবিধ কার্য্য কেশবচন্দ্র কোন দিন ভাল বাসিতেন না। যখন কার্য্য সুশৃঙ্খল হইল, তখন বিবিধ প্রকারের কার্য্য বাড়িয়া উঠিল। ভারতসংস্কার-সভার বিবিধ শাখার কার্য্য এখন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। প্রত্যেক শাখার কার্য্যের কি প্রকার বাহুল্য হইয়াছিল, তাহা তৎকালের কার্য্যবিবরণ দেখিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। এ সময়ে সাতষষ্টি জন ঘড়ী সংস্কার প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করিতেছিলেন *। সুলভ সমাচার সর্ব্বশুদ্ধ ১৭,০৪৬ খণ্ড বিক্রীত হয়। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে আঠার জন এবং বয়স্কা নারীর বিদ্যালয়ে চারি জন

* শিল্পকার্য্যশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষাতে উৎসাহদান জন্য ভাস্তাড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ দুই শত টাকা দান করেন। ইনি আজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ ও সৎকর্ম্মে উৎসাহ ইঁহার পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ আছে। ইনি মিরার পত্রিকাগুলি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই আমাদের বিবরণসংগ্রহ সহজ হইয়াছে।

শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। দাতব্যবিভাগে নিয়মিতরূপে দরিদ্র বালক, দরিদ্র বিধবা, দরিদ্র পরিবার ও দরিদ্র অন্ধগণকে মাসে মাসে নির্দ্ধারিত দান অর্পিত হয়।

এই সময়ে বেহালা এবং পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট জ্বররোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সহায়তাবিষয়ে নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভারতসংস্কারসভা এ সময়ে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। এই সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র বসু এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুকড়ী ঘোষ সপ্তাহে দু দিন বেহালায় গমন করিতেন। তিন দিনের উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদি সঙ্গে লইয়া তাঁহারা যাইতেন। এই দুই দিন তঁহাদিগকে প্রায় সমুদায় দিন উপবাসী থাকিয়া রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য বিতরণ করিতে হইত। তাঁহারা প্রাতে সাতটার সময়ে গিয়া অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য বিতরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। ইঁহারা দেড়মাসের মধ্যে একহাজার পাঁচ শত আটাত্তর জন রোগীকে ঔষধাদি বিতরণ করেন। ইহাতে ৩৭১ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। এই ব্যয় সঙ্কলন জন্য দাতব্যসভা হইতে চাঁদাসংগ্রহনিমিত্ত যত্ন হয়। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্ত্রীবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেহালায় গমন করিয়া রোগীদিগের জন্য অপরিমিত পরিশ্রম করেন। এই অপরিমিত পরিশ্রম তাঁহার হৃদ্রোগ উৎপত্তির অন্যতর কারণ বলিতে হইবে।

এ সকল তো গেল বাহিরের কার্য্য, আধ্যাত্মিক কার্য্যও এ সময়ে সমধিক উৎসাহের সহিত নিষ্পন্ন হইতেছিল। ব্রাহ্মবন্ধুসভার কার্য্য অনেক দিন স্থগিত ছিল; আবার উহার কার্য্য নূতন উৎসাহের সহিত আরম্ভ হইল। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্র শিক্ষা দিতে ও ছাত্রগণের পরীক্ষা লইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মিকাসমাজের কার্য্য এ সময়ে অক্ষুন্নভাবে চলিতেছিল। নারীগণ আপনাদের উন্নতিবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, তাঁহারা মহিলাসভাতে কিপ্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করা সমুচিত, প্রকাশ্য স্থানে তাঁহারা কত দূর স্বাধীনভাবে গমনাগমন করিতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সম্পত্তিরক্ষকগণ স্বর্গস্থ মহাত্মার সমাধিস্তম্ভের সংস্কার জন্য কেশবচন্দ্রের হস্তে পাঁচশত টাকা ন্যস্ত করেন। কেশবচন্দ্র এক্ষণে যেন দশ হস্তে কার্য্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু এত কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার

জীবনে দিন দিন গভীর যোগের অভ্যুদয় হইল। এ কথা পরে বক্তব্য, এখানে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, কেশবচন্দ্র আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য কখন যত্ন করেন নাই, অথচ তাহা স্বভাবের নিয়মে আপনা হইতে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। ইংলণ্ড হইতে একজন বন্ধু লিখিয়া পাঠাইলেন, কেশবচন্দ্রের একটি অর্দ্ধপ্রতিমূর্ত্তি লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশনাল এক্জিবিশনে প্রদত্ত হইয়াছিল, উহা এখন রয়াল্ আলবার্টহলের চিত্রাগারে রক্ষিত হইতেছে। এই বর্ষের অন্তিমে ৭২ সনের জন্য প্রথম "ব্রাহ্মডাইয়ারী" কেশবচন্দ্র বাহির করেন। ডায়ারীতে বিবিধ শাস্ত্র হইতে এবং আধুনিক গ্রন্থকারগণ হইতে তিন শত পঁয়ষট্টিটি প্রবচন, পোষ্টাফিস প্রভৃতি ঘটিত বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়, ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যাদি, ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ঘটনা, ব্রহ্মমন্দিরের ফটো ইত্যাদি ছিল।" "ব্রাহ্ম পকেট অ্যল্‌মানাক্ ও ডায়ারি" ইহার নাম হয়।

এই সময়ে আর একটি বিষয়ে আহ্লাদ করিবার কারণ উপস্থিত হয়। আজ তিন বৎসর যাবৎ গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্য্য স্বয়ং চালাইতে যত্ন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না। এখন গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ কোন বিদ্যালয়ে সাহায্য দানে কৃতসঙ্কল্প হন। কেশবচন্দ্র যে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন শিক্ষাবিভাগের শীর্ষস্থানীয় মেস্তর আটকিন্সন উহাতে সাহায্য দান করিতে এই জন্য অসম্মত হন যে, উহা কোন একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মেস্তর ক্যাম্পবেল এ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন যে, "এই সকল বিষয়ে যে সকল মহিলার অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা বলেন যে, কোন একটি ধর্ম্মের অনুসরণ বিনা নারীদিগকে শিক্ষা দান করা, অথবা তাঁহাদিগকে কার্য্যসম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া অত্যন্ত আপজ্জনক, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আপনিও ইহাই মনে করেন।" লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এই অভিপ্রায়ানুসারে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আবেদন করিবার জন্য কেশবচন্দ্রকে সংবাদ প্রদত্ত হয়। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কেশবচন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের প্রতি বিদ্বেষ উদ্দীপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের যত্ন বিফল করিবার জন্য কেশবচন্দ্র স্বয়ং শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের এ কথায় কর্ণপাত করেন না।

কেশবচন্দ্র এত কার্য্য ব্যস্ততার মধ্যে আপনার জীবনের মহত্তম কার্য্যানুষ্ঠানের বিষয় ভুলিয়া যান নাই। পৃথিবীতে একটি সুখী পরিবার সংস্থাপিত হয়, প্রথম হইতে তাঁহার এই হৃদ্গত যত্ন। ইংলণ্ডে তিনি যে গৃহসুখের নিদর্শন দেখিয়া আসিলেন, উহাতে তাঁহার হৃদয় আরও এ সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত হইল। কেশবচন্দ্র জানিতেন নরনারীকে এক গৃহে সংগ্রহ করিয়া অশন বসনাদির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিলে তাঁহার হৃদিস্থিত আদর্শ কোন কালে পূর্ণতা লাভ করিবে না। বাহিরের সুখ স্বচ্ছন্দতা একান্ত অস্থায়ী, তাহাতে পারিবারিক সুখ কিছুতেই দৃঢ়মূল হয় না। শোক দুঃখ বিষাদ পরিবার মধ্যে আসিবেই আসিবে। অতএব ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া যাহাতে নবীন গৃহের সূত্রপাত হয় তাহারই জন্য তিনি যত্নবান্ হইলেন। ব্রাহ্ম আবাস (বোর্ডিং) স্থাপনের প্রস্তাব কয়েক পংক্তিতে তিনি মিরারে লিখিয়া দেন। এই প্রস্তাবের কয়েক সপ্তাহমধ্যে কলিকাতা ও মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মগণমধ্যে এ সম্বন্ধে সমালোচনা সমুপস্থিত হয়। নবেম্বর মাসের শেষে ব্রাহ্মিকাবাস (বোর্ডিং) স্থাপনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার আকার ধারণ করে। বিদ্যালয়সংলগ্ন মহিলাবাসে অবস্থান করিবার জন্য নয় জন মহিলা অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা এ বিষয়ে এত দূর উৎসাহ প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা অনুরোধ জানান যে, এ সম্বন্ধে যেন আর কালবিলম্ব না হয়। মফঃস্বল হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাদের পরিবার মহিলাবাসে পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ঈদৃশ আবাস স্থাপন করিতে গিয়া পরিশেষে বা ঋণজালে আবদ্ধ হইতে হয়, অর্থাভাবে কার্য্য স্থগিত হয়, এজন্য যাঁহারা আবাসের অধিবাসী হইবেন, তাঁহাদিগকে নিরাশ না করিয়া উপযুক্তসংখ্যক অধিবাসী সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তাবকগণ বিশেষ যত্ন করিতে থাকেন।

কেশবচন্দ্র কোন প্রস্তাব অপূর্ণ রাখিবার লোক ছিলেন না, ঈশ্বরের প্রেরণায় যখন তাঁহার মনে যে অনুষ্ঠান করিবার ভাব উপস্থিত হইত, উহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য তিনি মণ্ডলীকে প্রস্তুত করিয়া লইতেন। উৎসব উপস্থিত, তাঁহার মনে যে ভাবের সমাগম হইয়াছে, তদনুসারে তিনি ১১ মাঘের প্রাতঃকালে যে উপদেশ দেন, তন্মধ্যে এই কথা গুলি তিনি উপস্থিত উপাসকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—"ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ, এই মাত্র তোমরা এই সুমধুর সঙ্গীত

শুনিলে 'বড় আশা করে, তোমার দ্বারে, এসেছি ওহে দয়াময়। প্রভু, তুমি পতিত পাবন, নিলাম চরণে শরণ, যেন এ দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।' ঈশ্বরের কাছে সকলে মিলিয়া আজ এই মিনতি করিলাম 'যেন এই দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।' তোমাদের প্রত্যেকের মনোবাঞ্ছা কি এবং আমার মনোবাঞ্ছা কি পিতা তাহা জানেন। এক এক জনের অবশ্য এক একটী মনোবাঞ্ছা আছে, এবং তাহা পিতা জানিয়া নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। বন্ধুগণ! আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে পিতার নিকট বিশেষরূপে একটী মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। আমিও গোপনে তাঁহাকে এই কথাটী বলিয়াছি, 'যেন এই দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।' সে বাঞ্ছাটী কি, বন্ধুগণ, তোমরা কি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছ? বহুকাল হইতে পিতা এই দীনকে অনেক ধন দিয়াছেন, যখন যাহা বাসনা করিয়াছি তাহা পূর্ণ করিয়াছেন, আমার বিনা প্রার্থনায় কত স্বর্গের সামগ্রী দান করিয়াছেন, তাহাতো গণনাই করিতে পারি না; কিন্তু আজ যে ধনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি সে ধন না পাইলে কিছুতেই এ দীনের দীনতা যাইবে না। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা অতি নিষ্ঠুর তাঁহারা বলিতে পারেন. আমার এই মনোবাঞ্ছা কখনই সিদ্ধ হইবার নহে, ইহা আমার ভ্রম এবং দুরাশা। কিন্তু আমি তোমাদের নিকট বিনয় করিয়া বলিতেছি, এমন নির্দ্দয় কথা তোমরা মুখে আনিও না। আমার যে মনোবাঞ্ছা তাহা কল্পনা নয়, তাহা কবিত্ব নয়; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহাই এই জগতে পরম সত্য এবং অচিরেই পৃথিবীতে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই আমার জীবনের প্রধান আশা। কারণ ইহা শুদ্ধ আমার মনোবাঞ্ছা নহে, কিন্তু ইহাই প্রেমময় *স্বর্গীয় পিতার গূঢ় অভিপ্রায়। সেই বাঞ্ছাটী কি? ভক্তিবিহীন হইয়া তাহা* শুনিও না; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পিতাকে নিকটে জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেই মনোবাঞ্ছাটী শ্রবণ কর। সেই বাঞ্ছাটী এই;—আমাদের দয়াময় পিতা যেমন অনেক স্থান হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া এই ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আমাদিগকে লইয়া তিনি একটি আধ্যাত্মিক মন্দির সংগঠন করেন। এই মন্দিরে বসিয়া কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম, স্বর্গের কত আনন্দ উপভোগ করিলাম, তাহা স্মরণ করিলেও কৃতজ্ঞতাবসে হৃদয় আর্দ্র হয়! কিন্তু এ সকলই মিথ্যা এবং অস্থায়ী, যদি এই মন্দিরের দ্বারা এই মন্দিরের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী মন্দিরের সূত্রপাত না হয়। বাহিরের মন্দিরে বসিয়া আর কত

কাল পুণ্য শান্তি লাভ করিব? ইহার সঙ্গেত কেবল শরীরের যোগ। তাই এমন একটি মন্দিরের প্রয়োজন যাহার মধ্যে বসিয়া অনন্তকাল পিতার সৌন্দর্য্য দর্শন করিব। সেই মন্দির কি? পিতার প্রেমধাম! কোথায় সেই প্রেমধাম? তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের মধ্যে! ইহাঁদের মধ্যেই তাঁহার প্রেমবিস্তার। ইহাঁরা ভিন্ন ভাল বাসিবার আর তাঁহার কে আছে? এবং ইহাঁরা ভিন্ন তাঁহাকে ভালবাসে জগতে আর কেহই নাই।"

ঈশ্বরের এই প্রেমধামনির্ম্মাণে কেবল কয়েকটি বঙ্গবাসী উদ্যুক্ত হইয়াছেন, অপর কেহ সহায় ও সহযোগী নাই, তাহা নহে। ইংলণ্ড জার্ম্মণি আমেরিকা প্রভৃতি সমুদায় দেশের লোকের কত ভালবাসা কত শ্রদ্ধা কত সহানুভূতি। ইহার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য তিনি বলিলেন, "তোমাদিগকে অনেকে ভালবাসেন এবং তোমরা যে মহাব্রত অবলম্বন করিয়াছ, অনেকে তাহার প্রশংসা করেন, এবং যাহাতে তোমরা আরও উন্নত ও পবিত্র হইতে পার, এই জন্য তাঁহারা ব্যাকুল। তাহার চিহ্নস্বরূপ দেখ ঐ বাদ্যযন্ত্র (বিলাত হইতে প্রেরিত বহুমূল্য 'অর্গাণ' যন্ত্র*)। বল দেখি তোমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের ভাই ভগ্নীদের কি সম্পর্ক? কেন তাঁহারা বহু পরিশ্রম এবং এত ব্যয় করিয়া তোমাদিগকে এই সুন্দর যন্ত্রটি দান করিলেন?" কেশবচন্দ্র যে 'প্রেমধাম' স্থাপনের জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন, তাহা কি ভাবমাত্র, না তাহার প্রকাশ পৃথিবীতেও আছে। এ সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন, আমরা তাঁহারই নিকটে শ্রবণ করি। "আজ পিতা সকলকে এখানে আনিয়া বলিতেছেন; 'সন্তানগণ! পরস্পর প্রেমডোরে বদ্ধ হও।'······ ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি এ সকল কথা শুনিতেছ না? পিতা স্বর্গ মর্ত্ত্য বিকম্পিত করিয়া প্রেমধাম নির্ম্মাণ করিবার জন্য তোমাদিগকে ডাকিতেছেন; কিন্তু তোমরা এতই বধির যে, কোন মতেই সেই আহ্বান শুনিবে না। যদি বল, কোথায় সেই স্বর্গের পরিবার? আমি বলি, এই দেখ তোমাদের অতি নিকটে। পিতা তোমাদের কাছে থাকিয়া;

---

* ব্রহ্মমন্দিরের ব্যবহারার্থ বিলাতের কতিপয় বন্ধু এই অর্গাণটি প্রেরণ করেন। ইহা পৌষ মাসের শেষে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছিল! এই অর্গাণ উচ্চে ৯ ফীট; সুতরাং উপরের গ্যালারীতে উহার সন্নিবেশ অসম্ভব জন্য মন্দিরের মধ্যে উত্তর দিকে উহা স্থাপিত হইয়াছে। উৎসবের সময়ে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র, এখনও বাজাইবার যোগ্যভাবে সাজান হয় নাই।

আরও আনন্দের সহিত বলি, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া, তোমাদের দ্বারা এই স্বর্গীয় পরিবার সংগঠন করিতেছেন। অন্ধ তোমরা, তাঁহার প্রেম হস্তের কার্য্য সকল দেখিয়াও দেখিতেছ না। বধির তোমরা, তাঁহার কথায় সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু তোমারা তাহা বুঝিলে না।" এই প্রেমধাম কি এই কয় জন ব্যক্তিতেই আবদ্ধ থাকিবে? না, কখনই নহে। "তোমরা আগে ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে সম্মিলন কর। তাহা হইলে তোমাদের পবিত্র প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া জগতের লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে পিতার নিকটে দৌড়িয়া আসিবে; স্বর্গরাজ্যে আনিবার জন্য আর তাঁহাদিগকে ডাকিতে হইবে না। তখন পূর্ব্ব পশ্চিম, বিলাত ভারতবর্ষ এক হইবে। কালের ব্যবধান স্থানের ব্যবধান চলিয়া যাইবে। পুরাকালের ঋষি সকল আসিয়া তোমাদের সঙ্গে দয়াময়নাম কীর্ত্তন করিবেন, এবং বর্ত্তমান সময়ের মূর্খ জ্ঞানী, দীন ধনী, নরনারী, যুবা বৃদ্ধ সকলে আসিয়া তোমাদের সঙ্গে একপ্রাণ এক আত্মা হইয়া দীননাথকে ডাকিবে। সকলে বলিয়া উঠিবে আমরা স্বর্গে যাইব। যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের নিদর্শনপত্র কি? তাহারা বলিবে, চক্ষের জল; সাধন কি? প্রেম; গৃহ কি? ব্রহ্মধাম। প্রচারকগণ, অহঙ্কার করিও না। তোমাদের যত্নে নয়, কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং এইরূপে তাঁহার সন্তানদিগের দুঃখ দূর করিবেন।" এই প্রেমধাম কি তবে কেবল পৃথিবী লইয়া সংসৃষ্ট? না। "আজ পিতাকে বলিয়াছি, প্রাণের ভাই ভগিনীদের যেন তাঁহার কাছে দেখিতে পাই। আজ পিতার দয়া দেখিয়া অবাক্ হইলাম। মুখে আর হৃদয়ের কথা বলিতে পারি না। আধ্যাত্মিক প্রেমশৃঙ্খলে আজ দেখিতেছি, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা, ইহলোক এবং পরলোক, পুরাকালের এবং বর্ত্তমান কালের সাধুগণ পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছেন। যাই বলিলাম, নাথ, দেখাও তোমার প্রেমধাম, তখনই পুরাকালের ঋষিগণ, মহর্ষি ঈশা, বৌদ্ধ, নানক, মোহম্মদ, এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্ম পরিবার সকলেই তাঁহাদের প্রেমময় পিতাকে সঙ্গে করিয়া হৃদয়ের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।"

প্রাতে প্রেমধাম স্থাপনের জন্য যখন অনুরোধ হইল, তখন সকলের মনে পরিবার সাধনের উপায় জানিবার জন্য যে প্রবল স্পৃহা উপস্থিত হইবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। অতএব অপরাহ্নে আলোচনামধ্যে পরিবারসাধন কি প্রকারে হয় তৎসম্বন্ধে গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইল। এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে এ সময়ের

অতি ঘনিষ্ঠ যোগ, অতএব ঐ প্রশ্নের উত্তর আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ব্রহ্মসাধনের যেমন দুই অঙ্গ ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মাদেশ, পরিবার সাধনও সেইরূপ। ভক্তি নয়নে ঈশ্বরকে দর্শন করা এবং বিবেককর্ণে তাঁহার আজ্ঞা শুনিয়া জীবনে তাহা পালন করা এই দুই যোগ যেমন ব্রহ্মসাধন, এইরূপ পবিত্র ভাবে সমুদায় নরনারীকে দর্শন এবং উৎসাহী হস্তে তাঁহাদের সেবা করা, এই দুই সাধনই যথার্থ পরিবারসাধন। অপবিত্র নয়নে যদি একটী ভগ্নীকেও দেখ এবং রুক্ষভাবে যদি একটি ভাইয়ের প্রতিও তাকাও, তবে পরিবারসাধন হইল না। যদি ভাই ভগ্নীকে একটি বিশেষ জ্যোতিতে দেখিতে না পাও, তবে সকলই মিথ্যা। অনেকে বলেন, পরোপকার করা, ভিক্ষা দান, বিদ্যাদান, উপদেশ দান ইত্যাদি করিলেই ধর্ম্ম হয়; আমি বলি, কখনই না। যদি ভাই ভগ্নীকে যে ভাবে দেখিতে হয়, যেমন প্রেমের সহিত প্রাণের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, যেরূপ সেবা করিলে তাঁহাদের শরীর মনের কষ্ট দূর হয়, সেইরূপ করিতে না পার, তবে কি কেবল অর্থ, জ্ঞান এবং বক্তৃতা দান করিলেই পরিবারসাধন হইতে পারে? পরিবার-সাধন আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক পবিত্র নয়নে প্রেমভাবে পরিচালিত হইয়া তাঁহাদের সেবা করিলেই পরিবারসাধন হয়। যে চক্ষুতে মাকে দেখি, সেই ভাবে কি আর এক জন স্ত্রীলোককে দেখিতে পারি? মা বস্ত্রাভাবে শীতে কাঁপিতেছেন তাহা দেখিলে যেমন হৃদয় ব্যথিত হয়, অন্যের তেমন অবস্থা দেখিলে প্রাণ কি সেইরূপ কাঁদিয়া উঠে? মার প্রতি অন্তরে ভক্তি নাই, কিন্তু বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শীতের বস্ত্র দিলাম, মার কষ্ট দেখিয়া অন্তরের যেরূপ অবস্থা হওয়া উচিত তাহা হইতে পারিল না, হৃদয় কোন মতেই ভক্তিদ্বারা অনুরঞ্জিত হইল না, কিন্তু বন্ধুর অনুরোধে কিছু অর্থ দিয়া শরীরের কষ্ট দূর করিলাম, জগতের কে ইহাকে মাতৃভক্তি বলিবে? সেইরূপ ধন, জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা পৃথিবীর শত সহস্র নরনারীর দুঃখ দূর করিলাম, কিন্তু কাহাকেও আপনার বলিয়া চিনিয়া লইতে পারিলাম না, এই অবস্থায় কিরূপে পরিবার হইবে? সেই চক্ষু কেমন সুন্দর, সেই হৃদয় কেমন মধুর, যাহা সর্ব্বদাই নিঃস্বার্থ প্রেমে অনুরঞ্জিত এবং যাহার নিকট প্রত্যেক নরনারী ঈশ্বরের পুত্র কন্যা!! কবে আমরা ভাই ভগ্নীদের মধ্যে সেই পবিত্রধাম দর্শন করিব? কবে তাঁহাদের শরীর, মন এবং আত্মার অভাব মোচন করিবার জন্য, আমরা প্রফুল্ল হৃদয়ে সমস্ত জীবন অর্পণ করিব?"

ভারতাশ্রমসংস্থাপনের কথা বলিবার পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এবার দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিকে একটি বিশেষ দৃশ্য সকলের নয়নগোচর হয়। ইটি মুক্তাকাশের নিম্নে বক্তৃতা। ৯ মাঘ (২১ জানুয়ারী) রবিবার অপরাহ্নে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ গৃহ হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন * বাহির হইল। গৃহ হইতে গোলদীঘিতে গিয়া সঙ্কীর্ত্তন উপস্থিত, "রাজপথ লোকে পরিপূর্ণ। গোলদীঘির চারিদিকেই দর্শকগণ দণ্ডায়মান। উভয় দিকের বহির্দ্বার পুষ্পমালা ও নবপল্লবে সুশোভিত। চতুর্দ্দিকের রেলে সুন্দর নিশান সকল আকাশ পথে উড্ডীয়মান হইতেছে। প্রচারকার্য্যালয়ের বারান্দায় † নহবতের সুমধুর রব আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট সময়ে 'বহিঃপ্রাঙ্গণ মহাসভার' অধিবেশন হইল। কালেজ অট্টালিকার সোপানশ্রেণী হইতে পুষ্করিণীর তটদেশ পর্য্যন্ত প্রায় তিন চারি সহস্র লোকে আকীর্ণ। ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় মধ্যস্থলে এক উচ্চ আসনে দণ্ডায়মান হইয়া অতি গম্ভীর ও উচ্চরবে বজ্রধ্বনিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটি উদার জ্বলন্ত সত্য বলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম ও দর্শক সকলেই নিস্তব্ধ ও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। প্রথমতঃ আচার্য্য মহাশয় সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বল 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্,' বল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্,' বল 'সত্যমেব জয়তে,' অমনি ব্রাহ্মগণ সমস্বরে ঐ তিনটি সত্য উচ্চারণ করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন সত্যের প্রভূত বল, প্রজ্বলিত ধর্ম্মোৎসাহ হুতাশনের ন্যায় দুর্ব্বল ভারতের পাপ ভস্মীভূত করিতে আসিল।......আচার্য্য মহাশয়ের মুখমণ্ডলে ধর্ম্মবীরের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য সমন্বিত জ্যোতি প্রকাশ পাইতে লাগিল।......সেই অদৃশ্য গভীর আধ্যাত্মিক রাজ্য তিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সুতীক্ষ্ণ শরের ন্যায় সত্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতে লাগিল এই অনন্ত আকাশে অনন্ত বিশ্বপতির অনন্ত সিংহাসন বিরাজিত। তিনি যে ভাবে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আকাশব্যাপিনী উদারতা ও বাস্তবিকতা ও জীবন্ত ভাব

---

* "আজ গাও গভীর স্বরে, প্রেমভরে নগরে, মধুর ব্রহ্মনাম" ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের ১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

† গোলদীঘির দক্ষিণস্থ ১৩ সংখ্যক বাটী। এখানেই মিরার কার্য্যালয় প্রভৃতি সকলই অবস্থিত ছিল।

প্রকাশিত হইযাছে।” এই শেষ কথাগুলি যে বাস্তবিক সত্য, নিম্নে উদ্ধৃত উপদেশাংশ তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত করিবে। বক্তৃতাস্থলে ইউরোপীয়গণের মধ্যে মেস্তর আর্থার এফ্ কিন্নেয়ার্ড, রেবারেণ্ড জে লং, ডাক্তার ডি ওযাল্ডি, রেবারেণ্ড জে পি আষ্টন, জে ই পাইন্, মেস্তর টেলার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

“অনেকে ‘ব্রহ্মজ্ঞানী’ নামের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। সে দ্বেষ অমূলক। তোমরা যদি ব্রাহ্মনাম না চাও তাহা হইলে এ নামটি পরিত্যাগ কর। ইহাকে সত্য ধর্ম্ম বল, প্রীতির ধর্ম্ম বল, ঈশ্বরের ধর্ম্ম বল। মুষা ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ পুরাকালে যে প্রেম ও সাধুতা প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা তাহাই; আজ ঘরের ভিতর আমরা বদ্ধ হই নাই। সকল প্রাচীর ভঙ্গ করিয়াছি, অসীম আকাশ আমাদের চন্দ্রাতপ, বায়ু আমাদের প্রচারক, ঐ সূর্য্য আমাদের আলোকদাতা, আমাদের ধর্ম্মের উদারতা সমুদায় সঙ্কীর্ণতাকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। উদারতার অস্ত্র ধারণ করিয়া যাহা কিছু সাম্প্রদায়িক ভাব তাহা বিনাশ করিতে হইবে। আমরা কোন সঙ্কীর্ণতা মানি না, এই সূর্য্য এই বিস্তীর্ণ অনন্ত আকাশ আমাদের সাক্ষী। চারি দিকে যে সকল লোক দেখিতেছি, সকলেই জাতি-নির্ব্বিশেষে একত্র হইয়াছেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, ঈশ্বরের ধর্ম্ম এক, পরিবার এক, যেমন তিনি এক। আমরা সকলে ভাই, মধ্যে পরম পিতা, এ ধর্ম্মের উদারতার নিকট অপ্রেম বিদ্বেষ পরাস্ত হয়। মহাসাগরপারে আজ ব্রহ্মনাম শুনিতেছি। সকল দেশীয় নরনারী, ইহলোক পরলোকবাসী সকল সাধু ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে মিলিত। সাগরপারে, পর্ব্বত উপরে, বিজন কাননে, সজন নগরে যাঁহারা পিতার নাম করিতেছেন তাঁহারা আমাদেরই। যখন এত বড় উদার আমাদের ধর্ম্ম, যাহা বায়ুর সঙ্গে পৃথিবীময় প্রচলিত হইতেছে, সে ধর্ম্মকে কে বাধা দিতে পারে? কাহার প্রতি শত্রুতা করিতে আমরা আসি নাই, কিন্তু বক্ষঃ প্রসারণ করিয়া সকলকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। যে বিদ্বেষী সে ব্রাহ্ম নহে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়, দেশ বিদেশস্থ সকল লোকের চরণতলে যে অবলুণ্ঠিত হইয়া সত্য গ্রহণ ও প্রেমদান করিতে পারে সেই ব্রাহ্ম। যাহার মনে সঙ্কীর্ণতা নাই তাহাকে ব্রাহ্ম ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি।”

এবার টাউনহলে “পূর্ব্বতন বিশ্বাস ও বর্ত্তমান চিন্তা (Primitive Faith and Modern Speculations) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এই বক্তৃতাটী গ্রন্থাকারে

আজও নিবদ্ধ হয় নাই। মিবারে ইহা যত দূর প্রকাশিত আছে, তাহাতে বক্তব্য বিষয় নিঃশেষরূপে বলিতে গেলে যাহা প্রয়োজন তাহার সকলই আছে। এই বক্তৃতার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে। আদিম সময়ে ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক, ভক্তিপ্রধান, এবং আত্মার অন্নপান ছিল, বর্ত্তমান সময়ে ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া পড়িয়াছে। সে কালে উহা একটী জীবন্ত শক্তি ছিল, লোকেরা উহার সংস্পর্শে জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ হইত, এখন উহা বুদ্ধি ও বিচারের বিষয় হইযাছে। ঈশ্বর কি, পরলোক কি, এ সকল বিষযের মত ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য এখন-কালের যত্ন। পূর্ব্বকালের লোকেরা ঈশ্বরের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মহত্ত্ব এবং গৌরব প্রত্যক্ষ করিতেন, এখনকার লোকেরা গ্রন্থ, মহাজন, উপদেষ্টা, রাজ্যপ্রণালী প্রভৃতির মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে যাইতে যত্নশীল। প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই সময়ের বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য করা একান্ত প্রয়োজন। একটি আর একটি বিনা কখন পূর্ণ হইতে পারে না। জ্ঞান ও আধ্যাত্মিতা, ভাব ও কার্য্যতঃ নিয়োগ, এ দুইই পূর্ণ ধর্ম্মে চাই। বর্ত্তমানের জ্ঞান ও সভ্যতা, প্রাচীনকালের দেবনিশ্বসিতলাভ, এ দুইয়ের সম্মিলন নিতান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবাণীশ্রবণ প্রাচীন ধর্ম্মের ইহাই সার। ঈশ্বরকে না দেখিয়া ঈশ্বরের কথা শ্রবণ না করিয়া কখন আত্মা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আত্মা স্বভাবতঃ তাঁহার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত। ঊনবিংশ শতাব্দী হয়তো বলিবে, ঈশ্বরকে কখন সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। মানুষের বিশ্বাস যত কেন উচ্চ হউক না, অনন্ত সর্ব্বথা তাহার অতীত। এ কথা শুনিতে নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, কিন্তু ঈশ্বর কি সর্ব্বব্যাপী নহেন? সর্ব্বব্যাপী হইলে কি হয়, ঈশ্বরের তো কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান ধর্ম্মের সহকারী, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান অন্ধশক্তি ও অন্ধনিয়ম বিনা আর কিছু দেখায় না। বিজ্ঞান প্রকৃতি ভিন্ন কোথাও আর কিছু দেখিতে পায় না। যথার্থ বিজ্ঞান কখন ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্ন করে না, শক্তি ও নিয়মের ভিতরে উহা ঈশ্বরের মুখ প্রকাশিত করে। সর্ব্ববিধ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ভিতরে সেই আদিকারণ, সেই সর্ব্বপ্রবর্ত্তক জ্ঞান, এবং সেই সর্ব্বশক্তিমতী ইচ্ছাশক্তি বিশ্বাস ও বিজ্ঞান উভযের নিকটে সমভাবে অভিব্যক্ত হন। এই বিশ্ব কেবল একটি যন্ত্রমাত্র নহে; কেবল শুষ্ক নিয়মাদি যোগে স্বর্গরাজ্য সংসৃষ্ট নহে, অথবা সেই আদিকারণ সূক্ষ্ম ভূতমাত্র নহেন। সর্ব্বত্র

শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের শাস্তৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব দৃষ্ট হয়। এ সমুদায় এক পরমপুরুষকে অভিব্যক্তি করে। তিনি পুরুষ একথা বলিতে বিজ্ঞান সঙ্কুচিত। পুরুষ বলিলে বা তিনি মানুষের মতন হন, এই উহার ভয়। শক্তি, জ্ঞান ও কারণ ঘোর সংশয়ীও স্বীকার করিতে বাধ্য, কিন্তু তিনি পুরুষ, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিতে পারা যায়, ইহা বিজ্ঞান বলিতে চায় না। মানুষ ব্যক্তি কেন? সে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যদি তাহার স্বাধীনতা অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিচারালয়াদি সমুদায় মিথ্যা হইয়া যায়। মানুষ যদি স্বাধীন হইল, তবে ঈশ্বর কি স্বাধীনেচ্ছাবান্ পুরুষ নহেন? তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি কি সমুদায় নিয়মিত করিতেছে না? তিনি কেবল জ্ঞান ও শক্তিতে নহেন, কিন্তু পরমপুরুষেরূপে আমাদিগের নিকটে উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত। পরমপুরুষরূপে দেখিতে গিয়া বহু দেববাদ উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য তাঁহাকে পুরুষ বলিতে বর্ত্তমান কালের লোকেরা ভীত, আবার অন্য দিকে ব্যক্তিত্ব অস্বীকার ও ঈশ্বরকে সকলের মূলোপাদান করিয়া জগৎ ও ঈশ্বর এক হইয়া পড়িয়াছেন, অদ্বৈতবাদ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরের বাণী শুনা যায়, এ দুইই নিরসন করিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ শক্তির শক্তি বলি, তিনি সমুদায় জগতের অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, অথচ তিনি জড়ও নহেন, চিন্তাপ্রসূতও নহেন। তিনি অনন্ত পরমপুরুষ, তিনি সমুদায় বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারই মঙ্গলাভিপ্রায় সর্ব্বত্র পূর্ণ হইতেছে। সর্ব্বত্র তিনিই জীবন্ত ভাবে বিরাজমান। পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ মহাজনগণ ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, হিন্দু ও য়িহুদী ধর্ম্ম উভয়েতেই ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁহার কথা শুনা যায়, ইহা বলিলে. ঈশ্বরের জড় রূপ আছে, জড় শব্দ আছে, ইহাই কি বুঝিতে হইবে? তিনি জ্যোতির্ম্ময়, ইহা বলিলে তিনি অন্ধকারময় ইহা কেন বলা হইবে না? তিনি অন্ততঃ জড় আলোকও নহেন, অন্ধকারও নহেন। তিনি চিদাত্মা। যাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে পরমাত্মরূপে পবিত্রাত্মরূপে দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রভাবে অন্তরের অন্তরে নূতন সত্য, নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব লাভ করিয়াছেন। আত্মা যদি তাঁহাকে না দেখে, তাঁহার কথা না শুনে, তাহা হইলে নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সংসারের দুঃখ ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে সকল সময়ে

ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করা প্রয়োজন। "অতএব নিয়ম ও শক্তির ছায়া আমরা দূরে পরিহার করি; আমরা যেন বৈদ্যুতিক শক্তি বা চৌম্বক শক্তির নিকটে মস্তক অবনত না করি। আমাদের মনঃকল্পনা যেন রাসায়নিক বা যান্ত্রিক কারণে বিশ্রান্তি লাভ না করে। অসং বিজ্ঞান কেবল একটি মনঃকল্পনাকে যেন আমাদের ও আমাদের স্রষ্টার মধ্যে ব্যবধান করিয়া দাঁড় না করায়। আমরা যেন সমাদরে দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনন্ত পুরুষকে উপলব্ধি করি এবং বিজ্ঞান-গঠিত মন্দিরে আমাদের পিতা মাতা ও চিরন্তন স্রষ্টাকে আমরা অর্চ্চনা করি। ইহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ঈশ্বর কেবল সত্য ও মঙ্গলময় নন, কিন্তু অতি সুন্দর, এবং তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া ভাল বাসিতে পারি। এইরূপ আমরা বর্ত্তমান বিজ্ঞানঘটিত চিন্তার মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন বিশ্বাস সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারিব এবং তাঁহাদের মত ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে সমর্থ হইব।"

এই সময় আদেশশ্রবণপ্রধান। কেশবচন্দ্র আপনি এই কথা ১১ মাঘের সায়ংকালের উপদেশে বলিয়াছেন। তিনি উপদেশ এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন, "উৎসব রজনীতে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য কি? বৎসরের বিশেষ দিনে আজ ব্রাহ্মেরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিবেন? ১১ মাঘের সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসর শেষ হইতেছে! গত বৎসর এখানে এই মন্দিরে উপাসকমণ্ডলী কি শুনিয়াছেন? প্রতি সপ্তাহে যে সমস্ত কথা হইয়াছে তাহার সার কি না ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র! শাস্ত্র ধর্ম্মজীবনের মূল। শাস্ত্র বিনা ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে বিশ্বাস করা পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, যিনি শাস্ত্র অগ্রাহ্য করেন তাঁহার ধর্ম্ম বালির উপরে স্থাপিত, ঝড় বৃষ্টি আসিলেই তাহা সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব যিনি সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে ধর্ম্মজীবন নির্ম্মাণ করিতে চান, তাঁহাকে একটি শাস্ত্র অবলম্বন করিতেই হইবে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে সাক্ষাৎ করিবার জন্য কোন মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য কোন পুত্তল নির্ম্মাণ করিতে হয় না, বহুকাল অতীত হইল ব্রাহ্মেরা এ সকল সত্য লাভ করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর সাধকের সঙ্গে কথা কন এবং সাধকেরা স্পষ্টরূপে তাঁহার আদেশ শুনিতে পান, গত বৎসরেই কেবল বিশেষরূপে এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এমন সময়ে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ

করিয়াছি, আমরা স্বর্গ হইতে যেমন জীবন্তসত্য লাভ করিয়াছি পৃথিবীর আর কোন অংশেই কেহ এই ভাবে সত্যলাভ করিতে পারেন নাই।..... যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন পৃথিবীব কোন অংশে জীবন্তভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার হইতেছে, আমি বলিব, হে পৃথিবীনিবাসিগণ, বঙ্গদেশে যাও. দেখিবে সেখানে ঈশ্বব স্বয়ং ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে কথা বলিয়া উপদেশ দান করিতেছেন।......ঈশ্বব স্বয়ং বলিতেছেন, তাঁহার লেখনী যাহা লিখিতেছে, তাহাব কি ধ্বংস হইতে পাবে? কে বলিবে, ঈশ্বরের বাক্য লুপ্ত হইবে এবং তাঁহার লেখা বিনষ্ট হইবে? তাঁহাব কথাই ব্রাহ্মের শাস্ত্র; অতএব ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র অবিনশ্বর।.... প্রতিদিন ভক্তকে কাছে ডাকিয়া পবম পিতা যাহা বলেন, পুত্রেব প্রার্থনার যে উত্তর দেন তাহাই ব্রাহ্মদিগেব অখণ্ড শাস্ত্র। তিনি যদি আত্মাতে কথা না বলিতেন, কে শুনিত সাধুদিগের বচন, কে বিশ্বাস কবিত গ্রন্থ এবং কে বা গ্রাহ্য কবিত পুস্তকেব রচনা। জগতে ভক্তদেব উপদেশ কেন এত মধুব? এই জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলেন। ঈশ্বর যাহা বলেন তাহাই তাঁহাবা জগতে প্রচাব করেন, এই জন্যই জগৎ তাঁহাদেব কথা শুনিবাব জন্য এত ব্যস্ত।......ব্রহ্মেব কথাই আমাদেব প্রমাণ, যখন ব্রহ্ম বলিলেন, এই সত্য লও, তখন কি পুস্তকে কি সাধুব নিকটে যেখানে তাহা পাইলাম তৎক্ষণাৎ আপনাব বলিয়া স্বীকাব কবিলাম! যাই বলিলেন, এই ভ্রম ছাড, তৎক্ষণাৎ পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু, বেদ, বাইবেল, কোবাণ সমুদায়েব মমতা পবিত্যাগ কবিয়া সেই ভ্রম ছাড়িলাম।... পবের কথা এবং অন্যের দৃষ্টান্ত যে ধর্ম্মজীবনেব ভিত্তিভূমি তাহা কখনও অধিক দিন স্থায়ী হয় না; কিন্তু সেই গৃহ যাহা ঈশ্ববেব আদেশে নির্ম্মিত এবং তাঁহাব আজ্ঞার উপবে সংস্থাপিত তাহার কি ধ্বংস আছে?"

কার্য্য ও আধ্যাত্মিকতা এ দুইয়েব স্রোত সমভাবে চলিতে লাগিল. এ দিকে আব এক অভিনব আন্দোলন উপস্থিত। আমাদিগেব পূর্ব্ববঙ্গেরনিকযেজন বন্ধুর উৎসাহে ব্রহ্মমন্দিবে পুরুষগণেব সঙ্গে নারীগণ সমভাবে একত্র বসিতে অগ্রসর হইলেন। অপবিচিত স্ত্রী ও পুরুষগণের একত্র বিমিশ্রভাবে উপবেশন, কখন কল্যাণের কাবণ হইতে পারে না, এ জন্য এ বিষয়ে প্রতিরোধ হইল। এই প্রতিরোধেব ফল এই হইল যে, ববিবাব রজনীতে অন্যত্র উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইল। দুঃখেব বিষয় এই যে, এই ব্যাপারে প্রধানাচার্য্য মহাশয় উৎসাহ দান করিলেন। আমরা

সে সময়ের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে এই কয়েকটী কথা লিখিত দেখিতে পাই, "৩০ ফাল্গুন মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মহাশয়ের বাটীতে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। আমাদের প্রধানাচার্য্য মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীলোকেরাও উপাসনাতে প্রকাশ্যরূপে যোগ দিয়া সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, তাঁহার বক্তৃতার অধিকাংশ স্থল নাকি অপ্রত্যক্ষভাবে কেশব বাবুর বিরুদ্ধেই ছিল। আমরাত কিছুই জানি না, শ্রোতৃবর্গই ইহার বিশেষ তত্ত্ব অবগত আছেন। আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় যে, এইরূপ ভাব সম্পূর্ণ অমূলক হয়। কি আশ্চর্য্য যে, মানব প্রকৃতির দুর্ব্বলতা স্বর্গের মধ্যে গিয়াও নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।" যাহা হউক এই আন্দোলনের যাহাতে মীমাংসা হয়, তাহার জন্য কেশবচন্দ্র বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। যদি কোন মহিলা যবনিকার অন্তরালে বসিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বাধীনভাবের প্রতিরোধ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়, এই বিবেচনায় তিনি স্ত্রীপুরুষের সংমিশ্রণ না হয়, অথচ নারীগণ প্রমুক্তভাবে বসিতে পারেন, এ জন্য ব্রহ্মমন্দিরের উপরের গ্যালারীতে তাঁহাদের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট রাখিবার তিনি প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে সম্মতি না পাওয়াতে পরিশেষে উত্তর দিকস্থ সঙ্গীতজনানির্দ্দিষ্ট স্থানের পূর্ব্বদিকে মহিলাগণের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। পুরুষ ও নারীগণের ব্যবধান জন্য মধ্যে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত রেল থাকে।

৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে 'ভারতাশ্রম' সংস্থাপিত হয়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন তাঁহার এই উদ্যান 'ভারতাশ্রম' সংস্থাপন জন্য দেন। এইরূপ স্থির হয় যে, আশ্রমের অধিবাসী সংখ্যা এবং আয় বাড়িলে উহা কলিকাতায় আনীত হইবে। স্বয়ং কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুবর্গের পরিবার আশ্রমের অধিবাসী হন। স্ত্রী বিদ্যালয়ের কার্য্য কলিকাতায় না হইয়া এখন আশ্রমেই হইতে থাকে। প্রতি দিন প্রাতে একজন বন্ধু আশ্রমবাসিগণের দ্বারে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতেন, সেই নামকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। উদ্যানে বাহির ও অন্তর মহল, দুইই ছিল। প্রাতে অন্তঃপুরসংলগ্ন পুষ্করিণীতে মহিলাগণ, বহিঃস্থিত পুষ্করিণীতে পুরুষগণ, একত্র মিলিত হইয়া স্নান করিতেন।

স্নানান্তে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ গ্রহণপূর্ব্বক উপাসনাগৃহে সকলে সমবেত হইতেন। এক দিকে নারীগণের জন্য অপর দিকে পুরুষগণের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনোপরি উপবেশন করিলে কেশবচন্দ্র আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। নরনারী উভয়ে মিলিত হইয়া যখন ভগবানের চরণতলে গমন করিতেন, তখন সমুদায় গৃহ স্বর্গের শোভায় পূর্ণ হইত। আশ্রমে এক বার যাঁহারা বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সে স্বর্গের ভাব কোন দিন জীবনে বিস্মৃত হইবেন না। উপাসনান্তে নারীগণের নির্দ্দিষ্টস্থানে নারীগণ এবং পুরুষগণের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুরুষগণ একত্র ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে যাঁহার যাহা দিবসের কর্ত্তব্য তাহাতে নিযুক্ত হইতেন। অপরাহ্নে সকলে সমবেত হইয়া সৎপ্রসঙ্গে সুখে সময়ক্ষেপ করিতেন। সে সময়ে নরনারীর মুখে যে কি এক উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ স্বর্গীয় নবভাব অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা বর্ণন দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।

কেশবচন্দ্রের ভারতাশ্রমে অবস্থিতি কালে সমগ্র ভারতব্যাপী একটী ভয়ানক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও পোর্টব্লেয়ারে সায়ং-সৌন্দর্য্যদর্শনপূর্ব্বক শিলোচ্চয় হইতে অবতরণ করিয়া পোতারোহণ করিবার সেতুতে যাই কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন অমনি দুরাত্মা শের আলি পশ্চাদিক্ হইতে আসিয়া বামস্কন্ধে একবার এবং দক্ষিণ স্কন্ধের নিম্নদেশে দ্বিতীয়বার ছুরিকাঘাত করে * তাহাতেই হয় তিনি জলে পড়িয়া যান, অথবা ঝম্পদান করিয়া তাহাতে নিপতিত হন। তিনি পড়িয়া আপনি উত্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তুলিয়া 'ট্রকে' রাখা হয়, অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনি গতাসু হন। এই শোকাবহ ব্যাপারে সমুদায় দেশ একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সকলের মন শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই ঘটনায় কেশবচন্দ্র আশ্রম হইতে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে যে পত্র লিখেন তাহা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সমীপে।

"প্রিয় ভ্রাতৃগণ,—অত্যন্ত গভীর দুঃখের সহিত আমি এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে এই শোক সংবাদ দান করিতেছি যে, পোর্টব্লেয়ারে ৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতের

* এই ঘটনা সকলের চিত্তে অতিমাত্রায় ভয়সম্ভ্রম উপস্থিত করে, কেন না এটী প্রথম ঘটনা নয়; পাঁচ মাস পূর্ব্বে বিগত ২১ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের অনারেবল জে পি নরমান দুরাত্মা আবদুল্লার হস্তে নিহত হন।

রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনারেল গুপ্ত হন্তার হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের ভক্তিপাত্র এবং প্রিয়তম গবর্ণর জেনারেলের অকাল মৃত্যুতে আমার সহিত আপনারা শোকে যোগ দান করিবেন এবং কাউণ্টেস্ অব মেয়োর শোকব্যথার সহিত গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন।

"আমার এই বিনীত ব্যগ্র প্রার্থনা যে, ভারতের প্রেসিডেন্সিস্থ নগরীসমূহের ব্রাহ্মসমাজ সকল আগামী রবিবারে এই শোকাবহ ঘটনা লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করেন। এ সম্বন্ধে অগ্রে তারযোগে সংবাদ দান করা গিয়াছে। আমি আশা ও বিশ্বাস করি, মফঃস্বলস্থ সকল ব্রাহ্মসমাজ এই পত্রিকা প্রাপ্তিমাত্র যত শীঘ্র পারেন ঈশ্বরোপাসনা করিবেন। ইহা আশা করা যাইতে পারে যে, ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলী এ সময়ে মহারাজ্ঞীর অপরাপর প্রজামণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া রাজপ্রতিনিধির মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশের জন্য মিলিত হইবেন।

ভারত আশ্রম,	কেশবচন্দ্র সেন
বেলঘরিয়া,	ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য
১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২	ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।"

৭ ফাল্গুন রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এতদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও উপদেশে রাজভক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য বিবৃত হইয়াছিল। যে অংশে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কিছু কিছু আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ব্রাহ্মগণ, পৃথিবীর সামান্য চক্ষে তোমরা রাজাকে দেখিও না; কিন্তু ব্রাহ্মের দিব্যনয়নে রাজার সঙ্গে সেই বিশ্বাধিপতির যে জীবন্ত যোগ তাহা প্রত্যক্ষ কর। ভারতেশ্বরী মহারাণীর শাসনে থাকিয়া আমরা কত বিপদ কত অত্যাচার, এবং কত ভয়ানক বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইয়াছি এবং জ্ঞানধর্ম্মবিষয়ে কত উন্নতি লাভ করিয়াছি। যখন তাঁহার কুশলময় শাসন দেখি, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই আজ শত শত ব্রাহ্ম কলিকাতা, পঞ্জাব, বম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজপ্রতিনিধির অপমৃত্যুনিবন্ধন বিশেষরূপে সেই মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বপতির নিকট প্রার্থনা করিতে সমবেত হইয়াছেন। যদি আমরা রাজাধিরাজকে মানি, পৃথিবীর রাজাকে অবশ্যই মানিতে হইবে, কেন না পৃথিবীর রাজা রাণী তাঁহারই প্রতিনিধি, তাঁহাদের নিয়োগপত্রে ঈশ্বর স্বয়ং স্বাক্ষর করেন। এজন্যই তাঁহারা আমাদের ভক্তিভাজন। পৃথিবীর

রাজা রাণীর সঙ্গে ঈশ্বরের গূঢ় ধর্ম্মযোগ। এই কথা স্বীকার করিলে কোন্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকবিহীন হইয়া থাকিতে পারেন? রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের আজ্ঞা যে, আমরা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তার মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া বিনীত হৃদয়ে সময়োচিত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করি।······যে দিকে দেখি সেই দিকেই আজ শোকচিহ্ন। যে দিকে কর্ণপাত করি, সেই দিকেই আজ শোকের ধ্বনি। যে শান্তচিত্ত, গম্ভীর প্রকৃতি, বীরপুরুষ ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি হইয়া ভারতরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তিনি আর নাই। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া প্রজাবর্গের হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল।··· কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিয়া আমাদের শাসনকর্ত্তা দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, শাসনপ্রণালীসম্বন্ধে বিশুদ্ধ নিয়ম সকল প্রজাদিগের মধ্যে সংস্থাপন করিবার জন্য, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে প্রজাদিগের কুশলবিস্তারের জন্য তিনি দ্বীপ দ্বীপান্তর ভ্রমণ করিতেছিলেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ২৭ মাঘ দিবসে তিনি সমুদ্রের সায়ঙ্কালীন গাম্ভীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দমনে দ্বীপের একটি উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন অন্ধকার মধ্যে লুক্কায়িতভাবে এক দুরন্ত লোক হঠাৎ লম্ফদিয়া তাঁহার স্কন্ধে ভয়ানক অস্ত্রাঘাত করিল। সায়ঙ্কালের অন্ধকার যেমন পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিল, মৃত্যুর ঘোরান্ধকার আসিয়া ভারতের শাসনকর্ত্তার জীবন হরণ করিল। এমন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন যে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল, এমন কি নিকটস্থ বন্ধুদিগকে অথবা অনাথিনী স্ত্রীকে কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন না।······কোথায় গেলেন সেই মহাত্মা, যিনি অল্পকাল পূর্ব্বে রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া বিপুল ধনসম্পত্তি মানসম্ভ্রমে পরিবেষ্টিত হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতেছিলেন?······আমরা তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কি শোকসন্তপ্ত হইয়া অশ্রুপাত করিব না, সমুদায় প্রজাবর্গের সহিত একত্র হইয়া আমরা রাজপ্রতিনিধির আত্মার প্রতি সময়োচিত কর্ত্তব্য সাধন করিব না?··· ···প্রজা বলিয়া ত আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা দিবই কিন্তু তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মেরা বিশেষরূপে ঋণী।······ তিনি ব্রাহ্মদিগের বিবাহবিধি সিদ্ধ করিবার জন্য মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহপূর্ব্বে উদার ও গম্ভীর ভাবে যে কথাগুলি মন্ত্রিসভাতে বলিয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয়।······যিনি সংসারের সহস্রপ্রকার অসুবিধা এবং অনধিকার হইতে

তোমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যিনি উদারভাবে সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে স্বাধীনতা দিবার জন্য মন্ত্রীদিগের সমক্ষে বিপক্ষতাসত্বেও গম্ভীরভাবে আপনার উচ্চভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তোমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা দিবে। আবার আমি নিজে তাঁহার সহৃদয়ভাবে ঋণী ও বশীভূত হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ, স্ত্রীজাতির উন্নতি এবং এদেশের শাসনপ্রণালীসম্পর্কে তিনি আমাকে যে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমার মন কখনই ভুলিতে পারিবে না। হায়! আমিও জানিতাম না এবং তিনিও জানিতেন না যে, সেই আলাপ তাঁহার শেষ আলাপ। সহাস্যমুখে এমনি মধুরভাবে তিনি সকলের সঙ্গে আলাপ করিতেন যে, একবার যিনি তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন তিনি কখনই তাহার মধুরতা ভুলিতে পারিবেন না। এমনই আশ্চর্য্যভাবে তিনি বিনয় স্নেহ এবং প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ করিতেন যে, তাহাতে শত্রুও মিত্র হইত। তাঁহার মুখে এমনই একপ্রকার সৌম্যভাব এবং শান্তিজ্যোৎস্না ছিল যে, তাহা দেখিয়া পাষণ্ডের মন আর্দ্র হইত। যিনি শান্তিগুণে সকলকে পরাজয় করিতে পারেন তিনি কি সামান্য রাজা! অতএব আইস তিনি আমাদের এবং দেশের যে উপকার করিয়াছেন এবং উদারতা, দয়া, প্রজাবাৎসল্য, বীরত্ব, সাহস প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার পরিবারের প্রতি এই সময় আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধন করি।" অতঃপর ২৪ ফেব্রুয়ারী ভারতসংস্কারসভার অধিবেশন হইয়া লর্ড মেওর জন্য শোক সন্তাপ প্রকাশ করিয়া নির্দ্ধারণ নিবদ্ধ হয়। এই অধিবেশনে লর্ড মেও সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র অনেক কথা বলেন, একটী কথা এই সভাসম্বন্ধে নিতান্ত দুঃখের যে, তিনি ইহার বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সে অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য পৃথিবীতে তিনি জীবিত থাকিলেন না। ভারতসংস্কারসভার নির্দ্ধারণ কাউণ্টেস্ মেওর নিকটে প্রেরিত হয়। মেজর ও টি বরণ কাউণ্টেস্ মেয়োর ধন্যবাদ পত্র দ্বারা কেশবচন্দ্রকে জ্ঞাপন করেন।

শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহা হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। ভারতাশ্রমে তাঁহার আরোগ্যোপলক্ষে কেশবচন্দ্র এই ভাবে প্রার্থনা করেন;—"হে প্রভো, আমাদের মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের আরোগ্যলাভে আমরা তোমার নিকটে অদ্য সায়ঙ্কালে কৃতজ্ঞতা